মিতাক্ষরা।

আচারাধ্যায়।

যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য প্রণীত ধর্ম্মসংহিতা ব্যাখ্যা

পরমহংস পরিব্রাজক বিজ্ঞানেশ্বর ভট্টারক বিরচিতা।

বর্দ্ধমানাদি মহামহীন্দ্র মহারাজাধিরাজ হিজ্ হাইনেস্

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহতাব্‌চন্দ্ বাহাদুর

কর্ত্তৃক

শ্রীরামতারণ তর্কবাগীশ দ্বারা বঙ্গভাষায় অনুবাদিতা

৺ ভরতচন্দ্র শিরোমণি তথা শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি

দ্বারা পরিশোধিতা

বর্দ্ধমান

অধিরাজ যন্ত্রে মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৮০১।

সম্বৎ ১৯৩৬।

শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তমদেব চট্টরাজ দ্বারা মুদ্রিতা ও প্রকাশিতা।

বিজ্ঞাপন।

যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যের কৃত এই ধর্ম্মশাস্ত্র, আচার, ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত নামক তিন অধ্যায়ে বিভক্ত, ইহাতে মনুষ্যগণের আচরণীয়, ব্যবহার্য্য ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পূর্ণ রূপে নির্ণীত আছে, তাহা সংস্কৃত ভাষায় পদ্যপ্রবন্ধে নিগূঢ় ভাবে বিরচিত থাকায় জ্ঞানিগণের বোধজন্য পরমহংস পরিব্রাজক বিজ্ঞানেশ্বর ভট্টারক কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে, ঐ ব্যাখ্যার নাম মিতাক্ষরা কিন্তু ঐ ব্যাখ্যাত টীকার মর্ম্ম আধুনিক লোক সকলের জ্ঞানগম্য হইবার সম্ভাবনা না থাকায় সাধারণ লোকের সুখবোধের নিমিত্ত শ্রীল শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাদি মহামহীন্দ্র চতুর্দ্দশ নরেন্দ্র হিজ্ হাইনেস্ মহারাজাধিরাজ মহ্তাব্ চন্দ্ বাহাদুর কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত পণ্ডিতবর তারক নাথ তত্ত্বরত্ন মহাশয়ের কর্ত্তৃত্বাধীনে অধুনা আচারাধ্যায় মাত্র বহু পুস্তক দৃষ্টে মীমাংসা পূর্ব্বক মৎ কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইল, ইহা হিন্দুস্থানীয় পাশ্চাত্য ব্যক্তি বর্গের অতি প্রামাণ্য ও আদরণীয় এজন্য কলিকাতাস্থ গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের পূর্ব্বতন ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিত বর ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় কর্ত্তৃক সংশোধিত হইলে কোন কোন স্থানে যাহা মতভেদ হইয়াছিল তাহা শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বর অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি মহাশয় মুদ্রাঙ্কণ কালে বহু পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক মীমাংসা করিয়া আদ্যোপান্ত পরিশোধন করিয়াদেন ইহার মধ্যে যাহা যাহা সন্দিগ্ধ স্থল উপস্থিত হইয়াছিল তাহাও পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বরত্ন মহাশয় মীমাংসা করিয়াছেন অন্যান্য পণ্ডিত গণও সম্মতি দিয়াছেন অতএব ইহা বহুবিধ বিজ্ঞ পণ্ডিত গণের দ্বারা বিশুদ্ধ মতে মুদ্রাঙ্কিত, এক কালে

বিজ্ঞাপন।

সম্পূর্ণ পুস্তক মীমাংসা পূর্ব্বক অনুবাদিত ও মুদ্রাঙ্কিত হইতে দীর্ঘকালের আবশ্যক বোধে এক্ষণে খণ্ডক্রমে কেবল আচা-রাধ্যায় মাত্র মুদ্রাঙ্কিত হওয়ায় প্রকাশিত হইল, ইহাতে যদি কোন দোষ লক্ষিত হয়, তাহা সাধুগণ নিজগুণ দ্বারা সংশো-ধন করিয়া লইবেন, বিস্তরেণালমিতি বঙ্গাব্দাঃ ১২৮৬

বর্দ্ধমান রাজবাটী
মহাভারত কার্য্যালয়

শ্রী রামতারণ তর্কবাগীশ

মিতাক্ষরার আচার অধ্যায়ের সূচীপত্র।

প্রকরণ	পৃষ্ঠে	পংক্তি
মঙ্গলাচরণ	১	১
উপোদ্ঘাতপ্রকরণে (যাজ্ঞবল্ক্যকে পূজা পূর্ব্বক মুনিগণের প্রশ্ন	২	২
যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি আরম্ভ	৩	১৭
ধর্ম্মের স্থান কথন	ঐ	২০
ধর্ম্মশাস্ত্র বক্তাগণ কথন	৪	২১
ধর্ম্মের উৎপাদক হেতু কথন	৫	১৩
ধর্ম্মজ্ঞাপক হেতু কথন	৬	৩
ধর্ম্ম নিশ্চয়ের কারণ কথন	৭	৩
ব্রহ্মচারি প্রকরণে (জাতি কথন	ঐ	১৯
গর্ভাধানাদি ক্রিয়া কথন	৮	২
গর্ভাধানাদি ক্রিয়া ফল কথন	৯	৪
উপনয়নের কাল কথন	ঐ	১৪
বেদাধ্যাপন ও শৌচাচারশিক্ষাদান কথন	১০	৩
শৌচাচার কথন	ঐ	১৭
আচমন কথন	১১	১৪
আচমনের প্রকার	ঐ	৭
জলস্পর্শের পরিমাণ	ঐ	১৩
স্নানাদির বিধি	ঐ	২০
প্রাণায়ামের লক্ষণ	১৩	১
প্রাতঃ সন্ধ্যা ও সায়ং সন্ধ্যা এবং অগ্নি-কার্য্যের বিধি	ঐ	৯
বৃদ্ধ ও গুরুদিগের অভিবাদন কথন	ঐ	২৪
ছাত্রের ব্যবহার দর্শনে গুরুর শিক্ষা দান কথন	১৪	৫

সূচীপত্র।

প্রকরণ … … … … … …	পৃষ্ঠে	পংক্তি
কৃত যজ্ঞোপবীত ব্রাহ্মণাদির ভৈক্ষ্যচর্য্যা ও ভোজন বিধি … … … …	১৪	২১
গুরুপ্রভৃতির লক্ষণ … … … …	১৬	২২
বেদগ্রহণ জন্য ব্রহ্মচর্য্য বিধির সীমা কথন … … … … … … …	১৭	১২
উপনয়ন কালের সীমা কথন … …	১৮	৩
ব্রাহ্মণাদির দ্বিজ শব্দের কারণ কথন …	ঐ	১৭
বেদ গ্রহণ ও বেদ অধ্যয়নের ফল কথন	১৯	১
কাম্য ব্রহ্মযজ্ঞ ও বেদ পাঠের ফল কথন … … … … … … …	ঐ	৯
নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর বিশেষ ধর্ম্ম কথন …	২১	৯
বিবাহ প্রকরণ আরম্ভ … … … …	২২	৩
বিবাহের স্নানের লক্ষণ … … …	ঐ	৪
স্নানের পর কর্ত্তব্য কথন … … …	ঐ	১৫
কিরূপ কন্যা গ্রহণ করা উচিত তাহা কথন … … … … … … …	২৫	৭
বরের লক্ষণ কথন … … … …	২৮	১১
কাম্যবিবাহের নিয়ম বর্ণন … … …	২৯	৬
অষ্টপ্রকার বিবাহের লক্ষণ … … …	৩১	৫
সবর্ণাদির বিবাহ বিষয়ে বিশেষ কথন …	৩২	১৭
কন্যা দানকর্ত্তার ক্রম বর্ণন … … …	৩৩	৩
দত্তা কন্যার অপহরণকারীর দণ্ডবিধি …	ঐ	১৯
অদুষ্টা কন্যার ত্যাগকারীর এবং দোষ-গোপন পূর্ব্বক কন্যা দাতার দণ্ডবিধি …	৩৪	৭
কিরূপে কন্যা অন্যপূর্ব্বা হয় তাহার		

প্রকরণ	পৃষ্ঠে	পংক্তি
লক্ষণ কথন … … … … … …	৩৪	১৭
অন্যপূর্ব্বা কন্যাগ্রহণের নিষেধসত্ত্বে তাহার বিশেষ বিধি কথন … … … … …	৩৫	১১
ব্যভিচারিণী স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য বিধান …	৩৬	৮
পুরুষের দ্বিতীয় বিবাহের কারণ কথন …	৩৮	৮
পূর্ব্ববিবাহিতা স্ত্রীকে অর্থদানাদি দ্বারা প্রতিপালন করিবার বিধি … … …	ঐ	২২
স্ত্রীজাতির কর্ত্তব্য কার্য্য কথন … …	৩৯	৮
পুনর্ব্বার বিবাহের কারণ অভাবে যদি কোন পুরুষ বিবাহ করে তবে তাহার প্রতি রাজার কর্ত্তব্য … … … …	ঐ	১৫
স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম কথন … … … …	৪০	১
শাস্ত্রোক্ত বিবাহের ফল কথন … … …	ঐ	১২
স্ত্রীসম্ভোগের বিশেষ বিধান কথন … …	৪১	১
ঋতুকাল ভিন্ন স্ত্রীসম্ভোগের নিয়ম কথন …	৪২	০
স্বামী প্রভৃতির সতী স্ত্রীকে কিরূপে সম্মান করা কর্ত্তব্য তাহা কথন … … …	৪৮	
গৃহকার্য্য নিরত স্ত্রীগণের কিরূপ স্বভাব হওয়া উচিত তাহার বর্ণন … … …	ঐ	১১
স্বামী বিদেশস্থ বা মৃত হইলে স্ত্রীর কর্ত্তব্য কথন … … … … … … …	ঐ	২২
যাহার অনেক স্ত্রী তাহার কর্ত্তব্য কথন …	৫১	২২
যাহার স্ত্রী মৃত হইয়াছে তাহার কর্ত্তব্য কথন … … … … … … …	৫৬	৪
বিবাহ প্রকরণ সমাপ্ত … … … …	ঐ	২১

সূচীপত্র ।

প্রকরণ	পৃষ্ঠে	পংক্তি
বর্ণ ও জাতি বিবেক প্রকরণ আরম্ভ ...	৫৬	২২
কোন্ জাতীয়া স্ত্রীতে কোন্ জাতীয় পুরুষ হইতে কোন্ জাতি পুত্র হইবে তাহার বর্ণন	৫৭	৫
অনুলোম জাত জাতি কথন	৫৯	৬
নানাজাতির সংমিলনে বর্ণসঙ্কর জাত্যন্তর কথন	৬১	১৩
বর্ণ সঙ্কীর্ণ সঙ্কর জাতি কথন	৬৫	৫
বর্ণ ও জাতি প্রকরণ সমাপ্ত	ঐ	২২
গৃহস্থ ধর্ম্ম প্রকরণ আরম্ভ	৬৬	১
কোন অগ্নিতে কি কর্ম্ম করিবে তাহার বিধি	ঐ	৫
গৃহস্থ দিগের ধর্ম্ম কথন	ঐ	১৭
সাধারণ ধর্ম্ম কথন	৭৯	২৪
বেদোক্ত কর্ম্ম কথন	৮০	২০
নিত্যকর্ম্ম কথন	৮১	১১
গৃহস্থ ধর্ম্ম প্রকরণ সমাপ্ত	৮৪	১১
স্নাতক প্রকরণ আরম্ভ	ঐ	১২
স্নাতক ব্রত কথন	ঐ	১৬
অধ্যয়ন ধর্ম্ম কথন	৯২	১
অনধ্যায় কথন	৯৩	৭
প্রকৃত স্নাতক ব্রত বর্ণন	৯৬	২০
স্নাতক প্রকরণ সমাপ্ত	১০৩	১২
দ্বিজাতিধর্ম্ম প্রকরণ আরম্ভ	১০৩	১৩
পর্য্যুষিত অন্নের ভোজনবিধি	১০৫	১০

প্রকরণ … … … … … ..	পৃষ্ঠা	পংক্তি
দুগ্ধঘৃতাদির পেয়াপেয় বিচার … …	১০৫	২৬
অভক্ষ্য পক্ষি মাংসাদি কথন … ..	১০৭	১৮
মাংস ভক্ষণের বিধি … … … …	১১১	১৯
মাংস পরিত্যাগের ফল কথন … …	১১৩	১১
ভক্ষ্যাভক্ষ্য প্রকরণ সমাপ্ত … … …	১১৪	৭
দ্রব্য শুদ্ধি প্রকরণ আরম্ভ … … …	১১৪	৮
লেপরহিতস্পর্শমাত্র দূষিত দ্রব্যের শুদ্ধি কথন … … … … … … …	১১৪	৯
লেপযুক্ত বস্তুর শুদ্ধি কথন … … …	১১৬	১৮
ভূমি প্রভৃতির শুদ্ধি কথন … … …	১২০	৫
অপবিত্র বস্তু স্পৃষ্ট স্বর্ণাদি পাত্রের শুদ্ধি কথন … … … .. … … …	১২৩	২১
দ্রব্যশুদ্ধি প্রকরণ সমাপ্ত … … …	১২৯	৮
দানধর্ম্ম প্রকরণ আরম্ভ .. … … …	১২৯	৯
দানপাত্রের প্রশংসা … … … …	১২৯	১০
অপাত্রে দান নিষেধ … … … …	১৩১	১
দান গ্রহীতার প্রতি নিষেধ বাক্য … …	১৩২	১
সুপাত্রে গোদানের বিধি … … …	১৩২	৯
গোদানের বিশেষ কথন …	১৩৩	১
গোদানের ফল বর্ণন … … … …	১৩৩	৮
গোদানের সদৃশ ফলদায়ক কর্ম্ম কথন …	১৩৪	১২
দানগ্রহণের উপযুক্ত পাত্র দান গ্রহণ না করিলেও দাতার যে ফল লাভ হয় তাহা কথন … … … .. … … …	১৩৬	২৩
কিনিমিত্ত দত্ত দ্রব্য ত্যাগ করিবে না তা-		

প্রকরণ … … … … … …	পৃষ্ঠে	পংক্তি
হার কারণ কথন … … … … …	১৩৭	২০
দানধর্ম্ম প্রকরণ সমাপ্ত … … … …	১৩৮	১২
শ্রাদ্ধ প্রকরণ আরম্ভ … … … …	১৩৮	১৩
পার্ব্বণ ও একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের লক্ষণ কথন … … … … … … …	১৩৮	১৪
শ্রাদ্ধের কাল নিরূপণ … … …	১৩৯	১২
শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ কথন … … … …	১৪১	১
অযোগ্য ব্রাহ্মণ কথন … … …	১৪২	১৮
পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের প্রয়োগ … … …	১৪৫	৪
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ কথন … … … … …	১৬১	১৮
একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ কথন … … … …	১৬৩	১৭
সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ কথন … … …	১৬৫	৬
একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের কাল কথন … …	১৭৬	৫
নিত্য শ্রাদ্ধ ভিন্ন অন্যশ্রাদ্ধ সকলের শেষ বিধি … … … … … … …	১৮১	৫
শ্রাদ্ধদত্ত দ্রব্য বিশেষ দ্বারা ফল বিশেষ কথন … … … … … … …	১৮১	১৪
শ্রাদ্ধে তিথি বিশেষে ফল বিশেষ কথন	১৮৩	১৪
নক্ষত্র বিশেষে ফল বিশেষ কথন … …	১৮৪	২০
শ্রাদ্ধ প্রকরণ সমাপ্ত … … … …	১৮৭	৮
গণপতিকল্প আরম্ভ … … … …	১৮৭	৯
গণপতির বিঘ্ন বিনাশকত্ব কথন … …	১৮৭	১০
বিঘ্নের শান্তিকর্ম্ম বিধান … … …	১৮৯	১০
গণপতিকল্প সমাপ্ত … … … …	১৯৬	১৪
শান্তিপ্রকরণ আরম্ভ … … … …	১৯৬	১৫

প্রকরণ … … … … … …	পৃষ্ঠে	পংক্তি
শান্তির বিধি … … … … …	১৯৬	১৬
গ্রহ কথন … … … … … …	১৯৭	৪
গ্রহপূজা কথন … … … … …	১৯৭	৯
গ্রহমন্ত্র কথন … … … … …	১৯৯	১৫
গ্রহদিগের সমিধ্ কথন … … …	২০০	৩
গ্রহদিগের ভোজন দ্রব্য কথন … …	২০০	১৮
গ্রহদিগের দক্ষিণা কথন … … …	২০১	৮
গ্রহশান্তি প্রকরণ সমাপ্ত … … …	২০৩	৫
রাজধর্ম্ম প্রকরণ আরম্ভ … … … …	২০৩	৬
রাজার লক্ষণ … … … … …	২০৩	৭
মন্ত্রি লক্ষণ … … … … …	২০৫	১
পুরোহিত লক্ষণ … … … …	২০৫	১৮
রাজসূয় প্রভৃতি যজ্ঞ এবং ব্রাহ্মণ দিগকে দান করা রাজার কর্ত্তব্য … … …	২০৬	
কিরূপ ব্রাহ্মণকে দানকরা উচিত তাহা কথন … … … … … … …	২০৭	৩
লেখ্য প্রণালী কথন … … … …	২০৮	১
রাজার নিবাস স্থান কথন … … …	২০৯	১০
অধিকারিগণকে নিয়োগ করিবার বিধি	২০৯	২৩
যুদ্ধাদি দ্বারা অর্জ্জিত দ্রব্যদানের ফলাধিক্য কথন … … … … … …	২১০	১২
কূট যুদ্ধ না করিয়া যুদ্ধে মৃত্যুর ফল কথন	২১১	৩
রাজার আয়, ব্যয়, চর ও দূত প্রেরণ, সৈন্য দর্শন, প্রভৃতি সমস্ত রাজকীয় কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার বিধি … … …	২১২	৯

প্রকরণ	পৃষ্ঠে	পংক্তি
প্রজা পালনের ফল কথন	২১৫	২৩
কিরূপে তস্করাদি হইতে প্রজা রক্ষা করিবে তাহার বিবরণ	২১৬	৭
অন্যায় পূর্ব্বক কোষবৃদ্ধিকারি রাজার ফল কথন	২১৭	১৪
পরদেশ বশীভূত হইলে তদ্দেশীয় আচার ও ব্যবহার অনুসারে রাজার পররাষ্ট্র শাসন করিবার বিধি	২১৮	৫
রাজার মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিবার বিধি	২১৮	১৫
সামাদি উপায় কথন	২২০	১৭
শত্রুর প্রতি যাত্রার কাল নিরূপণ	২২১	২১
রাজ্যাঙ্গ কথন	২২৪	৪
অধর্ম্ম দণ্ড করিলে রাজার যে ফল লাভ হয় তাহা কথন	২২৫	১৫
ধর্ম্ম দণ্ডের ফল কথন	২২৬	১৩
ত্রসরেণুপ্রভৃতি পরিমাণ কথন	২২৮	১১
তাম্রপরিমাণের বিশেষ কথন	২৩০	১৩
শাস্ত্রপরিভাষা কথন	২৩১	৬
ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দণ্ড বিধান কথন ...	২৩১	১৯
দণ্ডদানের কারণ কথন	২৩২	১০
রাজধর্ম্ম প্রকরণ সমাপ্ত	২৩২	২৫

মিতাক্ষরা।

আচারাধ্যায়।

গ্রন্থকর্ত্তা গ্রন্থারম্ভে বিঘ্ন-বিঘাতের জন্য দেবতা-নামোচ্চারণ-স্বরূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের বিপাক-ত্রয় (জাতি, আয়ু ও ভোগ) ধর্ম্মের বিপাক, (উত্তম জাতি লাভ, দীর্ঘ-জীবন এবং উৎকৃষ্ট ভোগ) অধর্ম্মের বিপাক (অপকৃষ্ট জাতিতা, অল্প জীবন ও অপকৃষ্ট ভোগ) এই তিনটি এবং পঞ্চ ক্লেশ—অজ্ঞান, অহমিকা, বিষয়ে অত্যন্ত অনুরাগ, সর্ব্ব জনে বৈর ও মরণ-ভয়, যে ঈশ্বরের সত্তায় এই দশ পদার্থ প্রাণি-সকলকে আশ্রয় করে এবং যে ঈশ্বর এই দশ পদার্থ-কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট নহেন, এতাদৃশ প্রণব-পদ-বাচ্য যে বিষ্ণু, তাঁহাকে বন্দন করি।

গ্রন্থ প্রয়োজন।

যাজ্ঞবল্ক্য মুনির প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র, যাহা বিশ্বরূপ নামক পণ্ডিতের কঠোর উক্তি ও বহু অক্ষরে অতিবিস্তৃত, তাহা বালকদিগের বুদ্ধি-গোচরার্থ সরল-শব্দে এবং অল্পাক্ষরে আমা-কর্ত্তৃক বিবেচিত হইতেছে।

আচারাধ্যায়।

উপোদ্ঘাত প্রকরণ আরম্ভ ॥ ১ ॥

যোগীশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যং সংপূজ্য মুনযোঽব্রুবন্।
বর্ণাশ্রমেতরাণাং নো ব্রূহি ধর্ম্মানশেষতঃ ॥ ১ ॥

শ্রবণ-ধারণ-যোগ্য সামশ্রবা-প্রভৃতি মুনিগণ সনকাদি মুনিগণের অগ্রগণ্য যাজ্ঞবল্ক্য নামক মুনিকে কায়-মনো-বাক্যে পূজা করিয়া বলিলেন, ব্রাহ্মণ-প্রভৃতি বর্ণ-সকলের, ব্রহ্মচারি-প্রভৃতি আশ্রমি-সকলের ও অনুলোম প্রতিলোম-জাত (উন্নত অবনত গর্ব্তজাত) মূর্দ্ধাবসিক্ত-প্রভৃতি জাতিগণের আচরণীয় স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত ছয় প্রকার ধর্ম্ম, যাহাতে ব্রাহ্মণ নিত্যই মদ্যপান পরিত্যাগ করিবে ইত্যাদি বর্ণধর্ম্ম ১, অগ্নিতে হোম, যজ্ঞকাষ্ঠ সংগ্রহ ও ভিক্ষা আহরণ আদি আশ্রম-ধর্ম্ম ২, কেবল ব্রহ্মচারি ব্রাহ্মণ জাতির পলাশ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত দণ্ড আবশ্যক ইত্যাদি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ৩, শাস্ত্রোক্ত অভিষেক-প্রভৃতি গুণ-সম্পন্ন রাজার প্রজা-পালনাদি গুণ-ধর্ম্ম ৪, শাস্ত্রোক্ত কার্য্যের অকরণ ও নিষিদ্ধ কার্য্যের আচরণ জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রূপ নিমিত্ত-ধর্ম্ম ৫, সকল প্রাণীরই হিংসা করিবে না ইত্যাদি ব্রাহ্মণ-প্রভৃতি চাণ্ডাল-পর্য্যন্ত জাতিগণের আচরণীয় অহিংসাদি বেদোক্ত সাধারণ ধর্ম্ম ৬, বিস্তার-পূর্ব্বক আমাদিগকে বলুন।

“শৌচ ও আচার শিক্ষা আবশ্যক” এই হেতু আচার্য্যকরণ বিধি-প্রযুক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যয়নের প্রয়োজনাদি কথন নীতির ন্যায় উপযুক্ত অর্থাৎ সপ্রয়োজন, অতএব তাহার ক্রম কহিতেছেন যে, উপনয়নের পূর্ব্বে ইচ্ছামত আচরণ, ইচ্ছামত

বাক্য কথন ও ইচ্ছামত আহার, উপনয়নের পরে বেদপাঠের পূর্ব্বে ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন, পরে ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত যম ও নিয়মযুক্ত ব্যক্তির বেদপাঠ, তদনন্তর বেদের অর্থ শিক্ষা, তৎ পরে তাহার আচরণ কর্ত্তব্য; এই শাস্ত্রে যদিও ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা হইলেও তন্মধ্যে ধর্ম্মের প্রাধান্য-হেতুক ধর্ম্ম শব্দের উল্লেখ হইল, অন্যের প্রাধান্য বলা উচিত নয়। অর্থের মূল ধর্ম্ম, ধর্ম্মের মূল অর্থ, ইহার বিশেষ বলা হয় নাই; যেহেতু অর্থ ভিন্ন জপ, তপ ও তীর্থ-যাত্রাদি-দ্বারা ধর্ম্ম আচরণ হইয়া থাকে, ধর্ম্ম ভিন্ন কোন মতে অর্থ-সঞ্চয় হয় না, কাম ও মোক্ষও এইরূপ॥ ১॥

এইরূপে পৃষ্ট হইয়া কহিতেছেন,——

মিথিলাস্থঃ স যোগীন্দ্রঃ ক্ষণং ধ্যাত্বাব্রবীন্মুনীন্।
যস্মিন্ দেশে মৃগঃ কৃষ্ণস্তস্মিন্ ধর্ম্মান্নিবোধত॥ ২॥

মিথিলা নাম নগরীতে স্থিত সেই যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য কিঞ্চিৎ কাল চিন্তা করিয়া ইহাঁরা শ্রবণের অধিকারী ও বিনয়পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ইহা বিবেচনা করিয়া কহিলেন, শুন! যে দেশে কৃষ্ণসার মৃগ স্বেচ্ছামতে বিহার করে, সেই দেশেই বক্ষ্যমাণ ধর্ম্ম সকলের আচরণ ও শৌচাচারাদি শিক্ষা করিবে॥ ২॥

বক্তব্য শৌচাচারাদি ধর্ম্ম শিষ্যগণের জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা কোথা হইতে অবগত হইবে, ইহাতে কহিতেছেন,——

পুরাণন্যায়মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ।
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশ॥ ৩॥

ব্রাহ্মাদি পুরাণ সকল, ন্যায় (তর্কবিদ্যা), বেদ-বাক্য বিচার-রূপ মীমাংসা, মনুসংহিতাদি ধর্ম্মশাস্ত্র, শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিঃশাস্ত্র, ব্যাকরণ, ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ, এই চতুর্দ্দশ-বিদ্যা জ্ঞান এবং ধর্ম্মের হেতু, শাস্ত্র হইতে জ্ঞান ও ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়; অতএব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন বর্ণের এই সকল শাস্ত্র এবং তদন্তর্ভূত ধর্ম্মশাস্ত্রও অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণ বিদ্যা প্রাপ্তি ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত অধ্যয়ন করিবেন, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কেবল ধর্ম্মার্থে অর্থাৎ ধর্ম্ম আচরণের জন্য অধ্যয়ন করিবে। বিদ্যাস্থান উদ্দেশ করিয়া শঙ্খ সেই প্রকার কহিয়াছেন যে, 'এই ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি ব্রাহ্মণ অধিকার করিবেন, তিনিই অন্যান্য জাতিকে উপদেশ দিবেন' মনুও দ্বিজগণের ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠে অধিকার ও ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম-শাস্ত্র অধ্যাপনে অধিকার কহিয়াছেন, অন্য জাতির অধ্যাপনা কার্য্যে অধিকার নাই, ইহা কহিতেছেন যে, গর্ব্ভাধান অবধি অন্ত্যেষ্টি অর্থাৎ শরীর দাহ পর্য্যন্ত সংস্কার মন্ত্র অর্থাৎ সংস্কার-দ্বারা যাহাদিগের ক্রিয়া হইয়া থাকে, এই ধর্ম্মশাস্ত্রে তাহাদিগেরই অধিকার জানিবে, অন্য কাহারও অধিকার নাই। বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ যত্ন-পূর্ব্বক ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন ও শিষ্যগণকে উত্তম রূপে অধ্যয়ন করাইবেন, অন্য কেহ অধ্যয়ন করাইতে পারিবে না॥ ৩॥

ধর্ম্মশাস্ত্র কি কি তাহা কহিতেছেন,——

মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী॥ ৪॥

পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগৌতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ ॥ ৫ ॥

মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ ও বশিষ্ঠ, ইহাঁরা ধর্ম্ম-শাস্ত্র-প্রণেতা, তদ্ভিন্ন বৌধায়ন-প্রভৃতির কৃত ধর্ম্ম-শাস্ত্র আছে, ইহা বহুবচন-দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। এই সকল ধর্ম্ম-শাস্ত্রের প্রত্যেকের প্রামাণ্য থাকিলেও আকাঙ্ক্ষা হইলে অন্য শাস্ত্রের অপেক্ষা করিবে; মতদ্বৈধ হইলে বিকল্প বিধি জানিবে।

এই বিধান ক্রমে যাজ্ঞবল্ক্যের কথিত এই শাস্ত্র (পুস্তক) অধ্যয়ন কর্ত্তব্য, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে ॥ ৪।৫ ॥

ধর্ম্মের উৎপাদক হেতু-সকল কহিতেছেন,——

দেশে কাল উপাযেন দ্রব্যং শ্রদ্ধাসমন্বিতম্।
পাত্রে প্রদীযতে যত্তৎ সকলং ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥ ৬ ॥

যে দেশে স্বচ্ছন্দে কৃষ্ণসার মৃগ বিহার করে, সেই দেশে ও সংক্রান্ত্যাদি কালে, শাস্ত্রোক্ত কার্য্য-বিধান-রূপ উপায়, দান-গ্রহণাদি দ্বারা প্রাপ্ত গো প্রভৃতি ধনরূপ দ্রব্য, শ্রদ্ধার সহিত উপযুক্ত পাত্রে প্রদান, যাহা আর পুনর্ব্বার স্বয়ং গ্রহণ না করে ও যাহাতে গ্রহণকারীর নিজ স্বত্ব জন্মায় এমত দান, ধর্ম্মের উৎপাদক হয় এবং শাস্ত্রোক্ত জাতি গুণ যাগ-হোমাদি অন্য কার্য্যগুলিও ধর্ম্মের উৎপাদক হেতু হইয়া থাকে। জাতি, গুণ, দ্রব্য ও ভাবার্থ এই চারি প্রকার ধর্ম্মের কারক, ইহা উক্ত হই-

তেছে, তন্মধ্যে সকলগুলি ও প্রত্যেকে শাস্ত্রোক্ত বিধান ক্রমে এবং শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক কৃত হইলে ধর্ম্মের উৎপাদক হইবে ॥ ৬ ॥

ধর্ম্মজ্ঞাপক হেতু সকল কহিতেছেন,——

শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
সম্যক্ সঙ্কল্পজঃ কামো ধর্ম্মমূলমিদং স্মৃতম্ ॥ ৭ ॥

শ্রুতি (চারি বেদ), স্মৃতি (ধর্ম্মশাস্ত্র), মনু কহিয়াছেন যে, 'শ্রুতিকে ঋক্-প্রভৃতি চারি বেদ ও স্মৃতিকে ধর্ম্মশাস্ত্র-স্বরূপ জানিবে' এবং এইরূপে শ্রুতি ও স্মৃতির অবিরুদ্ধ সাধুগণের আচার অর্থাৎ ব্যবহার এবং শাস্ত্রোক্ত বিকল্প বিষয়ে যাহাতে আপনার মনের তুষ্টি, যেমন 'গর্ব্ভাষ্টমে ও জন্মাবধি অষ্টম বৎসরে ব্রাহ্মণের উপনয়ন দেওয়া কর্ত্তব্য, এস্থলে কর্ত্তার যাহা ইচ্ছা তাহাই নিয়ম জানিবে' এবং শাস্ত্রে অনিষিদ্ধ মানসিক কামনা যেমন ভোজন কাল ভিন্ন সময়ে জল পান করিব না, ইত্যাদি নিয়ম এই সকল ধর্ম্মের প্রমাণ স্বরূপ জানিবে। এই সকলের পরস্পর বিরোধ হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাই বলবান্ জানিবে ॥ ৭ ॥

দেশ কালাদি ও ধর্ম্মের উৎপাদক হেতু উদিত হইয়াছে, ইহার অপবাদ কহিতেছেন,——

ইজ্যাচারদমাহিংসাদানস্বাধ্যাযকর্ম্মণাম্।
অযন্তু পরমো ধর্ম্মো যদ্যোগেনাত্মদর্শনম্ ॥ ৮ ॥

যজ্ঞ, আচার, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, অহিংসা, দান ও বেদাধ্যয়ন, এই সকল কর্ম্ম অপেক্ষা যোগের দ্বারা যে আত্মজ্ঞান, তাহাই পরম ধর্ম্ম, ঐ পরম ধর্ম্ম যোগ-দ্বারা আত্মজ্ঞান সাধনে দেশ-কালাদি নিয়ম নাই, তাহা উক্ত আছে যে, 'যে স্থলে এক

ঈশ্বরের প্রতি মন সমর্পণ করাযায়, সে স্থলে দেশ-কালাদির বিশেষ নিয়ম নাই’ ॥ ৮ ॥

ধর্ম্মের উৎপাদক দেশ-কালাদি ও ধর্ম্ম জ্ঞাপক শ্রুতি স্মৃতি-বাক্যে পরস্পর সন্দেহ হইলে তাহার নিশ্চয়ের কারণ কহিতেছেন,——

চত্বারো বেদসর্ব্বজ্ঞাঃ পর্ষত্ত্রৈবিদ্যমেব বা।
সা ব্রুতে যং স ধর্ম্মঃ স্যাদেকো বাধ্যাত্মবিত্তমঃ ॥ ৯ ॥

সর্ব্ব বেদ-শাস্ত্রের ও ধর্ম্মশাস্ত্রের জ্ঞানী চারিজন ব্রাহ্মণ বা ত্রিবেদ শাস্ত্রের ধর্ম্ম-জ্ঞানী ব্রাহ্মণ-সমূহকে পর্ষৎ (সভা) বলা যায়, কিম্বা আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানীর মধ্যে প্রধান এবং বেদ-শাস্ত্র নির্ণীত ধর্ম্মজ্ঞানী এক জন যাহা বলিবে, শ্রুতি-প্রভৃতির বিরোধ স্থলে তাহাই নিশ্চিত ধর্ম্ম হইবে ॥ ৯ ॥

উপোদ্ঘাত প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

শাস্ত্রারম্ভে শাস্ত্রের নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্তি নিমিত্ত দেশ, কাল এবং প্রশ্ন ও প্রশ্ন-নির্ণয় এই চতুষ্টয়-স্বরূপ যে উপোদ্ঘাত পদার্থ, উহা ‘ যোগীশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যমিত্যাদি ’ নয়টি শ্লোক-দ্বারা সমুদিত হইল।

ব্রহ্মচারি প্রকরণ আরম্ভ ॥ ২ ॥

বর্ণধর্ম্ম কথনের প্রথমে বর্ণ (জাতি) কহিতেছেন,——

ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রা বর্ণাস্ত্বাদ্যাস্ত্রযো দ্বিজাঃ।
নিষেকাদ্যাঃ শ্মশানান্তাস্তেষাং বৈ মন্ত্রতঃ ক্রিয়াঃ ॥ ১০ ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি প্রকার জাতি, ইহাদিগের লক্ষণ পরে কথিত হইবে, সেই বর্ণ-সকলের মধ্যে

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন বর্ণের মাতৃগর্ভ হইতে একবার জন্ম ও যজ্ঞোপবীত সংস্কার হইতে একবার জন্ম, এইরূপে দুই বার জন্ম হওয়ায় ইহারা দ্বিজ শব্দে উক্ত হইয়া থাকে। এই তিন প্রকার দ্বিজ জাতির গর্ভাধান অবধি শবদাহ ক্রিয়া সমাধান পর্য্যন্ত যে সকল কার্য্য করিতে হয়, সে সমস্তই মন্ত্র-পাঠ-পূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

এক্ষণে সেই সকল ক্রিয়া কহিতেছেন,——

গর্ভাধানমৃতৌ পুংসঃ সবনং স্পন্দনাৎ পুরা।
ষষ্ঠেঽষ্টমে বা সীমন্তো মাস্যেতে জাতকর্ম্ম চ ॥ ১১ ॥
অহন্যেকাদশে নাম চতুর্থে মাসি নিষ্ক্রমঃ।
ষষ্ঠেঽন্নপ্রাশনং মাসি চূড়া কার্য্যা যথাকুলম্ ॥ ১২ ॥

গর্ভাধান পুংসবন-প্রভৃতি সংস্কার কর্ম্মের নাম ও লক্ষণ পরে বক্তব্য, ঋতু কালে গর্ভাধান কর্ম্ম, গর্ভচলনের পূর্ব্বে পুংসবন কর্ম্ম ও ষষ্ঠ মাসে বা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন কর্ম্ম করিবে; তন্মধ্যে পুংসবন ও সীমন্তোন্নয়ন, এই দুইটি গর্ভ-সংস্কার কর্ম্ম, এজন্য এক বার করিলেই হইবে, প্রত্যেক গর্ভে করিতে হইবে না; কেন না, দেবল কহিয়াছেন যে, 'স্ত্রী-লোকের একবার গর্ভ-সংস্কার হইলেই সকল গর্ভের সংস্কার করা সিদ্ধ হইবে।'

গর্ভ হইতে কুমার ভূমিষ্ঠ হইলে জাতকর্ম্ম সংস্কার করিতে হইবে। একাদশ দিবসে পিতামহ মাতামহ-সম্বন্ধ বা কুল-দেবতা সম্বন্ধ নাম-করণ কর্ম্ম করিবে। শঙ্খ কহিয়াছেন যে, 'পিতা কুল-দেবতা সম্বন্ধ নাম করিবেন' চতুর্থ মাসে সূর্য্য-দর্শন-রূপ নিষ্ক্রমণ কর্ম্ম, ষষ্ঠ মাসে অন্নপ্রাশন কর্ম্ম ও

যাহার যেরূপ কুলাচার তদনুসারে চূড়াকরণ সংস্কার কর্ম্ম করিতে হইবে, সকল কর্ম্মেই কুলাচার নিয়ম বিচার করিতে হইবে॥ ১১।১২॥

এই সকল কর্ম্ম নিত্য কর্ত্তব্য হইলেও ইহাদিগের আনুষঙ্গিক ফল কহিতেছেন,——

এবমেনঃ সমং যাতি বীজগর্ব্ভসমুদ্ভবম্।
তুষ্ণীমেতাঃ ক্রিয়াঃ স্ত্রীণাং বিবাহস্তু সমন্ত্রকঃ॥ ১৩॥

উক্ত গর্ব্ভাধানাদি সংস্কার কর্ম্মের দ্বারা শুক্রশোণিত-জনিত গাত্র ব্যাধি সংক্রামক নিমিত্ত পাপ সকল বিনষ্ট হয়; কিন্তু পতিত ব্যক্তি হইতে উৎপন্নত্বাদি দোষ নষ্ট হয় না। স্ত্রীলোকদিগেরও উক্ত গর্ব্ভাধানাদি ক্রিয়া যথা কালে বিনামন্ত্রে করিতে হইবে; কিন্তু কেবল বিবাহ-কার্য্য মন্ত্র-দ্বারা সমাধা করিতে হইবে॥ ১৩॥

উপনয়নের কাল কহিতেছেন,——

গর্ব্ভাষ্টমেঽষ্টমে বাব্দে ব্রাহ্মণস্যোপনায়নম্।
রাজ্ঞামেকাদশে সৈকে বিশামেকে যথাকুলম্॥ ১৪॥

গর্ব্ভাধান অবধি অষ্টম বৎসরে অর্থাৎ ছয় বৎসর তিন মাসের পর সাত বৎসর তিন মাস পর্য্যন্ত গর্ব্ভাষ্টম, এইরূপ একাদশাদি বর্ষ গণনা বা, জন্মকাল অবধি অষ্টম বৎসরে ব্রাহ্মণের উপনয়ন, গর্ব্ভাধান বা, জন্ম অবধি একাদশ বর্ষে ক্ষত্রিয়ের উপনয়ন ও তদ্রূপ দ্বাদশ বৎসরে বৈশ্যের উপনয়ন কর্ত্তব্য। অন্য স্মৃতিতে আছে যে, ‘গর্ব্ভ অবধি একাদশ বৎসরে ক্ষত্রিয়ের ও গর্ব্ভ হইতে দ্বাদশ বৎসরে বৈশ্যের উপ-

নয়ন হইবে ’ কোন কোন মুনি কহেন, লৌকিক রীত্যনুসারে উপনয়ন করিতে হইবে॥ ১৪॥ ¶

উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং মহাব্যাহৃতিপূর্ব্বকম্।
বেদমধ্যাপযেদেনং শৌচাচারাংশ্চ শিক্ষযেৎ॥ ১৫॥

সামবেদাদিতে কথিত স্ব-বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের বিধানক্রমে ভূরাদি সত্য পর্য্যন্ত সাত মহাব্যাহৃতি মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদোক্ত বিধানে গুরু শিষ্যকে উপনয়ন দিয়া ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং এই সপ্ত মহাব্যাহৃতির উচ্চারণ-পূর্ব্বক গুরু শিষ্যকে বেদাধ্যয়ন ও শৌচাচার শিক্ষা করাইবেন। গৌতমের অভিপ্রায় মতে ওঁ জনঃ পর্য্যন্ত পঞ্চ মহাব্যাহৃতি অধ্যয়ন করাইলেও হয়। ‘ উপনয়নের পর শৌচাচার শিক্ষা করাইবেন ’ এইরূপ বলাতে বালকের উপনয়নের পূর্ব্বে ও স্ত্রীলোকের বিবাহের পূর্ব্বে শৌচাচারের নিয়ম নাই, অর্থাৎ বর্ণধর্ম্ম ভিন্ন অপর এই সকল পুরুষের সহিত স্ত্রীজাতির সমানই জানিবে; যেহেতু স্ত্রীলোকের বিবাহ উপনয়ন-স্থানীয়॥ ১৫॥

এক্ষণে শৌচাচার কহিতেছেন,——

দিবাসন্ধ্যাসু কর্ণস্থব্রহ্মসূত্র উদঙ্মুখঃ।
কুর্য্যান্মূত্রপুরীষে চ রাত্রৌ চেদ্দক্ষিণামুখঃ॥ ১৬॥

‘ দক্ষিণ কর্ণে যজ্ঞোপবীত স্থাপন করিয়া বিষ্ঠা ও মূত্র ত্যাগ করিতে হইবে’ এই প্রমাণ থাকায় দক্ষিণ কর্ণে যজ্ঞসূত্র ধারণ-

¶ যদ্যপি গর্ভ শব্দটি সমাসে বিশেষণীভূত আছে, তাহার অন্বয় একাদশাদিতে বিরুদ্ধ, তথাপি অথ শব্দানুশাসনমিতি স্থলে লৌকিক বৈদিক শব্দের বুদ্ধিতে বিভাগ করিয়া যেমত অনুষঙ্গ হয়, তদ্রূপ গর্ভ শব্দের অন্বয় জানিবে।

পূর্ব্বক দিনে ও সন্ধ্যাকালে উত্তর মুখ হইয়া এবং রাত্রিকালে দক্ষিণ মুখ হইয়া ভস্মাদি রহিত স্থানে মূত্র ও বিষ্ঠা ত্যাগ করিতে হইবে॥ ১৬॥

আরও কহিতেছেন,——

গৃহীতশিশ্নশ্চোত্থায় মৃদ্ভিরভ্যুদ্ধৃতৈর্জ্জলৈঃ।
গন্ধলেপক্ষয়করং শৌচং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ॥ ১৭॥

মূত্র ও বিষ্ঠা পরিত্যাগের পর প্রস্রাব-দ্বার ধারণ-পূর্ব্বক উত্থিত হইয়া অলস ত্যাগ করত উদ্ধৃত জল ও মৃত্তিকার দ্বারা যাহাতে মল মূত্রের গন্ধ ও লেপ না থাকে, এরূপ শৌচ করিবে, জলের মধ্যে শৌচ করিবে না। সকল আশ্রমী লোকের পক্ষেই জল ও মৃত্তিকা-শৌচের এই বিধি জানিবে।

স্মৃত্যন্তরে মৃত্তিকা ও সংখ্যার যে নিয়ম তাহা অদৃষ্টার্থ, অর্থাৎ তজ্জন্য শুভাদৃষ্ট জন্মাইবে॥ ১৭॥

অন্তর্জ্জানুঃ শুচৌ দেশে উপবিষ্ট উদঙ্মুখঃ।
প্রাগ্‌বা ব্রাহ্মেণ তীর্থেন দ্বিজো নিত্যমুপস্পৃশেৎ॥১৮॥

অশুদ্ধ বস্তু-রহিত স্থানে পাদুকা, শয্যা ও আসনাদি রহিত হইয়া উপবেশন-পূর্ব্বক উত্তর বা পূর্ব্বমুখে জানু-দ্বয়ের মধ্যে হস্ত-দ্বয় রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত-দ্বারা সকল কার্য্যেই পর শ্লোকে বক্তব্য ব্রাহ্মতীর্থ-দ্বারা আচমন করিবেন। স্থিত অর্থাৎ দণ্ডায়মান হইয়া, শয়ন করিয়া, নম্র-শরীরে, গমন করিতে করিতে, দক্ষিণ মুখে ও পশ্চিম মুখে আচমন করিবে না; শূদ্রাদির পক্ষে এরূপ বিধি নহে। আচমনের পূর্ব্বে পাদ প্রক্ষালন করিবে। অন্য অন্য আশ্রম-গত হইয়াও আচমন করিবে॥ ১৮॥

তীর্থের লক্ষণ কহিতেছেন,——

কনিষ্ঠাদেশিন্যঙ্গুষ্ঠমূলান্যগ্রং করস্য চ।
প্রজাপতিপিতৃব্রহ্মদেবতীর্থান্যমুক্রমাৎ ॥ ১৯ ॥

কনিষ্ঠা অঙ্গুলির মূলে প্রজাপতি-তীর্থ, তর্জ্জনী অঙ্গুলির মূলে পিতৃ-তীর্থ, অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলির মূলে ব্রাহ্ম-তীর্থ ও সমস্ত অঙ্গুলির অগ্রভাগে দৈব-তীর্থ ক্রমে জানিবে ॥ ১৯ ॥

আচমনের প্রকার কহিতেছেন,——

ত্রিঃ প্রাশ্যাপো দ্বিরুন্মৃজ্য খান্যদ্ভিঃ সমুপস্পৃশেৎ।
অদ্ভিস্তু প্রকৃতিস্থাভির্হীনাভিঃ ফেনবুদ্বুদৈঃ ॥ ২০ ॥

কোন দ্রব্য সংযোগ-রহিত, ফেন বিম্ব-রহিত, বৃষ্টিজল ও শূদ্রাদি স্পৃষ্ট জল ভিন্ন স্বাভাবিক নির্ম্মল জল তিন বার পান করিয়া অঙ্গুষ্ঠ-মূল-দ্বারা দুই বার মুখ মার্জ্জন-পূর্ব্বক নাসিকা, চক্ষু ও কর্ণ-ছিদ্রে জল স্পর্শ করিবে ॥ ২০ ॥

জল স্পর্শের পরিমাণ কহিতেছেন,——

হৃৎকণ্ঠতালুগাভিস্তু যথাসংখ্যং দ্বিজাতয়ঃ।
শুদ্ধেরন্ স্ত্রী চ শূদ্রশ্চ সকৃৎ স্পৃষ্টাভিরন্ততঃ ॥ ২১ ॥

ব্রাহ্মণের হৃদয় পর্য্যন্ত গত, ক্ষত্রিয়ের কণ্ঠ পর্য্যন্ত গত ও বৈশ্যের তালু পর্য্যন্ত গত জলের দ্বারা শুদ্ধি এবং স্ত্রী, শূদ্র ও অনুপনীতের একবার তালু পর্য্যন্ত গত জলের দ্বারা শুদ্ধি হয় ॥ ২১ ॥

স্নানমব্দৈবতৈর্মন্ত্রৈর্মার্জ্জনং প্রাণসংযমঃ।
সূর্য্যস্য চাপ্যুপস্থানং গায়ত্র্যাঃ প্রত্যহং জপঃ ॥ ২২ ॥

শাস্ত্রে লিখিত মতে প্রাতঃস্নান, আপোহিষ্ঠা ইত্যাদি মন্ত্র-দ্বারা মার্জ্জন, পরে বক্তব্য লক্ষণ প্রাণায়াম, সূর্য্যের উপাসনা-ঘটিত মন্ত্র-দ্বারা সূর্য্যের উপস্থান ও প্রতি দিবস ‘ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যমিত্যাদি ’ গায়ত্রী জপ করিতে হইবে ॥ ২২ ॥

প্রাণায়ামের লক্ষণ কহিতেছেন,——

গায়ত্রীং শিরসা সার্দ্ধং জপেদ্ব্যাহৃতিপূর্ব্বিকাম্।
প্রতিপ্রণবসংযুক্তাং ত্রিরয়ং প্রাণসংযমঃ ॥ ২৩ ॥

মুখ ও নাসিকা-সঞ্চারী বায়ু রোধ-পূর্ব্বক 'ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ, এই প্রণব-সংযুক্ত ব্যাহৃতি মন্ত্র তিনটি উচ্চারণ করিয়া 'আপোজ্যোতিরিত্যাদি' শিরোমন্ত্র-সংযুক্ত গায়ত্রীকে মনে মনে তিন বার জপ করিবে। ঐ সময়ে প্রাণ-বায়ুর সংযমন করাকে সর্ব্বস্থলে প্রাণায়াম কহে ॥ ২৩ ॥

প্রাণানায়ম্য সংপ্রোক্ষ্য তৃচেনাব্দৈবতেন তু।
জপন্নাসীত সাবিত্রীং প্রত্যগাতারকোদযাৎ ॥ ২৪ ॥
সন্ধ্যাং প্রাক্ প্রাতরেবং হি তিষ্ঠেদাসূর্য্যদর্শনাৎ।
অগ্নিকার্য্যং ততঃ কুর্য্যাৎ সন্ধ্যযোরুভযোরপি ॥ ২৫ ॥

সম্পূর্ণ সূর্য্যমণ্ডল দর্শন-যোগ্য সময়ের নাম দিবা, তদ্ভিন্ন সময়ের নাম রাত্রি। যে সময়ে সূর্য্যমণ্ডল খণ্ড বোধ হয়, তাহার নাম সন্ধি; দিবা ও রাত্রির সন্ধি, অর্থাৎ মিলন সময়ে যে ক্রিয়া করা হয়, তাহার নাম সন্ধ্যা বলিয়া জানিবে। প্রাণায়াম করিয়া 'আপোহিষ্ঠা ইত্যাদি' জল-দৈবত্য তৃচ অর্থাৎ ঋক্ মন্ত্র-দ্বারা স্বদেহে জল প্রোক্ষণ-পূর্ব্বক নক্ষত্র উদয় কাল পর্য্যন্ত পশ্চিম-মুখ হইয়া গায়ত্রী জপ করত সায়ং সন্ধ্যা করিবে; সেই প্রকার সূর্য্যোদয় কাল পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-মুখ হইয়া প্রাতঃ সন্ধ্যা করিবে। অনন্তর, উভয় সন্ধ্যা সময়ে স্ব-শাখা-বিহিত বিধি-পূর্ব্বক অগ্নিতে সমিৎ অর্থাৎ যজ্ঞকাষ্ঠ হোম করিবে ॥ ২৪ । ২৫ ॥

ততোঽভিবাদযেদ্বৃদ্ধানসাবহমিতি ব্রুবন্।
গুরুঞ্চৈবাপ্যুপাসীত স্বাধ্যায়ার্থং সমাহিতঃ ॥ ২৬ ॥

অনন্তর, বৃদ্ধ ও গুরু-প্রভৃতিকে ‘আমি অমুক’ এইরূপ আপনার নাম কহিয়া অভিবাদন অর্থাৎ প্রণাম করিবে এবং বেদপাঠের নিমিত্তে সুস্থচিত্ত হইয়া পরে বক্তব্য লক্ষণ গুরুর উপাসনা করিবে, তাঁহার সেবা করিবে ও অধীন থাকিবে ॥২৬॥

আহূতশ্চাপ্যধীযীত লব্ধং তস্মৈ নিবেদযেৎ।
হিতং তস্যাচরেন্নিত্যং মনোবাক্কাযকর্ম্মভিঃ ॥ ২৭ ॥

গুরুকে স্বয়ং বিরক্ত না করিয়া গুরু আহ্বান করিলে অধ্যয়ন করিবে এবং যাহা কিছু পাইবে, তাহা গুরুকে নিবেদন করিবে। কায়, মন, বাক্য ও কর্ম্ম-দ্বারা সর্ব্বদা গুরুর হিত চেষ্টা করিবে। গুরুর অসম্মতিতে কোন কার্য্য করিবে না ও গুরুকে দর্শন করিবার সময়ে গৌতমের কথিত মত কণ্ঠ প্রাবরণাদি ত্যাগ করিবে ॥ ২৭ ॥

কৃতজ্ঞাদ্রোহিমেধাবিশুচিকল্যাঽনসূযকাঃ।
অধ্যাপ্যা ধর্ম্মতঃ সাধুশক্তাপ্তজ্ঞানবিত্তদাঃ ॥ ২৮ ॥

উপকার স্মরণ, দয়া, গ্রন্থের অর্থ-ধারণ-শক্তি, অন্তর্বাহ্য শুদ্ধি, শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা, অপরের দোষ প্রকাশ না করিয়া গুণ-মাত্র প্রকাশ করা, সাধু-স্বভাব, সেবা-কার্য্যে সামর্থ্য, বন্ধুতা, জ্ঞানান্তর দান ও ধন দান-শক্তি, এই সকল গুণ সমস্তই হউক বা কিঞ্চিৎ অল্প হউক যে শিষ্যে দৃষ্ট হইবে, গুরু ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুসারে তাহাকে অধ্যয়ন করাইবেন ॥ ২৮ ॥

দণ্ডাজিনোপবীতানি মেখলাঞ্চৈব ধারযেৎ।
ব্রাহ্মণেষু চরেদ্ভৈক্ষ্যমনিন্দ্যেষ্বাত্মবৃত্তযে ॥ ২৯ ॥
আদিমধ্যাবসানেষু ভবচ্ছব্দোপলক্ষিতা।
ব্রাহ্মণক্ষত্রিযবিশাং ভৈক্ষ্যচর্য্যা যথাক্রমম্ ॥ ৩০ ॥

অন্য অন্য স্মৃতিতে লিখিত মত পলাশ কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত

দণ্ড, কৃষ্ণসারাদি মৃগের চর্ম্ম, কার্পাস-প্রভৃতি-দ্বারা কৃত যজ্ঞো-পবীত ও মুঞ্জ অর্থাৎ শর-প্রভৃতিতে কৃত কটিদেশ-বন্ধনী মেখলা ব্রাহ্মণাদি ব্রহ্মচারী ধারণ করিবে।

পূর্ব্বোক্ত দণ্ডাদি ধারী ব্রহ্মচারী পাতকাভিশস্তাদি ভিন্ন স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত ব্রাহ্মণগণের নিকটে আপনার জীবন ধার-ণের নিমিত্ত ভিক্ষা করিবে, পরের নিমিত্ত ভিক্ষা করিবে না; অর্থাৎ পরের মধ্যে গুরু, গুরু-পত্নী ও গুরু-পুত্র ভিন্ন অন্য ব্যক্তির জন্য ভিক্ষা করিবে না। উক্ত প্রকারে ভিক্ষা প্রাপ্ত দ্রব্য গুরু কিম্বা গুরু-পুত্রাদিকে সমর্পণ করিয়া তাঁহাদিগের অনুমতি-ক্রমে আপনি ভোজন করিবে। এস্থলে ব্রাহ্মণাদি ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণের সম্ভব থাকিলে পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ জাতির নিকটে ভিক্ষা গ্রহণ করিবে এবং ব্রাহ্মণের অভাবে ক্ষত্রিয়ের নিকট, তদভাবে বৈশ্যের নিকট করিবে, অর্থাৎ সেইরূপ ক্ষত্রিয়-প্রভৃতি ব্রহ্মচারী স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত ক্ষত্রিয়-প্রভৃতি জাতির নিকটে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবে। ব্রাহ্মণাদির অসম্ভা-বনায় অথবা আপৎ কালে সর্ব্ব বর্ণের নিকটে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবে। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী 'ভবতি ভিক্ষাং দেহি' ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী 'ভিক্ষাং ভবতি দেহি' ও বৈশ্য ব্রহ্ম-চারী 'ভিক্ষাং দেহি ভবতি' এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিয়া ভিক্ষা করিবে ॥ ২৯। ৩০ ॥

কৃতাগ্নিকার্য্যো ভুঞ্জীত বাগ্‌যতো গুর্ব্বনুজ্ঞয়া।
আপোশন ক্রিয়াপূর্ব্বং সৎকৃত্যান্নমকুৎসযন্ ॥ ৩১ ॥

পূর্ব্বোক্ত বিধি ক্রমে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া গুরুকে সমর্পণ-পূর্ব্বক গুরুর অনুমতি ক্রমে হোম কার্য্য সমাধা করিয়া মৌনী হইয়া অর্থাৎ কথা না কহিয়া অন্নের পূজা করিয়া ও নিন্দা

না করিয়া 'অমৃতোপস্তরণমসি' ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক ভোজন করিবে। সন্ধ্যা সময়ে হোম কার্য্য না করিতে পারিলে অন্য সময়েও করিবে; কিন্তু ইহা তৃতীয় বার প্রাপ্তির জন্য নহে ॥ ৩১ ॥

ব্রহ্মচর্য্যে স্থিতো নৈকমন্নমদ্যাদনাপদি।
ব্রাহ্মণঃ কামমশ্নীযাৎ শ্রাদ্ধে ব্রতমপীড়যন্॥ ৩২ ॥

ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে স্থিত ব্রাহ্মণাদি ব্রহ্মচারী ব্যক্তি ব্যাধ্যাদি আপদ্ না থাকিলে কেবল একের অন্ন ভোজন করিবে না। ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া মধু ও ছাগাদি মাংস ভিন্ন খাদ্যবস্তু ইচ্ছানুসারে ভোজন করিবেন; কিন্তু শ্রাদ্ধে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির ভোজনে বিধি নাই। স্মরণ আছে যে 'ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের শ্রাদ্ধে ভোজন কর্ম্ম নাই' ॥ ৩২ ॥

মধুমাংসাঞ্জনোচ্ছিষ্টশুক্তস্ত্রীপ্রাণিহিংসনম্।
ভাস্করালোকনাশ্লীল পরিবাদাদি বর্জ্জযেৎ ॥ ৩৩ ॥

ব্রহ্মচারী ব্যক্তি মধু, অর্থাৎ মাক্ষিক (মদ্য নয়, যেহেতু বচনান্তরে মদ্যের নিষেধ আছে) ছাগাদির মাংস, ঘৃত-প্রভৃতি দ্বারা গাত্র-সংস্কার ও চক্ষুতে কজ্জল প্রদান, গুরু ভিন্ন ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট ভোজন, নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ, উপভোগার্থ স্ত্রীসংসর্গ, জীব-হিংসা, সূর্য্যের অস্ত ও উদয় দর্শন, মিথ্যা-বাক্য কথন, বিদ্যমান বা অবিদ্যমান পর-দোষ কথন এবং স্মৃত্যন্তরোক্ত গন্ধ-মাল্যাদিরও ত্যাগ করিবে ॥ ৩৩ ॥

গুরু প্রভৃতির লক্ষণ কহিতেছেন,——

স গুরুর্যঃ ক্রিযাঃ কৃত্বা বেদমস্মৈ প্রযচ্ছতি।
উপনীয দদদ্বেদমাচার্য্যঃ স উদাহৃতঃ ॥ ৩৪ ॥

যিনি গর্ব্ভাধান অবধি উপনয়ন পর্য্যন্ত ক্রিয়া করিয়া ব্রহ্ম-

চারীকে বেদ শিক্ষা দেন, তিনি গুরু, আর যিনি কেবল উপ-নয়ন সংস্কার করিয়া ব্রহ্মচারীকে বেদ অধ্যাপনা করেন, তিনি আচার্য্য বলিয়া কথিত হন ॥ ৩৪ ॥

একদেশমুপাধ্যায ঋত্বিগ্‌যজ্ঞকৃদুচ্যতে।
এতে মান্যা যথাপূর্ব্বমেভ্যো মাতা গরীযসী ॥ ৩৫ ॥

যিনি বেদের একদেশ অর্থাৎ মন্ত্র কি ব্রাহ্মণখণ্ডের কোন একটি বা, তৃতীয় শ্লোকে কথিত ছয় প্রকার বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করান, তিনি উপাধ্যায় অর্থাৎ অধ্যাপক, আর যিনি বরণ প্রাপ্ত হইয়া পাক-যজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়া করেন, তিনি ঋত্বিক্ বলিয়া কথিত হন। এইরূপ গুরু, আচার্য্য, উপাধ্যায় ও ঋত্বিক্ যথা ক্রমে পূজনীয়, ইহঁাদিগের অপেক্ষা মাতা অতি পূজনীয়া ॥ ৩৫ ॥

বেদ গ্রহণের জন্য ব্রহ্মচর্য্য বিধির সীমা কহিতেছেন,——

প্রতিবেদং ব্রহ্মচর্য্যং দ্বাদশাব্দানি পঞ্চ বা।
গ্রহণান্তিকমিত্যেকে কেশান্তশ্চৈব ষোডশে ॥ ৩৬ ॥

যখন বিবাহের অসম্ভাবনায় বেদ সকল কিম্বা দুই বেদ বা এক বেদ অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইবে, তখন এক এক বেদের প্রতি দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অনুষ্ঠান করিতে হইবে। দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করিতে অশক্ত হইলে এক এক বেদের প্রতি পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য করিবে। কেহ কেহ কহেন, বেদ গ্রহণ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য করিতে হইবে। কেশান্ত অর্থাৎ গো দান কর্ম্ম দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করিলে ব্রাহ্মণের গর্ব্ভাধান অবধি ষোড়শ বৎসরে করিতে হইবে, পাঁচ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করিলে যথা-সম্ভব কালে করিতে হইবে। উপনয়নের

ন্যায় ক্ষত্রিয়গণের দ্বাবিংশ বৎসরে ও বৈশ্যগণের চতুর্ব্বিংশ বৎসরে গো দান কর্ম্ম করিতে হইবে ॥ ৩৬ ॥

উপনয়ন কালের পরিসীমা কহিতেছেন,——

আষোড়শাদাদ্বাবিংশাচ্চতুর্ব্বিংশাচ্চ বৎসরাৎ।
ব্রহ্মক্ষত্রবিশাং কাল ঔপনায়নিকঃ পরঃ ॥ ৩৭ ॥
অত ঊর্দ্ধং পতন্ত্যেতে সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ।
সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ব্রাত্যস্তোমাদৃতে ক্রতোঃ ॥ ৩৮ ॥

ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের, দ্বাবিংশ বৎসর পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়ের, চতুর্ব্বিংশ বৎসর পর্য্যন্ত বৈশ্যের উপনয়ন কালের পরিসীমা, ইহার পরে উপনয়নের অধিকার নাই; অধিকন্তু অতঃপর অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বৎসরের মধ্যে উপনয়ন সংস্কার না হইলে, সাবিত্রী পতিত হওয়া প্রযুক্ত ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণ কোন ধর্ম্ম-কার্য্যেই অধিকারী হইতে পারে না ও সংস্কার-হীন বর্ণ বলিয়া কথিত হয়; কিন্তু তাহারা যদ্যপি 'ব্রাত্যস্তোম' নামক যজ্ঞ করে, তবে তাহার পরে উপনয়নের অধিকার হইবে ॥ ৩৭। ৩৮ ॥

ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণ যে দ্বিজ, ইহার কারণ কহিতেছেন,——

মাতুর্যদগ্রে জায়ন্তে দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনাৎ।
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশস্তস্মাদেতে দ্বিজাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৯ ॥

যেহেতু প্রথম একবার মাতৃগর্ত্ত হইতে জন্ম হয় ও মৌঞ্জী-বন্ধন অর্থাৎ উপনয়ন-প্রযুক্ত দ্বিতীয় বার জন্ম সংস্কার হয়, সেই হেতু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ 'দ্বিজ' শব্দে কথিত হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

বেদ গ্রহণ ও বেদ অধ্যয়নের ফল কহিতেছেন,——

যজ্ঞানাং তপসাঞ্চৈব শুভানাঞ্চৈব কর্ম্মণাম্।
বেদ এব দ্বিজাতীনাং নিঃশ্রেয়সকরঃ পরঃ॥ ৪০ ॥

বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত যজ্ঞ সকলের, দৈহিক ক্লেশজনক চান্দ্রায়ণ-ব্রত-প্রভৃতি তপস্যার ও উপনয়নাদি শুভ কর্ম্ম সকলের, বেদ ও স্মৃতি-শাস্ত্র হইতে জ্ঞান জন্মে; অতএব বেদ ও বেদ-মূলক স্মৃতিশাস্ত্র পূর্ব্বোক্ত দ্বিজগণের মোক্ষকর, তদ্ভিন্ন অন্য কিছু মোক্ষকর নাই॥ ৪০ ॥

বেদগ্রহণ ও অধ্যয়নের ফল কহিয়া এক্ষণে কাম্য ব্রহ্মযজ্ঞ ও বেদপাঠের ফল কহিতেছেন,——

মধুনা পয়সা চৈব স দেবাংস্তর্পযেদ্দ্বিজঃ।
পিতৄন্মধুঘৃতাভ্যাঞ্চ ঋচোঽধীতে তু যোঽন্বহম্॥ ৪১ ॥
যজূংষি শক্তিতোঽধীতে যোঽন্বহং স ঘৃতামৃতৈঃ।
প্রীণাতি দেবানাজ্যেন মধুনা চ পিতৄংস্তথা॥ ৪২ ॥
স তু সোমঘৃতৈর্দ্দেবাংস্তর্পযেদ্যোঽন্বহং পঠেৎ।
সামানি তৃপ্তিং কুর্য্যাচ্চ পিতৄণাং মধুসর্পিষা॥ ৪৩ ॥

যে দ্বিজ প্রতি দিন ঋগ্বেদ মন্ত্র অধ্যয়ন করেন, তিনি ঋগ্বেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক মধু ও দুগ্ধ-দ্বারা দেবগণকে এবং মধু ও ঘৃত-দ্বারা পিতৃলোক সকলকে তর্পিত করিবেন॥ ৪১ ॥

যিনি শক্তি অনুসারে প্রতি দিন যজুর্ব্বেদ পাঠ করিবেন, তিনি যজুর্ব্বেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক ঘৃতামৃত অর্থাৎ ঘৃত ও জল-দ্বারা দেবগণকে এবং ঘৃত ও মধু-দ্বারা পিতৃগণকে তর্পিত করিবেন॥ ৪২ ॥

যিনি প্রতি দিন সামবেদোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবেন, তিনি সামবেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক সোম-ঘৃত অর্থাৎ সোমরস ও

ঘৃত-দ্বারা দেবগণকে এবং মধু ও ঘৃত-দ্বারা পিতৃগণকে তর্পিত করিবেন ॥ ৪৩ ॥

মেদসা তর্পযেদ্দেবানথর্ব্বাঙ্গিরসঃ পঠন্।
পিতৃংশ্চ মধুসর্পির্ভ্যামন্বহং শক্তিতো দ্বিজঃ ॥ ৪৪ ॥

যে দ্বিজ সাধ্যানুসারে প্রতিদিন অথর্ব্বাঙ্গিরস বেদ পাঠ করিবেন, তিনি অথর্ব্বাঙ্গিরস-বেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক মেদ অর্থাৎ অস্থি ও মাংসের মধ্যবর্ত্তি রস-দ্বারা দেবগণকে এবং মধু ও ঘৃত-দ্বারা পিতৃগণকে তর্পিত করিবেন ॥ ৪৪ ॥

বাকো বাক্যং পুরাণঞ্চ নারাশংসীশ্চ গাথিকাঃ।
ইতিহাসাংস্তথা বিদ্যাঃ শক্ত্যাঽধীতে হি যোঽন্বহম্ ॥ ৪৫ ॥
মাংসক্ষীরোদনমধু তর্পণং স দিবৌকসাম্।
করোতি তৃপ্তিং কুর্য্যাচ্চ পিতৄণাং মধুসর্পিষা ॥ ৪৬ ॥

যিনি শক্তি অনুসারে বাকো বাক্য অর্থাৎ বেদ-বচন-সমূহ প্রশ্নোত্তর-রূপ বেদ-বাক্য, ব্রহ্ম-প্রভৃতি পুরাণ, মানব-প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র রুদ্রদেবতাক অর্থাৎ শিবের সন্তোষ-জনক মন্ত্র, যজ্ঞ-গাথা ও ইন্দ্রগাথা-প্রভৃতি গাথা, মহাভারত প্রভৃতি ইতিহাস ও বারুণী-প্রভৃতি বিদ্যা পাঠ করিবেন। তিনি মাংস ক্ষীরান্ন মধু ও ঘৃত-দ্বারা দেবগণের এবং মধু ও ঘৃত-দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিবেন ॥ ৪৫ । ৪৬ ॥

তে তৃপ্তাস্তর্পযন্ত্যেনং সর্ব্বকামফলৈঃ শুভৈঃ।
যং যং ক্রতুমধীতেঽসৌ তস্য তস্যাপ্নুযাৎ ফলম্ ॥ ৪৭ ॥
ত্রির্ব্বিত্তপূর্ণপৃথিবীদানস্য ফলমশ্নুতে।
তপসো যৎপরস্যেহ নিত্যং স্বাধ্যাযবান্ দ্বিজঃ ॥ ৪৮ ॥

উক্ত মতে তর্পিত দেবতা ও পিতৃগণ ব্যাঘাত-রহিত সমস্ত শুভ ফল-দ্বারা সেই বেদপাঠীকে তর্পিত করেন এবং সেই

সেই বেদপাঠশীল দ্বিজ যে যে যজ্ঞের প্রতিপাদক অর্থাৎ পোষক বেদের একদেশ নিত্য নিত্য অধ্যয়ন করেন, সেই সেই যজ্ঞ করিলে যে যে ফল লাভ হয়, তিনি তাহা প্রাপ্ত হন; বিশেষত ধন-পরিপূর্ণ পৃথিবী তিন বার দান করিলে যে ফল লাভ হয় তাহাও তিনি প্রাপ্ত হন এবং সেই নিত্য ও সৎকাম্য ব্রত পোষক বেদের একদেশ পাঠী দ্বিজগণ পরম তপস্যা চান্দ্রায়ণ-প্রভৃতি ব্রত করিলে যে ফল লাভ হয়, তাহাও প্রাপ্ত হন ॥ ৪৭ । ৪৮ ॥

ব্রহ্মচারীর এই সকল ধর্ম্ম সামান্যরূপে বলিয়া সম্প্রতি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর পক্ষে বিশেষ ধর্ম্ম কহিতেছেন,——

নৈষ্ঠিকো ব্রহ্মচারী তু বসেদাচার্য্যসন্নিধৌ।
তদভাবেহস্য তনয়ে পত্ন্যাং বৈশ্বানরেঽপি বা ॥ ৪৯ ॥
অনেন বিধিনা দেহং সাধয়ন্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি ন চেহ জায়তে পুনঃ ॥ ৫০ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গুরু-সন্নিধানে উৎক্রান্তি কাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ যাবজ্জীবন যে ব্রহ্মচারী কাল যাপন করেন, তাঁহাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী কহা যায়। তিনি যাবজ্জীবন আচার্য্যের নিকটে বাস করিবেন, প্রত্যুত বেদপাঠ সাঙ্গ হইলেও আচার্য্য হইতে স্বতন্ত্র হইবেন না; আচার্য্যের অভাবে আচার্য্য-পুত্রের সমীপে, আচার্য্য-পুত্রের অভাবে আচার্য্য-পত্নীর নিকটে ও তাঁহার অভাবে অগ্নির নিকটে বাস করিবেন। এইরূপে কথিত বিধিক্রমে যে ব্রহ্মচারী দেহ-যাত্রা সাধন ও বিশেষ রূপে ইন্দ্রিয়গণের দমন করেন, তিনি ব্রহ্মলোক অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন, পুনর্ব্বার তাঁহার মৃত্যু হয় না এবং

তাঁহাকে আর ইহলোকে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না ॥ ৪৯।৫০ ॥

ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

বিবাহ প্রকরণ আরম্ভ ॥ ৩ ॥

যিনি বিবাহ করিবেন, তাঁহার বিবাহের নিমিত্ত স্নানবিধি অর্থাৎ স্নানের লক্ষণ কহিতেছেন,——

গুরবে তু বরং দত্ত্বা স্নায়ীত তদনুজ্ঞয়া।
বেদং ব্রতানি বা পারং নীত্বা হ্যুভয়মেব বা ॥ ৫১ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকার মন্ত্র ও মন্ত্রেতর বেদ অর্থাৎ ব্রাহ্মণখণ্ড-রূপ বেদোক্ত কিম্বা অনুক্ত ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য ধর্ম্মরূপ ব্রত, তন্মধ্যে একরূপ বা উভয়ই সমাপন করিয়া পূর্ব্বোক্ত গুরুকে বাঞ্ছিত গুরুদক্ষিণা সাধ্যমতে দান করিয়া সমাবর্ত্তন স্নান করিবেন; বাঞ্ছিত দক্ষিণা দান করিতে অশক্ত হইলে গুরুর আজ্ঞাক্রমে গুরুদক্ষিণা দিতে না পারিলেও স্নান করিবেন, যথা-শক্তি যথা-কালে গুরুদক্ষিণা দানের ত্রুটি করিবেন না ॥ ৫১ ॥

স্নানের পরে কি কর্ত্তব্য, তাহা কহিতেছেন,——

অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো লক্ষণ্যাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ।
অনন্যপূর্ব্বিকাং কান্তামসপিণ্ডাং যবীয়সীম্ ॥ ৫২ ॥

অস্খলিত ব্রহ্মচারি-ধর্ম্ম ব্যক্তি অর্থাৎ অবিচলিত ব্রহ্মচর্য্য-ধর্ম্ম-সম্পন্ন ব্যক্তি মনুসংহিতাতে উক্ত সূক্ষ্ম লোম, কেশ ও দন্তাদি বাহ্য চিহ্ন সম্পন্না ও আশ্বলায়ন কথিত মত আভ্যন্তর লক্ষণ-যুক্তা অর্থাৎ পূর্ব্ব রাত্রিতে গো-স্থান এবং যজ্ঞ-বেদী, বল্মীক, অক্ষক্রীড়া স্থান, হ্রদ অর্থাৎ যে জলময় স্থান কখন শুষ্ক না হয় এরূপ স্থান, উষরভূমি স্থান, চতুষ্পথ অর্থাৎ চারিমুখ পথ ও শ্মশান স্থান, এই অষ্ট প্রকার স্থানের

মৃত্তিকা আনয়ন করিয়া অষ্ট পিণ্ড অর্থাৎ গুলিকা করিয়া কন্যাকে স্পর্শ করাইবে; তন্মধ্যে প্রথম পিণ্ড স্পর্শ করিলে ধান্যবতী, দ্বিতীয় পিণ্ড স্পর্শ করিলে পশুমতী, তৃতীয় পিণ্ড স্পর্শ করিলে অগ্নিহোত্র-সেবা-পরায়ণা, চতুর্থ পিণ্ড স্পর্শ করিলে বিবেকিনী অর্থাৎ জ্ঞান-সম্পন্না সর্ব্বজন পূজনীয়া, পঞ্চম পিণ্ড স্পর্শ করিলে রোগযুক্তা, ষষ্ঠ পিণ্ড স্পর্শ করিলে পুত্র-হীনা, সপ্তম পিণ্ড স্পর্শ করিলে ব্যভিচারিণী ও অষ্টম পিণ্ড স্পর্শ করিলে বিধবা, এইরূপ ফল সকল বিবেচনা করিবে, তন্মধ্যে যদ্যপি কন্যা দোষ-শূন্যা হয় এবং নপুংসক না হয়, এজন্য স্ত্রী-চিহ্নের পরীক্ষা করিয়া ও যদি কন্যা কোন ব্যক্তিকে দত্তা না হইয়া থাকে এবং অন্য কোন ব্যক্তি কোন রূপে যাহাকে উপভোগ না করিয়া থাকে, অথচ মন ও নয়নের আনন্দকারিণী সুন্দরী (আপস্তম্ব ইহা কহিয়াছেন) পরন্তু হীনাঙ্গ ও অধিকাঙ্গ ইত্যাদি দৃশ্য দোষ-বর্জ্জিতা হইবেক এবং অসপিণ্ডা * সমান দেহ ও এক বংশ-বিশিষ্টা, পিতার এক বংশ ও সমান-দেহা, পিতামহাদির সমান-দেহা ও একবংশ উদ্ভবা এবং মাতার সমান-দেহা ও মাতৃ-বংশ উদ্ভবা ও মাতামহীর বংশ ও তুল্য-শরীর-বিশিষ্টা ও মাতামহ প্রভৃতির বংশ ও সমান শরীর-সম্পন্না, মাতার ভগিনী ও মাতুলাদির তুল্য-দেহ

* অসপিণ্ডা—সমান-দেহ-বিশিষ্টা সপিণ্ডা, যে তাহা নয়, সেই অসপিণ্ডা। এক শরীরের অবয়ব-সম্বন্ধে সপিণ্ডতা হয়, পিতার সহিত পুত্রের এক শরীরাবয়ব-সম্বন্ধে সপিণ্ডতা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ এবং পিতৃ-দ্বারা পিতামহ-প্রভৃতির অবয়ব সম্বন্ধ আছে, তাহাতে পরস্পর সাপিণ্ড সিদ্ধ এবং মাতার অবয়ব-সম্বন্ধ পুত্রে আছে, তাহাতে পুত্রের ও মাতার পরস্পর সাপিণ্ড সিদ্ধ এবং মাতৃ-শরীরের অবয়ব-সম্বন্ধ-দ্বারা মাতামহাদির সাপিণ্ড সিদ্ধ

ও বংশ-বিশিষ্টা এবং পিতার ভ্রাতা, তাঁহার স্ত্রী ও পিতার ভগিনী-প্রভৃতির সমান-দেহ ও বংশ-বিশিষ্টা এবং ভ্রাতার স্ত্রীর তুল্য-দেহ-যুক্তা ও এক বংশোদ্ভবা ও অবশ্য দেয় পিতৃ, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহ প্রভৃতির বংশে উৎপন্না যে যে কন্যা, এই সকল সাক্ষাৎ সম্বন্ধ

এবং মাতৃস্বসৃ মাতুলাদির অভিন্ন শরীর-সম্বন্ধ সিদ্ধ এবং পিতৃ-দ্বারা পিতৃব্য পিতৃস্বস্রাদির অবয়ব-সম্বন্ধ সিদ্ধ এবং বিবাহে বৈবাহিক-মন্ত্র-দ্বারা পতি পত্নীর এক শরীর হয়, এ বিধায় পতি পত্নীর পরস্পর সাপিণ্ড সিদ্ধ এবং ভ্রাতৃ-ভার্য্যাদিগের বিবাহে স্বামীর এক শরীর হওয়াতে তাহার পতি-দ্বারা দেবরাদির সাপিণ্ড সিদ্ধ। এইরূপ সর্ব্বত্রই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কিম্বা পরম্পরা সম্বন্ধে সাপিণ্ড জানিবে। এইরূপ সাপিণ্ডে মাতামহাদির সাপিণ্ড সিদ্ধ হইল. তাহাতে মাতামহাদির মরণে সম্পূর্ণাশৌচ হইতে পারে বটে, কিন্তু মাতামহাদির মরণে ত্রিরাত্রাশৌচ হয়, এরূপ বিশেষ বচন না থাকিলে তাহা হইতে পারিত। সপিণ্ডদিগের মধ্যে যে যে সপিণ্ডে বিশেষ বচন নাই, সে স্থলে সম্পূর্ণাশৌচ জানিবে, অবশ্যই অবয়ব-সম্বন্ধ লইয়া সাপিণ্ড বলিতে হইবে। আত্মা হইতেই আত্মা জন্মে, প্রজা হইতে তুমি জন্মাইতেছ, পিতা হইতে অস্থি, নাড়ী, মস্তিষ্ক হয়, মাতা হইতে চর্ম্ম, মাংস, রক্ত হয়, এইরূপ শ্রুতি ও উপনিষদ্-দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, অবয়ব-দ্বারা সাপিণ্ড বলিতে হইবে। দেয় পিণ্ড-সম্বন্ধে সাপিণ্ড বলিলে মাতৃ-সন্তান ও ভ্রাতৃ-পুত্রাদির পরস্পর সাপিণ্ড থাকে না এবং সপিণ্ড শব্দের রূঢ়ি কল্পনা করিলে সমান শব্দ ও পিণ্ড-শব্দের গম্যমান অর্থ ত্যাগ করিতে হয়, যে স্থলে অবয়বার্থ জ্ঞান না থাকে, সে স্থলে রূঢ়ি কল্পনা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। এইরূপে সাক্ষাৎ ও পরম্পরায় সাপিণ্ড বর্ণন করিলে অসঙ্খ্য পুরুষে সাপিণ্ড হইতে পারে বটে, ইহাতে বিশেষ বলিব ; এইরূপে অসপিণ্ডা এবং বয়ঃ কনিষ্ঠা অস্থূল-দেহা অনতি দীর্ঘাকারা কন্যাকে বিবাহ করিবে।

হউক, বা পরম্পরা সম্বন্ধই হউক, (স্বীয় গর্ব্ভধারিণী প্রভৃতি ঘটিত সম্বন্ধ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ, † বিমাতা প্রভৃতি ঘটিত সম্বন্ধ পরম্পরা সম্বন্ধ) এই সকল লক্ষণ যে কোন কন্যাতে না থাকিবে এবং বয়ঃক্রমে ও পরিমাণে যে কন্যা কনীয়সী হইবে, তাহাকে স্বকীয় কুলক্রমাগত বিধি অনুসারে বিবাহ করিবে ॥ ৫২ ॥

সামান্যত লক্ষণ কহিয়া এক্ষণে বিশেষ রূপে কহিতেছেন,—

অরোগিণীং ভ্রাতৃমতীমসমানার্ষগোত্রজাম্।

পঞ্চমাৎ সপ্তমাদূর্দ্ধং মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা ॥ ৫৩ ॥

যে কন্যা অচিকিৎস্য রোগ-রহিতা এবং যাহার ভ্রাতা না থাকে, সেই কন্যা পুত্রিকা হইতে পারে ; এ জন্য যে কন্যার ভ্রাতা বর্ত্তমান থাকে, যে কন্যার পিতৃ গোত্র ও পিতৃ প্রবর, এই দুইটি বিবাহ-কর্ত্তার নিজ গোত্র ও প্রবরের সহিত সমান না হয়, অথচ মাতা ও পিতার সপিণ্ডা না হয় এবং মাতার পিতৃগোত্র যে কন্যার না হয় ও মাতুলের কন্যা না হয় এবং পিতার ভগিনীর কন্যা না হয় ও মাতার ভগিনীর কন্যা না হয়, যে কন্যা নিজ সপিণ্ড গোত্র ভিন্ন অন্য বংশজাতা হইলেও সমান গোত্রা ও সমান প্রবরা না হয়, তাহাকে বিবাহ করিবে। সর্ব্ব জাতির সহিত কোন কোন ব্যক্তির সপিণ্ডতা থাকে, অসমান গোত্রা ও অসমান প্রবরা ইহা তিন বর্ণের পক্ষে সম্ভব হয়। যদ্যপি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির স্বকীয় গোত্র নাই, কিন্তু আশ্বলায়নের কথিত মতে পুরোহিতের গোত্র ও প্রবর তাহা-

---

† ইহার কারণ গর্ভোপনিষদে উক্ত আছে যে, পিতা হইতে অস্থি, নাড়ী, মস্তিষ্ক এবং মাতা হইতে ত্বক্, চর্ম্ম, মাংস ও রক্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে।

দিগের গোত্র ও প্রবর অবগত হইতে হইবে, অন্যথা সপিণ্ডা, সমান গোত্রা ও সমান প্রবরা কন্যাতে বিবাহে ভার্য্যাত্ব হইবে না। রোগিণী প্রভৃতিতে স্ত্রীত্ব সম্বন্ধ ঘটিলেও দৃষ্ট বিরোধ থাকিবে। এই অনাদি সংসারে অসপিণ্ডা কন্যা লাভ অসম্ভব, সপিণ্ড ভিন্ন স্ত্রীকে বিবাহ করিবে, এই বিধিক্রমে ৫২ শ্লোকে লিখিত মত সাক্ষাৎ ও পরম্পরায় অর্থাৎ সপত্নী সম্ভব-ক্রমে সাপিণ্ড সম্বন্ধ কথিত আছে। পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধ সকল না থাকিলে সকলের সর্ব্বত্র উল্লিখিত কন্যা লাভ সম্ভব হইতে পারে, পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধ থাকিলে সম্ভব হইতে পারে না; অতএব কহি-তেছেন, মাতৃপক্ষের সন্তানে গণনা ক্রমে যে পঞ্চমের পর ও পিতৃপক্ষের সন্তানে গণনা ক্রমে যে সপ্তমের পর সাপিণ্ড্য নিবৃত্ত হইবে; এই হেতু এই সপিণ্ড শব্দ অবয়ব-শক্তি ক্রমে সর্ব্ব স্থলে প্রয়োগ হইলেও পঙ্কজ-প্রভৃতি শব্দের ন্যায় উভয় পক্ষে ঘটিবে, তদনুসারে পিতা প্রভৃতি উপরের ছয় পুরুষ সপিণ্ড ও পুত্র-প্রভৃতি নিম্ন ছয় পুরুষ সপিণ্ড, আর আপনি (যাহাকে অবধি গণনা করা আবশ্যক, তিনি) সপ্তম। এইরূপ সন্তান-ভেদের মীমাংসাতে যাহা হইতে সন্তান-ভেদ আরম্ভ হয়, তাহাকে ধরিয়া গণনা করিলে যিনি সপ্তম পর্য্যন্ত গণিত হইবেন, তিনি সপিণ্ড হইবেন, এই রীতি সর্ব্ব স্থলে যোজনা করিতে হইবে। তথা মাতা অবধি গণনা আরম্ভ করিয়া তাঁহার পিতা ও পিতামহ প্রভৃতি গণনাতে যে কন্যা পঞ্চম পুরুষবর্ত্তিনী সেই পঞ্চমী। এইরূপ পিতৃপক্ষে পিতা অবধি গণনা ক্রমে সপ্তমী কন্যা বিবাহ করিবে না, ইহা স্থির হইল, তবে যে দ্বিতীয়াদি কন্যা বিবাহের বচন দৃষ্ট হইতেছে, তাহা শাখা-ভেদে জানিবে, ইহাও বচনে লিখিত আছে; ইহার

দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইল যে, পঞ্চম সপ্তমান্তর্ব্বর্ত্তিনী কন্যা বিবাহ করিবে না।

বশিষ্ঠ মুনি যাহা কহেন, মাতা অবধি গণনা করিয়া পঞ্চমী কন্যা ও পিতা অবধি গণনা করিয়া সপ্তমী কন্যাকে আর পৈঠীনসি মুনি কহেন, মাতা অবধি গণনা করিয়া তিন পুরুষের কন্যা ত্যাগ করিয়া ও পিতা অবধি গণনা করিয়া পাঁচ পুরুষের কন্যা ত্যাগ করিয়া বিবাহ করিবে, তাহা তিনের মধ্যবর্ত্তিনী কন্যা নিষেধপ্রাপ্তির জন্য তিনের মধ্যবর্ত্তিনীকে বিবাহে প্রাপ্তির জন্য নহে, ইহাতে কোন স্মৃতির সহিত বিরোধ নাই। এই সকল নিয়ম সমান জাতি কন্যা বিবাহে দৃষ্টি করিতে হইবে। জাত্যন্তর জাতার পক্ষে শঙ্খ মুনি বিশেষ কহিয়াছেন, যদ্যপি এক ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতি হইতে ভিন্ন জাতি স্ত্রীতে যাহারা জন্মে, তাহারা পৃথগ্জন হয় ও সমান জাতি হইতে সমান জাতীয় অন্য ব্যক্তির স্ত্রীতে যাহারা জন্মে, তাহারা এক পিণ্ড হয়, অর্থাৎ সপিণ্ড হয়; কিন্তু তাহাদিগের অশৌচ ব্যবস্থা পৃথক্ হয়, অশৌচ বিচারের প্রকরণে সেই অশৌচের ইতর বিশেষ বলিব, তাহাদিগের তিন পুরুষে সপিণ্ডতা নিবৃত্তি হইবে অর্থাৎ তাহাদিগের তিন পুরুষ পর্য্যন্ত সাপিণ্ড্য হয়॥ ৫৩॥

দশ পুরুষবিখ্যাতাচ্ছ্রোত্রিয়াণাং মহাকুলাৎ।
স্ফীতাদপি ন সঞ্চারিরোগদোষসমন্বিতাৎ॥ ৫৪॥

মাতা অবধি মাতৃপক্ষের পাঁচ পুরুষ ও পিতা অবধি পিতৃপক্ষের পাঁচ পুরুষ, এই দশ পুরুষ-দ্বারা বিখ্যাত যে কুল এবং বেদপাঠকারি বা বেদ-শ্রবণকারি, অথচ পুত্র, পৌত্র, গো প্রভৃতি পশু, সেবা শুশ্রূষাকারিণী দাসী ও গ্রাম পুষ্করিণী

প্রভৃতির দ্বারা বর্দ্ধিত সম্পত্তিশালি প্রধান যে কুল, ঐ কুলের কন্যা বিবাহ করিবে। এই নিয়ম ক্রমে সর্ব্বত্র কন্যা প্রাপ্ত হইতে পারিলেও নিষেধ কহিতেছেন যে, কুষ্ঠ ও অপস্মার অর্থাৎ মূর্চ্ছা প্রভৃতি যে রোগ শুক্র শোণিত সংযোগ-দ্বারা কন্যার প্রতি চালিত হইয়া থাকে, এমন রোগযুক্ত ও মনু-স্মৃতিতে কথিত ক্রিয়া-রহিত এবং নিষ্ঠুর পুরুষ বিশিষ্ট প্রভৃতি দোষ-যুক্ত পূর্ব্বোক্ত মহাকুল হইতেও কন্যা গ্রহণ করিবে না॥ ৫৪॥

এইরূপ কন্যা গ্রহণের নিয়ম কহিয়া কন্যা দানের জন্য বরের লক্ষণ কহিতেছেন,——

এতৈরেব গুণৈর্যুক্তঃ সবর্ণঃ শ্রোত্রিয়ো বরঃ।
যত্নাৎ পরীক্ষিতঃ পুংস্ত্বে যুবা ধীমান্ জনপ্রিয়ঃ॥ ৫৫॥

যেরূপ স্ত্রীর লক্ষণ কথিত হইয়াছে, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অনুসারে গুণযুক্ত এবং পূর্ব্বোক্ত রোগাদি দোষ-রহিত ও উত্তম বর্ণ বা হীন বর্ণ রহিত, অথচ সমান বর্ণ অর্থাৎ সজাতি এবং বেদপাঠ ও বেদ-শ্রবণ-সম্পন্ন অথচ নারদের কথিত মতে যাহার বীর্য্য ও বিষ্ঠা জলের উপর ভাসে ও যাহার মূত্র ফেনা-যুক্ত ও শব্দ-যুক্ত, সেই ব্যক্তি পুরুষের লক্ষণ-যুক্ত, তাহার বিপরীত হইলে অর্থাৎ যাহার বীর্য্য বা বিষ্ঠা জলে না ভাসে ও যাহার মূত্র ফেনাযুক্ত ও শব্দযুক্ত না হয়, সেই ব্যক্তি ক্লীব। এই প্রকারে যে ব্যক্তি পুরুষ-লক্ষণের পরীক্ষা-দ্বারা নিশ্চিত হইবে এবং যুবা পুরুষ অর্থাৎ যে বৃদ্ধ নহে এবং লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারে নিপুণ, বুদ্ধি-সম্পন্ন এবং কিঞ্চিৎ হাস্যযুক্ত মৃদু-বাক্য কথন প্রভৃতি দ্বারা লোক সকলের প্রিয়পাত্র, এই সকল গুণযুক্ত যে ব্যক্তি সেই প্রশস্ত বর, কন্যাদানের যোগ্য।

রতি অভিলাষ, পুত্র প্রাপ্তি কামনা ও অর্থ প্রাপ্তি ইচ্ছা এই তিন প্রকার ইচ্ছা প্রযুক্ত বিবাহও তিন প্রকার, তন্মধ্যে নিত্য কাম্য-ভেদে পুত্রার্থ বিবাহ দুই প্রকার, নিত্য পুত্র ও কাম্য পুত্র; তাহাতে স্বজাতীয় বর ও কন্যাতে নিত্য পুত্র হইয়া থাকে, অতএব সজাতি কন্যাকে বিবাহ করা প্রশস্ত ॥ ৫৫ ॥

পুত্রার্থ যে নিত্য বিবাহ, তাহাতে সবর্ণা কন্যাই শ্রেষ্ঠ, ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, এক্ষণে কাম্য ও নিত্য বিবাহে অনুকল্প বক্তব্য, ইহাতে কহিতেছেন,—

যদুচ্যতে দ্বিজাতীনাং শূদ্রাদ্দারোপসংগ্রহঃ।
নৈতন্মম মতং যস্মাত্তত্রায়ং জায়তে স্বয়ম্॥ ৫৬ ॥

কাম্য কন্যা বিবাহে প্রবৃত্ত ব্যক্তি সকলের এই ব্রাহ্মণ-প্রভৃতি জাতিতে জাতা কন্যা-সকল ক্রমে ক্রমে অপ্রশস্ত, এই বচনের অভিপ্রায় মতে ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রাহ্মণ-কন্যা, ক্ষত্রিয়-কন্যা, বৈশ্য-কন্যা ও শূদ্র-কন্যা, এই চারি কন্যা বিবাহ-যোগ্যা এবং ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ক্ষত্রিয়-কন্যা, বৈশ্য-কন্যা ও শূদ্র-কন্যা, এই তিন কন্যা বিবাহ-যোগ্যা এবং বৈশ্যের পক্ষে বৈশ্য-কন্যা ও শূদ্র-কন্যা বিবাহ-যোগ্যা, শূদ্রের পক্ষে কেবল শূদ্র-কন্যা বিবাহ-যোগ্যা। এই বচনের অভিপ্রায় মতে পূর্ব্বোক্ত দ্বিজ-জাতি সকলের শূদ্র-কন্যা বিবাহে গ্রাহ্যা হইতে পারিলেও ইহা যাজ্ঞবল্ক্যের সম্মত নয়; যেহেতু এই দ্বিজ সেই শূদ্রা-গর্ব্বে পুত্রভাবে স্বয়ং জন্ম গ্রহণ করেন, বেদে ইহার প্রমাণ আছে যে, যেহেতু এই স্ত্রীতে স্বয়ং পুত্রভাবে জন্ম গ্রহণ করে, এই হেতু স্ত্রীর নাম জায়া হয়।

এ বচনেও সেই শূদ্রাতে ইনি স্বয়ং জন্ম গ্রহণ করেন, এই হেতু বলা-প্রযুক্ত নিত্য পুত্রোৎপত্তির নিমিত্তে কিম্বা

কাম্য পুত্র উৎপত্তির নিমিত্তে প্রবৃত্ত ব্যক্তির শূদ্রা-কন্যাকে বিবাহ করা নিষেধ প্রযুক্ত নিত্য পুত্র উৎপাদনের অনুকল্পে কাম্য পুত্র উৎপাদনের পক্ষে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়-কন্যা ও বৈশ্য-কন্যা বিবাহ-যোগ্যা এবং ক্ষত্রিয়ের বৈশ্য-কন্যা বিবাহ-যোগ্যা, ইহা অনুমতি করা হইয়াছে ॥ ৫৬ ॥

এক্ষণে রতি-কামীর বা যাহার পুত্র উৎপত্তি হইয়াছে, কিম্বা যাহার স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে, আর যাহাদিগের অন্য আশ্রমে অধিকার না থাকে, কেবল যাহাদিগের গৃহস্থ আশ্রমে অবস্থানের আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহাদিগের বিবাহের ক্রম কহিতেছেন,——

তিস্রো বর্ণানুপূর্ব্বেণ দ্বে তথৈকা যথাক্রমম্।
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং ভার্য্যা স্বা শূদ্রজন্মনঃ ॥ ৫৭ ॥

সবর্ণাদি ক্রমে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা, এই তিন স্ত্রী এবং ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা এই দুই স্ত্রী, এবঞ্চ বৈশ্যের বৈশ্যা-মাত্র এক স্ত্রী বিবাহে যোগ্যা হয়, শূদ্রের কেবল শূদ্রজাতি জাতা স্ত্রী বিবাহ-যোগ্যা, তন্মধ্যে সজাতীয়া স্ত্রী সর্ব্ব জাতির পক্ষে প্রধানা হইয়া থাকে; ক্রমশ নিম্ন জাতি-জাতা স্ত্রীর অভাবে তদপেক্ষা নিম্ন জাতি জাতা স্ত্রী গ্রাহ্যা হইতে পারে।

ক্রমে ক্রমে এই সকল বিবাহের কথা যাহা লিখিত হইল, তাহার মধ্যে সজাতি জাতা স্ত্রীতে নিত্য পুত্র ও অপর জাতি জাতা স্ত্রীতে কাম্য পুত্র; উৎপত্তির বিধিতে জানিবে, এই হেতু শূদ্রজাতি জাতা স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রের যে পুত্র-মধ্যে গণনা ও ধন বিভাগ কথন, সেই প্রকার ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়া-গর্ভে মূর্দ্ধাবসিক্ত জাতি জন্মে, এই সকল স্মরণ করিয়া বিবা-

হিতা স্ত্রীতে এই বিধি জানিবে, ইহাও যাহা যাহা কথিত হইল, তাহা তাহা রতিকামুক ব্যক্তির ও কেবল গৃহস্থ আ-শ্রম অভিলাষী ব্যক্তির বাহ্ পুত্র আকাঙ্ক্ষার পক্ষে কথিত হইল ॥ ৫৭ ॥

অষ্ট প্রকার বিবাহের লক্ষণ কহিতেছেন,——

ব্রাহ্মো বিবাহ আহুয় দীয়তে শক্ত্যলঙ্কৃতা।
তজ্জঃ পুনাত্যুভয়তঃ পুরুষানেকবিংশতিম্ ॥ ৫৮ ॥

যাহাতে পূর্ব্বোক্ত সুলক্ষণ-সম্পন্ন বরকে আহ্বান করিয়া জল সংযোগ-পূর্ব্বক যথা-শক্তি ক্রমে অলঙ্কৃতা কন্যা দান করা যায়, তাহাকে 'ব্রাহ্ম' বিবাহ বলে। সেই স্ত্রীতে বিবাহ-কর্ত্তার যে পুত্র উৎপন্ন হয়, সে পুত্র সদাচার হইলে পিতা অবধি উপরের দশ পুরুষ ও পুত্র অবধি নিম্নের দশ পুরুষ এবং আপনাকে এই এক বিংশতি পুরুষকে পবিত্র করে ॥ ৫৮ ॥

যজ্ঞস্থ ঋত্বিজে দৈব আদায়ার্ষস্তু গোদ্বয়ম্।
চতুর্দ্দশ প্রথমজঃ পুনাত্যুত্তরজশ্চ ষট্ ॥ ৫৯ ॥

যাহাতে যজ্ঞের অনুষ্ঠান বিস্তৃত হইলে ঋত্বিক্ অর্থাৎ পুরোহিতকে যথা-শক্তি ক্রমে অলঙ্কার-দ্বারা শোভিতা কন্যা দান করা যায়, তাহাকে 'দৈব' বিবাহ বলে, আর যাহাতে পুংগো ও স্ত্রীগো এই দুইটি গোরু গ্রহণ-পূর্ব্বক কন্যা দান করা যায়, তাহাকে 'আর্ষ' অর্থাৎ ঋষি-সম্মত বিবাহ বলে। উক্ত দৈব বিবাহ ক্রমে জাত পুত্র উপরের সাত পুরুষ ও নিম্নের সাত পুরুষ এই চতুর্দ্দশ পুরুষকে পবিত্র করে, আর এই প্রকার আর্ষ বিবাহ ক্রমে জাত পুত্র উপরের তিন পুরুষ ও নিম্নের তিন পুরুষ এই ছয় পুরুষকে পবিত্র করে ॥ ৫৯ ॥

ইত্যুক্ত্বা চরতাং ধর্ম্মং সহ যা দীয়তেঽর্থিনে।

স কায়ঃ পাবয়েত্তজ্জঃ ষট্ ষড়্‌ংশ্যান্ সহাত্মনা ॥ ৬০ ॥

যাহাতে ‘সহ ধর্ম্ম আচরণ কর’ এই কথা বলিয়া অর্থি ব্যক্তিকে কন্যা দান করা যায়, তাহাকে ‘প্রাজাপত্য’ বিবাহ বলে। সেই বিবাহ সম্পন্ন হইলে যে পুত্র জন্ম গ্রহণ করে, সে আপনার সহিত পূর্ব্বের ছয় ও পরের ছয় পুরুষ, এই ত্রয়োদশ পুরুষকে পবিত্র করে ॥ ৬০ ॥

আসুরো দ্রবিণাদানাদ্গান্ধর্ব্বঃ সময়ান্মিথঃ।

রাক্ষসো যুদ্ধহরণাৎ পৈশাচঃ কন্যকা ছলাৎ ॥ ৬১ ॥

ধন গ্রহণ-পূর্ব্বক বিবাহ দেওয়াকে ‘আসুর’ বিবাহ বলা যায়। বর ও কন্যার পরস্পর প্রণয় অনুসারে যে বিবাহ হয়, তাহাকে ‘গান্ধর্ব্ব’ বিবাহ বলা যায়। যুদ্ধ জয় করিয়া বল-পূর্ব্বক যে কন্যা গ্রহণ করা যায়, তাহাকে ‘রাক্ষস’ বিবাহ বলিতে হয়। নিদ্রা-প্রভৃতি অবস্থাতে কোন রূপ ছল করিয়া যে কন্যা গ্রহণ করা যায়, সেই বিবাহের নাম ‘পৈশাচ’ হইয়া থাকে ॥ ৬১ ॥

সবর্ণা ইত্যাদি বিবাহ বিষয়ে বিশেষ কহিতেছেন,——

পাণির্গ্রাহ্যঃ সবর্ণাসু গৃহ্ণীয়াৎ ক্ষত্রিয়া শরম্।

বৈশ্যা প্রতোদমাদদ্যাদ্বেদনেত্বগ্রজন্মনঃ ॥ ৬২ ॥

এক জাতি জাতা অর্থাৎ সবর্ণা কন্যা বিবাহ বিষয়ে কুলক্রমা-গত বিধি অনুসারে হস্ত গ্রহণ করিতে হইবে। উৎকৃষ্ট জাতিতে বিবাহ বিষয়ে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বর্ণে বিবাহে ক্ষত্রিয়-কন্যা শর অর্থাৎ শস্ত্র গ্রহণ করিবে, বৈশ্য-কন্যা প্রতোদ অর্থাৎ অশ্বাদি তাড়ন দণ্ড গ্রহণ করিবে। শূদ্র জাতি জাতা কন্যা বরের বস্ত্রের দশা গ্রহণ করিবে; ইহার প্রমাণ মনু কহিয়াছেন যে,

'শূদ্র জাতির কন্যা শ্রেষ্ঠ বর্ণে বিবাহ করিলে বস্ত্রের দশা অর্থাৎ দশী গ্রহণ করিবেক'॥ ৬২॥

ক্রমে ক্রমে কন্যা-দান-কর্ত্তার ক্রম কহিতেছেন,——

পিতা পিতামহো ভ্রাতা সকুল্যো জননী তথা।
কন্যাপ্রদঃ পূর্ব্বনাশে প্রকৃতিস্থঃ পরঃ পরঃ॥ ৬৩॥
অপ্রযচ্ছন্ সমাপ্নোতি ভ্রূণহত্যামৃতাবৃতৌ।
গম্যং ত্বভাবে দাতৄণাং কন্যা কুর্য্যাৎ স্বয়ম্বরম্॥ ৬৪॥

পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, সকুল্য অর্থাৎ সগোত্র ও অষ্টম পুরুষ অবধি দশম পুরুষ পর্য্যন্ত এবং জননী ইহাঁরা যদি উন্মাদাদি দোষযুক্ত না হন অর্থাৎ স্বচ্ছন্দে থাকেন, তবে এই পিতা-প্রভৃতি পূর্ব্ব পূর্ব্ব লিখিত মত ব্যক্তিদিগের অভাবে পরে পরে লিখিত ব্যক্তিরা কন্যা দান করিবেন; অতএব কন্যা দানে যাঁহাদিগের অধিকার, তাঁহারা কন্যা দান না করিলে কন্যার যত বার ঋতু হয়, তত ভ্রূণ হত্যার অর্থাৎ গর্ব্ভ-হত্যার পাপ প্রাপ্ত হন; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ-সম্পন্ন বর প্রাপ্তি সম্ভব হইলে ঐ রূপ পাপ জন্মিবে, ইহা জানিবে। যদি উক্ত পিতা-প্রভৃতি দান-কর্ত্তাগণের অভাব হয়, তবে পূর্ব্ব লিখিত মত লক্ষণ-যুক্ত বরকে কন্যাই স্বয়ং বরণ করিবে॥ ৬৩।৬৪॥

সকৃৎ প্রদীয়তে কন্যা হরংস্তাং চৌরদণ্ডভাক্।
দত্তামপি হরেৎ পূর্ব্বাচ্ছ্রেয়াংশ্চেদ্বর আব্রজেৎ॥ ৬৫॥

'একবার কন্যা দান করিবে' এই শাস্ত্রের নিয়ম; অতএব সেই কন্যা দান করিয়া অপহরণ করিলে চৌরের প্রতি দণ্ড বিধানের ন্যায় সেই অপহরণকারি ব্যক্তির দণ্ড করিতে হইবে। এই সামান্য প্রকারে সর্ব্বত্র দত্তা কন্যার অপহরণ করা নিষেধ প্রাপ্তি হইলেও বিশেষ বিধি কহিতেছেন,——

যদি প্রথম বরের পাতক-যোগ ও দুশ্চরিত্রতা দোষ প্রকাশ হয়, অথচ পূর্ব্ব বর অপেক্ষা প্রধান, বিদ্যাবান্ ও কৌলীন্য-প্রভৃতি অতিশয় গুণযুক্ত বর আগমন করে, তবে সপ্তপদী গমনের পূর্ব্বে সেই দত্তা কন্যাকে পূর্ব্ব বর হইতে অপ-হরণ অর্থাৎ গ্রহণ করিয়া শেষোক্ত বরকে দান করিতে পারিবে ॥ ৬৫ ॥

অনাখ্যায় দদদ্দোষং দণ্ড্য উত্তমসাহসম্।
অদুষ্টাস্তু ত্যজন্ দণ্ড্যো দূষযংস্তু মৃষা শতম্ ॥ ৬৬ ॥

যে ব্যক্তি চক্ষুর্দ্বারা দৃষ্ট দোষ গোপন করিয়া কন্যা দান করে, পরে কথিত হইবে যে 'উত্তম সাহস দণ্ড' সে সেই দণ্ড বিধিক্রমে দণ্ডিত হইবে। দোষ-রহিতা কন্যাকে গ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি ত্যাগ করিবে, সে ব্যক্তিও তদনুসারে দণ্ডিত হইবে। বিবাহের পূর্ব্বে রাগ ও শক্রতাদি প্রযুক্ত মিথ্যা চিররোগাদি অপবাদ-দ্বারা কন্যাকে যে ব্যক্তি কোন দোষ দিয়া থাকে, সে ব্যক্তি পরে কথিত মত শত পণ পরিমিত দণ্ডের শত গুণ পরিমাণে দণ্ডিত হইবে ॥ ৬৬ ॥

যে কন্যা অন্যপূর্ব্বা নহে, তাহাকে বিবাহ করিবে, এই বিধি পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে; অতএব কি প্রকারে কন্যা অন্যপূর্ব্বা হয়, তাহার লক্ষণ কহিতেছেন,——

অক্ষতা চ ক্ষতা চৈব পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ।
স্বৈরিণী যা পতিং হিত্বা সবর্ণং কামতঃ শ্রয়েৎ ॥ ৬৭ ॥

অন্যপূর্ব্বা কন্যা পুনর্ভূ ও স্বৈরিণী রূপ-ভেদে দুই প্রকার হয়; যাহার দুই বার বিবাহ হয়, তাহাকে পুনর্ভূ কহা যায়, আর যে দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমাবধি আপনার ইচ্ছাক্রমে বিবা-

হিত পতিকে ত্যাগ করিয়া অপর সজাতি পুরুষকে আশ্রয় করে, তাহাকে স্বৈরিণী বলা যায়। উক্ত পুনর্ভূ কন্যাও ক্ষত-যোনি ও অক্ষত-যোনি ভেদে দুই প্রকার হয়; এস্থলে বিবাহ-সংস্কারের পূর্ব্বে যে কন্যার কোন পুরুষের সংসর্গে যোনিদেশ দূষিত হয়, তাহাকে 'ক্ষত-যোনি' কন্যা কহা যায়, আর যাঁহার বিবাহ-সংস্কার মাত্র হইয়াছে, কিন্তু বিবাহিত পুরুষ-কর্ত্তৃক যোনিদেশ ক্ষত হয় নাই, বা কোন পুরুষ সংসর্গ হয় নাই, তাহাকে 'অক্ষত-যোনি' কন্যা কহা যায় এবং যে স্ত্রী কুমার পতিকে ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায় অন্য সজাতীয় পতিকে আশ্রয় করে, তাহাকে স্বৈরিণী বলা যায়॥ ৬৭॥

এই সকল প্রকারে অন্যপূর্ব্বা কন্যা গ্রহণের নিষেধ প্রাপ্তি হইলেও বিশেষ বিধি কহিতেছেন,——

অপুত্রাং গুর্ব্বনুজ্ঞাতো দেবরঃ পুত্রকাম্যযা।
সপিণ্ডো বা সগোত্রো বা ঘৃতাভ্যক্ত ঋতাবিযাৎ॥ ৬৮॥
আগর্ব্ভসম্ভবাদ্গচ্ছেৎ পতিতস্ত্বন্যথা ভবেৎ।
অনেন বিধিনা জাতঃ ক্ষেত্রজোঽস্য ভবেৎ সুতঃ॥ ৬৯॥

যে স্ত্রীলোকের পুত্র জন্মে নাই, পুত্র জন্মিবার নিমিত্তে পিতা-প্রভৃতি গুরুগণ-কর্ত্তৃক অনুমতি প্রাপ্ত দেবর অর্থাৎ স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা, তাহার অভাবে স্বামীর সপিণ্ড অর্থাৎ সপ্তম পুরুষ-মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তি, তদভাবে স্বামীর সগোত্র ব্যক্তি সর্ব্বাঙ্গে ঘৃত ম্রক্ষণ-পূর্ব্বক পশ্চাৎ কথিত মত ঋতু-কালে সেই স্ত্রীতে গমন করিবে। যত দিন গর্ব্ভ উৎপত্তি না হইবে, তত দিন এইরূপে গমন করিতে পারিবে; গর্ব্ভ উৎপত্তি হইলে পুনর্ব্বার গমন করিলে কিম্বা তদ্ভিন্ন অন্য কোন

প্রকারে গমন করিলে পতিত হইবে। এই বিধি ক্রমে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, সে পূর্ব্ব বিবাহ-কর্ত্তার ক্ষেত্রজ পুত্র হইবে। আচার্য্যগণ এইরূপ কহেন যে, ‘এইরূপ বিধান বাগ্‌দত্তা কন্যার পক্ষে বর্ত্তিবে’ কেন না মনু কহেন, এই যে, ‘দান করিতে বাক্য-দ্বারা সত্য করিলে যাহার পতি মরিবে, সেই স্ত্রীতে এই বিধান মতে নিজ দেবর সঙ্গম করিতে পারিবে’॥ ৬৯॥

ব্যভিচারিণী স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য কহিতেছেন,——

হৃতাধিকারাং মলিনাং পিণ্ডমাত্রোপজীবিনীম্।
পরিভূতামধঃ শয্যাং বাসযেদ্ব্যভিচারিণীম্॥ ৭০॥

যে স্ত্রী পতি ভিন্ন অন্য পুরুষগামিনী হইবে, তাহাকে ভৃত্য-ভরণাদি অধিকার রহিতা করিবে ও অঞ্জন অর্থাৎ কজ্জল, অভ্যঞ্জন অর্থাৎ তৈলাদি লেপন, শুক্ল বসন ও অলঙ্কার এই সকল রহিত রূপে মলিনা করিবে এবং প্রাণ ধারণের উপযুক্ত মাত্র আহার দান করিবে ও ধিক্কার প্রভৃতি বাক্য-দ্বারা অপ-মানিতা করিবে এবং ভূমিতে শয়ন করিতে দিবে, এইরূপে তাহাকে আপনার গৃহেতেই বাস করাইবে।

এই সকল বিধান যাহা লিখিত হইল, তাহা তাহার বৈরাগ্য-মাত্র জন্মিবার জন্য, নতুবা শুদ্ধির নিমিত্ত নহে; কেন না ‘পরদারে আসক্ত পুরুষের যে ব্রত কর্ত্তব্য, সেই ব্রত ইহাকে করাইবে’ এইরূপ পৃথক্ প্রায়শ্চিত্ত উপদেশ লিখিত আছে॥ ৭০॥

তাহাদিগের অল্প প্রায়শ্চিত্তের কারণ কহিতেছেন,——

সোমঃ শৌচং দদৌ তাসাং গন্ধর্ব্বশ্চ শুভাং গিরম্।
পাবকঃ সর্ব্বমেধ্যত্বং মেধ্যা বৈ যোষিতো হ্যতঃ॥ ৭১॥

বিবাহের পূর্ব্বকালে চন্দ্র, গন্ধর্ব্ব ও অগ্নি ইহাঁরা স্ত্রী সকলকে ভোগ করিয়া যথা ক্রমে তাহাদিগের শৌচ, মধুর বাক্য ও সর্ব্বশুদ্ধিত্ব প্রদান করিয়া থাকেন অর্থাৎ চন্দ্র শুদ্ধত্ব, গন্ধর্ব্ব মিষ্ট-বাক্য ও অগ্নি সর্ব্বশুদ্ধিতা প্রদান করিয়া থাকেন, সেই জন্য স্ত্রীজাতি সকল সর্ব্বত্র স্পর্শন ও আলিঙ্গনাদি বিষয়ে শুদ্ধা কথিতা হয় ॥ ৭১ ॥

তবে 'তাহার দোষ নাই' এই আশঙ্কার নিবৃত্তি জন্য কহিতেছেন,——

ব্যভিচারাদৃতৌ শুদ্ধির্গর্ব্ভে ত্যাগো বিধীযতে।
গর্ব্ভভর্ত্তৃবধাদৌ চ তথা মহতি পাতকে ॥ ৭২ ॥

মনের মধ্যে পর পুরুষ সম্ভোগের অভিলাষ হইলে যদি তাহা প্রকাশ না হয়, তবে তাহাতে যে পাপ সঞ্চার হয়, ঋতু-কালে অর্থাৎ রজস্বলা কালে শোণিত সঞ্চার দর্শন করিলে সেই পাপ হইতে স্ত্রীজাতির শুদ্ধি হয়। যদ্যপি কোন স্ত্রীলোকের শূদ্রজাতি পুরুষ-কর্ত্তৃক গর্ব্ভ উৎপন্ন হয়, তবে সেই স্ত্রীকে ত্যাগ করিবে; কেন না স্মরণ আছে যে, 'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-জাতিদিগের বিবাহিতা স্ত্রী যদি শূদ্রজাতি পুরুষের সহিত সঙ্গম-দোষে লিপ্ত হয়, তবে তাহাতে সন্তানাদি না জন্মিলে প্রায়শ্চিত্ত-দ্বারা শুদ্ধি হয়; কিন্তু সন্তানাদি জন্মিলে প্রায়শ্চিত্ত করিলেও শুদ্ধি হয় না।' সেইরূপ গর্ব্ভ-হত্যা, স্বামি-হত্যা, ব্রহ্ম-হত্যা আদি মহাপাপ সঞ্চার হইলে সেই স্ত্রীকে ত্যাগ করিবে। এস্থলে আদি শব্দ গ্রহণ থাকায় পরে লিখিত মত শিষ্যাদি পুরুষ গমন করিলেও স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে হইবে। এই মতে ব্যাসও লিখিয়াছেন, 'শিষ্যের সহিত ও গুরুর সহিত সঙ্গম প্রযুক্ত যে স্ত্রী দূষিতা হয় এবং যে স্ত্রী পতি হত্যা করে ও হীন-

জাতি পুরুষের ঔরসে উচ্চ জাতীয়া স্ত্রীর গর্ব্ভে জাত যে চর্ম্ম-কার প্রভৃতি জাতি তাহার সহিত যে স্ত্রী সঙ্গম দোষে লিপ্ত হয়, এই চারি স্ত্রীকে বিশেষ রূপে পরিত্যাগ করিতে হইবে।”

এই মত অনুসারে যে ত্যাগ করিবার বিধি লিখিত হইল, তাহার মর্ম্ম এই যে, উপভোগ বিষয়ে ও ধর্ম্ম-কার্য্য বিষয়ে ত্যাগ করিবে, নতুবা গৃহ হইতে বহিষ্কৃতা করিবে না; কেন না নিয়ম আছে যে, এক গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিবে ॥ ৭২ ॥

পুরুষের দ্বিতীয় বিবাহের কারণ কহিতেছেন,——

সুরাপী ব্যাধিতা ধূর্ত্তা বন্ধ্যার্থঘ্ন্যপ্রিয়ম্বদা।
স্ত্রীপ্রসূশ্চাধিবেত্তব্যা পুরুষদ্বেষিণী তথা ॥ ৭৩ ॥

যাহার স্ত্রী সুরা পান করে, সে দ্বিতীয় বিবাহ করিতে পারিবে, সে শূদ্রা হইলেও অর্থাৎ শূদ্রজাতিতে জাতা স্ত্রী হইলেও যদি সে মদ্য পান করে, তথাপি তাহার স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করিতে পারিবে; কেন না ‘ যাহার অর্দ্ধ অঙ্গ-রূপা স্ত্রী সুরা পান করে, সে ব্যক্তির অর্দ্ধ অঙ্গ পতিত হয় ’ এইরূপ সাধারণ রূপে নিষেধ আছে, আর যে স্ত্রী দীর্ঘকাল ভোগ-বিশিষ্ট রোগ-দ্বারা সর্ব্বদা পীড়িতা হয়, ধূর্ত্তা অর্থাৎ প্রতারণা-কারিণী, বন্ধ্যা অর্থাৎ প্রসব-রহিতা, অর্থ ক্ষয়শীলা, নিষ্ঠুর বাক্য-বাদিনী, কন্যামাত্র প্রসবকারিণী ও পুরুষ-দ্বেষিণী অর্থাৎ সর্ব্বত্র অহিতকারিণী হয়, তাহার পতি দ্বিতীয় বার বিবাহ করিতে পারিবে ॥ ৭৩ ॥

অধিবিন্না তু ভর্ত্তব্যা মহদেনোঽন্যথা ভবেৎ।
যত্রানুকূল্যং দম্পত্যোস্ত্রিবর্গস্তত্র বর্দ্ধতে ॥ ৭৪ ॥

কিন্তু, যে ব্যক্তি পুনর্ব্বার বিবাহ করিবে, সে পূর্ব্বের বিবা-হিতা স্ত্রীকে অর্থ দান, সম্মান ও সৎকার্য্য-দ্বারা প্রতিপালন

করিবে, যদ্যপি তাহা না করে, তবে মহাপাপগ্রস্ত হয়; তাহার দণ্ড অর্থাৎ শাস্তি পরে বলিব। অধিকন্তু পূর্ব্ব বিবাহিতা স্ত্রীকে কেবল ভরণ পোষণ করিলেই পাপ ক্ষয় হইবে, এরূপ নহে; কেন না, যে স্থলে স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর মনের মিলন এবং সদ্ভাব, সে স্থলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামনা প্রতি দিন বর্দ্ধিত হইবে, তাহার সহিত মনের মিলন অর্থাৎ প্রণয় রাখিবে ॥৭৪॥

স্ত্রীজাতির কর্ত্তব্য কর্ম্ম কহিতেছেন,——

মৃতে জীবতি বা পত্যৌ যা নান্যমুপগচ্ছতি।
সেহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি মোদতে চোময়া সহ ॥ ৭৫ ॥

স্বামী মৃত হইলে বা জীবিত থাকিলে যে স্ত্রীলোক অপত্য-লোভে চপলতা-প্রযুক্ত অন্য পুরুষের সহিত সঙ্গম না করে, সেই স্ত্রী ইহকালে অতিশয় কীর্ত্তি লাভ করে এবং সেই পুণ্যের প্রভাবে পরকালে পার্ব্বতীর সহিত ক্রীড়া করে অর্থাৎ পরম প্রীতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৭৫ ॥

পূর্ব্ব লিখিত পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার কারণাভাবে যদি কোন পুরুষ পুনর্ব্বার বিবাহ করে, তবে তাহার প্রতি রাজার কর্ত্তব্য বিধি কহিতেছেন,——

আজ্ঞাসম্পাদিনীং দক্ষাং বীরসূং প্রিয়বাদিনীম্।
ত্যজন্ দাপ্যস্তৃতীয়াংশমদ্রব্যো ভরণং স্ত্রিয়াঃ ॥ ৭৬ ॥

আদেশ সম্পন্নকারিণী, শীঘ্র কর্ম্মকারিণী, বীর-পুত্রবতী ও মধুর ভাষিণী স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি পুনর্ব্বার বিবাহ করে, রাজা তাহার ধনের তিন ভাগের এক ভাগ সেই পূর্ব্ব বিবাহিতা স্ত্রীকে দেওয়াইবেন। যদি সে ব্যক্তি নির্ধন হয়, তবে সেই স্ত্রীর ভরণ পোষণ ও বস্ত্রাদি দেওয়াইবেন ॥ ৭৬ ॥

স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম কহিতেছেন,——

স্ত্রীভির্ভর্ত্তৃবচঃ কার্য্যমেষ ধর্ম্মঃ পরঃ স্ত্রিয়াঃ।
আশুদ্ধেঃ সংপ্রতীক্ষ্যো হি মহাপাতকদূষিতঃ॥ ৭৭॥

স্ত্রীজাতি-কর্ত্তৃক সর্ব্বদা স্বামীর বাক্য প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য; যেহেতু, তাহা করিলে স্ত্রীলোকের স্বর্গ প্রাপ্তি হইতে পারে, অতএব এইরূপ স্বামীর বাক্য প্রতিপালন করা স্ত্রীমাত্রের পরম ধর্ম্ম জানিবে। যদি কোন কালে স্বামী মহাপাতক-জনিত দোষে অর্থাৎ রোগাদি-দ্বারা দূষিত হয়, তথাপি শুদ্ধিকাল পর্য্যন্ত স্বামীর অপেক্ষা করিবে, অন্য ব্যক্তির বশীভূতা হইবে না; শুদ্ধিকালের পরেও পূর্ব্বের ন্যায় অন্য ব্যক্তির বশীভুত হইবে না॥ ৭৭॥

শাস্ত্রোক্ত বিবাহের ফল কহিতেছেন,——

লোকানন্ত্যং দিবঃ প্রাপ্তিঃ পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রকৈঃ।
যস্মাত্তস্মাৎ স্ত্রিয়ঃ সেব্যাঃ কর্ত্তব্যাশ্চ সুরক্ষিতাঃ॥ ৭৮॥

পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র-দ্বারা বংশের চিরস্থায়িত্ব হইয়া থাকে ও হোমাদি কার্য্য-দ্বারা স্বর্গ প্রাপ্তি হয়, সেই হেতু পুত্রাদি উৎপত্তির মুল কারণ শাস্ত্রোক্ত কন্যাকে বিবাহ করা কর্ত্তব্য; যেহেতু স্ত্রী-হেতুক উপরি লিখিত দুইটি শুভ ফল সম্ভব হইতে পারে, সেই হেতুক সন্তান জন্মিবার জন্য স্ত্রীকে উপভোগ করিবে ও ধর্ম্ম-কার্য্যের নিমিত্তে রক্ষা করিবে। ইহার পোষক আপস্তম্বও লিখিয়াছেন; ধর্ম্ম ও সন্তান সম্পত্তি শাস্ত্রোক্ত বিবাহের প্রয়োজন কথিত হইয়াছে। 'ধর্ম্ম ও সন্তান সম্পন্ন স্ত্রী থাকিতে অন্য স্ত্রীকে বিবাহ করিবে না' এই কথা বলাতে যে রতিফল প্রাপ্তি হয়, তাহা লৌকিক-মাত্র॥ ৭৮॥

পুত্র উৎপত্তির নিমিত্ত স্ত্রীদিগকে উপভোগ করিবে এবং ধর্ম্মার্থ রক্ষা করিবে, ইহা উক্ত হইয়াছে; তদ্বিষয়ে বিশেষ বিধি কহিতেছেন,——

ষোড়শর্ত্তুর্নিশাঃ স্ত্রীণাং তস্মিন্ যুগ্মাসু সংবিশেৎ।
ব্রহ্মচার্য্যেব পর্ব্বাণ্যাদ্যাশ্চতস্রশ্চ বর্জ্জয়েৎ॥ ৭৯॥

স্ত্রীগণের গর্ভ-ধারণ-যোগ্য অবস্থা যে কালে উপস্থিত হয়, তাহাকে ঋতু বলা যায়। সেই ঋতু শোণিত সঞ্চার দর্শন দিন অবধি ষোড়শ দিবা-রাত্র পর্য্যন্ত থাকে। এই ঋতুকালে পুত্র উৎপত্তির নিমিত্ত যুগ্ম রাত্রিতে অর্থাৎ ৬।৮।১০।১২।১৪।১৬ সম রাত্রিতে স্ত্রীসংসর্গ করিবে। দিবসে স্ত্রীসংসর্গ করা নিষেধ; অতএব একবার রজস্বলা হইলে নিষিদ্ধ রাত্রি ভিন্ন উক্ত সকল রাত্রিতে সঙ্গম করিবে, এইরূপে স্ত্রীসংসর্গ করিলে ব্রহ্মচারীই থাকিবে। অতএব শ্রাদ্ধ-প্রভৃতি কর্ম্মে যে ব্রহ্মচর্য্যের বিধি আছে, তাহাতে ঋতুকালে স্ত্রীসংসর্গ করিলেও ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ভঙ্গ হইবে না। অমাবস্যা, পূর্ণিমা, অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী এই চারি তিথিতে ঋতুকালেও সঙ্গম করিবে না। এইরূপ মনুও বলিয়াছেন যে, 'অমাবস্যা, অষ্টমী, পূর্ণিমা ও চতুর্দ্দশীতে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত-সম্পন্ন স্নাতক দ্বিজগণ স্ত্রীসংসর্গ করিবে না এবং ঋতু দর্শনের দিন অবধি প্রথম চারি রাত্রিতেও স্ত্রীসংসর্গ করিবে না'॥ ৭৯॥

এবং গচ্ছন্ স্ত্রিয়ং ক্ষামাং মঘাং মূলঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
সুস্থ ইন্দৌ সকৃৎ পুত্রং লক্ষণ্যং জনয়েৎ পুমান্॥ ৮০॥

কিন্তু সঙ্গম-কার্য্যে সক্ষম পুরুষ এই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দুর্ব্বলা ঋতুমতী স্ত্রীকে সঙ্গম করিবে। রজস্বলা-ব্রতের দ্বারাই তৎ কালে স্ত্রী দুর্ব্বলা হইয়া থাকে; যদি দুর্ব্বলা না হয়, তবে

পুত্র সন্তান উৎপত্তির নিমিত্তে অল্প ও উষ্ণ ভক্ষ্য-ভোজনাদি দ্বারা স্ত্রীকে দুর্ব্বলা করিতে হইবে, কেন না পুরুষের শুক্র অধিক হইলে পুরুষ-জাতি সন্তান হয়, আর স্ত্রীর শোণিত অধিক হইলে স্ত্রীজাতি সন্ততি হয়, এইরূপ বচন আছে। যদ্যপি যুগ্ম রাত্রিতেও স্ত্রীর শোণিত অধিক হয়, তবে পুরুষের আকৃতি স্ত্রীজাতি সন্ততি জন্মে এবং অযুগ্ম রাত্রিতেও পুরুষের শুক্র অধিক হইলে স্ত্রীজাতির আকৃতি পুরুষ-জাতি সন্তান হয়।

নিমিত্ত-কারণ ঋতুকাল অপেক্ষা উপাদান-কারণ শুক্র-শোণিতের (সংযোগ কারণ-নিবন্ধন) প্রবলতা-হেতু উক্ত রূপ সন্তান সন্ততি জন্মে। সেই হেতু স্ত্রীজাতিকে তৎকালে দুর্ব্বলা করা কর্ত্তব্য।

ঋতু সময়ে মঘা ও মূলা এই দুইটি নক্ষত্র ত্যাগ করিতে হইবে এবং গোচর শুদ্ধিতে চন্দ্র একাদশাদি (১।৩।৬।৭।১০।১১) শুভ স্থান গত হওয়া বিবেচনা করিতে হইবে ও তৎকালে পুং নক্ষত্র (৫।৭।৮।১৩।২২) মৃগশিরা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, হস্তা ও শ্রবণাতে শুভ যোগ এবং শুভ লগ্ন-প্রভৃতি সম্পন্ন সময়ে এক রাত্রিতে একবার গমন করিবে (দুই বার কি তিন বার নহে) তাহা হইলে সুলক্ষণযুক্ত পুত্র সন্তান উৎপন্ন হইবে ॥ ৮০ ॥

এইরূপ ঋতুকালে স্ত্রীসম্ভোগের নিয়ম কহিয়া এক্ষণে ঋতু-কাল ভিন্ন কালে সঙ্গম করিবার নিয়ম কহিতেছেন,——

যথাকামী ভবেদ্বাপি স্ত্রীণাং বরমনুস্মরন্।

স্বদারনিরতশ্চৈব স্ত্রিয়ো রক্ষ্যা যতঃ স্মৃতাঃ ॥ ৮১ ॥

ইন্দ্র স্ত্রীদিগের প্রতি বর দিয়াছেন যে, 'যে পুরুষ তোমা-দিগের কামনায় ব্যাঘাত করিবে, সে পাতকী হইবে' এই

ইন্দ্রদত্ত বর স্মরণ করিয়া স্ত্রীর রতি বিষয়ে প্রবৃত্তি থাকিলে ঋতু ভিন্ন কালেও স্ত্রীসংসর্গ করিতে হইবে; কেন না, স্ত্রী-জাতিরা ইন্দ্রের নিকটে যে বর প্রার্থনায় বলিয়াছিল, 'ঋতু-কালে পুরুষ-সংসর্গ-হেতু সন্তান লাভ করিব, ঋতু ভিন্ন কালেও কামনা অনুসারে পুরুষের সহিত সঙ্গতা হইব।' সেই হেতু স্ত্রীরা ঋতুকালে সন্তান লাভ করে এবং কামনা অনুসারে পুরুষের সহিত সঙ্গতা হয়, এই বর প্রাপ্ত হইয়াছিল।

পরস্ত্রী গমন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, অতএব অপর স্ত্রীতে সঙ্গত না হইয়া আপনার বিবাহিত স্ত্রীতেই সঙ্গম করিবে; কেন না, 'উত্তম রূপে স্ত্রীগণকে রক্ষা করিবে' এই-রূপ উক্ত হইয়াছে। ইহাতে ইচ্ছা অনুসারে সঙ্গম ও অন্য স্ত্রী সঙ্গম না করাতে স্ত্রীরা সুরক্ষিতা হয়।

এই বিষয়ে বলিতেছেন যে, 'ঋতুকালে যুগ্ম রাত্রিতে স্ত্রী-সংসর্গ করিবে' এস্থলে কি উৎপত্তি বিধি কি নিয়ম বিধি অথবা পরিসংখ্যা বিধি, ইহাতে কহিতেছেন যে, ইহা উৎপত্তি বিধি নহে; যেহেতু ঋতুকালে স্ত্রীগমন প্রাপ্ত আছে। পরিসংখ্যা বিধিও নহে; যেহেতু পরিসংখ্যাতে তিনটি দোষ আছে। তবে কেবল রাগ প্রাপ্ত বা রাগাভাব পক্ষে অপ্রাপ্ত যে তাহার প্রাপক নিয়ম বিধি মীমাংসকেরা স্বীকার করিয়াছেন।

এই সকল বিধির ভেদ কি, তাহা কহিতেছেন যে, অত্যন্ত অপ্রাপ্ত প্রাপণ অর্থাৎ রাগতঃ শাস্ত্রতঃ ন্যায়তঃ অতিদেশতঃ অপ্রাপ্ত যে তাহার প্রাপককে উৎপত্তি বিধি বলা যায়। যেমন অগ্নিহোত্র যাগ করিবে বা অষ্টকা করিবে। অগ্নিহোত্রটি ইচ্ছা প্রাপ্ত নয় এবং এই শাস্ত্র ব্যতিরেকে অন্য শাস্ত্রেও পাওয়া যায় না। এ বিধায় শাস্ত্রতও অপ্রাপ্ত হইল এবং কোন যুক্তি-

তেও প্রাপ্ত হয় না এবং অন্য দৃষ্টান্তেও অগ্নিহোত্র বা অষ্টকার অনুষ্ঠান প্রাপ্ত হয় না; কেবল এই শাস্ত্রেই প্রাপ্ত হইল, এজন্য উহা উৎপত্তি বিধি হইল। রাগ পক্ষে প্রাপ্ত রাগাভাবে অপ্রাপ্ত তাহার প্রাপক যে হয়, তাহাকে নিয়ম বিধি বলা যায়। যেমন 'সমে যজেত' দর্শপূর্ণমাস যাগ করিবে, ইহাতে যাগটি প্রাপ্ত হইল, যাগটি কোন স্থান ব্যতিরেকে নিষ্পন্ন হইতে পারে না, এবিধায় স্থানও লব্ধ হইল। ঐ স্থান দুই প্রকার, সমান ও বিষম, তাহাতে যজমান যখন বিষম দেশে যাগ করিতে ইচ্ছা করে, তখন সমান দেশে যাগ অপ্রাপ্ত হইয়া উঠিল; ঐ অপ্রাপ্তের প্রাপককে নিয়ম বিধি বলা যায়। অনেক স্থলে প্রাপ্ত একের অন্য হইতে নিবৃত্তি জন্য এক স্থলে পুনর্ব্বার কথনকে পরিসংখ্যা বিধি বলা যায়। যেমন 'ইমামগৃভ্নন্ রশনামৃতস্য' এই মন্ত্রটি বিধি শক্তি দ্বারা অশ্বাভিধানী এবং গর্দ্দভাভিধানী রশনা গ্রহণে প্রাপ্ত হয়। পুনশ্চ অশ্বাভিধানীতে বিনিয়োগ করিবে বলাতে গর্দ্দভাভিধানী হইতে নিবৃত্তি জানিবে ও শশাদিতে এবং শ্বাদিতে মাংসভক্ষণ প্রাপ্ত ছিল; পুনরায় পঞ্চ পঞ্চ নখ ভক্ষণ করিবে বলাতে শ্বাদি অর্থাৎ কুক্কুরাদি ভক্ষণে নিবৃত্তি হইল; এজন্য ইহাকে পরিসংখ্যা বিধি বলা যায়। ঋতুকালে ভার্য্যা গমন করিবে, এস্থলে উক্ত তিন বিধির মধ্যে কোন বিধিটি উচিত ইহাতে বাদি নিরাকরণ না করিলে প্রকৃত অর্থ বুঝান যায় না; এজন্য এস্থলে আপাততঃ পরিসংখ্যা বিধি সংস্থাপন করিতেছেন। এস্থলে পরিসংখ্যা বিধিই উচিত, কারণ কৃতদার ব্যক্তির ঋতুকালে স্ত্রীগমন স্বেচ্ছাতে প্রাপ্ত হয়, ইহা উৎপত্তি বিধি বিষয় হইতে পারে না এবং নিয়ম বিধির বিষয় হইতে পারে না, তাহা হইলে গৃহ-

কারের স্মৃতির সহিত বিরোধ হয়। গৃহ্যকার স্মৃতিতে কহিয়াছেন যে, বিবাহের পর ত্রিরাত্র অথবা দ্বাদশ রাত্রে বা সংবৎসর মধ্যে বর ব্রহ্মচারী হইবে তন্মধ্যে দ্বাদশ রাত্রে বা সংবৎসর মধ্যে ঋতু হইলে নিয়ম বিধির বলে স্ত্রীগমন করিতে হইবে ইহাতে ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হইয়া যায় আর প্রাপ্ত বিষয়ে পুনর্ব্বার বচন থাকিলে ঐ বচন বিশেষকে প্রকাশ করে যে, ঋতুকালে ভার্য্যাভিগম প্রাপ্ত আছে, তাহাতে এই বিশেষ বলিতে হইবে যে, পুরুষ যদি গমন করিবে, তবে ঋতুকালেই গমন করিবে, অন্য কালে গমন করিবে না। বচনের এরূপ বিশেষ করিতে হইবে পুত্রোৎপত্তি করিবে এমত নিয়মিক বিধি থাকিলে সুতরাং ঋতু গমন ব্যতিরেকে পুত্রোৎপত্তি হয় না, তাহাতে ঋতু গমন নিত্য প্রাপ্ত হইয়া উঠে। তাহাতে 'ঋতৌ গচ্ছেদেবেতি' নিয়ম নিরর্থক হয়, তথাপি বচন থাকিলে ঐ নিয়মে একটি অদৃষ্ট কল্পনা করিতে হয়। আরও দোষ যে, ঋতুতে গমন করিবেই এমত থাকিলে বিদেশস্থের ও ব্যাধ্যাদিতে আক্রান্ত এবং অক্ষম অনিচ্ছু পুরুষ সকলের অশক্য অনুষ্ঠানটি উপদিষ্ট হইয়া উঠে। শাস্ত্রে অশক্য অনুষ্ঠান উপদেশ দেয় না এবং নিয়মেতে বিধি অনুবাদ দোষ ঘটে যে, 'ঋতৌ স্ত্রিয়মভিগচ্ছেৎ' এইটি রাগ পক্ষে অনুবাদ হইল, প্রাপ্তের কথন অনুবাদ এবং ঐ শব্দ ইচ্ছাভাব পক্ষে বিধি হইল, যোগ পক্ষে বিধি অনুবাদ দোষের জন্য হয়, সেই হেতু ঋতুতেই গমন করিবে ঋতু ভিন্ন কালে স্ত্রীগমন করিবে না; ইত্যাকারক পরিসংখ্যা বিধি উচিত। এক্ষণে স্বমত কহিতেছেন যে, এইরূপ মত ভারুচি ও বিশ্বরূপ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা অনুমোদন করেন না, আমারও মতে এস্থলে নিয়ম বিধি উচিত, কারণ রাগাভাব

পক্ষে অপ্রাপ্ত প্রাপকরূপ বিধি সম্ভব হয় এবং ঋতুকালে স্ত্রী-গমন না করিলে দোষ শ্রবণ আছে যে. ঋতুস্নাতা ভার্য্যাকে যদি স্বদেশস্থ পতি উপগমন না করে, তাহা হইলে সে ভয়ানক ভ্রূণ-হত্যা পাপে যুক্ত হয় সংশয় নাই এবং বিধি অনুবাদ বিরোধ হয় না, এ বচনের বিধিই অর্থ অনুবাদটি স্বতন্ত্রে অর্থ নহে, সেই স্থলে বিধ্যনুবাদ দোষ হয়। যে স্থলে বিধেয়াবধি বিষয়টি অনুবাদের বিষয় হয় আর সেইটি অন্য ফলোদ্দেশে বিধির বিষয় হয়। যেমন বাজপেয় যাগের অধিকরণে পূর্ব্ব পক্ষে কহিয়াছেন, স্বারাজ্য কাম ব্যক্তি বাজপেয় দ্বারা যাগ করিবে, এস্থলে বাজপেয় স্বরূপ গুণ বিধান পর্য্যন্ত যাগটি অনুবাদের বিষয় এবং স্বারাজ্য স্বরূপ ফলোদ্দেশেতে যাগ বিধি বিষয় হইল। এস্থলে তদ্রূপ অনুবাদ হইল না এবং নিয়মের ন্যায় অদৃষ্ট কল্পনা পরিসংখ্যা বিধিতেও আছে, ঋতু ভিন্ন কালে গমনে দোষ কল্পনা হয় এবং নৈয়মিক পুত্রোৎপাদন বিধি নামেতে ঋতু গমন প্রাপ্ত নিত্য আছে, নিয়ম নহে তাহা নয়, নৈয়মিক পুত্রোৎপাদন বিধি এই আর যেমত আছে ‘ এবং গচ্ছন্ স্ত্রিয়ং ’ এইটি স্ত্রী অভিগমনাতিরিক্ত পুত্রোৎপাদন বিধি স্বতন্ত্র রূপে জানিবে ইহা নহে, ‘ ঋতু গমনেন পুত্রং ভাবয়েৎ ’ এই বিধিতে পুত্রের কর্ম্মত্ব দেখা যাইতেছে ও এবিধি ভিন্ন বিধি নহে, যেমত অগ্নিহোত্র হোম করত স্বর্গ সাধন করিবে। এস্থলে স্বর্গের কর্ম্মত্ব দৃষ্ট হয় এবং বিদেশস্থাদির অশক্যের অনুষ্ঠান উপদেশ নাই, সন্নিহিত ও শক্তের পক্ষে স্ত্রীগমনের উপদেশ অশক্তাদির পক্ষে নহে, ঋতুস্নাতার সন্নিধানে থাকিয়া তাহাকে যে গমন না করিবে, তাহার পক্ষে দোষ গমনে অনিচ্ছা নিবৃত্তিটি অর্থত জানিবে বিশেষ পরতা নহে রাগাভাব

পক্ষে স্ত্র্যভিগমনের প্রাপ্তির সম্ভব আছে গৃহ্য স্মৃতিরও বিরোধ নাই। দ্বাদশ দিনে কিম্বা সংবৎসরে ঋতু দর্শনে ঋতু গমন করিলে শ্রাদ্ধাদির ন্যায় ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ দোষ হইবে না, সেই হেতু স্বার্থ হানি পরার্থ কল্পনা প্রাপ্ত বাধ এই তিনটি দোষ বিশিষ্ট পরিসংখ্যা বিধি যুক্ত নহে। 'ঋতৌ স্ত্রিয়মভিগচ্ছেৎ' ঋতুকালে স্ত্রীগমন করিবে, এ অর্থ ত্যাগ করিয়া ঋতু ভিন্নে স্ত্রীগমন করিবে না, এমত অর্থ করায় স্বার্থ ত্যাগ হইলে সুতরাং অপরার্থ কল্পনা হইয়া উঠে। বিবাহিতার ঋতুকালে গমন প্রাপ্তে তাহার বাধ এই প্রকার দোষত্রয় বিশিষ্ট পরিসংখ্যা বিধি অগত্যা স্বীকৃত হইয়া থাকে, 'পঞ্চ পঞ্চ নখা ভক্ষ্যা' এস্থলে পক্ষে শশাদি ভক্ষণের প্রাপ্তি হেতু নিয়ম বিধির সম্ভব হয় বটে এবং শশাদি ও শ্বাদি ভক্ষণের প্রাপ্তি হেতুক পরিসংখ্যা বিধি হয়। এ বিধায় এস্থলে উভয় প্রকার বিধির সম্ভব বটে, তথাপি নিয়ম পক্ষে শশাদির অভক্ষণে দোষ প্রসক্তি হয় এবং শ্বাদি ভক্ষণে দোষাভাব হয়, তাহা হইলে শ্বাদির ভক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, এই স্মৃতির বিরোধ হয়। এই জন্যে সে স্থলে পরিসংখ্যা বিধি আশ্রয় করিয়াছেন, ইহা দ্বারাও দিনে ও রাত্রিতে দ্বিজাতিরা দুইবার ভোজন করিবে। এস্থলে নিয়ম জানিবে পরিসংখ্যা বিধির আশ্রয় করিবে না, কেন না মধ্যে খাইবে না, এই বলাতে পুনরুক্ত দোষ হয় আর নিয়ম বিধি হইলে পর ঋতুতে ঋতুতে গমন করিবে, এই বীপ্সারও লাভ হয়, কেন না নিমিত্তের আবৃত্তিতে নৈমিত্তিকেরও আবৃত্তি হয় যথা 'কামীভবেৎ' এস্থলেও নিয়ম জানিবে ঋতু ভিন্ন কালেও স্ত্রীদিগের কামনায় স্ত্রীকে রমণ করাইবে নিষ্কর্ষ এই যে ঋতুকালে ঋতু গমন করিবে এবং অমাবস্যাদি নিষিদ্ধকাল বর্জিয়া

সকল কালে গমন করিবে এই সূত্রদ্বয় গৌতমের নিয়ম পর জানিবে ঋতুকালে গমন করিবে ঋতু ভিন্ন কালে স্ত্রীর কামনায় নিষিদ্ধ দিন ত্যাগ করিয়া গমন করিবে ॥ ৮১ ॥

ভর্ত্তৃভ্রাতৃপিতৃজ্ঞাতিশ্বশ্রূশ্বশুরদেবরৈঃ।
বন্ধুভিশ্চ স্ত্রিয়ঃ পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ ॥ ৮২ ॥

স্বামী, ভ্রাতা, পিতা, জ্ঞাতি, শ্বশ্রু, শ্বশুর ও দেবর-কর্ত্তৃক শক্ত্যনুসারে অলঙ্কার, বসন, ভোজন ও পুষ্পাদি-দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সতী স্ত্রী সকলকে সম্মানযুক্তা করিতে হইবে; কেন না সতী স্ত্রীরা সম্মানযুক্তা হইলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামনা উত্তম রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ॥ ৮২ ॥

গৃহ-কর্ম্মে নিযুক্তা সেই স্ত্রী কিরূপ শীল-সম্পন্না হইবে, ইহা কহিতেছেন,——

সংযতোপস্করা দক্ষা হৃষ্টা ব্যয়পরাঙ্মুখী।
কুর্য্যাৎ শ্বশুরযোঃ পাদবন্দনং ভর্ত্তৃতৎপরা ॥ ৮৩ ॥

তণ্ডুল কণ্ডনের উলূখল (উখ্‌লি, বা ঢেঁকির গড়), মুষল, সূর্প (কুলা) প্রভৃতি বস্তু সকল তণ্ডুল প্রস্তুত করণ স্থানে স্থাপন ও দালি প্রভৃতি প্রস্তুত করণের প্রস্তর-যুগল (জাঁতা) একত্র করণ ইত্যাদি গৃহকার্য্যের উপযুক্ত বস্তু সকল স্ব স্ব স্থানে স্থাপন করিবে, গৃহকর্ম্মে নিপুণা হইবে, সর্ব্বদা হাস্যমুখী হইবে ও অতিশয় ব্যয় করিবে না এবং স্বামীর বশবর্ত্তিনী থাকিয়া শ্বশ্রু, শ্বশুর ও অন্যান্য মান্য ব্যক্তির চরণ সেবা করিবে ॥ ৮৩ ॥

স্বামীর নিকটে কর্ত্তব্য কর্ম্ম কহিয়া বিদেশস্থ স্বামী হইলে কি করিবে? ইহা কহিতেছেন,——

ক্রীড়াং শরীরসংস্কারং সমাজোৎসবদর্শনম্।
হাস্যং পরগৃহে যানং ত্যজেৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকা ॥ ৮৪ ॥

পতি বিদেশে গমন করিলে স্ত্রী কন্দুকাদি ক্রীড়া, গাত্রমার্জ্জনাদি শরীরের সংস্কার, বহুলোক-ঘটিত সমাজ দর্শন, বিবাহ-প্রভৃতি উৎসব দর্শন, কামভাবে হাস্য ও পরগৃহে গমন ত্যাগ করিবে ॥ ৮৪ ॥

আরও কহিতেছেন,——

রক্ষেৎ কন্যাং পিতা বিন্নাং পতিঃ পুত্রাস্তু বার্দ্ধকে।
অভাবে জ্ঞাতযস্তেষাং ন স্বাতন্ত্র্যং কৃচিৎ স্ত্রিযাঃ ॥ ৮৫ ॥

বিবাহের পূর্ব্বে কন্যাকে পাপকার্য্য করণ হইতে পিতা রক্ষা করিবেন, বিবাহের পরে স্ত্রীকে স্বামী রক্ষা করিবেন, স্বামীর অভাবে এবং বৃদ্ধকালে পুত্রগণ রক্ষা করিবে। এই সকলের অভাব হইলে জ্ঞাতিরা রক্ষা করিবে, জ্ঞাতিরও অভাব হইলে রাজা রক্ষা করিবেন। শেষোক্ত পক্ষের প্রমাণ এই ‘ পতি পিতৃ দুই পক্ষ অভাবে স্ত্রীজাতির পক্ষে রাজা ভরণ-কর্ত্তা ও পালন-কর্ত্তা; অতএব কোন কালেই স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা নাই ’ ॥ ৮৫ ॥

অপর কহিতেছেন,——

পিতৃমাতৃসুতভ্রাতৃশ্বশ্রুশ্বশুরমাতুলৈঃ।
হীনা ন স্যাদ্বিনা ভর্ত্রা গর্হণীযান্যথা ভবেৎ ॥ ৮৬ ॥

পতি-মরণানন্তর স্ত্রী, পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, শ্বশ্রূ, শ্বশুর ও মাতুল হইতে স্বতন্ত্র থাকিবে না; কেন না তাঁহাদিগের হইতে স্বতন্ত্র হইলে নিন্দনীয়া হয়। ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম আশ্রয় পক্ষে এই বিধান জানিবে। বিষ্ণুস্মৃতিতে এইরূপ কথিত আছে যে, ‘ স্বামী মরিলে স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য আশ্রয় করিবে, কিম্বা স্বামীর অনুমরণ অবলম্বন করিবে ’ অনুগমনে মহৎ মঙ্গল হয়। তাহার পোষকতায় ব্যাস কপোতিকার আখ্যান (ইতি-

হাস) ছলে দর্শাইয়াছেন যে, ‘পতিব্রতা কপোতিকা জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ করিয়া সেখানে বিচিত্র কেয়ূরধারী ভর্ত্তাকে প্রাপ্ত হয়। তাহার পরে সেই পক্ষী স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করত সেখানে উক্ত কর্ম্ম-দ্বারা পূজিত হইয়া স্ত্রীর সহিত ক্রীড়া করিয়াছিল।’

শঙ্খ ও অঙ্গিরা অনুগমনের ফল কহিয়াছেন যে, ‘মানব-দেহে সার্দ্ধ ত্রিকোটী লোম হইয়া থাকে ; স্ত্রী স্বামীর অনুগমন করিলে পর সে পূর্ব্বোক্ত সার্দ্ধ ত্রিকোটী বৎসর স্বর্গলোকে পতির সহিত বাস করে’ এইরূপ প্রতিপন্ন করিয়া তাহাদিগের পরলোকে অবিচ্ছেদ দেখাইয়াছেন এবং ‘সর্প ধারণকারী ব্যক্তিরা যেমন বল-পূর্ব্বক গর্ত্ত হইতে সর্পকে উদ্ধার করে, সেইরূপ অনুগমনকারিণী রমণী স্বামীকে উদ্ধার করিয়া তাহার সহিত আনন্দ সম্ভোগ করে। সেখানে সেই স্বামী সেবাতে নিযুক্তা স্ত্রী পতির সহিত অপ্সরোগণ-কর্ত্তৃক স্তুতি বিনতি প্রাপ্ত হইয়া চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকারের সমকাল পর্য্যন্ত পতির সহিত ক্রীড়া করিতে থাকে। আর যদি তাহার পতি ব্রহ্মহত্যাকারী, মিত্রহত্যাকারী অথবা, কৃতঘ্ন হয়, তথাপি অবিধবা থাকিয়া যে স্ত্রী মৃত পতিকে গ্রহণ করিয়া মরে, সেই সতী স্ত্রী মৃত পতিকে পবিত্র করে এবং যে স্ত্রী স্বামী মরিলে অগ্নি প্রবেশ করে, সে অরুন্ধতীর সমান আচার সম্পন্না হইয়া স্বর্গলোকে পূজা হয়। আর স্বামী মরিলে যে স্ত্রী অগ্নিতে আত্ম শরীর দাহ না করে, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত সে স্ত্রী কদাপি স্ত্রী-শরীর হইতে মুক্ত হয় না।’

হারীত কহেন যে, ‘যে স্ত্রী স্বামীর অনুগমন করে, সেই স্ত্রী মাতৃকুল, পিতৃকুল ও ভর্ত্তৃকুল, এই তিন কুলকে পবিত্র

করে। তদ্রূপ, স্বামী পীড়িত হইলে যে স্ত্রী পীড়িতা হয় ও স্বামী হর্ষিত হইলে হর্ষিতা হয় এবং স্বামী প্রবাসে গমন করিলে মলিনা ও কৃশা হয়, আর স্বামী মরিলে যে স্ত্রী মরে, সেই স্ত্রীকে পতিব্রতা বলিয়া জানিবে। গর্ব্ববতী স্ত্রীলোক ও বালক-পুত্র স্ত্রীলোক ভিন্ন ব্রাহ্মণ অবধি চাণ্ডাল জাতিপর্য্যন্ত সকল স্ত্রীর এই সাধারণ ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে; কেন না, স্ত্রী স্বামীর অনুগমন করিবে, এস্থলে কোন জাতিবিশেষের কথা কথিত হয় নাই।

আর যে সকল বচন ব্রাহ্মণীর পক্ষে অনুগমন নিষেধ করে যে, 'ব্রাহ্মণীর স্বামী মরিলে ব্রহ্মার শাসন প্রযুক্ত অনুগমন নাই, ক্ষত্রিয়াদি বর্ণেতে স্বামী মরিলে অনুগমন করিলে পরম তপস্যা কথিত হয়। ব্রাহ্মণী জীবন-ধারণ করিয়া স্বামীর হিতকার্য্য করিবে, মরণে আত্মহত্যা-কারিণী হইবে। যে ব্রাহ্মণ-জাতীয়া স্ত্রী মৃত পতিকে অনুগমন করে, সেই আত্ম-হত্যা-জনিত পাপ প্রযুক্ত আপনাকে ও পতিকে স্বর্গলোকে লইতে পারে না। এই সকল বচন ও আর আর যে সকল বচন যাহা উক্ত আছে, তাহা স্বামির মরণের পর পৃথক্ চিতা আরোহণ পক্ষে জানিবে। কারণ পৃথক্ চিতা আরোহণ করিয়া ব্রাহ্মণী অনুগমন করিতে যোগ্যা হয় না, এই বিশেষ স্মরণ আছে; ইহার দ্বারা ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্র জাতির স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে পৃথক্ চিতা করণ-পূর্ব্বক অনুগমন করার আজ্ঞা হইল।

কোন কোন ব্যক্তি যে কহেন 'পুরুষদিগের পক্ষে আত্মহত্যা যেমত নিষিদ্ধ' তদ্রূপ স্ত্রীলোকদিগের পক্ষেও আত্মহত্যা নিষিদ্ধ প্রযুক্ত যে স্ত্রীলোকের স্বর্গ গমনের অভিলাষ অতিশয়

বর্দ্ধিত হয় এবং আত্ম-হত্যার নিষেধ শাস্ত্র লঙ্ঘন করে, তাহার পক্ষে এই অনুগমন করিবার উপদেশ তাহা শ্যেন যজ্ঞের ন্যায়, যেমন ' অভিচারকারী (পর মারণ-কামী) শ্যেন-দ্বারা যাগ করিবে। অতিশয় ক্রোধ পরিপূর্ণ চিত্ত ব্যক্তির ও প্রাণি-হিংসা নিষেধরূপ শাস্ত্র-লঙ্ঘনকারীর পক্ষে শ্যেন যজ্ঞের উপ-দেশ এই সকল যুক্তিসিদ্ধ নহে ; কেন না পরমারণকামী পুরুষ শ্যেন যাগ করিবে অর্থাৎ শচাণ পক্ষি দ্বারা যাগ করিবে এই বাক্য শ্যেন পক্ষী ও যাগ এবং পরহিংসাকামী পুরুষ ও হিংসা এই সকল পদার্থ বোধ করিয়া দিতেছে, উক্ত হিংসা পদার্থে বিধির সংস্রব কোন মতে ঘটে না। যে বিষয়টি ইচ্ছায় ও শাস্ত্রান্তরে ও কোন যুক্তিতে ও কোন দৃষ্টান্ত বিধায় পাওয়া যায় না, সেই বিষয়টি যে শাস্ত্র হইতে পাওয়া যায়, উক্ত শাস্ত্রকে বিধি বলা যায়। যেমত পঞ্চমী তিথিতে লক্ষ্মী পূজা করিবে, এই শাস্ত্র প্রাপ্ত লক্ষ্মী পূজাটি ইচ্ছায় এবং এই শাস্ত্র ব্যতি-রেকে শাস্ত্রান্তরে ও কোন যুক্তিতে এবং কোন দৃষ্টান্ত বিধায় পাওয়া যাইতেছে না, এই শাস্ত্রে পাওয়া যাইতেছে, এজন্য ইহাকে বিধি বলা যায়, তদ্রূপ হিংসাটি ইচ্ছায় নিষ্পন্ন হয়, এজন্য হিংসাতে কোন মতে বিধির সংস্রব না থাকায় প্রাণি-মাত্রের হিংসা করিবে না, এই নিষেধের বিষয় হইল, এপ্রযুক্ত শ্যেন যাগের পরমারণরূপ ফল দ্বারা অনিষ্ট সাধনত্ব যে সকল পণ্ডিতেরা বলেন, তাহাদিগের মতেও অনুগমন ও শ্যেন যাগ কোন মতে তুল্য হইতে পারে না, কারণ অনুগমন-শাস্ত্রে অনুগমনকে স্বর্গের নিমিত্ত বিহিত করেন, এপ্রযুক্ত সকল প্রাণির হিংসা করিবে না, এ নিষেধের বিষয় হইতেছে না, অনুগমন ভিন্ন স্থানে উক্ত নিষেধের স্থল জানিবে, যেমত

অগ্নীষোমীয় নামক যাগে পশু হিংসায় সামান্য প্রাণি হিংসা নিষেধ নাই, অতএব শ্যেন যাগ অনুগমন উভয়ের পরস্পর স্পষ্ট ভেদ আছে, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে, আর যে কোন পণ্ডিতের মত যে যাহাতে মরণ হয়, উক্ত দৈহিক চেষ্টা যষ্টি প্রহার ও অস্ত্রাঘাত প্রভৃতিকে হিংসা বলা যায়, এমতে শ্যেন যাগটি পরমরণের সম্পাদক চেষ্টা বিশেষ হইল, অতএব শ্যেন যাগটিও হিংসা পদার্থ হইল, পরমরণকামী, যে সে শ্যেন যাগ করিবে, ইহাতে মরণকামী পুরুষরূপ অধিকারীর বিশেষণ, সুতরাং মরণই হইয়া উঠিল, এজন্য উহাতে ইচ্ছায় প্রবৃত্তির সম্ভব হইতেছে, বিধির প্রবৃত্তি কোন মতে হইতেছে না, পূর্ব্বোক্ত বিধি লক্ষণে কথিত হইয়াছে ইচ্ছা প্রাপ্ত স্থলে বিধি হইতে পারে না, সুতরাং শ্যেন যাগটি স্বভাবত নিষিদ্ধ হইতেছে, শাস্ত্রান্তরে বিহিত নাই, বরং মন্বাদি শাস্ত্রে অভিচারকে উপপাতক বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা শ্যেন যাগটি নিষিদ্ধই আছে, অতএব শ্যেন যাগ স্বভাবত অনিষ্ট সাধন জানিবে এরূপ হইলে পর সুতরাং শ্যেন ও অনুগমন একরূপ হইয়া উঠিল, এবিষয়ে কহিতেছেন, যে শ্যেন সর্ব্বদাই নিষিদ্ধ শ্যেন দ্বারা স্বর্গ হয়, এমত শাস্ত্রান্তর নাই, অনুগমনটি হিংসা পদার্থ হইলেও শাস্ত্রান্তরে অনুগমনে স্বর্গ হয়, এরূপ প্রমাণ আছে, তথাপি যদি বল অনুগমন হিংসা, হিংসা ইচ্ছা প্রাপ্ত, তাহাতে বিধি হইতে পারে না বটে, তথাপি অনুগমনের ইতি কর্ত্তব্যতা অঙ্গ সকল ধৌত বস্ত্র পরিধান, হস্তে কুশ ধারণ ও পূর্ব্বমুখাবস্থান ও দেব তীর্থে আচমন সংকল্প অগ্নি প্রবেশ প্রভৃতি কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি বিধি প্রাপ্ত থাকায় সুতরাং প্রধান অনুগমনটিও বিহিত হইয়া উঠিল, অঙ্গ ভিন্ন প্রধান থাকিতে

পারে না, সামান্য প্রাণিমাত্রের হিংসা করিবে না, এই বিধের অনুগমনে অবকাশ থাকিল না, যেমত বায়ু দেবতা উদ্দেশে শ্বেতচ্ছাগ বধ করিবে, ইহা যেমত সামান্য হিংসার নিষেধ বিষয় হয় না, এই সকল বৈধ হিংসার অতিরিক্ত স্থলে উক্ত নিষেধ থাকিবে, তদ্রূপ অনুগমনেও জানিবে এই হেতুক অনুগমন ও শ্যেন যাগের পরস্পর প্রভেদ স্পষ্টরূপে জানা গেল।

কেহ কেহ কহেন যে, 'পরমায়ু-সত্ত্বে স্বর্গকামী হইয়া মরিবে না' এই শ্রুতি বিরোধ প্রযুক্ত অনুগমন অযুক্ত এস্থলে বিবেচ্য এই যে, 'স্বর্গকামী ব্যক্তি পরমায়ুস্থিতির পূর্ব্বে মরিবে না' এই স্বর্গ ফল উদ্দেশে মোক্ষ অভিলাষী ব্যক্তি আয়ুর পূর্ব্বে আয়ু ক্ষয় করিবে না; যেহেতু মোক্ষার্থির আয়ুর শেষ হইলে পর, নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান-দ্বারা যাহার অন্তঃকরণের কলঙ্ক ক্ষয় হইয়াছে, তাহার শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন (পুনঃপুন স্মরণ পরমার্থ চিন্তা বিশেষ) সম্পত্তি হইলে আত্মজ্ঞান দ্বারা নিত্য নিরতিশয় আনন্দরূপ ব্রহ্ম প্রাপ্তি স্বরূপ মোক্ষ সম্ভব, সেই হেতু অনিত্য অল্প সুখ স্বর্গের নিমিত্ত আয়ুর ক্ষয় করিবে না, এই অর্থ।

এই হেতুক ইতর কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানের ন্যায় মুক্তি লাভ পক্ষে অনিচ্ছুকা স্ত্রীলোকের পক্ষে ও অনিত্য অল্প সুখ স্বর্গ প্রাপ্তি অভিলাষিণীর পক্ষে অনুগমন যুক্তি যুক্ত হইল, ইহাতে কোন নিন্দা নাই ॥ ৮৬ ॥

আরো কহিতেছেন,——

পতিপ্রিয়হিতে যুক্তা স্বাচারা বিজিতেন্দ্রিয়া।

সেহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুত্তমাং গতিম্ ॥ ৮৭ ॥

পতির মনের অভিমত প্রিয় ও ভবিষ্যৎ কালের শুভকর

হিত-কার্য্যে নিযুক্তা হইবে এবং শোভন আচার যুক্তা হইবে। স্ত্রীলোকের শোভন আচার শঙ্খ কহিয়াছেন 'স্ত্রীলোক পতিকে না বলিয়া গৃহ হইতে নির্গতা হইবে না, উত্তরীয় বস্ত্র রহিত থাকিবে না, সত্বর গমন করিবে না, বাণিজ্য ব্যবসায়ী, প্রব্র-জিত (ভিক্ষুক) বৃদ্ধ ব্যক্তি ও চিকিৎসক ভিন্ন অন্য পুরুষের সহিত কথা কহিবে না, কাহাকেও নাভিদেশ দেখাইবে না, গুল্ফদেশ অবধি আচ্ছাদিত করিয়া বস্ত্র পরিধান করিবে, স্তন-দ্বয় অনাবৃত রাখিবে না, মুখে বস্ত্রাচ্ছাদন ব্যতিরেকে হাসিবে না, স্বামী ও স্বামীর বন্ধুগণকে দ্বেষ করিবে না। বেশ্যা, ধূর্ত্তা, অভিসারিণী (সঙ্কেতকারিণী ভ্রষ্টাচারা স্ত্রী) ভিক্ষুকী, প্রেক্ষ-ণিকা ও মায়ামূল কুহককারিণী এবং দুশ্চরিত্রা প্রভৃতি স্ত্রী-লোকের সহিত একত্র থাকিবে না। কেন না 'কুসংসর্গ দ্বারা চরিত্র দুষ্ট হয়' কর্ণ, নাসিকা, মুখ ও চক্ষু, চর্ম্ম এবং বাক্য, হস্ত, পদ, মলদ্বার ও মূত্রদ্বার এই সকল ও মন এই একাদশ ইন্দ্রিয়কে নিয়ত কুপ্রবৃত্তি হইতে রহিত করিবে।

যে স্ত্রী এই সকল আচরণ পালন করে, সে ইহ লোকে প্রখ্যাত কীর্ত্তি ও পরলোকে উত্তমগতি প্রাপ্ত হইবে। বিবা-হের পরে এই সকল স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম আচরণ করিতে হইবে; পুরুষের উপনয়ন সংস্কারের ন্যায়, স্ত্রীলোকের বিবাহ-সংস্কার; অতএব বিবাহের পূর্ব্বে স্ত্রীরা স্বেচ্ছাচার, স্বেচ্ছাবাদ ও অভি-লষিত ভক্ষণে দোষ নাই ॥ ৮৭ ॥

যাহার অনেক স্ত্রী তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম কহিতেছেন,—

সত্যামন্যাং সবর্ণায়াং ধর্ম্মকার্য্যং ন কারয়েৎ।

সবর্ণাসু বিধৌ ধর্ম্ম্যে জ্যেষ্ঠয়া ন বিনেতরা ॥ ৮৮ ॥

স্বজাতীয়া স্ত্রী থাকিতে অন্যবর্ণা স্ত্রীকে ধর্ম্ম কার্য্য করাইবে

না। অনেক সবর্ণা স্ত্রী থাকিতে ধর্ম্ম কার্য্য অনুষ্ঠানে বিবাহ জ্যেষ্ঠা স্ত্রী ভিন্ন অন্য মধ্যমা স্ত্রী কিম্বা কনিষ্ঠা স্ত্রীকে নিযুক্তা করিবে না ॥ ৮৮ ॥

মৃতপতি স্ত্রী জাতির কর্ত্তব্য বিধি পূর্ব্বে কহিয়া এক্ষণে যাহার স্ত্রী অগ্রে মৃতা হইয়াছে, তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম কহিতেছেন,—

দাহযিত্বাগ্নিহোত্রেণ স্ত্রিযং বৃত্তবতীং পতিঃ।
আহরেদ্বিধিবদ্দারানগ্নীংশ্চৈবাবিলম্বযন্ ॥ ৮৯ ॥

পূর্ব্বোক্ত সুচরিত্রা মৃত স্ত্রীকে (বেদোক্ত তদভাবে স্মৃতি-শাস্ত্রোক্ত) অগ্নি দ্বারা দাহ করিয়া অপুত্র বা অকৃত-যজ্ঞ কিম্বা আশ্রমান্তরে অনধিকারী পতি অন্য স্ত্রীর অভাবে অবিলম্বে পুনর্ব্বার যথাবিধি দার এবং অগ্নি গ্রহণ করিবে। দক্ষ বচন আছে যে 'কোন দ্বিজ এক দিনও অনাশ্রমী থাকিবে না' ইহা অগ্নিহোত্র অধিকারিণী স্ত্রীর পক্ষেই জানিবে, অন্যের পক্ষে নহে। 'প্রথমা স্ত্রী জীবিতা থাকিতে যে ব্যক্তি দ্বিতীয় স্ত্রীকে যজ্ঞীয় অগ্নি দ্বারা দাহ করিবে, তাহা সুরা-পান সমান হইবে' এবং 'দ্বিতীয়া স্ত্রী মৃত হইলে যে অগ্নি-হোত্র ত্যাগ করে, তাহাকে ব্রহ্মহত্যাকারী বলিয়া জানিবে ও যে ইচ্ছা-পূর্ব্বক ত্যাগ করে, তাহাকেও ব্রহ্মহত্যাকারী বলিয়া জানিবে' এই সকল অগ্নিহোত্রে অনধিকৃতা স্ত্রীর অগ্নিদাহে জানিতে হইবে ॥ ৮৯ ॥

বিবাহ প্রকরণ সমাপ্ত হইল ॥ ৩ ॥

বর্ণ জাতি বিবেক প্রকরণ আরম্ভ ॥ ৪ ॥

ব্রাহ্মণের চারি জাতি স্ত্রী হয়, ক্ষত্রিয়ের তিন জাতি স্ত্রী হয়, বৈশ্যের দুই বর্ণ স্ত্রী হয় ও শূদ্রের কেবল শূদ্রা স্ত্রী হয় এই

সকল পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে সেই সকল স্ত্রীতে পুত্র উৎপাদন করা কর্ত্তব্য, ইহাও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে কোন্ জাতীয়া স্ত্রীতে কোন্ জাতীয় পুরুষ হইতে কোন্ জাতি পুত্র জন্মিবে, ইহার বিচার করিতেছেন,——

সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে হি সজাতয়ঃ।
অনিন্দ্যেষু বিবাহেষু পুত্রাঃ সন্তান-বর্দ্ধনাঃ ॥ ৯০ ॥

ব্রাহ্মণ জাতি পুরুষ হইতে ব্রাহ্মণীর গর্ব্ভে ব্রাহ্মণ জন্মিবে, ক্ষত্রিয় পুরুষ হইতে ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর গর্ব্ভে ক্ষত্রিয় জাতি উৎপন্ন হইবে। বৈশ্য পুরুষ হইতে বৈশ্যা স্ত্রীর গর্ব্ভে বৈশ্য জাতি জন্মিবে। শূদ্র পুরুষ হইতে শূদ্রা স্ত্রীর গর্ব্ভে শূদ্র জন্মিবে, অর্থাৎ ইহারা মাতা পিতার সমান জাতি পুত্র হইবে, এই বিধি বিবাহিত সবর্ণ পুরুষ ও বিবাহিতা সবর্ণা স্ত্রী হইতে যে পুত্র জন্মিবে, তাহার পক্ষে জানিবে।

বিবাহিত স্বামী বর্ত্তমান থাকিতে উপপতি হইতে যে 'কুণ্ড' নামক পুত্র জন্মে ও বিবাহিত স্বামী মৃত হইলে উপপতি হইতে যে 'গোলক' নামক পুত্র জন্মে এবং অবিবাহিতা অবস্থায় কোন পুরুষ হইতে যে 'কানীন' নামক পুত্র জন্মে ও বিবাহ কালে যে পুত্র গুপ্তভাবে গর্ব্ভে থাকে বা জন্মে, ইহাদিগের সবর্ণত্ব নাই। তাহারা উচ্চ জাতীয় পুরুষ ও নীচ জাতীয় পুরুষ হইতে জন্ম গ্রহণ প্রযুক্ত ভিন্ন জাতি ভাবাপন্ন হওয়ায়, সাধারণ ধর্ম্ম অহিংসাদি ধর্ম্ম আচরণে অধিকারী হয়। 'ব্যভিচার জাত সকল ব্যক্তিরা শূদ্রের সমান ধর্ম্ম আচরণ করিবে' অর্থাৎ শূদ্র ধর্ম্ম যে ব্রাহ্মণ সেবাদি তাহাতে অধিকারী হয়।

যদি বল পূর্ব্বোক্ত কুণ্ড ও গোলক সন্তান দ্বয়ের অব্রাহ্মণত্ব হইলে শ্রাদ্ধে নিষেধ করা উপপন্ন হয় না ও ন্যায়বিরোধ হয়।

যে ব্যক্তি যে জাতীয় পুরুষ হইতে যে জাতীয়া স্ত্রীর গর্ব্ভে জন্মে, সে ব্যক্তি সেই জাতিই হয়। যেমন গো হইতে গবীতে জন্মিলে গোই হয় ও অশ্ব হইতে অশ্বার গর্ব্ভে জন্মিলে অশ্বই হইবে, সেই হেতুক ব্রাহ্মণ জাতি পুরুষ হইতে ব্রাহ্মণ জাতি স্ত্রীতে উৎপন্ন হইলে যে ব্রাহ্মণ হইবে না, ইহা বিরুদ্ধ, তেমনি কানীন ও পৌনর্ভবাদির বিধি ক্রমে জাত প্রভৃতি ব্যক্তিদিগকে উপক্রম করিয়া ' সমান জাতীয় পুত্র বিষয়ে এই বিধি উক্ত হইল ' এই বচনের সহিতও বিরোধ হইতে পারে,—ইহা ন্যায্য নহে; ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণ-দ্বারা জন্মিলে যে ব্রাহ্মণ হইবে না, ইহা ভ্রম নিবৃত্তির জন্য উক্ত হইল, সুতরাং শ্রাদ্ধ বিষয়ে নিষেধ হইবে। যেমন অত্যন্ত অপ্রাপ্ত পতিতের শ্রাদ্ধবিষয়ে নিষেধটা ন্যায়-বিরুদ্ধ হয় না। যে স্থলে প্রত্যক্ষ দ্বারা জাতি নির্ণয় হয়, (যেমত গো হইতে গরু, অশ্ব হইতে অশ্ব ইত্যাদি) সেই স্থলে সেই জাতি দ্বারা সে জাতির নির্ণয় হয়। ব্রাহ্মণাদি স্থলে সেরূপ নহে, ব্রাহ্মণাদি জাতি প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে ; ' ব্রাহ্মণ সমান হইলেও কুণ্ডিন বশিষ্ঠ ও গৌতম ইহার স্মরণ লক্ষণ গোত্র আছে ' তেমনি মনুষ্য জাতির মনুষ্যত্ব সমান হইলেও ব্রাহ্মণী আদি জাতি স্মরণ লক্ষণা মাতা পিতার এই জাতি লক্ষণ ? ইহাতে অবস্থার ব্যতিক্রম হয় না। সংসারের অনাদিত্ব প্রযুক্ত শব্দার্থ ব্যবহারের ন্যায় অর্থাৎ ব্যাকরণাদি হইতে যেমন শব্দার্থ জ্ঞান হয়, ' সমান জাতি জাত সন্তানেতে আমি বিধি উক্ত করিলাম ' এই কথিত অনুবাদ হেতুক যথাসম্ভব ব্যাখ্যা করিব। নিয়োগ স্মরণ ও শিষ্ট সমাচার প্রযুক্ত ক্ষেত্রজ সন্তান মাতৃ-জাতি সমান জাতি বিশিষ্ট। তাহার দৃষ্টান্ত এই যে, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর ক্ষেত্রজ সন্তান হও-

য়াতে মাতার তুল্য জাতীয় হইয়াছিল, ইহাতে বিস্তারের আবশ্যক নাই।

অনিন্দনীয় ব্রাহ্মণাদি বিবাহেতে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাতে বংশ বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং অরোগী, দীর্ঘায়ুর্যুক্ত, ধর্ম্ম ও প্রজ্ঞা-সম্পন্ন হয় ॥ ৯০ ॥

বর্ণ সকল উক্ত করিয়া এক্ষণে অনুলোম জাত জাতি সকল কহিতেছেন,——

বিপ্রান্মূর্দ্ধাবসিক্তো হি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াং।
অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদো জাতঃ পারশবোঽপি বা ॥ ৯১ ॥

বিবাহিত ক্ষত্রিয় জাতীয় স্ত্রীর গর্ব্ভে ব্রাহ্মণ হইতে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাকে মূর্দ্ধাবসিক্ত কহা যায়। বিবাহিত বৈশ্য-জাতীয় কন্যাতে ব্রাহ্মণ হইতে জাত পুত্র অম্বষ্ঠ নামে জাতি হয়। বিবাহিত শূদ্রার গর্ব্ভে ব্রাহ্মণ হইতে নিষাদ নামক পুত্র হয়। প্রতিলোম জাত নিষাদ নামক কোন মৎস্য-বধ-জীবী অর্থাৎ শূদ্রজাতি পুরুষ হইতে ব্রাহ্মণী স্ত্রীর গর্ব্ভে জাত ব্যক্তির সমুদ্ভব হইয়া থাকে। এই নিষাদ ব্যক্তি 'পার-শব' নামক জাতি পর্য্যায়ে খ্যাত হয়। শঙ্খ বচনানুসারে 'ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয় জাতীয় স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্র ক্ষত্রিয়ই হয়, ক্ষত্রিয় জাতীয় পুরুষ হইতে বৈশ্য জাতীয় স্ত্রীতে উৎ-পাদিত পুত্র বৈশ্যই হয় ও বৈশ্য জাতীয় পুরুষ হইতে শূদ্র-জাতীয় স্ত্রীতে উৎপাদিত পুত্র শূদ্রই হয়' এইরূপ যাহা বিখ্যাত আছে, তাহা ক্ষত্রিয়াদি জাতীয় ধর্ম্ম প্রাপ্তির নিমিত্তে খ্যাত আছে, নতুবা কিছু মূর্দ্ধাবসিক্ত প্রভৃতি জাতি নিবারণার্থ বা ক্ষত্রিয়াদি জাতি প্রাপ্তি জন্য নহে; অতএব মূর্দ্ধাবসিক্ত প্রভৃতির ক্ষত্রিয়াদি জাতির পক্ষে উক্ত দণ্ড, চর্ম্ম ও উপবীত

(দক্ষিণ করধৃত যজ্ঞসূত্র) প্রভৃতি দ্বারা উপনয়ন কার্য্য এবং উপনয়নের পূর্ব্বে তাহাদিগের কামচার, কামবাদ ও ভক্ষ্য, এই সকল পূর্ব্বের ন্যায় জানিবে ॥ ৯১ ॥

বৈশ্যাশূদ্রোস্তু রাজন্যান্মাহিষ্যোগ্রৌ সুতৌ স্মৃতৌ।
বৈশ্যাত্তু করণঃ শূদ্র্যাং বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ৯২ ॥

বিবাহিত বৈশ্যার গর্ব্ভে ক্ষত্রিয় জাতীয় পুরুষ হইতে 'মাহিষ্য' নামক জাতি জন্মে। বিবাহিত শূদ্রজাতি স্ত্রীর গর্ব্ভে ক্ষত্রিয় জাতীয় পুরুষ হইতে 'উগ্র' নামক জাতি জন্মে ও বিবাহিত শূদ্রজাতি স্ত্রীর গর্ব্ভে বৈশ্য পুরুষ হইতে 'করণ' নামক পুত্র জন্মে। বিবাহিত স্ত্রীতে এই বিধি উক্ত হইবায় অবিবাহিত স্ত্রীতে এ বিধি বিধিসিদ্ধ নহে জানিবে।

এই সবর্ণ মূর্দ্ধাবসিক্ত প্রভৃতি জাতিসংজ্ঞা বিবাহিত স্ত্রীতে জন্মিলে জানিবে। মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ, নিষাদ, মাহিষ্য, উগ্র ও করণ, এই ছয় পুত্র অনুলোম জাত (নিম্ন জাতি স্ত্রীজাত) পুত্র জানিবে ॥ ৯২ ॥

প্রতিলোম জাত (উচ্চ জাতীয় স্ত্রীর গর্ব্ভজাত) জাতি কহিতেছেন,——

ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াৎ সূতো বৈশ্যাদ্বৈদেহিকস্তথা।
শূদ্রাজ্জাতস্তু চাণ্ডালঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥ ৯৩ ॥

ব্রাহ্মণীতে ক্ষত্রিয় পুরুষ হইতে 'সূত' নামক পুত্র হয়। ব্রাহ্মণী স্ত্রীর গর্ব্ভে বৈশ্য পুরুষ হইতে 'বৈদেহিক' জাতি জন্মে ও ব্রাহ্মণ জাতীয়া স্ত্রীর গর্ব্ভে শূদ্রজাতীয় পুরুষ হইতে 'চাণ্ডাল' জাতি জন্মে, সেই চাণ্ডাল সর্ব্বধর্ম্ম বর্জ্জিত হইয়া থাকে ॥ ৯৩ ॥

আরও কহিতেছেন,——

ক্ষত্রিয়া মাগধং বৈশ্যাচ্ছূদ্রাৎ ক্ষত্তারমেব চ।
শূদ্রাদায়োগবং বৈশ্যা জনযামাস বৈ সুতম্ ॥ ৯৪ ॥

ক্ষত্রিয়া স্ত্রী বৈশ্য পুরুষ হইতে 'মাগধ' নামক জাতি পুত্র প্রসব করিয়া থাকে। ক্ষত্রিয়া স্ত্রী শূদ্র হইতে 'ক্ষত্তা' নামক জাতি পুত্র প্রসব করিয়া থাকে ও বৈশ্যজাতীয়া স্ত্রী শূদ্র হইতে 'আয়োগব' নামক জাতি পুত্র প্রসব করিয়া থাকে। সূত, বৈদেহিক, চাণ্ডাল, মাগধ, ক্ষত্তা ও আয়োগব এই ছয় জাতি উচ্চ জাতীয় স্ত্রী হইতে জন্ম গ্রহণ প্রযুক্ত প্রতিলোম জাত হয়।

ইহাদিগের জীবিকা উশনার প্রণীত স্মৃতিতে ও মনুপ্রণীত স্মৃতিতে দৃষ্ট করিতে হইবে ॥ ৯৪ ॥

নানাজাতির সংমিলনে বর্ণসঙ্কর জাত্যন্তর কহিতেছেন,—

মাহিষ্যেণ করণ্যান্তু রথকারঃ প্রজাযতে।
অসৎসন্তস্তু বিজ্ঞেযাঃ প্রতিলোমানুলোমজাঃ ॥ ৯৫ ॥

বৈশ্যার গর্ব্ভে ক্ষত্রিয় পুরুষ হইতে যে মাহিষ্য-জাতি পুরুষ উৎপন্ন হয় ও শূদ্রা স্ত্রীর গর্ব্ভে বৈশ্য পুরুষ হইতে যে করণ-জাতীয়া কন্যা জন্ম গ্রহণ করে, সেই মাহিষ্য পুরুষ হইতে উক্ত করণী স্ত্রীর গর্ব্ভে উৎপাদিত পুত্র রথকার নামক জাতি-দ্বারা বিখ্যাত হইয়া থাকে। বচন হেতুক তাহার উপনয়নাদি সকল কার্য্য কর্ত্তব্য। শঙ্খ কহিয়াছেন যে, 'ক্ষত্রিয় বৈশ্য অনুলোমান্তর দ্বারা যে রথকার উৎপন্ন হয় তাহার কর্ত্তব্যকর্ম্ম দেবযাগ, দান, উপনয়ন, সংস্কার ক্রিয়া, অশ্ব প্রতিষ্ঠা, রথসূত্র, বাস্তুবিদ্যা, অধ্যয়ন, এই সকল বৃত্তি জানিবে।

এইরূপ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়োৎপন্ন মূর্দ্ধাবসিক্ত মাহিষ্যাদি অনু-

লোম জাতি সঙ্করেতে জাত্যন্তর ও উপনয়নাদি বৃত্তি প্রাপ্তি জানিবে; কেন না ঐ উভয় জাতির দ্বিজত্ব আছে। তাহাদিগের সংজ্ঞা অন্য অন্য স্মৃতিশাস্ত্রেতে উক্ত দেখিতে হইবে।

এই গুলি কেবল চুম্বকমাত্র কথিত হইল। সংকীর্ণ সঙ্কর জাতিদিগের অগণ্যতা প্রযুক্ত বলিতে অযোগ্য হওয়ায় এই মাত্র নির্ণীত হইল যে, নিম্ন জাতীয় পুরুষ হইতে উচ্চ জাতীয়া স্ত্রীতে জনিত (প্রতিলোমজ) জাতিরা অসৎ অর্থাৎ অপ্রশস্ত ও উচ্চ জাতীয় পুরুষ হইতে নীচ জাতীয়া স্ত্রীতে জাত (অনুলোমজ) জাতিরা সৎ অর্থাৎ প্রশস্ত জানিবে॥ ৯৫॥

সমান বর্ণা স্ত্রীতে সমান বর্ণ পুরুষ হইতে সজাতি জন্মে, ইত্যাদি বর্ণ প্রাপ্তির কারণ কহিয়া এক্ষণে বর্ণ প্রাপ্তির অন্য কারণ কহিতেছেন,——

জাত্যুৎকর্ষো যুগে জ্ঞেয়ঃ পঞ্চমে সপ্তমেঽপি বা।
ব্যত্যয়ে কর্ম্মণাং সাম্যং পূর্ব্ববচ্চাধরোত্তরম্॥ ৯৬॥

সপ্তম, ষষ্ঠ ও পঞ্চম জন্মেতে মূর্দ্ধাবসিক্ত প্রভৃতি জাতির উৎকর্ষতা অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি জাতি প্রাপ্তি হয়। সপ্তম, ষষ্ঠ ও পঞ্চম জন্ম যাহা কথিত হইল, ইহা ব্যবস্থিত বিকল্প জানিবে। তাহার ব্যবস্থা এইরূপ যে, শূদ্রা স্ত্রীতে ব্রাহ্মণ হইতে যে নিষাদী স্ত্রীজাতি জন্মে, সে ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহিত হইয়া তদৌরসে কোন স্ত্রীজাতিকে প্রসব করিলে সে যদি ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহিত হইয়া ঐরূপে অন্যা স্ত্রীজাতিকে প্রসব করে, এই প্রকারে ষষ্ঠী কন্যা (ব্রাহ্মণ জাতীয় পুরুষ হইতে জন্মিয়া) সপ্তম জন্মে জাত ব্রাহ্মণ জাতি পুত্র ও কন্যা প্রসব করে। 'ব্রাহ্মণ জাতীয় পুরুষ হইতে বৈশ্যা স্ত্রীতে জনিতা যে অম্বষ্ঠা স্ত্রী সে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পঞ্চমী কন্যা ব্রাহ্মণ হইতে কন্যা প্রসব

করিলে তদ্দার্ত্তে ব্রাহ্মণ পুরুষ হইতে ষষ্ঠ জন্ম জাত পুত্র ও কন্যা ব্রাহ্মণ-জাতি জন্মে। পূর্ব্বোক্ত মূর্দ্ধাবসিক্তা স্ত্রী ঐ প্রকারে (চারি জন্ম ব্রাহ্মণ হইতে কন্যা) চতুর্থী মূর্দ্ধাবসিক্তা যে কন্যা পঞ্চম ব্রাহ্মণকে জন্মিয়া দেয়।

"পূর্ব্বোক্ত উগ্র জাতীয়া স্ত্রী ক্ষত্রিয়ের সহিত বিবাহিত হইয়া কন্যা উৎপাদন করিলে পূর্ব্বোক্ত-ক্রমে পাঁচ জন্ম ক্ষাত্রিয়ের সহিত বিবাহিত হইলে ক্ষাত্রিয় হইতে ষষ্ঠ জন্ম জাত পুত্র ও কন্যা ক্ষত্রিয় জাতিত্ব প্রাপ্ত হয়।

"পূর্ব্বোক্ত মাহিষ্য জাতীয়া স্ত্রী ক্ষত্রিয় জাতীয় পুরুষ হইতে কন্যা উৎপাদন করিলে সেইরূপে চারি জন্ম ক্ষত্রিয় জাতির সহিত বিবাহিত হইলে ক্ষত্রিয় হইতে পঞ্চ জন্ম জাত পুত্র ও কন্যা ক্ষত্রিয় জাতিত্ব প্রাপ্ত হয়।

"পূর্ব্বোক্ত করণ জাতীয়া স্ত্রী বৈশ্য জাতি পুরুষের সহিত বিবাহিত হইলে ঐরূপে চারি জন্ম বৈশ্য হইতে জন্মিলে পঞ্চম জন্মে বৈশ্য হইতে যে পুত্র ও কন্যা জন্মে তাহারা বৈশ্য জাতিত্ব প্রাপ্ত হয়।

এইরূপ অন্য অন্য জাতির পক্ষে বিচার করিবে (জাতির ইতর বিশেষ জানিবে) কর্ম্মের (জীবিকার) ব্যতিক্রমে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম জন্মেতে জীবিকা-ঘটিত কর্ম্মের সমান জাতিত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহার নিদর্শন এইরূপ যে "ব্রাহ্মণ জাতি ব্রাহ্মণ জাতির কর্ম্মের দ্বারা জীবিকা প্রাপ্ত না হইলে ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। তাহার দ্বারাও জীবিকা প্রাপ্ত না হইলে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জাতি ক্ষাত্রিয় জাতীয় বৃত্তি দ্বারা বৃত্তি প্রাপ্ত না হইলে বৈশ্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে এবং তাহার দ্বারাও জীবিকা প্রাপ্ত না হইলে শূদ্র

জাতি বৃত্তি-দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে এইরূপ নিকৃষ্ট কল্প বৃত্তির অনুকল্প আছে। যেমন বৃত্তি দ্বারা ব্রাহ্মণ জাতির জাত্যন্তর নির্ণীত হইল, তদ্রূপ ক্ষত্রিয় জাতির পক্ষেও নিশ্চয় জানিতে হইবে, অর্থাৎ ক্ষত্রিয় জাতি স্বজাতীয় বৃত্তি দ্বারা জীবিকা প্রাপ্ত না হইলে বৈশ্য বৃত্তি দ্বারা তদভাবে শূদ্র বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। বৈশ্য জাতিও স্বকীয় বৃত্তি দ্বারা জীবিকা না হইলে শূদ্র বৃত্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। এই সকল জীবিকা ঘটিত স্ব স্ব কর্ম্মের অভাবে নিকৃষ্ট কল্পে হীন-বর্ণের বৃত্তি অবলম্বন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, ইহা অনুকল্প কথিত হইয়াছে।

যদি আপৎ কাল ব্যতিরেকেও সেই সেই বৃত্তি পরিত্যাগ না করে, তবে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম জন্মেতে আচরিত নিকৃষ্ট বৃত্তির তুল্য জাতিত্ব প্রাপ্ত হয়। এই সকলের দৃষ্টান্ত এই যে, "ব্রাহ্মণ জাতি যদি শূদ্রবৃত্তি-দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে ও সেই বৃত্তি পরিত্যাগ না করে, তবে সে যে পুত্র উৎপাদন করে সেও যদি সেই নিকৃষ্ট বৃত্তি-দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, এই রূপ পরম্পরা ক্রমে শূদ্রবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিলে সপ্তম পুরুষ শূদ্রজাতিই জন্মে। ব্রাহ্মণ-জাতি বৈশ্যবৃত্তি-দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিলে পূর্ব্বোক্ত বৃত্তি পরম্পরা ক্রমে ষষ্ঠ জন্মে বৈশ্যই জন্মে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-বৃত্তি-দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিলে পূর্ব্বোক্ত বৃত্তি-দ্বারা জন্ম পরম্পরা ক্রমে পঞ্চম জন্মে ক্ষত্রিয় জাতি উৎপাদন করে। ক্ষত্রিয় জাতি শূদ্র জাতীয় বৃত্তি-দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিলে পূর্ব্বোক্ত রূপ বৃত্তি-দ্বারা জন্ম পরম্পরা ক্রমে ষষ্ঠ জন্মে শূদ্রকে উৎপাদন করে। ক্ষত্রিয় জাতি বৈশ্যবৃত্তি-দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিলে পঞ্চম জন্মে

পূর্ব্বোক্ত রূপে বৈশ্যের উৎপাদন করে। বৈশ্যজাতি শূদ্র-জাতীয় বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিলে ও তাহা পরিত্যাগ না করিলে পুত্র পরম্পরা ক্রমে পঞ্চম জন্মে পূর্ব্বোক্ত রূপ বৃত্তি দ্বারা শূদ্র জাতিকে উৎপাদন করে।

এইক্ষণে বর্ণসংকীর্ণ সঙ্কর-জাতি দেখাইতেছেন——

বর্ণসঙ্কর জাতি দুই প্রকার, অনুলোম-জাত প্রথম, প্রতি-লোম-জাত দ্বিতীয়, সংকীর্ণ সঙ্কর-জাত জাতি রথকার প্রভৃতি তন্মধ্যে মূর্দ্ধাবসিক্তা স্ত্রীতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতি হইতে উৎপন্ন পুত্র এবং অম্বষ্ঠা স্ত্রীতে বৈশ্য ও শূদ্র জাতি পুরুষ হইতে উৎপন্ন পুত্র এবং নিষাদী স্ত্রীতে শূদ্র পুরুষ হইতে উৎপাদিত পুত্র, ইহাদিগকে প্রতিলোম জাত (উচ্চ-জাতীয়া স্ত্রীতে নিম্ন-জাতীয় পুরুষ হইতে জাত পুত্র) বলা যায়। আর মূর্দ্ধাবসিক্তা স্ত্রী, অম্বষ্ঠা স্ত্রী ও নিষাদ-জাতীয়া স্ত্রীতে ব্রাহ্মণ পুরুষ হইতে জনিত পুত্র এবং মাহিষ্যা স্ত্রী ও উগ্র-জাতীয়া স্ত্রীতে ব্রাহ্মণ কিম্বা ক্ষত্রিয় পুরুষ হইতে উৎপাদিত সন্তান এবং করণ জাতীয়া স্ত্রীতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পুরুষ হইতে উৎপাদিত পুত্রদিগকে অনুলোম-জাত (নিম্ন জাতীয়া স্ত্রীতে উচ্চ জাতীয় পুরুষ হইতে জনিত) কহে। এইরূপ বিধি আর আর বর্ণসঙ্কর জাতিতে জানিবে। এই সকল অনুলোম জাত জাতি পূর্ব্বের ন্যায় প্রশস্ত জানিবে ও প্রতিলোম জাত জাতি পূর্ব্বের ন্যায় অপ্রশস্ত জানিবে ॥ ৯৬ ॥

বর্ণ ও জাতি প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

গৃহস্থধর্ম্ম প্রকরণ আরম্ভ। ৫।

শ্রুতি ও স্মৃতি-শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম সকল অগ্নি সংস্কার-দ্বারা সাধনীয়, ইহা প্রদর্শন করত কোন্ অগ্নিতে কি কর্ম্ম করিবে? এই বিষয়ে কহিতেছেন,——

কর্ম্ম স্মার্ত্তং বিবাহাগ্নৌ কুর্ব্বীত প্রত্যহং গৃহী।
দায়কালাহৃতে বাপি শ্রৌতং বৈতানিকাগ্নিষু॥ ৯৭॥

স্মৃতি-শাস্ত্রেতে কথিত বৈশ্বদেবাদি কর্ম্ম ও লৌকিক যাহা প্রতিদিন কর্ত্তব্য পাক-লক্ষণ কর্ম্ম তাহাও গৃহস্থ ব্যক্তি বিবাহ কালে সংস্কৃত অগ্নিতে করিবে, অথবা বিভাগ কালে আহৃত অর্থাৎ বৈশ্য-কুল হইতে অগ্নি আনয়ন-পূর্ব্বক যথাবিধি সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত অগ্নিতে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম করিবে, কিম্বা গৃহপতির মৃত্যু হইলে তৎকালে সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত অগ্নিতে পূর্ব্বোক্ত স্মার্ত্ত কর্ম্ম করিবে। সেই তিন কালের সংস্কৃত অগ্নি ভিন্ন অন্য অগ্নিতে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। বৈতানিক অর্থাৎ আহবনীয় প্রভৃতি অগ্নিতে বেদ-শাস্ত্রোক্ত অগ্নিহোত্রাদি (হোম) কর্ম্ম করিবে॥ ৯৭॥

গৃহস্থ ব্যক্তিদিগের ধর্ম্ম বলিতেছেন,——

শরীরচিন্তাং নির্ব্বর্ত্ত্য কৃতশৌচবিধির্দ্বিজঃ।
প্রাতঃ সন্ধ্যামুপাসীত দন্তধাবনপূর্ব্বকম্॥ ৯৮॥

দিবাতে ও সন্ধ্যাতে কর্ণদেশস্থ যজ্ঞসূত্র এবং উত্তর মুখ হইয়া ইত্যাদি ষোড়শাদি শ্লোকোক্ত বিধিক্রমে আবশ্যক শরীর-চিন্তা অর্থাৎ মল-মূত্র ত্যাগ-পূর্ব্বক গন্ধ-লেপ ক্ষয়কর ইত্যাদি বিধি অনুসারে শৌচ বিধি নির্ব্বাহ করিয়া পরে লেখ্যমতে দন্তধাবন সমাপন-পূর্ব্বক দ্বিজগণ প্রাতঃ সন্ধ্যা উপাসনা করিবে। দন্ত ধাবনের বিধি এই যে, কণ্টকিত ক্ষীরি-

বৃক্ষ জনিত, দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত, কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগের ন্যায় স্থূল ও পর্ব্বার্দ্ধ পরিমিত একদেশ কূর্চ্চক কৃত (তূলিকা-বৎ কৃত) দন্তধাবন কাষ্ঠিকা করিবে এবং জিহ্বা মার্জ্জনী কাষ্ঠিকাও সেইরূপ করিবে, এস্থলে বৃক্ষ-জনিত দন্ত কাষ্ঠিকা বলাতে তৃণ, লোষ্ট্র ও অঙ্গুলাদি-দ্বারা দন্তধাবন নিষেধ জানিবে। পলাশ ও অশ্বত্থাদি-দ্বারা দন্তধাবন নিষেধ অন্য স্মৃতিতে দেখিতে হইবে। দন্তধাবনের মন্ত্র, 'আয়ুর্ব্বলং যশো বর্চ্চঃ প্রজাঃ পশুবসুনি চ। ব্রহ্ম প্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ ত্বং নো দেহি বনস্পতে'

এস্থলে ব্রহ্মচারি প্রকরণে উক্ত সন্ধ্যা বন্দনের পুনর্ব্বার কথনেতে অগ্রে দন্তধাবন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া সন্ধ্যা বন্দনের বিধি প্রতিপন্ন করিবার জন্য মাত্র।

ব্রহ্মচারী ব্যক্তি দন্তধাবন, নৃত্য ও গীত প্রভৃতি ত্যাগ করিবে, এইরূপ শাস্ত্রে নিষেধ আছে॥ ৯৮॥

হুত্বাগ্নীন্ সূর্য্যদৈবত্যান্ জপেন্মন্ত্রান্ সমাহিতঃ।
বেদার্থানধিগচ্ছেচ্চ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ॥ ৯৯॥

অবিচলিত-চিত্ত হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যা বন্দনের পরে যথাবিধি অনুসারে আহবনীয় প্রভৃতি তিন অগ্নিতে হোম করিবে, বা উপাসনাগ্নি হোম করিবে। তদনন্তর সূর্য্যদেবের সন্তোষ জনক 'উদুত্যং জাতবেদসম্' ইত্যাদি মন্ত্র সকল জপ করিবে। তদনন্তর নিরুক্ত ও ব্যাকরণ প্রভৃতি শ্রবণ দ্বারা বেদার্থ সকল জানিবে ও অধীত বেদ অভ্যাস করিবে এবং মীমাংসা প্রভৃতি ধর্ম্ম, অর্থ ও আরোগ্য প্রতি-পাদক বিবিধ শাস্ত্র সকল জানিবে॥ ৯৯॥

উপেযাদীশ্বরঞ্চৈব যোগক্ষেমার্থসিদ্ধয়ে।
স্নাত্বা দেবান্ পিতৄংশ্চৈব তর্পয়েদর্চ্চয়েত্তথা॥ ১০০॥

তদনন্তর, অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির নিমিত্ত ও লব্ধবিষয় রক্ষার নিমিত্ত অভিষেকাদি গুণযুক্ত রাজার বা অন্য অনিন্দিত শ্রীমান্ পুরুষের সমীপে গমন করিবে, কিন্তু বেতন গ্রহণ-পূর্ব্বক আজ্ঞা প্রতিপালন-রূপ সেবা অর্থাৎ শ্বরৃত্তি অবলম্বন করা নিষেধ হইল। তৎপরে মধ্যাহ্ন সময়ে শাস্ত্রোক্ত বিধি ক্রমে নদী প্রভৃতিতে স্নান করিয়া স্বগৃহ্যোক্ত (স্বকীয় কুল ক্রমাগত) বিধি অনুসারে দেবাদি তীর্থ-দ্বারা দেবতাগণ, পিতৃগণ ও ঋষিগণের তর্পণ করিবে, অনন্তর গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষত-প্রভৃতি-দ্বারা হরি, হর ও হিরণ্যগর্ভ-প্রভৃতির কোন একেকে ইচ্ছা-ক্রমে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ ও সামবেদে কথিত মন্ত্র-দ্বারা অথবা তৎ প্রকাশক মন্ত্র-দ্বারা নমস্কার যুক্ত চতুর্থী বিভক্তি সাধিত স্ব স্ব নাম-দ্বারা যথা শাস্ত্রমতে আরাধনা করিবে॥ ১০০॥

বেদাথর্ব্বপুরাণানি সেতিহাসানি শক্তিতঃ।
জপযজ্ঞপ্রসিদ্ধ্যর্থং বিদ্যাং চাধ্যাত্মিকীং জপেৎ॥ ১০১॥

তদনন্তর, জপ ও যজ্ঞ সিদ্ধির নিমিত্তে যথাবিধি শক্তি অনুসারে বেদত্রয়, অথর্ব্ব, পুরাণ ও ইতিহাস সকলের সম্পূর্ণ রূপে বা খণ্ড খণ্ড ক্রমে জপ করিবে এবং ব্রহ্মবিদ্যাও জপ করিবে॥ ১০১॥

বলিকর্ম্মস্বধাহোমস্বাধ্যাযাতিথিসৎক্রিয়াঃ।
ভূতপিত্রমরব্রহ্মমনুষ্যাণাং মহামখাঃ॥ ১০২॥

ভূত যজ্ঞ বলিকর্ম্ম, পিতৃ যজ্ঞ অর্থাৎ মন্ত্র-দ্বারা শ্রাদ্ধ তর্পণাদি দেবগণের উদ্দেশে হোম দেবযজ্ঞ, বেদ পাঠরূপ ব্রহ্মযজ্ঞ ও অতিথি সৎক্রিয়ারূপ মনুষ্য যজ্ঞ এই পাঁচ প্রকার মহাযজ্ঞ নিত্যকর্ম্ম প্রযুক্ত নিত্য নিত্য করিবে, এই পঞ্চকর্ম্মের

যে ফল কথন আছে, তাহা পবিত্র জনকত্ব কথনার্থ, তাহাতে নিত্যত্ব ভিন্ন কাম্যত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে না ॥ ১০২॥

দেবেভ্যশ্চ হুতাদন্নাৎ শেষাদ্ভূতবলিং হরেৎ।
অন্নং ভূমৌ শ্বচাণ্ডালবায়সেভ্যশ্চ নিক্ষিপেৎ ॥ ১০৩ ॥

স্বকীয় কুলক্রমাগত বিধি অনুসারে বৈশ্বদেব হোম-কর্ম্ম করিয়া তাহার অবশিষ্ট অন্ন দ্বারা ভূতগণের উদ্দেশে বলি উৎসর্গ (দান) করিবে; এস্থলে অন্ন শব্দের গ্রহণ থাকায় আমান্ন-দ্বারা এবিধি কর্ত্তব্য নহে। অনন্তর সাধ্য অনুসারে কুক্কুর, চাণ্ডাল, কাক, ক্রমি, পাপরোগী ও পতিত ব্যক্তি-দিগের নিমিত্তে ভূমিতে অন্ন নিক্ষেপ করিবে; এইরূপ মহর্ষি-কর্ত্তৃক কথিত আছে 'কুক্কুর' পতিত ব্যক্তি, চাণ্ডাল, পাপরোগী ব্যক্তি, কাক ও ক্রমি ইহাদিগের নিমিত্তে ধীরে ধীরে অর্থাৎ যাহাতে পাংশু লেপ না হয়, এরূপে ভূমিতে অন্ন নিক্ষেপ করিবে।' এই কর্ম্মগুলি প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে করিবে; কেন না আশ্বলায়ন কহিয়াছেন যে 'সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে পাক করা হবিষ্যান্ন হোম করিবে।' এস্থলে কেহ কেহ বৈশ্বদেব বলি কর্ম্মের পুরুষার্থত্ব ও অন্ন সংস্কার কর্ম্মত্ব ইচ্ছা করেন; কেন না সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে সিদ্ধ হবিষ্যের দ্বারা হোম করিবে, এই হেতুক অন্ন সংস্কার কর্ম্মতা প্রতিপন্ন হইতেছে এবং অনন্তর পঞ্চ মহাযজ্ঞ উপক্রম করিয়া সেই সকল নিত্য নিত্য করিবে, এই নিত্যত্ব অভিধান প্রযুক্ত পুরুষার্থত্ব অর্থাৎ পুরুষের প্রয়োজন অবগত হইতেছে, তাহা যুক্তিসিদ্ধ নহে; কেন না পুরুষার্থত্ব হইলে অন্ন সংস্কার কর্ম্মত্ব উপপন্ন হয় না ' যে হেতু দ্রব্য সংস্কার কর্ম্মত্ব পক্ষে অন্নার্থতা হয়, বৈশ্বদেব কর্ম্মের পুরুষার্থতাতে বৈশ্বদেব কর্ম্মার্থতা হয়,

'দ্রব্যের' এই পরস্পর বিরোধ প্রযুক্ত পুরুষার্থতাই যুক্তি-সিদ্ধ; কেন না মহাযজ্ঞ দ্বারা এই শরীর ব্রহ্ম প্রাপ্তি যোগ্য হয়।

মনুতে স্মৃত হইতেছে যে 'বৈশ্বদেব বলিকর্ম্ম নিবৃত্ত হইলে যে অন্য অতিথি আগত হয়, তাহারে যথাশক্তি অন্ন প্রদান করিবে, বলি অন্ন দিবে না'।

পুরুষার্থই বৈশ্বদেবাখ্য কর্ম্ম প্রতিপাকে আবর্ত্তনীয় নহে, সেই হেতু সায়ং প্রাতঃ ইত্যাদি দ্বারা উৎপত্তি ও প্রয়োগ দর্শিত হইল।

'এই এই যজ্ঞ সকল নিত্য নিত্য করিবে' এই অধিকার বিধি কথিত হইল ॥ ১০৩ ॥

অন্নং পিতৃমনুষ্যেভ্যো দেয়মপ্যন্বহং জলম্।
স্বাধ্যায়ং চান্বহং কুর্য্যান্ন পচেদন্নমাত্মনে ॥ ১০৪ ॥

যেমন শক্তি থাকে তদনুসারে পিতৃগণ ও মনুষ্যগণকে প্রতিদিন অন্ন দিবে, অন্নের অভাবে কন্দ (ওল প্রভৃতি) মূল ও ফল ইত্যাদি দিবে, তাহারও অভাবে জল দিবে। বেদ বিস্মৃত না হয় এজন্য সতত বেদ অধ্যয়ন করিবে। আপনার নিমিত্তে অন্ন পাক করিবে না; প্রত্যুত দেবগণের উদ্দেশে পাক করিবে; এস্থলে অন্ন শব্দ উপলক্ষণ-দ্বারা সকল ভক্ষ্য দ্রব্য জানিতে হইবে ॥ ১০৪ ॥

বালস্ববাসিনীবৃদ্ধগর্ভিণ্যাতুরকন্যকাঃ।
সংভোজ্যাতিথিভৃত্যাংশ্চ দম্পত্যোঃ শেষভোজনম্ ॥ ১০৫॥

বালক, পিতৃ-গৃহে স্থিতা বিবাহিতা কন্যা, বৃদ্ধ এবং গর্ভ-বতী, রোগী, সামান্যা কন্যা, অর্থাৎ কুমারী অতিথি ও ভৃত্য-

দিগকে ভোজন করাইয়া শেষে স্ত্রী ও পুরুষের ভোজন করা কর্ত্তব্য ॥ ১০৫ ॥

আপোশানেনোপরিষ্টাদধস্তাদশ্নতা তথা।
অনগ্নমমৃতঞ্চৈব কার্য্যমন্নং দ্বিজন্মনা ॥ ১০৬ ॥

ভোজনে প্রবৃত্ত দ্বিজগণ-কর্ত্তৃক প্রথমে ও শেষে পূর্ব্বোক্ত আপোশানাখ্য (অমৃতোপস্তরণমসি) ইত্যাদি মন্ত্র-দ্বারা প্রথমে ও শেষে (অমৃতাপিধানমসি) মন্ত্র-দ্বারা অমৃতত্বরূপে অন্ন সংস্কার করা কর্ত্তব্য। এস্থলে 'দ্বিজগণ' এই শব্দ উপ-লক্ষণ-দ্বারা উপনয়ন অবধি সর্ব্ব সাধারণ আশ্রমী ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ বিধি জানিতে হইবে ॥ ১০৬ ॥

অতিথিত্বেন বর্ণানাং দেযং শক্ত্যানুপূর্ব্বশঃ।
অপ্রণোদ্যোঽতিথিঃ সাযমপি বাগ্‌ভূতৃণোদকৈঃ ॥ ১০৭ ॥

বৈশ্বদেব বলি কর্ম্মের পরে ব্রাহ্মণ-প্রভৃতি বর্ণের আতিথ্য করিতে হইবে, এক সময়ে আগত অনেক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র অতিথির ব্রাহ্মণাদি ক্রমে সাধ্য মতে আতিথ্য করিতে হইবে। সায়ংকালেও যদ্যপি অতিথি আগত হয়, তবে তাহাকেও বর্জ্জন করিবে না, প্রত্যুত বাক্য, স্থান, তৃণাদি আসন ও জল-দ্বারা তাহার সৎকার (শুশ্রূষা) করিবে। মনু কহিয়াছেন যে, 'তৃণ-সমূহ, স্থান, জল ও চতুর্থ প্রিয়-বাক্য এই সকল সদ্ ব্যক্তির গৃহে কখন উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ অবশ্যই ঐ সকল দ্রব্য-দ্বারা অতিথির শুশ্রূষা করিতে হইবে। যদ্যপি ভোজ্য দ্রব্য না থাকে, তথাচ এই সকলের অপ্রতুল থাকে না ; অতএব বাক্য, স্থান, তৃণ-সমূহ ও জল-দ্বারা সৎকার করিতে হইবে ॥ ১০৭ ॥

সৎকৃত্য ভিক্ষবে ভিক্ষা দাতব্যা সুব্রতায় চ।
ভোজয়েচ্চাগতান্ কালে সখিসম্বন্ধিবান্ধবান্ ॥ ১০৮ ॥

ভিক্ষুক ব্যক্তিকে সামান্য-ভাবে ভিক্ষা দান করা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচারীকে ও যতিকে (সন্ন্যাসীকে) ‘ স্বস্তি ’ বাচন করাইয়া জল দান বা জল সংযোগ-পূর্ব্বক এই রীতিতে ভিক্ষা দান করা কর্ত্তব্য।

এক গ্রাস· পরিমাণের অন্যূন ভিক্ষা দান করা কর্ত্তব্য; ময়ুরের ডিম্বের পরিমাণ যে রূপ সেইরূপ ভিক্ষার পরিমাণ; শাতাতপ কহেন যে ‘ গ্রাস পরিমাণ ‘ ভিক্ষা ’ কহা যায়, তাহার চতুর্গুণকে (৪) ‘ পুষ্কল ’ কহা যায়, তাহার চতুর্গুণকে ‘ হন্ত’ কহা যায় ও তাহার চতুর্গুণকে ‘ অগ্র ’ কহা যায়।

ভোজনকালে আগত মিত্র সম্বন্ধি যাহাকে বৈবাহিক কহা যায়, মাতা পিতার সম্বন্ধি ইহারা বান্ধব, অতএব ইহাদিগকে ভোজন করাইবে ॥ ১০৮ ॥

মহোক্ষং বা মহাজং বা শ্রোত্রিয়ায়োপকল্পয়েৎ।
সৎক্রিয়ান্বাসনং স্বাদু ভোজনং সূনৃতং বচঃ ॥ ১০৯ ॥

পূর্ব্বোক্ত শ্রোত্রিয়ের প্রীতির নিমিত্তে মহোক্ষ (ধুরবাহ মহাবৃষ) বা মহাজ (মহা অজ) উপকল্পনা করিবে, অর্থাৎ এক দেশ বা সমগ্র বেদপাঠী ব্রাহ্মণের প্রীতির নিমিত্তে কহিবে, যে ‘ এই মহাবৃষ, বা এই মহা অজ (ছাগ বা মেষ) আপনার নিমিত্তে সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত রহিয়াছে’। ইহাতে যে প্রতি শ্রোত্রিয়কে মহোক্ষ বা মহাজ দান করিবে, কিম্বা তাঁহার নিমিত্তে নষ্ট করিবে, এরূপ বিধি নহে; কেন না যত শ্রোত্রিয় আসিবেন, তত মহোক্ষ বা মহাজ প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নহে; যে ধর্ম্ম স্বর্গ জনক নহে ও লোক সকল যে ধর্ম্মের

দ্বেষ করে, তাহা যদি শাস্ত্রোক্ত হয়, তথাপি আচরণ করিবে না, তৎপরে সৎক্রিয়া অর্থাৎ স্বাগত বচন (সুখে আগমন জিজ্ঞাসা) আসন পাদ্য অর্ঘ্য ও আচমনাদি দান কর্ত্তব্য অন্বাসন অর্থাৎ তিনি বসিলে পরে বসিবে। মিষ্ট সামগ্রী ভক্ষণ করিতে দিবে এবং সুনৃত-বচন অর্থাৎ 'আপনকার আগমন প্রযুক্ত আমরা অদ্য ধন্য হইলাম' ইত্যাদি রূপ পরিতোষ-জনক বাক্য কহিতে হইবে। 'শ্রোত্রিয় ভিন্ন সামান্য অতিথিকে জল দিবে ও আসন দিবে' ইহা গৌতমের উক্তি জানিতে হইবে॥ ১০৯॥

প্রতিসংবৎসরন্ত্বর্ঘ্যাঃ স্নাতকাচার্য্যপার্থিবাঃ।
প্রিয়ো বিবাহ্যশ্চ তথা যজ্ঞং প্রত্যৃত্বিজঃ পুনঃ॥ ১১০॥

যিনি বেদপাঠ সমাপন করিয়া ব্রত সমাপন না করিয়া সমাবর্ত্তন করেন, তিনি বিদ্যাস্নাতক এবং যিনি ব্রতসমাপন করিয়া বেদ পাঠ সমাপন না করেন, তিনি ব্রতস্নাতক, আর যিনি ব্রত সমাপন ও বেদ পাঠ সমাপন করিয়া সমাবর্ত্তন করেন, তিনি বিদ্যা-ব্রত স্নাত। এই তিন প্রকার স্নাতক, পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সম্পন্ন আচার্য্য ও পশ্চাৎ বক্তব্য লক্ষণ সম্পন্ন পার্থিব, মিত্র, জামাতা, শ্বশুর, পিতৃব্য এবং মাতুল-প্রভৃতি ও পূর্ব্ব উক্তরূপ লক্ষণ সম্পন্ন ঋত্বিক্ সকল ইহাঁরা প্রতিসংবৎসরে গৃহাগত হইলে ইহাঁদিগকে মধুপর্কদ্বারা পূজিত করিতে হইবে বিশেষত ঋত্বিক্ প্রতিসম্বৎসরের মধ্যেও প্রতিযজ্ঞে মধুপর্কদ্বারা পূজনীয়। আশ্বলায়ন কহেন যে 'ঋত্বিক্ সকলকে বরণ করিয়া মধুপর্ক উপহার দিবে এবং উপস্থিত স্নাতক গণ, রাজা, আচার্য্য, শ্বশুর, পিতার সহোদর ও মাতার সহোদর, ইহাঁদিগকে মধুপর্ক দিয়া পূজা করিতে হইবে'॥ ১১০॥

অধ্বনীনোঽতিথির্জ্ঞেয়ঃ শ্রোত্রিয়ো বেদপারগঃ।
মান্যাবেতৌ গৃহস্থস্য ব্রহ্মলোকমভীপ্সতঃ॥ ১১১॥

পথিক ব্যক্তিকে অতিথি বলিয়া জানিবে। ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি ইচ্ছুক গৃহস্থের পক্ষে শ্রোত্রিয় ও বেদপারগ ইহারা মান্য অতিথি অর্থাৎ ইহাদিগকে অন্য অতিথি অপেক্ষা সমাদরে আতিথ্য করিতে হইবে।

বেদ শ্রবণ ও বেদ অধ্যয়ন সম্পন্নব্যক্তি শ্রোত্রিয় হন এবং বেদের এক শাখা অধ্যয়নক্ষম ব্যক্তি বেদপারগ হন॥ ১১১॥

পরপাকরুচির্ন স্যাদনিন্দ্যামন্ত্রণাদৃতে।
বাক্‌পাণিপাদচাপল্যং বর্জ্জয়েচ্চাতিভোজনম্॥ ১১২॥

অনিন্দনীয় আমন্ত্রণ ভিন্ন পরপাক ভক্ষণ করিবে না, অনিন্দনীয় কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইলে আমন্ত্রণ পরিত্যাগ করিবে না; অসত্য ও মিথ্যা বাক্য কথন ইত্যাদি বাক্‌চাপল্য, হস্তচালন ও হস্তদ্বারা কক্ষাদিতে শব্দ করণ ইত্যাদি পাণিচাপল্য, লঙ্ঘন ও উল্লম্ফন প্রভৃতি পাদচাপল্য বর্জ্জন করিবে এবং চক্ষু-প্রভৃতির চাপল্য ত্যাগ করিবে। গৌতম কহেন যে 'লিঙ্গ, উদর, হস্ত, পদ, চক্ষু ও বাক্য এই সকলের কোন একটির দ্বারাও চপলতা করিবে না, অপরিমিত ভোজন করিবে না, কেননা, পরিমিত ভোজন দ্বারা আরোগ্যাদি লাভ করিতে পারে'॥ ১১২॥

অতিথিং শ্রোত্রিয়ং তৃপ্তমাসীমান্তমনুব্রজেৎ।
অহঃ শেষং সমাসীত শিষ্টৈরিষ্টৈশ্চ বন্ধুভিঃ॥ ১১৩॥

পূর্ব্বোক্ত শ্রোত্রিয় অতিথি ও বেদপারগ অতিথিকে ভোজনাদি-দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া আপনার সীমা পর্য্যন্ত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে। তাহার পরে ভোজন করিয়া

ইতিহাস পুরাণাদি জ্ঞানসম্পন্ন শিষ্ট ব্যক্তির সহিত এবং কাব্য-কথা প্রপঞ্চ চতুর ইষ্ট ব্যক্তির সহিত ও অনুকূল বাক্যালাপ নিপুণ ব্যক্তির সহিত দিনের শেষভাগ পর্য্যন্ত একত্র উপবেশন করিবে ॥ ১১৩ ॥

উপাস্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং হুত্বাগ্নীংস্তামুপাস্য চ।
ভৃত্যৈঃ পরিবৃতো ভুক্ত্বা নাতিতৃপ্তোথ সংবিশেৎ ॥ ১১৪ ॥

অনন্তর, পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে পশ্চিমা সন্ধ্যা উপাসনা করিয়া অগ্নিসকলকে আহুত করিয়া তাহাদিগের উপাসনা পূর্ব্বক ভৃত্যগণ ও পূর্ব্বোক্ত স্ববাসিনী (বিবাহিতা ও অবিবাহিতা পিতৃগৃহে স্থিতা দুহিতা) প্রভৃতিতে পরিবৃত হইয়া পরিমিত ভোজন করত আয় ব্যয় স্থিতি প্রভৃতি গৃহকার্য্য চিন্তা করিয়া তৎপরে শয়ন করিবে ॥ ১১৪ ॥

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোত্থায় চিন্তয়েদাত্মনো হিতম্।
ধর্ম্মার্থকামান্ স্বে কালে যথাশক্তি ন হাপয়েৎ ॥ ১১৫ ॥

অনন্তর, চতুর্থপ্রহর রাত্রির শেষ অর্দ্ধপ্রহরে (ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে) নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া আপনার কৃত হিত ও কর্ত্তব্য হিত এবং বেদার্থের সংশয় সকল চিন্তা করিবে ; কেননা সেই কালে চিত্তের চাঞ্চল্য না থাকায় সেই সেই বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব জ্ঞাত হইতে পারা যায়। তাহার পরে স্ব স্ব উচিত কালে যথা-শক্তি ধর্ম্ম, অর্থ ও কামনা সাধনা করিবে; কেননা, ধর্ম্ম, অর্থ ও কামনা সাধনাই পুরুষার্থ। গৌতম কহিয়াছেন যে ' পূর্ব্বাহ্ন মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্নকালে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামনা সেবন করিতে ত্রুটি করিবে না, প্রত্যুত অর্থ ও কামনা সেবনেতেও ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে; কেননা অর্থ ও কামনার ধর্ম্ম মুলতা প্রযুক্ত প্রতিদিনে ধর্ম্মের বিরোধ ব্যতিরেকে অর্থ ও কামনা সাধনা করিবে ॥ ১১৫ ॥

বিদ্যাকর্ম্মবয়োবন্ধুবিত্তৈর্মান্যা যথাক্রমম্।
এতৈঃ প্রভূতৈঃ শূদ্রোঽপি বার্দ্ধকে মানমর্হতি ॥ ১১৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত বিদ্যা, বেদোক্ত ও স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম, আপনা অপেক্ষা অধিক বয়ঃক্রম বা সপ্ততি (৭০) বৎসরের পর বয়ঃক্রম স্বজন সম্পত্তিরূপ বন্ধু ও গ্রাম এবং রত্ন এই সমুদয়ে সংযুক্ত ব্যক্তিরা ক্রমে ক্রমে অধিক মান্য হয়েন, এই সকল অতিশয়িত কর্ম্ম, বন্ধু ও বিত্তচয় (গ্রাম ও রত্নাদি ইহার সমস্ত বা ব্যস্ত দুই, বা এক) দ্বারা সংযুক্ত শূদ্র ব্যক্তিরাও অশীতি (৮০) বৎসর বয়ঃক্রমের পরে মান প্রাপ্ত হইতে যোগ্য হন। গৌতম কহিয়াছেন 'অশীতি (৮০) বৎসর বয়ঃক্রমের পরে শূদ্রও শ্রেষ্ঠ হয়' ॥ ১১৬ ॥

বৃদ্ধভারিনৃপস্নাতস্ত্রীরোগিবরচক্রিণাম্।
পন্থা দেয়ো নৃপস্তেষাং মান্যঃ স্নাতশ্চ ভূপতেঃ ॥ ১১৭ ॥

পক্বকেশাদি বিশিষ্ট বৃদ্ধ, ভারবাহক এবং নরপতি, (এস্থলে ক্ষত্রিয় জাতিমাত্রের গ্রহণ নহে) বিদ্যা ও ব্রত উভয় স্নাতক, স্ত্রীলোক, রোগী, বিবাহ-কার্য্যে উদ্যত বর, শকট চালনকারী, মত্ত ও উন্মত্তাদি ব্যক্তিকে অগ্রে পথ ছাড়িয়া দিবে।

শঙ্খ কহেন যে 'বালক, বৃদ্ধ, মত্ত, উন্মত্ত, ভগ্নদেহ, ভারাক্রান্ত, স্ত্রীজাতি, স্নাতক ও প্রব্রজিত ব্যক্তিরা সম্মুখে উপস্থিত হইলে স্বয়ং পথ হইতে অপসৃত হইবে।'

প্রথমোক্ত বৃদ্ধপ্রভৃতির পথমধ্যে রাজার সহিত সম্মুখ হইলে রাজাই মান্য অর্থাৎ রাজাকেই অগ্রে পথ ছাড়িয়া দিবে। রাজা অপেক্ষা স্নাতক মাত্র মান্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বা বৈশ্য, যে কোন ব্যক্তি স্নাতক ব্রতধারী হইবেন, তাঁহাকে রাজা পথ ছাড়িয়া দিবেন। এস্থলে স্নাতক শব্দে

ব্রাহ্মণের গ্রহণ নহে ; কেননা ব্রাহ্মণের সর্ব্বদাই গুরুত্ব আছে। শঙ্খ কহিয়াছেন যে, 'ব্রাহ্মণকে অগ্রে পথ ছাড়িয়া দিবে' কেহ কেহ কহেন যে, রাজাকে অগ্রে পথ প্রদান করিবে; কিন্তু তাহা অভিলষিত নহে ; যেহেতু গুরু, জ্যেষ্ঠ ও ব্রাহ্মণ রাজার উপরিস্থ ভাবে গণ্য, অতএব রাজার ব্রাহ্মণকে অগ্রে পথ ছাড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। পথের মধ্যে বৃদ্ধপ্রভৃতির পরস্পর সমাগম হইলে অতিবৃদ্ধ ও অধিক বিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তি বিশেষ রূপে আদরণীয় হইবে॥ ১১৭॥

ইজ্যাধ্যয়নদানানি বৈশ্যস্য ক্ষত্রিয়স্য চ।
প্রতিগ্রহোঽধিকো বিপ্রে যাজনাধ্যাপনে তথা॥ ১১৮॥

বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও পূর্ব্বোক্ত অনুলোম জাত বর্ণসঙ্কর দ্বিজগণের সাধারণ কর্ম্ম যাগ, বেদপাঠ ও দান এবং ব্রাহ্মণের অধিক দান গ্রহণ, যাজন ও বেদ অধ্যাপনা এবং অন্য অন্য স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত বৃত্তি নিরূপিত হইল। গৌতম কহেন যে 'পরদ্বারা কৃত কৃষিকর্ম্ম, বাণিজ্য ও বৃদ্ধি (সূদ) গ্রহণ পক্ষান্তরে নিরূপিত হইল।'

ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক প্রেরিত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অধ্যাপনা বৃত্তি অবধারিত হইল, স্বেচ্ছাধীন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অধ্যাপনা নিষেধ জানিবে। আপৎ কালে অব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণের বিদ্যা প্রাপ্তি ও অনুগমন এবং শরীর শুশ্রূষা করা কর্ত্তব্য। গৌতম কহেন যে, 'অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণ গুরু হন।' আপৎ কাল ভিন্ন কালে ব্রাহ্মণের দেবপূজা, বেদপাঠ, দান, যাজন, অধ্যাপনা ও দান গ্রহণ এই ছয় কর্ম্ম আচরিতব্য, তন্মধ্যে যাগ (দেবপূজা,) বেদপাঠ ও দান এই তিনটি কর্ম্ম ধর্ম্মার্থ এবং দানগ্রহণ, বেদপাঠন ও যাজন এই তিনটি কর্ম্ম বৃত্তির নিমিত্ত জানিবে।

মনু কহিয়াছেন, উক্ত ছয়টি কর্ম্মের মধ্যে ‘যাজন, অধ্যাপন ও শুদ্ধ ব্যক্তি হইতে প্রতিগ্রহ এই তিনটি কর্ম্ম ব্রাহ্মণের জীবিকা জানিবে।’ দ্বিজাতিগণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বেদপাঠ, দান ও যজন এই তিনটি কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। দান গ্রহণ, বেদ পাঠন ও যাজন ব্রাহ্মণ ভিন্নের এই তিনটি কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য নহে।

গৌতম কহেন যে ‘দ্বিজ সামান্যের বৃত্তি অধ্যয়ন, যজন ও দান, ব্রাহ্মণের অধিক তিনটি বৃত্তি বেদার্থব্যাখ্যা, যাজন ও দানগ্রহণ এবং পূর্ব্বোক্ত তিনটি কর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল’॥ ১১৮॥

প্রধানং ক্ষত্রিয়ে কর্ম্ম প্রজানাং পরিপালনম্।
কুসীদকৃষিবাণিজ্যপশুপাল্যং বিশঃ স্মৃতম্॥ ১১৯॥

ক্ষত্রিয় জাতির ধর্ম্মার্থ ও বৃত্তির নিমিত্ত প্রজাপালন কর্ম্মই প্রধান জানিবে। বৃদ্ধির নিমিত্ত ধন প্রয়োগ রূপ কুসীদ, লাভার্থ ক্রয় বিক্রয় রূপ বাণিজ্য, কৃষি-কার্য্য ও পশু-পালন কর্ম্ম বৈশ্যের বৃত্তির নিমিত্ত জানিবে।

মনুস্মৃতিতে আছে যে ‘শস্ত্রাস্ত্রধারণ ক্ষত্রিয়ের জীবিকার্থ কর্ম্ম, বাণিজ্য, পশু পালন ও কৃষিকার্য্য বৈশ্যের জীবিকার্থ কর্ম্ম এবং দান, বেদ পঠন ও যজন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ধর্ম্ম জানিবে॥ ১১৯॥

শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা তয়া জীবন্ বণিগ্‌ভবেৎ।
শিল্পৈর্ব্বা বিবিধৈর্জীবেদ্দ্বিজাতিহিতমাচরন্॥ ১২০॥

শূদ্রগণের ধর্ম্মের নিমিত্ত ও বৃত্তির নিমিত্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের শুশ্রূষা প্রধান কর্ম্ম, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ শুশ্রূষা শূদ্র-গণের পরমধর্ম্ম জানিবে। মনু কহেন যে, ‘ক্ষত্রিয় বৈশ্য

অপেক্ষা করিয়া শূদ্রের বিপ্রসেবাই বিশিষ্ট কর্ম্ম কথিত হয়। শূদ্র যদি দ্বিজগণের সেবা কার্য্যের দ্বারা জীবিকা লাভ করিতে অশক্ত হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত দ্বিজগণের হিতানুষ্ঠান করত বাণিজ্য ব্যবসায় বা নানাবিধ শিল্পকার্য্য দ্বারা অর্থাৎ যে কার্য্য দ্বিজ-সেবার অযোগ্য না হয়, ঐরূপ কার্য্য দ্বারা জীবিকা লাভ করিবে। সেই সকল কর্ম্ম দেবল কহিয়াছেন যে 'দ্বিজগণসেবা, পাপ পরিত্যাগ, স্ত্রীপুত্রাদির পোষণ, কৃষিকার্য্য, পশুপালন, ভারবহন, আপণ ব্যবহার (ক্রয় বিক্রয় করণ) চিত্রকর্ম্ম, নৃত্য, গীত, বংশী, বীণা, মৃদঙ্গ ও মুরজা বাদনাদি শূদ্রগণের ধর্ম্ম হয়' ॥ ১২০ ॥

ভার্য্যারতিঃ শুচির্ভৃত্যভর্ত্তা শ্রাদ্ধক্রিয়াপরঃ।
নমস্কারেণ মন্ত্রেণ পঞ্চযজ্ঞান্ন হাপযেৎ ॥ ১২১ ॥

শূদ্রগণ স্বস্ত্রীতে রমণ করিবে, সাধারণস্ত্রী বা পরস্ত্রীতে রমণ করিবে না, বাহ্য ও অভ্যন্তর শুচি, দ্বিজ গণের ন্যায় ভৃত্য প্রভৃতির ভরণকর্ত্তা হইবে, নিত্য শ্রাদ্ধ নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ ও কাম্য শ্রাদ্ধকারী, অবিরুদ্ধ স্নাতক ব্রতসম্পন্ন হইবে এবং নিত্য নিত্য 'নমঃ' এই মন্ত্র দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবে। কেহ কেহ 'দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহা-যোগিভ্য এব চ। নমঃ স্বাহায়ৈ স্বধায়ৈ নিত্যমেব নমোনমঃ ॥' এই মন্ত্রকে নমস্কার মন্ত্ররূপে বর্ণন করেন। অন্য ব্যক্তিরা কহেন 'নমঃ' ইহাই নমস্কার মন্ত্র। তাহাতে বৈশ্বদেব কর্ম্ম লৌকিক অগ্নিতে করিবে, বিবাহাগ্নিতে করিবে না, আচার্য্যেরা এইরূপ কহেন ॥ ১২১ ॥

এক্ষণে সাধারণ ধর্ম্ম কহিতেছেন,——

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
দানং দমো দয়া ক্ষান্তিঃ সর্ব্বেষাং ধর্ম্মসাধনম্ ॥ ১২২ ॥

প্রাণিগণের পীড়নরূপ যে হিংসা তাহার অকরণরূপ অহিংসা প্রাণিগণের পীড়াকর নহে; যে যথার্থ বচন তাহা সত্য, অদত্ত বস্তুর অগ্রহণ রূপ অস্তেয়, বাহ্য ও অভ্যন্তর শুদ্ধিরূপ শৌচ, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের নিয়ত বিষয় বৃত্তিতা রূপ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, যথাশক্তিক্রমে প্রাণিগণের প্রতি অন্ন ও জলাদিদান দ্বারা পীড়া নিবারণ করণ রূপ দান, অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযম রূপ দম, আপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তির রক্ষণরূপ দয়া, অপকার করিলেও মনের অবিকার রূপ ক্ষান্তি, এই সকল গুলি ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চাণ্ডাল পর্য্যন্ত সমুদায় পুরুষের ধর্ম্ম সাধন কথিত হইল ॥১২২॥

বয়োবুদ্ধ্যর্থবাগ্বেষশ্রুতাভিজনকর্ম্মণাম্‌ ।
আচরেৎ সদৃশীং বৃত্তিমজিহ্মামশঠান্তথা ॥ ১২৩ ॥

বাল্য যৌবন বৃদ্ধত্বাদি বয়ঃক্রম, লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারে স্বভাবজা বুদ্ধি, ধন, গৃহ ও ক্ষেত্রাদি রূপ অর্থ, বাক্যকথন, মাল্য ও বস্ত্রাদি পরিধানরূপ বেষ, পুরুষার্থ শাস্ত্র শ্রবণ রূপ শ্রুত, কুল, বৃত্তির নিমিত্ত আদান প্রভৃতি কর্ম্ম এই সকল বয়ঃক্রম প্রভৃতির সদৃশ অবক্র ও শঠতাশূন্য বৃত্তি আচরণ করিবে। যেমন বৃদ্ধ ব্যক্তিরা বৃদ্ধের উপযুক্ত বৃত্তি অবলম্বন করিবে, যৌবন কালোচিত বৃত্তি আচরণ করিবে না, এইরূপ বুদ্ধি প্রভৃতিতেও জানিবে ॥ ১২৩ ॥

এই সকল স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম নিরূপণ করিয়া এক্ষণে বেদোক্ত কর্ম্ম সকল কহিতেছেন,——

ত্রৈবার্ষিকাধিকান্নো যঃ স হি সোমং পিবেদ্দ্বিজঃ।
প্রাক্‌ সৌমিকীঃ ক্রিয়াঃ কুর্য্যাদ্‌যস্যান্নং বার্ষিকং ভবেৎ ॥ ১২৪ ॥

যাহার তিন বৎসরের পরিমিত খাদ্যদ্রব্য সংস্থান থাকে কিম্বা তদপেক্ষা অধিক থাকে, সেই ব্যক্তি সোমপান করিবে

অর্থাৎ সোমযাগ করিবে, তাহা হইতে অল্পধনব্যক্তি সোম-যাগ করিবে না। অতএব অল্প দ্রব্যে যে দ্বিজ সোমযাগ করিবে, সে সোমযাগ করিলেও তাহার ফল প্রাপ্ত হইবে না, এইরূপ দোষ শ্রুতি আছে; কিন্তু ইহা কাম্য সোমযাগের অভিপ্রায়ে কথিত হইল।

নিত্যসোমযাগের অবশ্য কর্ত্তব্যতা প্রযুক্ত ধনের নিয়ম নাই। যাহার একবৎসরের জীবন-ধারণযোগ্য অন্নসংস্থান থাকে, সে ব্যক্তি প্রাক্ সোমসম্ভব অর্থাৎ অগ্নিতে হোম ও যাগ দর্শ ও পৌর্ণমাসযাগ, পশুযাগ, চাতুর্ম্মাস্য এবং তদ্বিকৃতীভূত এই সকল কাম্যযাগ করিবে॥ ১২৪॥

এইরূপ বেদোক্ত কাম্যকর্ম্ম কহিয়া সম্প্রতি নিত্য কর্ম্ম সকল কহিতেছেন,——

প্রতিসম্বৎসরং সোমঃ পশুঃ প্রত্যয়নং তথা।
কর্ত্তব্যাগ্রয়ণেষ্টিশ্চ চাতুর্ম্মাস্যানি চৈব হি॥ ১২৫॥

বৎসরে বৎসরে নিত্য সোমযাগ করিবে, দক্ষিণায়নে ও উত্তরায়ণে পশুযাগ করিবে 'প্রতিসম্বৎসরে সম্বৎসর কাল ব্যাপিয়া অথবা সম্বৎসরে একবার পশুদ্বারা যাগ করিবে, কেহ কেহ কহেন ছয় ছয় মাসে পশুদ্বারা যাগ করিবে' এই স্মরণ আছে শস্যোৎপত্তি সময়ে আগ্রয়ণ নামক যাগ করিবে এবং প্রতিসম্বৎসরে চাতুর্ম্মাস্য করিবে॥ ১২৫॥

এষামসম্ভবে কুর্য্যাদিষ্টিং বৈশ্বানরীং দ্বিজঃ।
হীনকল্পং ন কুর্ব্বীত সতি দ্রব্যে ফলপ্রদম্॥ ১২৬॥

কোন প্রকারে এই সকল সোমযাগ প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত নিত্য যাগের সম্ভব না হইলে তৎকালে দ্বিজগণ বৈশ্বানর যাগ করিবে। কিন্তু এই যে হীনকল্প কথিত হইল, দ্রব্য

সামগ্রী সম্ভব হইলে উহা করিবে না। আর যাহা ফল-জনক কাম্যকর্ম্ম তাহাও হীনকল্প করিবে না॥ ১২৬॥

চাণ্ডালো জায়তে যজ্ঞকরণাচ্ছূদ্রভিক্ষিতাৎ।

যজ্ঞার্থং লব্ধমদদন্ভাসঃ কাকোঽপি বা ভবেৎ॥ ১২৭॥

শূদ্রজাতীয় ব্যক্তির স্থানে ভিক্ষা করিয়া যজ্ঞ করিলে জন্মান্তরে সে ব্যক্তি চাণ্ডাল যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে এবং যে ব্যক্তি যজ্ঞের নিমিত্ত ভিক্ষা করিয়া ভিক্ষা প্রাপ্ত বস্তু সকল না দেয়, সে ব্যক্তি একশত বর্ষকাল ভাসপক্ষী অথবা কাক হইয়া থাকে। মনু কহিয়াছেন যে ' যজ্ঞার্থ অর্থ ভিক্ষা করিয়া যে ব্যক্তি সকল অর্থ প্রদান না করে, সে বিপ্র শতবর্ষকাল ভাস অর্থাৎ শকুন্তপক্ষী অথবা কাক হইয়া জন্মিবে '॥ ১২৭॥

কুশূলকুম্ভীধান্যো বা ত্র্যাহিকোঽশ্বস্তনোঽপি বা।

জীবেদ্বাপি শিলোঞ্ছেন শ্রেয়ানেষাং পরঃ পরঃ॥ ১২৮॥

শালিপ্রভৃতি শস্যের পতিত ও পরিত্যক্ত মঞ্জরী গ্রহণ রূপ ' শিল ' বৃত্তি এবং শালি আদির নিপতিত ও পরিত্যক্ত একটি একটি কণার গ্রহণরূপ ' উঞ্ছ ' বৃত্তি বিপ্রগণ উক্ত শিলবৃত্তি কিম্বা কথিত উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা কুশূল ধান্য (দ্বাদশ দিন মাত্র স্বকুটুম্ব পোষণপরিমিত ধান্য সম্পন্ন) হইয়া জীবন ধারণ করিবে, কিম্বা উক্তবৃত্তি দ্বারা কুম্ভীধান্য (ষড়্ দিন মাত্র স্বকুটুম্ব পোষণ পরিমিত ধান্য সম্পন্ন) হইয়া জীবন ধারণ করিবে অথবা উক্তবৃত্তিদ্বারা ত্র্যাহিক (ত্রিদিন মাত্র স্বকুটুম্ব পোষণপরিমিত ধান্য সম্পন্ন) হইয়া জীবন ধারণ করিবে। অথবা অশ্বস্তনধান্য (আগামি দিন পর্য্যন্ত স্বকুটুম্ব পোষণ বর্জ্জিত ধান্য সম্পন্ন) হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।

এই সকল কুশূলধান্যাদি সম্পন্ন চারিপ্রকার গৃহস্থ ব্রাহ্মণের মধ্যে পরে পরে লিখিত ব্রাহ্মণ প্রধান, প্রথম অপেক্ষা দ্বিতীয় প্রশস্ত, প্রথম দ্বিতীয় অপেক্ষা তৃতীয় প্রশস্ত, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অপেক্ষা চতুর্থ প্রশস্ত। এ বিধি ব্রাহ্মণভিন্ন অন্য দ্বিজসামান্যের পক্ষে নহে; কেননা ব্রাহ্মণেরই বিদ্যা উপশমাদি যোগ আছে। মনু কহেন যে 'প্রাণিগণের অপকার ব্যতিরেকে শিলোঞ্ছ ও অযাচিতাদি, অল্প অপকারের অর্থাৎ যাচিতাদি দ্বারা যে বৃত্তি সেই বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বিপ্রগণ আপৎ কাল ভিন্ন কালে জীবন ধারণ করিবে' এ স্থলে বিপ্রকে উল্লেখ করিয়া 'কুশূল ধান্য হইবে বা কুম্ভীধান্য হইবে' ইত্যাদি বলা প্রযুক্ত,বিপ্রেরই পক্ষে নির্দ্দিষ্ট হইল' ইহা অতিসম্পন্ন সংযত যাযাবরের প্রতি কথিত হইল, সাধারণ বিপ্রের প্রতি এ বিধি নহে; কেননা তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত 'ত্রিবর্ষাধিক জীবনোপযুক্ত অন্নসম্পন্ন যে দ্বিজ সেই সোমযাগ করিবে' ইহার সহিত বিরোধ হইত।

ব্রাহ্মণের মধ্যে গৃহস্থ দুই প্রকার হইয়া থাকে। দেবল কহেন যে 'গৃহস্থ দুই প্রকার; প্রথম যাযাবর, দ্বিতীয় শালীন, তাহাদের মধ্যে যাজন, অধ্যাপন, প্রতিগ্রহ ও ধনসঞ্চয় ত্যাগ প্রযুক্ত যাযাবর ব্রাহ্মণ প্রধান। যাযাবর গণ শিলোঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ করিবেন।

যাজনাদি ষট্‌কর্ম্মসম্পন্ন ও ভৃত্য, পশু, গৃহ, গ্রাম, ধন, ধান্য-সম্পন্ন এবং লোকানুবর্ত্তী ব্রাহ্মণ 'শালীন' নামে খ্যাত হয়। শালীন ব্রাহ্মণ চারিপ্রকার; তন্মধ্যে যাজন, অধ্যাপন, দানগ্রহণ, কৃষিকর্ম্ম, বাণিজ্যকার্য্য ও পশুপালন, এই ছয় কর্ম্ম দ্বারা একপ্রকার শালীন ব্রাহ্মণ জীবিকা নির্ব্বাহ

করে। যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ দ্বারা অন্য শালীন ব্রাহ্মণ জীবিকা নির্ব্বাহ করে (২) যাজন ও অধ্যাপন দ্বারা অপর শালীন ব্রাহ্মণ জীবন ধারণ করে (৩) অপর চতুর্থ শালীন ব্রাহ্মণ কেবল অধ্যাপন দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করেন (৪)। মনু কহেন যে ‘ ইহাঁদিগের মধ্যে ষট্ কর্ম্ম সম্পন্ন এক, তিন কর্ম্ম সম্পন্ন অন্য, দুই কর্ম্ম দ্বারা অপর ও চতুর্থ যিনি ব্রহ্মসত্র অর্থাৎ অধ্যাপনা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন ’ এস্থলে প্রতিগ্রহ অধিক ‘ বিপ্র ’ ইত্যাদি হেতুভুত শালীনের বৃত্তিসকল প্রদর্শিত হইল যাযাবর কেবল শিল ও উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন॥ ১২৮॥

গৃহস্থ ধর্ম্মপ্রকরণ সমাপ্ত হইল॥ ৫॥

স্নাতক প্রকরণ আরম্ভ॥ ৬॥

গৃহস্থের পক্ষে এইরূপ শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম কহিয়া সম্প্রতি স্নান অবধি বিধি ও নিষেধ সূচক ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য মানস সঙ্কল্প রূপ স্নাতক ব্রত কহিতেছেন, —

> ন স্বাধ্যাযবিরোধ্যর্থমীহেত ন যতস্ততঃ।
> ন বিরুদ্ধপ্রসঙ্গেন সন্তোষী চ ভবেৎ সদা॥ ১২৯॥

ব্রাহ্মণের দান গ্রহণাদি অর্থের উপায় কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বিশেষ কহিতেছেন, বেদপাঠ বিরোধি অনিষিদ্ধ অর্থও ইচ্ছা করিবে না এবং কোন অজ্ঞাত আচার ব্যক্তির স্থানে অর্থ ইচ্ছা করিবে না। অযাজ্য যাজনাদি রূপ বিরুদ্ধ ও নৃত্যগীতাদি রূপ প্রসঙ্গ এই দুই বৃত্তি দ্বারা অর্থ ইচ্ছা করিবে না। এই প্রমাণে ও এই স্নাতক প্রকরণে নঞ (না) অর্থাৎ যে যে

নিষেধ আছে তাহা পর্য্যুদাসার্থ অর্থাৎ বিধির প্রধানত্ব এবং নিষেধের অপ্রধানত্ব জানিতে হইবে। আর, অর্থের অলাভেও সন্তোষী হইবে এবং সংযত হইবে। মনু কহেন যে 'পরম সন্তোষ অবলম্বন করিয়া সুখার্থী ব্যক্তি সংযত হইবে॥ ১২৯॥

তবে কোন্ কোন্ ব্যক্তি হইতে ধন ইচ্ছা করিবে? তাহা কহিতেছেন,——

রাজান্তেবাসিযাজ্যেভ্যঃ সীদন্নিচ্ছেদ্ধনং ক্ষুধা।
দম্ভিহৈতুকপাষণ্ডিবকবৃত্তীংশ্চ বর্জ্জয়েৎ॥ ১৩০॥

ক্ষুধা দ্বারা পীড়িত হইয়া স্নাতক ব্যক্তি জ্ঞাতবৃত্তান্ত রাজা হইতে ও পরে বক্তব্য অন্তেবাসী হইতে এবং যাজন যোগ্য ব্যক্তি হইতে ধন গ্রহণ করিবে। এস্থলে ক্ষুধাদ্বারা পীড়িত হইয়া বলাতে বিভাগাদি দ্বারা প্রাপ্ত কুটুম্বপোষণ যোগ্য ধন সম্পন্ন ব্যক্তি কাহা হইতেও অর্থ ইচ্ছা করিবে না, ইহা প্রতিপন্ন হইল। লোকরঞ্জনার্থেই কর্ম্মানুষ্ঠায়ী ব্যক্তি দম্ভী, যুক্তিবলদ্বারা সর্ব্বত্র সংশয়কারী হৈতুক, ত্রিবিদ্যা বৃদ্ধ অপরিগৃহীত আশ্রমী পাষণ্ডী, বকবৃত্তি অর্থাৎ মনূক্ত ' অধো দৃষ্টিবিশিষ্ট, নৈষ্কৃতিক, স্বার্থ সাধনে আসক্ত, শঠ ও মিথ্যাবিনীত ব্যক্তি, নিষিদ্ধ কর্ম্ম অনুষ্ঠায়ী, বৈড়াল ব্রতিক অর্থাৎ মনুপ্রোক্ত ধর্ম্মধ্বজী (কপট বেশধারী) সর্ব্বদা লোভযুক্ত, অন্য বেশধারী, লোক দাম্ভিক, হিংসাকারী, সর্ব্বাভিসন্ধায়ী ব্যক্তি ও শঠ এবং সর্ব্বত্র বঞ্চনাকারী এই সকল ব্যক্তিদিগকে লৌকিক, বৈদিক ও শাস্ত্রীয় কার্য্যে ত্যাগ করিবে।'

মনু কহেন যে ' পাষণ্ডী, বিকর্ম্মস্থ, বৈড়ালব্রতিক, শঠ, হৈতুক ও বকবৃত্তি ইহাদিগকে কথামাত্র দ্বারাও সম্মানিত করিবে না। এস্থলে ইহাদিগকে সর্ব্বকার্য্যে ত্যাগ করা

প্রযুক্ত আপনিও এরূপ দম্ভীপ্রভৃতি হইবে না, ইহা প্রতিপন্ন হইল ॥ ১৩০ ॥

শুক্লাম্বরধরো নীচকেশশ্মশ্রুনখঃ শুচিঃ।

ন ভার্য্যাদর্শনেঽশ্নীযান্নৈকবাসা ন সংস্থিতঃ ॥ ১৩১ ॥

স্নাতক ব্যক্তি সর্ব্বদা শুক্লবস্ত্র যুগল ধারী ও ছেদিত কেশ, শ্মশ্রু ও নখ-বিশিষ্ট এবং আন্তরিক ও বাহ্য শৌচসম্পন্ন স্নান ও অনুলেপন, ধূপ মাল্য প্রভৃতি দ্বারা সুগন্ধি সম্পন্ন হইবে। গৌতম কহেন যে " স্নাতকব্যক্তি নিত্য শুচিতা সম্পন্ন, সুগন্ধিদ্রব্য-যুক্ত ও স্নানশীল হইবে।"

নির্গন্ধি মাল্যধারী হইবে না ; গোভিল কহেন যে " স্বর্ণ ও রত্ন মাল্য ভিন্ন অগন্ধমাল্য ধারণ করিবে না।" এই সকল সম্ভবমত হইবে। স্মরণ আছে যে " বিভব থাকিতে জীর্ণ ও মলিন বস্ত্র ধারণ করিবে না।"

অল্পবীর্য্য সন্তান জন্মিবার ভয়ে স্ত্রীর সমক্ষে ও সম্মুখে স্ত্রী থাকিলে ভোজন করিবে না, শ্রুতি আছে যে " স্ত্রীর নিকটে ভোজন করিবে না, স্ত্রীর নিকট ভোজন করিলে হীনবীর্য্য সন্তান জন্মিবে ; অতএব স্ত্রীর সহিত একত্র ভোজন এককালে ত্যাগ করিবে।" এক বস্ত্র পরিধান-পূর্ব্বক ভোজন করিবে না এবং উত্থিত হইয়া ভোজন করিবে না ॥ ১৩১ ॥

ন সংশযং প্রপদ্যেত নাকস্মাদপ্রিযং বদেৎ।

নাহিতং নানৃতঞ্চৈব ন স্তেনঃ স্যান্ন বার্দ্ধুষী ॥ ১৩২ ॥

কখনও প্রাণবিপত্তিকর সংশয় জনক অর্থাৎ ব্যাঘ্র ও চৌরাদি সংযুক্ত দেশ গমনাদি কর্ম্ম করিবে না। নিষ্কারণ কিঞ্চিন্মাত্রও অপ্রিয় অর্থাৎ উদ্বেগ-কর বাক্য এবং অহিত, অসত্য, অপ্রিয়, অসভ্য ও ঘৃণাকর বাক্য এই সকল পরি-

হাস ব্যতিরেকে বলিবে না। স্মরণ আছে যে "কৌটিল্য ব্যতিরেকে গুরুর সহিতও হাস্য করিবে।" অন্য ব্যক্তির অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করিবে না এবং নিষিদ্ধ বৃদ্ধি উপজীবী হইবে না॥ ১৩২॥

দাক্ষায়ণী ব্রহ্মসূত্রী বেণুমান্ সকমণ্ডলুঃ।
কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণং দেবমৃদ্‌গোবিপ্রবনস্পতীন্॥ ১৩৩॥

দাক্ষায়ণী অর্থাৎ সুবর্ণধারী, যজ্ঞোপবীত সংযুক্ত, বৈণব (বংশবিশেষ) দণ্ডধারী ও কমণ্ডলু সংযুক্ত হইবে, এস্থলে ব্রহ্মচারি প্রকরণে কথিত যজ্ঞোপবীতের পুনর্ব্বার কথন দ্বিতীয় প্রাপ্তির নিমিত্ত। বশিষ্ঠ কহিয়াছেন যে "স্নাতকগণের অন্তর্ব্বস্ত্র ও উত্তরীয় বস্ত্র দ্বিতীয় হইবে, যজ্ঞোপবীতি দ্বয়, যষ্টি ও সজল কমণ্ডলু ধারণ করিতে হইবে।"

এস্থলে সুবর্ণধারী এইরূপ সামান্য কথনে কুণ্ডল ধারণই কর্ত্তব্য। মনু কহিয়াছেন 'বেণুদণ্ড, সজলকমণ্ডলু, যজ্ঞোপবীত, বেদশাস্ত্র ও শুভ সুবর্ণকুণ্ডলদ্বয় ধারণ করিবে।' দেবতা (দেবতাপ্রতিমা) উদ্ধৃত মৃত্তিকা, গো, ব্রাহ্মণ ও অশ্বত্থ প্রভৃতি বনস্পতি ও চতুষ্পথাদিকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক গমন করিবে। মনু কহেন যে "মৃদ্, গো, দেবতা, ব্রাহ্মণ, ঘৃত, মধু, চতুষ্পথ ও প্রজ্ঞাত অশ্বত্থাদি বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিবে"॥১৩৩॥

ন তু মেহেন্নদীচ্ছায়াবর্ত্মগোষ্ঠাম্বুভস্মসু।
ন প্রত্যগ্ন্যর্কগোসোমসন্ধ্যাম্বুস্ত্রীদ্বিজন্মনঃ॥ ১৩৪॥

নদী, ছায়া, পথ, গোস্থান, জল, ভস্ম ও শ্মশানাদিতে মূত্র এবং পুরীষ পরিত্যাগ করিবে না। শঙ্খ কহেন যে "প্রাণিগণের স্থানপ্রযুক্ত গোময়, ফালকৃষ্ট, উপ্তবীজক্ষেত্র, (অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে বীজ বপন হইয়াছে) হরিৎবর্ণ তৃণসম্পন্ন শাদ্বল

স্থান, চিতি (শবদাহস্থান) শ্মশান, পথ, খল (উদূখলাদি মর্দ্দন ও পেষণপাত্র) পর্ব্বত ও পুলিন (দ্বীপাদি) স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করিবে না।”

অগ্নি, সূর্য্য, গো, চন্দ্র, সন্ধ্যা, জল, স্ত্রী ও দ্বিজ এই সকলের অভিমুখে ও এই সকলের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ-পূর্ব্বক মলমূত্র পরিত্যাগ করিবে না। গৌতম কহেন যে “বায়ু, অগ্নি, বিপ্র, সূর্য্য, জল, দেবতা ও গো এই সকল দর্শনপূর্ব্বক মলমূত্র ত্যাগ ও অপবিত্র বস্তু নিক্ষেপ করিবে না ও দেবতার দিকে চরণপ্রসারণ করিবে না।”

পূর্ব্ব উক্ত এই সমস্ত ভিন্নস্থানে, কুশাদি যজ্ঞিয় তৃণভিন্ন অন্য তৃণদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া মূত্র ও পুরীষ ত্যাগ করিবে। বশিষ্ঠ কহেন যে ‘অযজ্ঞিয় তৃণদ্বারা ভূমিভাগ আচ্ছাদিত করিয়া বস্ত্রাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত মস্তক হইয়া মল ও মূত্র ত্যাগ করিবে’ ॥ ১৩৪ ॥

নেক্ষেতার্কং ন লগ্নাংস্ত্রীং ন চ সংসৃষ্টমৈথুনাম্।
ন চ মূত্রং পুরীষং বা নাশুচীরাহুতারকাঃ ॥ ১৩৫ ॥

উদয় ও অস্তসময়, রাহুগ্রস্ত, জলে প্রতিবিম্বিত ও মধ্যাহ্ন-বর্ত্তি সূর্য্যের দর্শন করিবে না। মনু কহেন যে “কখনই উদয় কালীন ও অস্তগমন কালীন সূর্য্যকে দর্শন করিবে না এবং গ্রহণ প্রভৃতি উপসর্গগ্রস্ত, আকাশমণ্ডল-মধ্যগত, জলমধ্য-বর্ত্তী সূর্য্যকে দর্শন করিবে না।” উপভোগভিন্ন কালে বিবস্ত্রা স্ত্রীকে দেখিবে না। আশ্বলয়ন কহেন যে ‘মৈথুন-কাল ভিন্ন অন্য কালে লগ্না স্ত্রীকে দেখিবে না’ এবং উপভোগের পরে অলগ্না কিম্বা লগ্না স্ত্রীকে দেখিবে না ও ভোজনাদি কর্ম্ম-কারিণী স্ত্রীকে দেখিবে না।

মনু কহেন যে " স্ত্রীর সহিত ভোজন করিবে না ; ভোজন-কারিণী, ক্ষুৎ (ছিক্কা) কারিণী, জৃম্ভণকারিণী, যথাসুখে উপবিষ্টা, স্বকীয় নেত্রে অঞ্জন-দাত্রী, তৈলাদিম্রক্ষণকারিণী, অনাবৃতা ও প্রস্রাবকারিণী স্ত্রীকে মঙ্গলকামী উত্তম দ্বিজ দেখিবে না "। মূত্র ও মল দেখিবে না, অশুচি হইয়া রাহু ও তারকাগণ দর্শন করিবে না এবং জলেতে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিবে না। বচন আছে যে " জলেতে আপনার রূপ দেখিবে না " ॥১৩৫॥

অযং মে বজ্র ইত্যেবং সর্ব্বং মন্ত্রমুদীরযেৎ।
বর্ষত্যপ্রাবৃতো গচ্ছেৎ স্বপেৎ প্রত্যক্‌শিরা ন চ ॥ ১৩৬ ॥

বর্ষণ কালে (অযং মে বজ্রঃ পাপ্মানমপহন্তু) এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে ও অনাচ্ছাদিত হইয়া গমন করিবে না এবং " বর্ষণ কালে ধাবিত হইবে না " এইরূপ নিষেধ আছে।

পশ্চিমদিকে মস্তক স্থাপন করিয়া শয়ন করিবে না ও বিবস্ত্র হইয়া শয়ন করিবে না " একাকী শূন্য গৃহে শয়ন করিবে না " ইহাও মনুস্মৃতিতে আছে॥ ১৩৬ ॥

ষ্ঠীবনাসৃক্‌ শকৃন্মূত্ররেতাংস্যপ্সু ন নিক্ষিপেৎ।
পাদৌ প্রতাপযেন্নাগ্নৌ ন চৈনমভিলঙ্ঘযেৎ ॥১৩৭॥

ষ্ঠীবন (উদ্গিরণ) রক্ত, বিষ্ঠা, মূত্র ও রেত এই সকল জলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে না, পদদ্বারা জলতাড়ন করিবে না এবং তুষাদিও জলে নিক্ষেপ করিবে না। শঙ্খ কহিয়াছেন যে " তুষ, কেশ, বিষ্ঠা, ভস্ম, অস্থি, শ্লেষ্ম, নখ ও লোম এসকল জলেতে নিক্ষেপ করিবে না"।

অগ্নিতে পদদ্বয় তপ্ত করিবে না, অগ্নিকে লঙ্ঘন করিবে না, অগ্নিতে ষ্ঠীবন (উদ্গিরণ) প্রভৃতি নিক্ষেপ করিবে না এবং

অগ্নিমধ্যে ফুৎকারাদি প্রদান করিবে না। মনু কহেন যে "মুখ দ্বারা অগ্নিতে ফুৎকার দিবে না, নগ্না (বিবস্ত্রা) স্ত্রীকে দেখিবে না, অশুদ্ধ বস্তু অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে না এবং অগ্নিতে পদদ্বয় তাপিত করিবে না, খট্টাদির নিম্নপ্রদেশে অগ্নিস্থাপন করিবে না, অগ্নিকে লঙ্ঘন করিবে না ও শয়ন কালে পদতলে অগ্নি রাখিবে না ও প্রাণাবাধ (প্রাণবাধক কর্ম্ম) আচরণ করিবে না" ॥১৩৭॥

জলং পিবেন্নাঞ্জলিনা ন শয়ানং প্রবোধয়েৎ।
নাক্ষৈঃ ক্রীডেন্ন ধর্ম্মঘ্নৈর্ব্যাধিতৈর্ব্বা ন সংবিশেৎ ॥ ১৩৮ ॥

অঞ্জলি (সংযুক্ত হস্ত দ্বয়) দ্বারা জল ও অন্যান্য পেয় দ্রব্য পান করিবে না, বিদ্যাদি গুণদ্বারা আপনা হইতে অধিক মান্য ব্যক্তিকে নিদ্রা হইতে উত্থাপিত করিবে না। বিশেষ বচন আছে যে 'প্রধান ব্যক্তিকে জাগরিত করিবে না'। অক্ষাদিদ্বারা ক্রীড়া করিবে না, ধর্ম্মঘ্ন অর্থাৎ পশুলঙ্ঘনাদি কর্ম্মের দ্বারা ক্রীড়া করিবে না ও জ্বরাদি রোগদ্বারা অভিভূত ব্যক্তির সহিত একত্র শয়ন করিবে না ॥ ১৩৮ ॥

বিরুদ্ধং বর্জ্জয়েৎ কর্ম্ম প্রেতধূমং নদীতরম্।
কেশভস্মতুষাঙ্গারকপালেষু চ সংস্থিতিম্ ॥ ১৩৯ ॥

দেশ, কুলাচার ও গ্রামের বিরুদ্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে এবং শবদাহের ধূম ও বাহু দ্বারা নদীর পারগমন বর্জ্জন করিবে আর কেশ, ভস্ম, তুষ, অঙ্গার, কপাল, অস্থি, কার্পাস ও অশুদ্ধ বস্তুতে অবস্থান বর্জ্জন করিবে ॥ ১৩৯ ॥

নাচক্ষীত ধয়ন্তীং গাং নাদ্বারেণ বিশেৎ ক্বচিৎ।
ন রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্নীয়াৎ লুব্ধস্যোচ্ছাস্ত্রবর্ত্তিনঃ ॥ ১৪০ ॥

পরের দুগ্ধাদি পানকারি গোকে নিবর্ত্ত করিবে না ও

পরকে সে কথাও বলিবে না। দ্বার ভিন্ন অন্য স্থল দিয়া কোন নগর, গ্রাম বা গৃহে প্রবেশ করিবে না। লুব্ধ (কৃপণ) ও শাস্ত্র অতিক্রমকারী রাজার নিকট হইতে দান গ্রহণ করিবে না ॥ ১৪০ ॥

প্রতিগ্রহে সূনিচক্রিধ্বজিবেশ্যানরাধিপাঃ।
দুষ্টা দশগুণং পূর্ব্বাৎ পূর্ব্বাদেতে যথাক্রমম্ ॥ ১৪১ ॥

সূনী (প্রাণিহিংসা নিরতব্যক্তি) চক্রী (তৈলিক জাতি) ধ্বজী (সুরাবিক্রয়ী) বেশ্যা (অর্থদান দ্বারা উপভোগ্যা স্ত্রী) ও অনন্তরোক্ত লক্ষণ সম্পন্ন নরাধিপ এই সকল ব্যক্তির নিকট হইতে দান গ্রহণ করিবে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কথিত ব্যক্তি অপেক্ষা পর পর কথিত ব্যক্তির নিকটে প্রতি-গ্রহে ক্রমে ক্রমে দশ দশ গুণ অধিক দোষ যুক্ত হয় অর্থাৎ প্রাণিহিংসাতে নিরত ব্যক্তির নিকট হইতে দান গ্রহণ করিলে যে দোষ হইয়া থাকে, তৈলিকের স্থানে দান গ্রহণ করিলে তদপেক্ষা দশগুণ অধিক দোষ হয়। তৈলিকের নিকট দানগ্রহণ করিলে যে পরিমাণ দোষ হইয়া থাকে, সুরা বিক্রয়ীর স্থানে দান প্রতিগ্রহ করিলে তদপেক্ষা দশগুণ অধিক দোষ হয়। সুরাবিক্রয়ীর স্থানে দান প্রতিগ্রহ করিলে যেরূপ দোষ হইয়া থাকে, বেশ্যার স্থানে দান গ্রহণ করিলে তদপেক্ষা দশ-গুণ অধিক দোষ হয়। বেশ্যার স্থানে দান গ্রহণ করিলে যে রূপ দোষ হইয়া থাকে অনন্তরোক্ত নরাধিপের স্থানে দান গ্রহণ করিলে তদপেক্ষা দশগুণ অধিক দোষ হয় ॥ ১৪১ ॥

অধ্যয়ন ধর্ম্ম কহিতেছেন, —

অধ্যাযানামুপাকর্ম্ম শ্রাবণ্যাং শ্রবণেন বা।

হস্তেনৌষধিভাবে বা পঞ্চম্যাং শ্রাবণস্য তু॥ ১৪২॥

ওষধি (ফল পক্ক হইলে নাশ্য বৃক্ষাদি) সকলের উৎপত্তি হইলে শ্রাবণ মাসের পৌর্ণমাসীতে বা শ্রবণা নক্ষত্র যুক্ত দিনে কিম্বা হস্তা নক্ষত্র যুক্ত পঞ্চমীতে স্বকীয় কুলক্রমাগত বিধি অনুসারে বেদ সকল পাঠের উপক্রম করিবে। যদি শ্রাবণ মাসে ওষধি সকলের উৎপত্তি না হয় তবে ভাদ্রমাসে শ্রবণা-নক্ষত্রে বেদ সকল পাঠের উপক্রম করিবে।

তদনন্তর, সার্দ্ধ চারিমাস কাল বেদ সকল পাঠ করিবে। মনু কহেন যে "শ্রাবণী পূর্ণিমাতে বা ভাদ্রী পূর্ণিমাতে বিধি পূর্ব্বক বেদপাঠের উপক্রম করিয়া মনোযোগ পূর্ব্বক সার্দ্ধ-চারিমাসে বেদ সকল পাঠ করিবে"॥ ১৪২॥

পৌষমাসস্য রোহিণ্যামষ্টকাযামথাপি বা।

জলান্তে ছন্দসাং কুর্য্যাদুৎসর্গং বিধিবদ্বহিঃ॥ ১৪৩॥

পৌষমাসের রোহিণী নক্ষত্রে বা অষ্টকাতে গ্রামের বহির্ভাগে জলের সমীপে স্বকীয় কুলক্রমাগত বিধি অনুসারে বেদ সকলের উৎসর্গ করিবে। যদি ভাদ্র মাসে বেদ পাঠের উপক্রম করে, তবে মাঘ মাসের শুক্ল প্রতিপৎ তিথিতে বেদ সকলের উৎসর্গ করিবে। মনু কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে যে "পণ্ডিত ব্যক্তি পৌষ মাসে বহির্ভাগে বেদ সকলের উৎসর্গ করিবে বা, মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের প্রথম তিথি প্রাপ্ত হইলে পূর্ব্বাহ্ন কালে বেদ সকলের উৎসর্গ করিবে।" তদনন্তর, আগামি ও বর্ত্তমান দিন যুক্ত রাত্রি ভাগ বা একদিন রাত্র কাল বিশ্রাম করিয়া শুক্লপক্ষে বেদ সকল ও কৃষ্ণ পক্ষে বেদাঙ্গসকল

পাঠ করিবে। মনু কহেন যে “ বহিঃ প্রদেশে যথাশাস্ত্র মতে বেদ সকলের উৎসর্গ করিয়া পক্ষিণী রাত্রি (বর্ত্তমান ও আগামি দিন সহ রাত্রিকাল) বিশ্রাম করিবে কিম্বা এক দিন রাত্রি কাল বিশ্রাম করিবে, অতঃপর শুক্লপক্ষে নিয়ত বেদ সকল পাঠ করিবে ও কৃষ্ণপক্ষে বেদাঙ্গ সকল পাঠ করিবে” ॥ ১৪৩ ॥

অনধ্যায় কহিতেছেন, —

ত্র্যহং প্রেতেষ্বনধ্যায়ঃ শিষ্যর্ত্বিগ্‌গুরুবন্ধুষু।
উপাকর্ম্মণি চোৎসর্গে স্বশাখাশ্রোত্রিয়ে তথা॥ ১৪৪ ॥

উক্তরীতি ক্রমে বেদ পাঠকারী ব্যক্তির শিষ্য, ঋত্বিক্ (পুরোহিত) গুরু ও বন্ধু মরিলে পর তিন দিন অধ্যয়ন করিবে না। বেদের উপক্রম কর্ম্ম ও উৎসর্গ কর্ম্ম করিলে তিন দিন রাত্রি বেদ পাঠ করিবে না ; কিন্তু উৎসর্গ কর্ম্ম পক্ষে মনু কথিত আগামি ও বর্ত্তমান দিন যুক্ত রাত্রি এবং একদিন-রাত্রি কালের সহিত এই তিন দিন রাত্রির বিকল্পতা মতান্তর জানিতে হইবে। স্বশাখা পাঠ শীল ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তিন দিনরাত্র কাল অনধ্যায় জানিবে ॥ ১৪৪ ॥

সন্ধ্যাগর্জ্জিতনির্ঘাতভূকম্পোল্কানিপাতনে।
সমাপ্য বেদং দ্যুনিশমারণ্যকমধীত্য চ ॥ ১৪৫ ॥

সন্ধ্যাকালে মেঘধ্বনিতে, আকাশে উৎপাতঘটিত শব্দে, ভূমি কম্পে, উল্কাপাতে ও বেদের সমাপ্তিতে অর্থাৎ মন্ত্রাত্মক ও মন্ত্রেতর বেদ পাঠ সমাপ্তি হইলে এবং আরণ্যক পাঠে এক দিনরাত্র মাত্র অনধ্যায় জানিবে॥ ১৪৫ ॥

পঞ্চদশ্যাং চতুর্দ্দশ্যামষ্টম্যাং রাহুসূতকে।
ঋতুসন্ধিষু ভুক্ত্বা বা শ্রাদ্ধিকং প্রতিগৃহ্য চ ॥ ১৪৬ ॥

অমাবস্যা, পূর্ণিমা, চতুর্দশী ও অষ্টমীতে এবং রাহুসূতকে অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণে এক দিনরাত্র মাত্র বেদ পাঠ করিবে না, রাজার জনন মরণে ও চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণ গ্রস্তাস্ত হইলে তিন দিন রাত্র অনধ্যায় জানিবে।

ঋতু সন্ধিকালে অর্থাৎ প্রতিপদ্ তিথিতে ও একোদ্দিষ্ট ভিন্ন শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ভোজনে এবং প্রতিগ্রহণে এক দিবা-রাত্র মাত্র অনধ্যায় জানিবে। স্মৃতি আছে যে " বিদ্বান্ দ্বিজ একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের কেতন অর্থাৎ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তিন দিন রাত্র কাল বেদপাঠ করিবে না " ॥ ১৪৬ ॥

পশুমণ্ডূকনকুলশ্বাহিমার্জ্জারমূষকৈঃ।
কৃতেঽন্তরে ত্বহোরাত্রং শক্রপাতে তথোচ্ছ্রয়ে ॥১৪৭॥

বেদ পাঠকারী ব্যক্তি বর্গের মধ্য দিয়া পশু, ভেক, নকুল, কুক্কুর, সর্প, বিড়াল ও মূষিক গমন করিলে ও শক্রধ্বজ নিপা-তন দিবসে ও উত্থাপন দিনে এক দিন রাত্র মাত্র অনধ্যায় হইবে। ১৪৫ শ্লোকে সন্ধ্যা কালে মেঘের ধ্বনিতে, নির্ঘাত-শব্দে, ভূমি কম্পে উল্কাপাতে আকালিক অনধ্যায় জানিবে। গৌতম স্মৃতিতে আছে যে ' আকালিক নির্ঘাত, ভূকম্প, রাহু-দর্শন ও উল্কাপাত যে নিমিত্ত অনধ্যায় হইবে, সেই নিমিত্ত কাল অবধি পরদিনের সেই কাল পর্য্যন্ত অকাল অর্থাৎ অনধ্যায় বিবেচনা করিতে হইবে। ইহাতে প্রাতঃ-সন্ধ্যা কালে মেঘ গর্জ্জনে সেই কাল অবধি এক দিন রাত্র অনধ্যায় জানিবে। সায়ং সন্ধ্যা কালে মেঘ গর্জ্জন হইলে রাত্রি কাল মাত্র অনধ্যায় জানিবে। হারীতের স্মৃতিতে আছে যে ' সাযং সন্ধ্যা কালে মেঘ ধ্বনিতে রাত্রি কাল ও প্রাতঃ সন্ধ্যা কালে মেঘ গর্জ্জনে দিন রাত্র মাত্র অনধ্যায়

হইবে’। প্রথম অধ্যয়ন পক্ষে, গৌতম কহেন যে “কুক্কুর, নকুল, সর্প, ভেক ও বিড়াল ইহারা মধ্য দিয়া গমন করিলে তিন দিন উপবাস ও অন্যত্র বাস করিতে হইবে” ॥ ১৪৭ ॥

শ্বক্রোষ্টুগর্দ্দভোলূকসামবাণার্ত্তনিস্বনে।
অমেধ্যশবশূদ্রান্ত্যশ্মশানপতিতান্তিকে ॥ ১৪৮ ॥

কুক্কুর, শৃগাল, গর্দ্দভ, পেচক, সাম বেদ পাঠ, বাণ (বংশ) ও দুঃখিত এই সকলের শব্দ যতক্ষণ হইবে ততক্ষণ অনধ্যায় জানিবে। বীণা প্রভৃতির ধ্বনিতেও এই রূপ জানিবে, গৌতমের বচন আছে যে ‘বেণু, বীণা, ভেরী, মৃদঙ্গ, শকট ও পীড়িত এই সকলের শব্দেতে অনধ্যায় জানিবে।’

অপবিত্র বস্তু, শব, শূদ্র, অন্ত্যজ, শ্মশান ও পতিত এই সকল যাবৎ কাল নিকটে থাকিবে, তাবৎ কাল অনধ্যায় জানিবে ॥ ১৪৮ ॥

দেশেঽশুচাবাত্মনি চ বিদ্যুৎস্তনিতসংপ্লবে।
ভুক্ত্বার্দ্রপাণিরম্ভোঽন্তরর্দ্ধরাত্রেঽতিমারুতে ॥ ১৪৯ ॥

অপবিত্র স্থানে, অপবিত্র শরীরে, বারম্বার বিদ্যুৎপ্রকাশে, বারম্বার মেঘ গর্জ্জনে, তাৎকালিক অনধ্যায় জানিবে। ভোজন করিয়া জলসিক্তহস্ত ব্যক্তি অধ্যয়ন করিবে না। জলের মধ্যে, অর্দ্ধরাত্রে (রাত্রির মধ্যম প্রহর দ্বয় রূপ মহানিশাতে) ও দিবসেও প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইলে তাবৎ কাল অধ্যয়ন করিবে না ॥ ১৪৯ ॥

পাংশুপ্রবর্ষে দিগ্দাহে সন্ধ্যানীহারভীতিষু।
ধাবতঃ পূতিগন্ধে চ শিষ্টে চ গৃহমাগতে ॥ ১৫০ ॥

উৎপাত সূচক ধূলি বর্ষণে, দিগ্দাহে (যেখানে দিক্ সকল জ্বলিতের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে) প্রাতঃ সন্ধ্যা কালে ও

সায়ং সন্ধ্যা কালে, নীহারে (ধূমের ন্যায় শিশির পাতে) এবং চৌর ও রাজাদি কর্ত্তৃক কৃত ভয়কালে অনধ্যায় জানিবে। সত্বর গমনকারি ব্যক্তির অনধ্যায় জানিবে। অপবিত্র বস্তু ও মদ্যাদির দুর্গন্ধ প্রকাশে, শ্রোত্রিয়াদি শিষ্ট ব্যক্তি গৃহে আগমন করিলে তাঁহার অনুমতি পর্য্যন্ত তাৎকালিক অনধ্যায় জানিবে ॥ ১৫০ ॥

খরোষ্ট্রযানহস্ত্যশ্বনৌবৃক্ষেরিণরোহণে।
সপ্তত্রিংশদনধ্যাযানেতাংস্তাৎকালিকান্বিদুঃ ॥ ১৫১ ॥

গর্দ্দভ উষ্ট্র রথপ্রভৃতি যান, হস্তী, ঘোটক, নৌকা, বৃক্ষ, ঈরিণ (ঊষর ও মরুভূমি) এই সকলের প্রত্যেকের আরোহণে তাৎকালিক অনধ্যায় জানিবে। কুক্কুর, শৃগাল, গর্দ্দভ, ইত্যাদি ১৪৮ শ্লোকাদিতে কথিত এই সপ্তত্রিংশ (৩৭) প্রকার তাৎকালিক অনধ্যায় জানিবে।

মনু কহেন যে ‘ শয়নকারী ব্যক্তি, আসনের উপরি ভাগে পদতল দ্বয় স্থাপন-পূর্ব্বক উপবিষ্ট ব্যক্তি, আবসক্থিক (বস্ত্রাদিদ্বারা পৃষ্ঠ জানু ও জঙ্ঘা দ্বয় দৃঢ়রূপ বন্ধন পূর্ব্বক উপবিষ্ট ব্যক্তি) অধ্যয়ন করিবে না। আমিষ ভোজন করিয়া ও সূতকীর অন্নাদি ভোজন করিয়া অধ্যয়ন করিবে না ইত্যাদি জানিবে ॥ ১৫১ ॥

অনধ্যায় কহিয়া এক্ষণে প্রকৃত স্নাতক ব্রত সকল কহিতেছেন, ——

দেবর্ত্বিক্ স্নাতকাচার্য্যরাজ্ঞাং ছাযাং পরস্ত্রিযাঃ।
নাক্রামেদ্রক্তবিণ্মূত্রষ্ঠীবনোদ্বর্ত্তনাদি চ ॥ ১৫২ ॥

দেবতা, ঋত্বিক্, স্নাতকব্রতকারী ব্যক্তি, আচার্য্য, রাজা, ও পরস্ত্রী এই সকলের ছায়া বুদ্ধি পূর্ব্বক আক্রমণ করিবে না

মনু কহেন যে " দেবতার, গুরুর, রাজার, স্নাতকের, আচার্য্যের, নকুলের ন্যায় বর্ণসম্পন্ন যে কোন গোর বা অন্যের ও অবভৃত স্নানের পূর্ব্ব যজ্ঞদীক্ষিত ব্যক্তির ছায়া ইচ্ছা পূর্ব্বক আক্রমণ (স্পর্শ ও লঙ্ঘন) করিবে না। রক্ত, বিষ্ঠা, মূত্র, ষ্ঠীবন (শ্লেষ্মাদি), উদ্বর্ত্তন (শরীর মার্জ্জন ও বিলেপন বস্তু) ও স্নানোদকাদি ইচ্ছা পূর্ব্বক আক্রমণ করিবে না। উদ্বর্ত্তন মল (ম্রক্ষিত দ্রব্যের মল), স্নান জল, বিষ্ঠা, মূত্র, রক্ত, শ্লেষ্মা, চর্ব্বিত বস্তু ও বমন এই সকল ইচ্ছা পূর্ব্বক চরণাদি দ্বারা স্পর্শ করিবে না " ॥ ১৫২ ॥

বিপ্রাহিক্ষত্রিয়াত্মানো নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন।

আমৃত্যোঃ শ্রিয়মাকাঙ্ক্ষেন্ন কঞ্চিন্মর্ম্মণি স্পৃশেৎ॥ ১৫৩ ॥

বহুশ্রুত ব্রাহ্মণ, সর্প, নরপতি ইহাদিগের কখনই অবমাননা করিবে না। আপনার আত্মাকেও আপনি অবমানিত করিবে না। যাবৎ কাল জীবন থাকিবে তাবৎ কাল শ্রী ইচ্ছা করিবে। কাহারও মর্ম্মভেদকর দুষ্কর্ম্ম প্রকাশ করিবে না ॥ ১৫৩ ॥

দূরাদুচ্ছিষ্টবিণ্মূত্রপাদাম্ভাংসি সমুৎসৃজেৎ।

শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং সম্যক্ নিত্যমাচারমাচরেৎ ॥ ১৫৪ ॥

ভোজনের অবশিষ্ট (উচ্ছিষ্ট), বিষ্ঠা, মূত্র ও পদ প্রক্ষালন জল, গৃহ হইতে দূরে ত্যাগ করিবে। বেদশাস্ত্রোক্ত ও স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত আচার সম্যক্ প্রকারে নিত্য নিত্য অনুষ্ঠান করিবে ॥ ১৫৪ ॥

গোব্রাহ্মণানলান্নানি নোচ্ছিষ্টো ন পদা স্পৃশেৎ।

ন নিন্দাতাড়নে কুর্য্যাৎ পুত্রং শিষ্যঞ্চ তাড়য়েৎ ॥ ১৫৫ ॥

অশুচি ব্যক্তি গো, ব্রাহ্মণ, অগ্নি ও অন্ন এই সকল স্পর্শ

করিবে না, বিশেষত উচ্ছিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তি পক্ক অন্ন স্পর্শ করিবে না, উচ্ছিষ্ট বা অনুচ্ছিষ্ট হউক কখনই ঐ সকল পদ দ্বারা স্পর্শ করিবে না। যদি অনবধান প্রযুক্ত উক্ত " গো প্রভৃতি স্পর্শ করে, তবে আচমনের উত্তর কালে অশুচি-ব্যক্তি এই সকল স্পর্শ করিয়া জল দ্বারা প্রাণাদি আচমন করিবে ও অন্য সকল গাত্র উপস্পর্শ করিবে এবং হস্ততল দ্বারা নাভি দেশ স্পর্শ করিবে।" এইরূপ মনু কথিত কার্য্য করিতে হইবে। অপকারকারি ভিন্ন কাহারও নিন্দা ও তাড়ন (পীড়ন) করিবে না। অযুধ্যমান কোন ব্রাহ্মণের রক্ত পাত করিয়া সেই কারণে অপ্রাজ্ঞতা প্রযুক্ত মনুষ্য পর-লোকে সুমহৎ দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

শিক্ষার নিমিত্তেই পুত্র, শিষ্য ও দাসাদিকে মস্তকভিন্ন অন্য স্থানে রজ্জুপ্রভৃতি দ্বারা তাড়ন করিবে। গৌতম কহেন যে " বাক্যাদি দ্বারা শিষ্যকে শাসন করিতে অশক্ত হইলে সূক্ষ্ম রজ্জু ও বংশের বিদল (চীর) দ্বারা এমতে তাড়ন করিবে যাহাতে তাহার বধ না হয়, অন্য লগুড়াদি দ্বারা শিষ্যকে আঘাত করিলে রাজা তাহার শাসন করিবেন"। মনুর বচন আছে যে ' শিষ্যের শরীরের পৃষ্ঠদেশে তাড়না করিবে কোন প্রকারে মস্তকে তাড়ন করিবে না '॥ ১৫৫ ॥

কর্ম্মণা মনসা বাচা যত্নাদ্ধর্ম্মং সমাচরেৎ।
অস্বর্গ্যং লোকবিদ্বিষ্টং ধর্ম্মমপ্যাচরেন্ন তু॥ ১৫৬॥

শরীরের দ্বারা শক্তি অনুসারে ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে, মনের দ্বারা ধর্ম্মচিন্তা করিবে ও বাক্যের দ্বারা ধর্ম্ম ব্যক্ত করিবে।

শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্মও যদ্যপি লোক নিন্দিত হয় তথাপি মধুপর্কে গো-বধাদির ন্যায় তাহা আচরণ করিবে না; যেহেতু

তাহাতে স্বর্গ হয না, অর্থাৎ অগ্নিষ্টোমীয় আচরণের ন্যায় স্বর্গ সাধন হয় না ॥ ১৫৬ ॥

মাতৃপিত্রতিথিভ্রাতৃজামিসংবন্ধিমাতুলৈঃ।
বৃদ্ধবালাতুরাচার্য্যবৈদ্যসংশ্রিতবান্ধবৈঃ ॥ ১৫৭ ॥
ঋত্বিক্ পুরোহিতাপত্যভার্য্যাদাসসনাভিভিঃ।
বিবাদং বর্জ্জয়িত্বা তু সর্ব্বান্ লোকান্ জয়েদ্গৃহী ॥ ১৫৮ ॥

জননী, জনক, অতিথি (পথগামী) সোদর ভ্রাতা ও ভিন্নোদর ভ্রাতা, পতিবিদ্যমানা স্ত্রী, বিবাহসম্বন্ধে সম্বন্ধী, মাতুল, সপ্ততি বর্ষের ঊর্দ্ধবয়ঃক্রম বিশিষ্ট বৃদ্ধ, ষোড়শ বর্ষের ন্যূন বয়ঃক্রম বিশিষ্ট বালক, রোগযুক্ত, উপনয়নকারী, বিদ্বান্, চিকিৎসক, আশ্রিত, পিতৃপক্ষীয় বান্ধব, মাতৃপক্ষীয় বান্ধব, যাজক, শান্তি প্রভৃতি কর্ত্তা, পুত্রাদি, সহধর্ম্মচারিণী স্ত্রী, কর্ম্মকর এবং সনাভি (সোদর ও বিধবা ভগিনী), এই সকলের সহিত বাক্ কলহ পরিত্যাগ করিলে ব্রাহ্ম্য প্রভৃতি লোক প্রাপ্ত হয় ॥ ১৫৭ ॥ ১৫৮ ॥

পঞ্চ পিণ্ডাননুদ্ধৃত্য ন স্নায়াৎ পরবারিষু।
স্নায়ান্নদীদেবখাতহ্রদপ্রস্রবণেষু চ ॥১৫৯॥

সর্ব্বপ্রাণীর উদ্দেশে যে জল উৎসর্গ না হইয়াছে এমত জলে পঞ্চ মৃত্তিকা পিণ্ড উদ্ধার না করিয়া স্নান করিবে না; কিন্তু আত্মীয় ব্যক্তি-কর্ত্তৃক উৎসৃষ্ট জলে ও অনুমতি দেওয়া জলে পঞ্চ পিণ্ড উদ্ধার না করিয়াও অপরে স্নান করিতে পারিবে।

স্বয়ং ও পরম্পরা সম্বন্ধে সমুদ্রগত স্রোতঃ সম্পন্ন নদীর জলে দেবনির্ম্মিত পুষ্কর প্রভৃতি দেবখাতে, জলের স্রোতের অভিঘাত দ্বারা কৃত জল সম্পন্ন মহানিম্ন প্রদেশ রূপ হ্রদে ও

পর্ব্বত প্রভৃতির উচ্চপ্রদেশ হইতে পতিত জলভাগ রূপ প্রস্র-বণে পঞ্চ পিণ্ড মৃত্তিকা উদ্ধার না করিয়াও স্নান করিবে, এই বিধি নিত্য স্নান বিষয়ে জানিবে।

নিকটে নদ্যাদির সম্ভব থাকিলে " নদী সকলে, দেবখাতে, পদ্মাকরে এবং সরোবরে, সামান্য গর্ত্তে ও উক্ত প্রস্রবণপ্রভৃ-তির জলে নিত্য স্নান করিবে। শৌচাদির নিমিত্ত যথাসম্ভব পর বারিতে পঞ্চ মৃত্তিকা পিণ্ড উদ্ধার না করাতেও সকলের নিষেধ নাই ॥ ১৫৯ ॥

পরশয্যাসনোদ্যানগৃহযানানি বর্জ্জয়েৎ।
অদত্তান্যগ্নিহীনস্য নান্নমদ্যাদনাপদি ॥ ১৬০ ॥

পরের শয্যা, পীঠ প্রভৃতি আসন, আম্রবণাদি সম্পন্ন উদ্যান, গৃহ ও রথাদি যান দান ও অনুজ্ঞা প্রদান না করিলে অপরে উপভোগ করিবে না।

অভোজ্য অন্ন কহিতেছেন। বেদোক্ত অগ্নি ও স্মৃতি-শাস্ত্রোক্ত অগ্নি রহিত শূদ্রের ও প্রতিলোম জাত অধিকার বিশিষ্ট অগ্নিরহিত ব্যক্তির অন্ন আপৎ কাল ভিন্ন অন্য কালে ভোজন ও প্রতিগ্রহ করিবে না। গৌতমের বচন আছে যে "সেইহেতু ব্রাহ্মণ স্বকর্ম্ম দ্বারা শুদ্ধজাতিগণের ও প্রশস্তগণের অন্ন ভোজন ও প্রতিগ্রহ করিবে" ॥ ১৬০ ॥

কদর্য্যবদ্ধচৌরাণাং ক্লীবরঙ্গাবতারিণাম্।
বৈণাভিশস্তবার্দ্ধুষ্যগণিকাগণদীক্ষিণাম্ ॥ ১৬১ ॥

ধর্ম্ম কার্য্য, পুত্র, স্ত্রীপ্রভৃতি, মাতা, পিতা, ভৃত্যগণ ও আপনাকেও যে ব্যক্তি লোভপ্রযুক্ত পীড়া দেয় সেই কদর্য্য, লুব্ধ ব্যক্তি, নিগড়াদি দ্বারা বদ্ধ ব্যক্তি, বাক্য দ্বারা সংনি-রুদ্ধ ব্যক্তি, ব্রাহ্মণের সুবর্ণ ব্যতিরিক্ত পরধন অপহারী চৌর,

নপুংসক, নট, স্তুতিপাঠক, মল্লাদি, বেণুচ্ছেদ রূপ বৃত্তি-দ্বারা উপজীবী, পতনীয় কর্ম্ম সমূহ সম্পন্ন ব্যক্তি, নিষিদ্ধ বৃদ্ধি কার্য্য দ্বারা উপজীবী ব্যক্তি, বেশ্যা ও বহুযাজক, ইহা-দিগের অন্ন ভোজন করিবে না॥ ১৬১॥

চিকিৎসকাতুরক্রুদ্ধপুংশ্চলীমত্তবিদ্বিষাম্।
ক্রূরোগ্রপতিতব্রাত্যদাম্ভিকোচ্ছিষ্টভোজিনাম্॥ ১৬২॥

চিকিৎসা বৃত্তি-দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ কারী, বাতব্যাধি-মূত্র-কৃচ্ছ্র-কুষ্ঠ-প্রমেহ-উদরী-ভগন্দর-অর্শ-গ্রহণী এই অষ্টপ্রকার মহারোগের মধ্যে কোন এক রোগ সম্পন্ন, ক্রোধ-যুক্ত, ব্যভিচারিণী, বিদ্যাদি দ্বারা গর্ব্বিত, শত্রু, অন্তর্গত অতিশয় কোপযুক্ত, বাক্য ও শরীরের দ্বারা লোকের উদ্বেগকারী, ব্রহ্মহত্যাদি পাতক প্রযুক্ত পতিত, যাহার সাবিত্রী পতিত হইয়াছে, দম্ভযুক্ত ও পরের উচ্ছিষ্ট ভোজী, এই সকল ব্যক্তির অন্ন ভোজন করিবে না॥ ১৬২॥

অবীরাস্ত্রীস্বর্ণকারস্ত্রীজিতগ্রামযাজিনাম্।
শস্ত্রবিক্রয়কর্ম্মারতন্তুবায়শ্ববৃত্তিনাম্॥ ১৬৩॥

ব্যভিচার ব্যতিরেকে যে স্ত্রী স্বতন্ত্রা থাকে সেই অবীরা, কেহ বা পতিপুত্র হীনাকে অবীরা বলে (পতি পুত্র বিহীনা স্ত্রী লোক ব্যভিচার দোষ যুক্ত হউক বা না হউক) তাহার, স্বর্ণ-কার, সর্ব্বকালে স্ত্রী লোকের বশবর্ত্তী, গ্রামের শান্তি প্রভৃতি কর্ত্তা অথবা অনেক ব্যক্তির উপনয়ন কর্ত্তা, শস্ত্রবিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ কারী, লোহকার ও তক্ষাদি অর্থাৎ সূত্র-ধর, তন্তুবায় অর্থাৎ সূচীশিল্পের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ কারী ও কুক্কুরের দ্বারা যাহার জীবিকা নির্ব্বাহ হয় তাহাদিগের অন্ন ভোজন করিবে না॥ ১৬৩॥

নৃশংসরাজরজককৃতঘ্নবধজীবিনাম্।
চৈলধাবসুরাজীবসহোপপতিবেশ্মনাম্ ॥]১৬৪ ॥
পিশুনানৃতিনোশ্চৈব তথা চাক্রিকবন্দিনাম্।
এষামন্নং ন ভোক্তব্যং সোমবিক্রয়িণস্তথা ॥ ১৬৫ ॥

নির্দ্দয় ব্যক্তি, ভূপতি, রাজপুরোহিত, শঙ্খের মতে ' ভীত, অবগীত, রুদিত, আক্রন্দিত, অবঘুষ্ট, ক্ষুধিত, পরিভুক্ত, বিস্মিত, উন্মত্ত, অবধুত, রাজ-পুরোহিত, ইহাদিগের অন্ন বর্জ্জন করিবে।'

বস্ত্রাদির নীলত্বাদি রাগকারক, উপকারকের হন্তা, প্রাণিগণের বধ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ কর্ত্তা, বস্ত্রধৌত কারক, মদ্য বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ কারী, স্ত্রীর উপপতির সহিত যে ব্যক্তি গৃহে বাস করিয়া থাকে, পরের দোষ কথনশীল, মিথ্যাবাদী, চাক্রিক, (তৈল প্রস্তুত কার ও কাহারও মতে শকট বৃত্তিজীবী), স্তাবক ও সোমলতা বিক্রয়কারী, ইহাদিগের অন্ন ভোজন করিবে না। কদর্য্য প্রভৃতি এই সকল দ্বিজ জাতিই জানিতে হইবে অর্থাৎ কদর্য্যত্বাদি দোষযুক্ত দ্বিজের অন্ন ভোজন করিবে না; কেননা ইতর জাতির অন্ন ভোজনের প্রাপ্তি নাই, ফলত যাহার প্রাপ্তি আছে তাহারই নিষেধ হইতে পারে ॥ ১৬৪ ॥ ১৬৫ ॥

আপৎ কাল ভিন্নকালে অগ্নিহীনের অন্ন ভোজন করিবে না, ইহাতে শূদ্রের অন্ন ভোজনীয় নহে, ইহা উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে কোন্ কোন্ শূদ্রের অন্ন ভোজন করিতে পারিবে, তাহা কহিতেছেন, ——

শূদ্রেষু দাসগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
ভোজ্যান্না নাপিতশ্চৈব যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ ॥ ১৬৬ ॥

গর্ভদাস প্রভৃতিদাস, যে ব্যক্তি বহুতর গোর প্রতিপালন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, পিতৃপিতামহাদি ক্রমাগত কুলের মিত্র, লাঙ্গল-কার্য্য-দ্বারা কৃষি জাত ফলের ভাগ গ্রহণ কর্ত্তা, নাপিত, গৃহব্যাপার কারয়িতা অর্থাৎ ভাণ্ডারী ও ক্ষৌরকার এবং যে ব্যক্তি বাক্য, মন, শরীর ও কর্ম্মদ্বারা আপনাকে " আমি তোমার " এই রূপে নিবেদন করে, শূদ্রের মধ্যে এই দাস প্রভৃতির অন্ন ভোজন করিতে পারিবে এবং কুম্ভকারেরও অন্ন ভোজন করিতে পারিবে বচন আছে যে "গোপ, নাপিত, কুম্ভকার, কুলমৈত্র, অর্দ্ধফলভাগ গ্রহণ কর্ত্তা ও যে আত্মাকে নিবেদন করে ইহাদিগের অন্ন ভোজন করিতে পারা যায় " ॥ ১৬৬ ॥

স্নাতক প্রকরণ সমাপ্ত হইল ॥ ৬ ॥

দ্বিজাতি ধর্ম্ম প্রকরণ আরম্ভ ॥৭॥

দ্বিজগণের ধর্ম্ম প্রকরণ কহিতেছেন ——

অনর্চ্চিতং বৃথামাংসং কেশকীটসমন্বিতম্।
শুক্তং পর্য্যুষিতোচ্ছিষ্টং শ্বস্পৃষ্টং পতিতেক্ষিতম্ ॥ ১৬৭ ॥
উদক্যা স্পৃষ্টসংঘুষ্টং পর্য্যায়ান্নঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
গোঘ্রাতং শকুনোচ্ছিষ্টং পদা স্পৃষ্টঞ্চ কামতঃ ॥ ১৬৮ ॥

পূজনীয় ব্যক্তিকে অবজ্ঞা-পূর্ব্বক যাহা দত্ত হয় তাহা অনর্চ্চিত, বৃথামাংস (পরে বক্তব্য প্রাণবিনাশাদি ভিন্ন ও দেবাদিকে নিবেদনের অবশিষ্ট যাহা না হয় এবং কেবল আপনার নিমিত্তই যাহা সাধিত হয়), কেশ ও কীটাদি সংযুক্ত, শুক্ত (যাহা স্বাভাবিক অম্লরস বিশিষ্ট নহে কেবল কাল পরিবাসের দ্বারা অর্থাৎ কাল বিলম্বে অম্ল রস ধারণ করে ও দধি-

প্রভৃতি ভিন্ন অন্য দ্রব্যের সংযোগে যাহা অম্লরস বিশিষ্ট হয়) সেই সকল ত্যাগ করিবে।

শঙ্খের বচনে আছে যে "পাপী ব্যক্তির অন্ন, দুইবার পক্ক ও শুক্ত, পর্য্যুষিত রাত্র্যন্তরিত অর্থাৎ রাত্রি বাসিত বস্তু ভোজন করিবে না, রাগ খাড়ব † চুক্র, দধি, গুড়, গোধুম, যব, পিষ্ট বিকার হইতে যাহা অন্যরূপ পর্য্যুষিত হয়, তাহা ভোজনীয়"।

উচ্ছিষ্ট, কুক্কুর কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট, পতিত প্রভৃতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট, রজস্বলা স্ত্রীকর্ত্তৃক স্পৃষ্ট এবং চাণ্ডালাদি স্পৃষ্ট, শঙ্খ স্মৃতিতে আছে যে " অপবিত্র, পতিত, চাণ্ডাল, পুক্কস (চাণ্ডালবিশেষ) রজস্বলা, কুনখি ও কুষ্ঠি কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট অন্ন ত্যাগ করিবে।"

সংঘুষ্টান্ন (কে ভোজন করিবে এই ঘোষণা করিয়া যে অন্ন দত্ত হয় তাহা) পর্য্যায়ান্ন (অন্য ব্যক্তির সম্বন্ধীয় অন্ন অন্য ব্যক্তির ব্যপদেশে [ছলেতে] যাহা দত্ত হয়) তাহা, যেমন শূদ্র ব্রাহ্মণান্ন দেয় ও ব্রাহ্মণ শূদ্রান্ন দেয় ঐ উভয়েই অভো-

†পুস্তকান্তরে রাজ খাড়ব পাঠ। যাহা কফ নাশক, অগ্নিবৃদ্ধি কারক রুচিজনক, অশুদ্ধেরও দোষ হারক, উত্তম পথ্য, কৃতাকৃত মুদ্গের যূষ, তাহা দাড়িম ও দ্রাক্ষা যুক্ত হইলে "রাজ খাড়ব" নামে কথিত হয়। সেই রাজ খাড়ব শুক্র বৃদ্ধিকারক, শীঘ্রপাক, দোষকারকের দোষ হারক, লঘু, পুষ্টিকারক, শুক্রকারক, প্রিয়জনক, রুচিকারক, অগ্নিদীপক, ভ্রম-নাশক, মৃত্যুনাশক, তৃষ্ণা নাশক, ছর্দ্দি নাশক, শ্রম নাশক। ঘৃতযুক্ত অপক্ব আম্র অমল খণ্ড দ্রব পক্ব ইহা মরিচ মিশ্রিত হইলে খাড়ব হয়।

খণ্ড আম্রের খাড়ব স্নিগ্ধ, মধুর, গুরু, উৎকৃষ্ট রুচিকর, বলবৃদ্ধি কারক, তুষ্টিদায়ক ও পুষ্টিদায়ক।

জ্যান্ন হয়, সেই অন্ন ভোজন করিয়া চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করিবে। পর্য্যায়ান্ন স্থলে ' পর্য্যাচান্ত ' এইরূপ পাঠ হইলে, শেষ গণ্ডুষ গ্রহণের পর আচমনের পূর্ব্বে ভোজন করিবে না। সে স্থলে " পার্শ্বাচান্ত " এই রূপ পাঠ হইলে এক পঙ্‌ক্তিতে পার্শ্ব স্থিত ব্যক্তি আচমন করিলে ভোজন করিবে না; ভস্ম ও জলাদির বিচ্ছেদ করিয়া ভোজন করিতে পারিবে। পূর্ব্বোক্ত এই সকল অন্ন ত্যাগ করিবে এবং গো-কর্ত্তৃক আঘ্রাত অন্ন, কাক প্রভৃতি শকুন কর্ত্তৃক ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন ও জ্ঞান পূর্ব্বক পদদ্বারা স্পৃষ্ট অন্ন পরিত্যাগ করিবে॥ ১৬৭॥ ১৬৮॥

পর্য্যুষিত অন্নের ভোজন বিধি কহিতেছেন,—

অন্নং পর্য্যুষিতং ভোজ্যং স্নেহাক্তং চিরসংস্থিতম্।
অস্নেহা অপি গোধূমযবগোরসবিক্রিয়াঃ॥ ১৬৯॥

ঘৃত প্রভৃতি স্নেহ দ্রব্য সংযুক্ত অন্ন (ভক্ষণীয় দ্রব্য) রাত্র্যন্তরিত বা চিরকাল সংস্থিত হইলেও ভোজনীয় হইবে।

অধিকন্তু গোধূম যব গোরস বিক্রিয়া [গোধূম নির্ম্মিত পিষ্টকাদি রূপ মণ্ডক, ভ্রষ্টযবচূর্ণ জনিত শক্তু, দুগ্ধবিকার জনিত কিলাট (ছেনা) কূর্চ্চিকা (ক্ষীরসা) প্রভৃতি ঘৃতাদি স্নেহ যুক্ত না হইয়াও বহুকাল সংস্থিত হইলে যদি বিকারান্তর প্রাপ্ত না হয়] তবে ভোজনীয় হইবে।

" পিষ্টকাদি, ভ্রষ্টযব জনিত শক্তু, দধিযুক্ত শক্তু, যাবক এবং তৈল, দুগ্ধ বিকার দ্রব্য, শাক ও শুক্তদ্রব্য পর্য্যুষিত হইলে ত্যাগ করিবে " এই রূপও বশিষ্ঠের স্মৃতিতে আছে॥ ১৬৯॥

সন্ধিন্যনির্দ্দশাবৎসাগোপয়ঃ পরিবর্জ্জয়েৎ।
ঔষ্ট্রমৈকশফং স্ত্রৈণমারণ্যকমথাবিকম্॥ ১৭০॥

যে গবী বৃষের সহিত সঙ্গতা হয়, যে গবী একবেলা অন্তরে দোহনীয়া হয়, যে গবী অন্য বৎসের সহিত সংযুক্তা হয় ও যে গবী বৎস প্রসবের সময় হইতে দশদিন অতিক্রম না করে ও যে গবীর বৎস মৃত হয় এবং অবৎসা অর্থাৎ যে গবীর দুগ্ধ আপনা হইতে নিঃসৃত হয় এবং যে গবী যমজ বৎস প্রসব করে, তাহাদিগের দুগ্ধ এবং ছাগী ও মহিষীর প্রসবের সময় হইতে দশ দিনের মধ্যে, দুগ্ধ ত্যাগ করিবে। গৌতম কহেন যে " স্যন্দিনী, যমজ প্রসবিনী ও সন্ধিনীর দুগ্ধ ত্যাগ করিবে" বশিষ্ঠ কহেন যে " গো, মহিষী ও অজার দুগ্ধ দশদিন পর্য্যন্ত ত্যাগ করিবে।"

এস্থলে দুগ্ধ নিষেধ করায় সেই সেই দুগ্ধ জনিত দধিপ্রভৃতিও ত্যাগ করিতে হইবে; যেহেতু মাংসনিষেধে মাংস বিকার জনিত দ্রব্যেরও নিষেধ যুক্তিসিদ্ধ হয়। কিন্তু বিকার নিষেধে প্রকৃত বস্তুর নিষেধ যুক্তিযুক্ত হয় না। এস্থলে দুগ্ধের নিষেধ প্রযুক্ত গোময় ও গোমূত্রের নিষেধ হয় না। উষ্ট্র জনিত দুগ্ধ ও মূত্রাদি, অশ্ব প্রভৃতি এক খুর বিশিষ্ট জন্তু জনিত দুগ্ধ ও মূত্রাদি ত্যাগ করিবে।

স্ত্রৈণ অর্থাৎ অজাভিন্ন সকল দ্বিস্তনী (দুইটি স্তন বিশিষ্টা) দিগের দুগ্ধ ত্যাগ করিবে। শঙ্খ কহেন যে " ছাগী ভিন্ন সকল দ্বিস্তনী দিগের দুগ্ধ ভোজ্য নহে "।

মহিষী ভিন্ন অরণ্য উদ্ভব-সকল জন্তুর দুগ্ধ ত্যাগ করিতে হইবে। বচন আছে যে " অরণ্য জাত সকল মৃগজাতির দুগ্ধ ত্যাগ করিবে, কিন্তু মহিষীর দুগ্ধ ত্যাগ করিবে না।" মেষ জাতি জাত দুগ্ধ ত্যাগ করিবে। ঔষ্ট্র ইত্যাদি বিকার প্রত্যয় দেওয়াতে উষ্ট্রাদি জনিত দুগ্ধ ও মূত্রাদির সর্ব্বদাই নিষেধ

জানিবে। গৌতম কহেন যে “ মেষ জাতি জাত, উষ্ট্রজাতি জাত ও একখুরবিশিষ্ট জন্তু জাত দুগ্ধাদি কখনই পান করিবে না ॥ ১৭০ ॥

দেবতার্থং হবিঃ শিগ্রুং লোহিতান্ ব্রশ্চনাংস্তথা।
অনুপাকৃতমাংসানি বিড্জানি কবকানি চ ॥ ১৭১ ॥

দেবতার উদ্দেশে বলি উপহার নিমিত্ত সাধিত হবি অর্থাৎ হোমের অগ্রে হোমের জন্য সাধিত দ্রব্য, শোভাঞ্জন (শজিনা) লোহিত(বৃক্ষের নির্য্যাস ও রস অর্থাৎ আঠা) ব্রশ্চন অর্থাৎ বৃক্ষনির্যাস ভিন্ন বৃক্ষচ্ছেদন জাত বস্তু, লোহিত না হইলেও ত্যাগ করিবে। মনু কহেন যে “ লোহিত বৃক্ষনির্যাস ও ব্রশ্চন প্রভব দ্রব্য ত্যাগ করিবে।”

এস্থলে লোহিত শব্দের গ্রহণ থাকায় হিঙ্গু ও কর্পূরাদির নিষেধ নাই।

যজ্ঞে অহুত পশুর মাংস, বিড়্জ (মনুষ্যাদির ভক্ষিত বীজ ও বিষ্ঠা হইতে উৎপন্ন বস্তু ও বিষ্ঠাস্থানে উৎপন্ন বস্তু অর্থাৎ তণ্ডুলীয়ক প্রভৃতি শাক) ও কবক (ছত্রাক অর্থাৎ ছাতু) ত্যাগ করিবে ॥ ১৭১ ॥

ক্রব্যাদপক্ষিদাত্যূহশুকপ্রতুদটিট্টিভান্।
সারসৈকশফান্ হংসান্ সর্ব্বাংশ্চ গ্রামবাসিনঃ ॥ ১৭২ ॥

অপক্কমাংস ভক্ষণশীল গৃধ্রপ্রভৃতি পক্ষিগণ, দাত্যূহ (চাতক) শুক (কীর) নখদ্বারা খণ্ড করিয়া ভক্ষণশীল শ্যেন প্রভৃতি প্রতুদগণ, টিট্টিভ (তৎশব্দানুকারী অর্থাৎ নামের তুল্য-শব্দ-কারী) সারস (লক্ষ্মণ) একশফ (একখুর বিশিষ্ট অশ্বাদি জন্তু) হংস, গ্রামবাসী (পারাবত প্রভৃতি পক্ষী) এই সকল ত্যাগ করিবে ॥ ১৭২ ॥

কোযষ্টিপ্লবচক্রাহ্ববলাকবকবিষ্কিরান্।
বৃথাকৃশরসংযাবপায়সাপূপশষ্কুলীঃ॥ ১৭৩॥

কোযষ্টিক (ক্রৌঞ্চ), প্লব (জলকুক্কুট), চক্রবাক, বলাকা (ক্ষুদ্র বক শ্রেণী), বক, নখদ্বারা বিকিরণ পূর্ব্বক ভক্ষণশীল চকোরপ্রভৃতি ত্যাগ করিবে।

লাবক ও ময়ূরাদির ভক্ষ্যত্ব আছে। গ্রামকুক্কুটের গ্রাম বাসিত্ব প্রযুক্ত নিষেধ আছে। দেবতাদির উদ্দেশ ভিন্ন অন্য অভিপ্রায়ে সাধিত তিল-তণ্ডুল-মুদ্গা-সিদ্ধ ওদনরূপ কৃশর, ক্ষীর ও গুড়াদি কৃত উৎকারিকাখ্য সংযাব, দুগ্ধ-পক্ব-অন্ন (পায়স) স্নেহ পক্ব গোধূম-বিকার (অপূপ), শষ্কুলী (স্নেহ পক্ব গোধূম বিকার বিশেষ) এই সকল ত্যাগ করিবে।

পূর্ব্বে "আপনার নিমিত্ত অন্ন পাক করিবে না" ইত্যাদি রূপ নিষেধ থাকাতে এই সকলের পুনর্ব্বার উল্লেখ হওয়ায় প্রায়শ্চিত্তের গৌরব (আধিক্য) জন্য লিখিত হইয়াছে॥১৭৩॥

কলবিঙ্কং সকাকোলং কুররং রজ্জুদালকম্।
জালপাদান্ খঞ্জরীটানজ্ঞাতাংশ্চ মৃগদ্বিজান্॥ ১৭৪॥

কলবিঙ্ক (গ্রাম চটক) ত্যাগ করিবে, পূর্ব্বে গ্রামবাসি নিষেধে গ্রাম চটকের নিষেধ থাকায় পুনর্ব্বার নিষেধ করায় বনচর ও গ্রামচর উভচর চটকের নিষেধ জানিতে হইবে।

দ্রোণকাক, কুরর (উৎক্রোশ পক্ষী), রজ্জুদালক (কাষ্ঠকুট্টক) ও জালাকার পদবিশিষ্ট পক্ষী ত্যাগ করিবে, হংসের জালাকার ও অজালাকার পদপ্রযুক্ত পৃথক্‌রূপে নিষেধ করা হইয়াছে।

খঞ্জন পক্ষী ও যাহার জাতি অজ্ঞাত এরূপ মৃগ ও পক্ষী ত্যাগ করিবে॥ ১৭৪॥

চাষাংশ্চ রক্তপাদাংশ্চ সৌনং বল্লূরমেব চ।
মৎস্যাংশ্চ কামতো জগ্ধ্বা সোপবাসস্ত্র্যহং বসেৎ ॥ ১৭৫ ॥

চাষ (স্বর্ণচাতক) রক্তপাদ (কলহংসপ্রভৃতি) সৌন (ঘাতস্থান স্থিত ভক্ষণীয় মাংস) ও শুষ্ক মাংস ও মৎস্য ত্যাগ করিবে, এইরূপ নালিকা, শণ, কুসুম্ভ প্রভৃতি ত্যাগ করিবে। " নালিকা, শণ, ছত্রাক, কুসুম্ভ, অলাবু, বিষ্ঠাস্থান ও বিষ্ঠাজাত সকল, কুম্ভীক, কন্দুক, বৃন্তাক ও কোবিদার বর্জ্জন করিবে " তেমনি অকাল জাত পুষ্প ও ফল এবং বিকার বিশিষ্ট যে কিছু বস্তু তাহাও ত্যাগ করিবে।

"বট, প্লক্ষ (পকটী ফল), অশ্বত্থ, কপিত্থ, কদম্ব, মাতুলুঙ্গ অর্থাৎ টাবা লেবু এই সকলের ফল ত্যাগ করিবে" এইরূপ স্মরণ আছে। এই সকল অর্থাৎ সন্ধিনীর দুগ্ধ প্রভৃতি জ্ঞানপূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়া ত্রিরাত্র উপবাস করিবে, অজ্ঞান পূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়া একরাত্র উপবাস করিবে ; মনু কহেন যে " শেষে একদিন উপবাস করিবে।"

যাহা শঙ্খ কহিয়াছেন " বক, বলাকা, হংস, প্লব, চক্রবাক, কারণ্ডব, গৃহচটক, কপোত, পারাবত, পাণ্ডু, শুক, সারিকা, সারস, টিট্টিভ, উলূক, কঙ্ক, রক্তপাদ, চাষ, ভাষ, বায়স, কোকিল, শার্দ্দূলক, কুক্কুট, হারীত, এই সকল ভক্ষণে দ্বাদশ রাত্র অনাহার ও গোমূত্র যাবক পান করিবে" তাহা বহুকাল অভ্যাসে ও জ্ঞানপূর্ব্বক ভক্ষণে জানিতে হইবে ॥ ১৭৫ ॥

পলাণ্ডুং বিড়্বরাহঞ্চ ছত্রাকং গ্রামকুক্কুটম্।
লশুনং গৃঞ্জনঞ্চৈব জগ্ধ্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ১৭৬ ॥

পলাণ্ডু, গ্রাম শূকর, ছত্রাক (সর্পচ্ছত্র) গ্রাম জাত কুক্কুট, লশুন, গৃঞ্জন (গাজোর) এই ছয়টি বস্তু ভোজন

করিলে পশ্চাৎ বক্তব্য লক্ষণ সম্পন্ন চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করিবে। পূর্ব্বে গ্রামকুক্কুট ও ছত্রাকের ভক্ষণে নিষেধ থাকায় এস্থানে উল্লেখ করাতে পলাণ্ডু প্রভৃতির সমান প্রায়শ্চিত্ত বোধ করিতে হইবে।

মনু কহেন যে “ ছত্রাক, গ্রামশূকর, লশুন, গ্রামকুক্কুট, পলাণ্ডু ও গৃঞ্জন জ্ঞান পূর্ব্বক ভক্ষণ করিলে সেই দ্বিজ পতিত হইবে ” ইহা বুদ্ধিপূর্ব্বক ভক্ষণে ও চিরকাল অভ্যাসে জানিতে হইবে। অজ্ঞানপূর্ব্বক এই ছয়টি ভক্ষণ করিলে কৃচ্ছ্র-শান্তপন ব্রত আচরণ করিতে হইবে, অথবা তৃতীয় অধ্যায়ে বক্তব্য যতি চান্দ্রায়ণ করিবে। অবুদ্ধিপূর্ব্বক বারম্বার ভক্ষণে শঙ্খ কহেন যে “লশুন, পলাণ্ডু, গৃঞ্জন, গ্রামশূকর, গ্রামকু-ক্কুট ও কুম্ভীক ভক্ষণে, দ্বাদশ রাত্র পয়ঃ পান করিবে” ॥১৭৬॥

ভক্ষ্যাঃ পঞ্চনখাঃ সেধাগোধাকচ্ছপশল্লকাঃ।
শশশ্চ মৎস্যেষ্বপি হি সিংহতুণ্ডকরোহিতাঃ ॥ ১৭৭ ॥
তথা পাঠীনরাজীবসশল্কাশ্চ দ্বিজাতিভিঃ ॥ ১৭৭ ॥০॥

কুক্কুর মার্জ্জার বানরাদি পঞ্চ নখবিশিষ্টের মধ্যে সেধা (শ্বাবিৎ), কৃকলাসের ন্যায় মহৎ আকার বিশিষ্টা গোধা, কচ্ছপ (কূর্ম্ম), শল্লক (শল্লকী)ও শশ এই কয়টি পঞ্চ নখবিশিষ্ট জন্তু ভক্ষ্য এবং গণ্ডকও ভক্ষ্য। গৌতম কহেন যে “পঞ্চ নখ বিশিষ্ট শশ, শল্লক, শ্বাবিৎ, গোধা, গণ্ডক ও কচ্ছপ এই কয়েকটি ভক্ষ্য।”

মনু কহেন যে “ শ্বাবিৎ, শল্লক, গোধা, গণ্ডক, কচ্ছপ ও শশ পঞ্চনখের মধ্যে এইকয়েকটি ভক্ষ্য এবং উষ্ট্র ভিন্ন এক-দিকে দন্তপঙ্ক্তি বিশিষ্ট জন্তু ভক্ষ্য।”

পুনশ্চ বশিষ্ঠ মুনি যাহা কহেন "গণ্ডকে বিবাদ আছে" ইহা অভক্ষ্যও কথিত হয়, ইহাতে শ্রাদ্ধ ভিন্ন অন্য কর্ম্মে গণ্ডকের মাংস অভক্ষ্য জানিতে হইবে। শ্রাদ্ধে ফলশ্রুতি আছে যে " গণ্ডকের মাংসের সহিত দত্ত অন্ন পিতৃকার্য্যে অক্ষয় তৃপ্তি-কারক হইবে।" মৎস্য জাতির মধ্যে সিংহতুণ্ড (সিংহমুখ) রোহিত (লোহিত বর্ণ) পাঠীন (চন্দ্রাখ্য), রাজীব (পদ্ম-বর্ণ) শুক্তির আকার শল্কের সহিত যে মৎস্যগণ বর্ত্তমান থাকে, সেই সেই মৎস্যগণ দৈবপৈত্রে নিযুক্ত হইলেই ভক্ষণীয় হইবে। মনু কহেন যে " পাঠীন, রোহিত, রাজীব, সিংহ-তুণ্ড, সকল শল্কযুক্ত মৎস্য দৈবকর্ম্মে ও পিতৃকর্ম্মে নিবেদিত হইলে ভক্ষণীয়।" এইসকল নিষেধ দ্বিজাতির পক্ষে, শূদ্রের পক্ষে নহে, পূর্ব্বোক্ত অনর্চ্চিত বৃথামাংস প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিজগণের এই ধর্ম্ম কহিলেন ॥১৭৭॥ ১৭৭॥ ০ ॥

অতঃ শৃণুধ্বং মাংসস্য বিধিং ভক্ষণবর্জ্জনে ॥ ১৭৮ ॥

হে সামশ্রবঃ প্রভৃতি মুনিগণ ! এক্ষণে প্রোক্ষিত (উৎসর্গ-করা) মাংসের ভক্ষণে ও তদ্ভিন্ন নিষিদ্ধ মাংসের ত্যাগে অর্থাৎ প্রোক্ষিতাদি ভিন্ন মাংস ভক্ষণ করিব না এইরূপ সঙ্কল্প রূপে বিধি শ্রবণ কর ॥ ১৭৮ ॥

তদ্বিষয়ে ভক্ষণে বিধি দেখাইতেছেন, ——

প্রাণাত্যয়ে তথা শ্রাদ্ধে প্রোক্ষিতং দ্বিজকাম্যয়া।
দেবান্ পিতৄন্ সমভ্যর্চ্চ্য খাদন্ মাংসং ন দোষভাক্ ॥ ১৭৯ ॥

অন্নাভাবে কিম্বা ব্যাধিদ্বারা প্রাণবিনাশের সম্ভাবনায় মাংস ভক্ষণ না করিলে প্রাণ বিনাশ হয়, সেই সময়ে নিয়ম-মতে মাংস ভোজন করিবে। " সর্ব্বপ্রকারে আত্মাকে রক্ষা করিবে " ইহাতে আত্ম রক্ষণ বিধি প্রযুক্ত ও "সেইহেতু পর-

মায়ু থাকিতে পূর্ব্বে স্বর্গকামী হইয়াও মরণ অবলম্বন করিবে না” ইহাতে মরণ নিষেধ প্রযুক্ত, সেই প্রকার অন্নাভাবে ও “ শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া নিয়ম মত মাংস ভক্ষণ করিবে ” ভক্ষণ না করিলে দোষ আছে। মনু কহেন যে ‘ যে মানব নিযুক্ত হইয়া বৈধ মাংস ভক্ষণ না করিবে সে মৃত হইয়া একবিংশতি জন্ম পশুত্ব প্রাপ্ত হইবে ” প্রোক্ষণ নামক শ্রৌত সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত পশুর যাগার্থপ্রযুক্ত অগ্নীষোমীয় প্রভৃতি হোমের অবশিষ্ট যে মাংস তাহাই প্রোক্ষিত বলা যায়, তাহা ভক্ষণ করিবে, ভক্ষণ না করিলে যাগ সম্পন্ন হয় না; অতএব তাহা ভক্ষণ করা বিধিসিদ্ধ হইতেছে।

ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবার জন্য ও যে মাংস দেবতা ও পিতৃগণের জন্য সাধিত হয় তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের অর্চ্চনা করিয়া অবশিষ্ট মাংস ভক্ষণ করিলে দোষভাগী হইবে না। সেইরূপ ভৃত্য ভরণের অবশিষ্ট মাংস ভক্ষণে দোষভাগী হইবে না। মনু স্মৃতিতে আছে যে “ যজ্ঞের নিমিত্ত ও ভৃত্যগণের বৃত্তিজন্য ব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক প্রশস্ত মৃগ ও পক্ষিগণ বধ্য হইবে সেই রূপ পূর্ব্বকালে অগস্ত্যমুনি আচরণ করিয়াছিলেন” ও ‘ দোষ-ভাগী হইবে না ’ ইহাতে দোষাভাব মাত্র বলাতে অতিথি প্রভৃতি অর্চ্চনার অবশিষ্টের অনুজ্ঞামাত্র, নতুবা, প্রোক্ষিতা-দির ন্যায় নিয়ম নহে, ইহা দর্শিত হইল।

এমনি অনিষিদ্ধ শশপ্রভৃতির (প্রাণাত্যয় ব্যতিরেকে) অভক্ষ্যত্ব জ্ঞাপন প্রযুক্ত শূদ্রেরও মাংস প্রতিবদ্ধ সকল বিধি নিষেধের অধিকার অবগতি হইতেছে ॥ ১৭৯ ॥

এক্ষণে প্রোক্ষিতাদি ভিন্ন মাংস “ বৃথামাংস ” ইহা-দ্বারা নিষিদ্ধের ভক্ষণে নিন্দার্থ বাদ কহিতেছেন,——

বসেৎ স নরকে ঘোরে দিনানি পশুরোমভিঃ।

সম্মিতানি দুরাচারো যো হন্ত্যবিধিনা পশূন্ ॥ ১৮০ ॥

দেবতাদির উদ্দেশ ভিন্ন অবিধিপূর্ব্বক যে ব্যক্তি পশুগণ হনন করে, সেই পশুর যতগুলি লোম থাকে, ততদিন সেই-ব্যক্তি ঘোর নরকে বাস করে। পশু হনন কর্ত্তা অষ্ট প্রকার। মনু কহেন যে " অনুমতি দাতা, বিশসিতা (কর্ত্তর্য্যাদি দ্বারা যে অঙ্গকে পৃথক্ পৃথক্ করে, এরূপ ছেদন কর্ত্তা) নিহন্তা (ঘাতক) ক্রয়কর্ত্তা, বিক্রয়কর্ত্তা, সংস্কারকর্ত্তা (পাচক) উপহর্ত্তা (পরিবেশক) ও খাদক (ভক্ষক) ইহারা সকলেই ঘাতক হইবে" ॥ ১৮০ ॥

এক্ষণে মাংস বর্জ্জনে ফল কহিতেছেন,——

সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি হয়মেধফলং তথা।

গৃহেঽপি নিবসন্ বিপ্রো মুনির্মাংসবিবর্জ্জনাৎ ॥ ১৮১ ॥

" প্রোক্ষিতাদি ভিন্ন মাংস আমাকর্ত্তৃক ভক্ষিতব্য হইবে না " এইরূপ সত্য সঙ্কল্প ব্যক্তি তৎ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হয়, বিশুদ্ধ আশয় প্রযুক্ত সে সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হয়।

মনু কহেন "যে ব্যক্তি কোন প্রাণীর হিংসা না করে, সে ব্যক্তি যাহা ধর্ম্মাদি ধ্যান করে এবং শ্রেয়ঃসাধন যে কর্ম্ম করে ও যে পরমার্থ ধ্যানাদি বিষয়ে রতি আবদ্ধ করে তৎ সমুদয় নির্ব্বিঘ্নে প্রাপ্ত হয় " ইহা আনুষঙ্গিক ফল কথিত হইল। প্রধান ফল কহিতেছেন যে "অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় " ইহা সাম্বৎসরিক সঙ্কল্পের ফল জানিতে হইবে। মনু কহেন যে " বর্ষে বর্ষে ক্রমে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া যে ব্যক্তি শতবর্ষ যাগ করে, আর যে ব্যক্তি মাংস ভক্ষণ

না করে তাহাদের উভয়ের পুণ্য ফল তুল্য হয়।" সেইরূপ মাংস পরিত্যাগ প্রযুক্ত ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চাতুর্ব্বর্ণিক ব্যক্তি গৃহে বাস করিলেও মুনির ন্যায় মাননীয় হইবে।

ইহা নিষিদ্ধ মাংস বিষয়ে নহে এবং প্রোক্ষিতাদি বিষয়েও নহে, তদ্ভিন্ন অতিথি প্রভৃতির অর্চ্চনার অবশিষ্টের অনুজ্ঞা বিষয়ে জানিবে॥ ১৮১ ॥

ভক্ষ্য ও অভক্ষ্য প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

দ্রব্য শুদ্ধি প্রকরণ আরম্ভ ॥ ৮ ॥

এক্ষণে দ্রব্য শুদ্ধি কহিতেছেন, ——

সৌবর্ণরাজতাব্জানামূর্দ্ধ্বপাত্রগ্রহাশ্মনাম্।
শাকরজ্জুমূলফলবাসোবিদলচর্ম্মণাম্ ॥ ১৮২ ॥
পাত্রাণাং চমসানাঞ্চ বারিণা শুদ্ধিরিষ্যতে।
চরুস্রুক্স্রুবসস্নেহপাত্রাণ্যুষ্ণেন বারিণা ॥ ১৮৩ ॥

স্বর্ণনির্ম্মিত, রৌপ্যনির্ম্মিত, মুক্তাফল, শঙ্খ, শুক্তি প্রভৃতি জল জাত পাত্র, যজ্ঞিয় উদুখল প্রভৃতি ঊর্দ্ধপাত্র, ষোড়শি প্রভৃতি গ্রহ, প্রস্তরাদি, বাস্তুক প্রভৃতি শাক, বল্বজ প্রভৃতি তৃণবিশেষ নির্ম্মিত রজ্জু, আর্দ্রক প্রভৃতি মূল, আম্রাদি ফল, বস্ত্র, বংশাদি বিদল, ছাগাদির চর্ম্ম, চর্ম্মবিকৃত ছত্র বরত্রাদি অর্থাৎ গজ বন্ধন রজ্জুপ্রভৃতি, প্রোক্ষণী প্রভৃতি পাত্র, হোতার চমসাদি, এই সকল দ্রব্য লেপ রহিত হইলে উচ্ছিষ্ট স্পর্শমাত্রে জলদ্বারা ধৌত করিলে শুদ্ধ হইবে।

চরুস্থালী, স্রুক্, স্রুব ও প্রাশিত্র হরণপ্রভৃতি সস্নেহপাত্র এই সকল লেপ রহিত হইলে উষ্ণ জল দ্বারা শুদ্ধ হয়। মনু

কহেন যে “ স্বর্ণভাণ্ড, জলজাত পাত্র, প্রস্তরময় পাত্র, রৌপ্য নির্ম্মিত পাত্র, অনুপস্কৃত (রেখারহিত) এই সকল লেপরহিত হইলে জল দ্বারাই শুদ্ধ হয়। “ তৈজস, মণিময় ও প্রস্তরময় দ্রব্য লেপযুক্ত হইলে ভস্ম, মৃত্তিকা ও জল দ্বারা শুদ্ধ হয়, বিজ্ঞব্যক্তিরা এইরূপ বলেন।”

মৃত্তিকা ও ভস্মের এককার্য্য প্রযুক্ত বিকল্প অর্থাৎ জলের সহিত মৃত্তিকা বা জলের সহিত ভস্মদ্বারা ঐ সকল শুদ্ধ হইবে।

কাকাদি কৃষ্ণশকুনির (পক্ষীর) মুখস্পৃষ্ট হইলে সেই পাত্র বর্জ্জন করিবে, শ্বাপদের (শিকারি জন্তুর) মুখস্পৃষ্টপাত্র ত্যাগ করিবে, তন্মধ্যে বিড়াল স্পৃষ্ট পাত্র ত্যাগ করিতে হইবে না। মনু কহেন যে “ বিড়াল, দর্ব্বী (হাতা) ও বায়ু সর্ব্বদা শুদ্ধ জানিবে” ॥ ১৮২ ॥ ১৮৩ ॥

স্ফ্যশূর্পাজিনধান্যানাং মুষলোলূখলানসাম্।
প্রোক্ষণং সংহতানাঞ্চ বহুনাং ধান্যবাসসাম্ ॥ ১৮৪ ॥

স্ফ্য (বজ্র—যজ্ঞের অঙ্গবিশেষ খড়্গাকার কাষ্ঠ) শূর্প, যজ্ঞাঙ্গ অজিন, ধান্য, মুষল, উলূখল ও শকট, উষ্ণজল দ্বারা ইহাদিগের শুদ্ধি হইবে, ধান্য ও বস্ত্রাদি যখন রাশীকৃত হইবে তখন উক্ত ধান্য ও বস্ত্রাদি চাণ্ডালাদি দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে প্রোক্ষণ করিলে শুদ্ধ হইবে।

অন্য স্মৃতিতে আছে যে “ রাশীকৃত বস্ত্র ও ধান্য-প্রভৃতির একদেশে স্পর্শ দোষ ঘটিলে স্পৃষ্ট দ্রব্যমাত্র উদ্ধৃত করিয়া শেষ গুলিকে জল প্রোক্ষিত করিবে।”

যখন রাশীকৃতের মধ্যে স্পৃষ্টবস্তুর অনেকত্ব ও অস্পৃষ্ট বস্তুর অল্পত্ব তখন সকলেরই প্রক্ষালন করা কর্ত্তব্য। মনু

কহেন যে “ ধান্য ও বস্ত্রাদির অনেকের জলদ্বারা প্রোক্ষণ করিলে শুদ্ধি হইবে এবং অল্পের জল প্রক্ষালন দ্বারা শুদ্ধি হইবে।”

স্পৃষ্ট বস্তু ও অস্পৃষ্ট বস্তুর তুল্যতা হইলেও প্রোক্ষণ দ্বারাই শুদ্ধি হইবে। অনেকের প্রোক্ষণ বিধান হেতু অল্পের ধৌত করণ দ্বারা শুদ্ধি সিদ্ধ হইবে। অল্পবস্তুর প্রক্ষালন বিধি থাকায় স্পৃষ্টাস্পৃষ্টের তুল্যতা হইলে ক্ষালন না করিয়া প্রোক্ষণ করিবে।

তন্মধ্যে চাণ্ডালাদি স্পৃষ্ট ধান্যাদি অল্পই হউক অথবা অধিক হউক অস্পৃষ্টের শুদ্ধি পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে স্পৃষ্ট বস্তুর প্রোক্ষণ দ্বারা শুদ্ধি হইবে।

এই পর্য্যন্ত চাণ্ডালাদি দ্বারা স্পৃষ্ট বা অস্পৃষ্ট ইহা অনির্ণীত হইলে সকলেরই ক্ষালন করাই কর্ত্তব্য তাহাতে অন্য-পক্ষেরও দোষ নষ্ট হইতে পারে।

অনেক ব্যক্তির দ্বারা উদ্ধারণীয় অর্থাৎ বহনীয় ধান্য ও বস্ত্রপ্রভৃতি স্পৃষ্ট ও অস্পৃষ্ট বস্তুর প্রোক্ষণই কর্ত্তব্য, সংগ্রহ কর্ত্তারা এই রূপ কহেন ॥ ১৮৪ ॥

লেপরহিত অথচ স্পর্শ মাত্র দুষ্টবস্তুর শুদ্ধি কহিয়া এক্ষণে লেপযুক্ত বস্তু সকলের শুদ্ধি কহিতেছেন, —

তক্ষণং দারুশৃঙ্গাণাং গোবালৈঃ ফলসম্ভুবাম্।
মার্জ্জনং যজ্ঞপাত্রাণাং পাণিনা যজ্ঞকর্ম্মণি ॥ ১৮৫ ॥

কাষ্ঠময় দ্রব্য, মেষ ও মহিষ প্রভৃতির শৃঙ্গ এবং হস্তী, শূকর ও শঙ্খ প্রভৃতির অস্থি ও দন্ত এই সকলের মৃত্তিকা, ভস্ম ও জলাদিদ্বারা যদি উচ্ছিষ্ট স্নেহাদি রূপ লেপ গত না হয়

তবে মৃত্তিকা ও জলাদি দ্বারা বারম্বার ধৌত করিলেও লেপ রহিত না হইলে তক্ষণ দ্বারা শুদ্ধি হইবে।

সকল দ্রব্যের শুদ্ধি বিষয় কহিতেছেন যে "অপবিত্র বস্তু-দ্বারা কৃত অপবিত্র গন্ধ ও লেপ যে পর্য্যন্ত অপগত না হইবে সে পর্য্যন্ত মৃত্তিকা বা জল দ্বারা মার্জ্জিত করিবে।" এইরূপ সামান্য বিধি থাকিলেও পূর্ব্বোক্ত রূপ বিশেষ বিধি কহিলেন।

বিল্ব, অলাবু ও নারিকেলাদি ফল সম্ভূত পাত্রের গো-পুচ্ছলোম দ্বারা ঘর্ষণে শুদ্ধি হইবে।

যজ্ঞকর্ম্মে নিযুক্ত স্রুক্, স্রুবপ্রভৃতি পাত্রের দক্ষিণ হস্ত-দ্বারা দর্ভ ও দশাপবিত্র দ্বারা যথাশাস্ত্র মার্জ্জনে কর্ম্মাঙ্গতা প্রযুক্ত শুদ্ধি হইবে।

অন্য সুবর্ণাদি পাত্রেরও এই শ্রুতিকথিত উদাহরণ জানিবে। স্মৃতি কথিত ও লৌকিক কর্ম্মে কৃত শৌচসকলের অঙ্গত্ব ইহা দর্শন করাইবার জন্য কৃতশৌচ যজ্ঞাঙ্গ সকলের এইদশা পবিত্র প্রভৃতি দ্বারা মার্জ্জন রূপ শুদ্ধি জানিতে হইবে॥১৮৫॥

এক্ষণে কোন কোন সলেপ দ্রব্যের লেপ কর্ষণে বিশেষ কহিতেছেন,——

সোষৈরুদকগোমূত্রৈঃ শুধ্যত্যাবিককৌশিকম্।
সশ্রীফলৈরংশুপট্টং সারিষ্টৈঃ কুতপং তথা॥ ১৮৬॥

ক্ষার মৃত্তিকার সহিত গোমূত্র বা জলদ্বারা লিপ্ত করিয়া নির্লেপ হইলে পরে নির্ম্মল জলদ্বারা ধৌত করিয়া মেষ লোম (ঊর্ণাতন্তু) ময় বস্ত্রাদি ও তসরী পট্টপ্রভৃতি কোষজাত বস্ত্রাদি পুনর্ব্বার জলে ধৌত করিলে শুদ্ধ হয়।

অংশুপট্ট (বৃক্ষত্বক্সূত্র জাত) বস্ত্রাদি, বিল্বফলসহিত গো-

মূত্র ও জলদ্বারা শুদ্ধ হয়, কুতপ অর্থাৎ পার্ব্বতীয় ছাগলের রোম নির্ম্মিত কম্বলাদি ফেনসহিত অরিষ্টফল (রীঠা করঞ্জ) সংযুক্ত গোমূত্র ও জলদ্বারা শুদ্ধ হয়।

উচ্ছিষ্ট ও স্নেহাদি যোগ হইলে এইসকল বিধি জানিবে, অল্প অপবিত্র বস্তু সংযোগ হইলে প্রোক্ষণাদি দ্বারা শুদ্ধ হইবে; কেননা সর্ব্বস্থলে ধৌতকরণ অসহ বস্তুর সেই সেই দ্রব্যের অবিনাশে শুদ্ধির বিধি জানিবে।

দেবল কহেন যে " মেষাদি লোমজাত বস্ত্রাদি, কৃমি কোশ জাত তসরী প্রভৃতি, কুতপ অর্থাৎ পার্ব্বতীয় ছাগলের রোম নির্ম্মিত বস্ত্রাদি, পট্টবস্ত্র, ক্ষৌম বস্ত্র ও শণ-সূত্র জাত বস্ত্রাদি এইসকল অল্পাশৌচ হয় অতএব ইহারা শোষণ ও প্রোক্ষণাদি দ্বারা শুদ্ধ হয়।" অল্প অপবিত্র বস্তু স্পর্শ হইলে এইরূপ করিলে শুদ্ধ হইবে কিন্তু " সেইসকল বস্ত্রাদি অপ-বিত্র বস্তু যুক্ত হইলে নিজ নিজ শোধনীয় দ্রব্যের সহিত জলদ্বারা ধৌত করিবে এবং ধান্যকল্ক ও যাহার মধ্যে ক্ষার আছে তাদৃশ ফল জাত রস দ্বারা ধৌত করিবে।"

মেষাদি লোমজাত বস্ত্রাদির গ্রহণ তদ্ভব তুলিকাদি প্রাপ্তির নিমিত্ত অতএব তাহার সম্পূর্ণ অপবিত্র বস্তু লেপ ভিন্ন অল্প অপবিত্র বস্তু স্পর্শনে জলদ্বারা ধৌত করিলে শুদ্ধি হইবে।

" তুলিকা, উপাধান, পুষ্প রক্ত অর্থাৎ কুংকুম, কুসুম্ভ হরিদ্রাদি দ্বারা রঞ্জিত বস্ত্র এইসকল বস্তু আতপে কিঞ্চিৎ শুষ্ক করিয়া বারম্বার করদ্বারা মার্জ্জিত করিবে, পরে জল দ্বারা প্রোক্ষিত করিয়া কর্ম্মকার্য্যে নিয়োগ করিবে এবং তাহা অতিশয় মল যুক্ত হইলে পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে শোধিত

করিবে ” এইরূপ দেবলের বচন আছে। কিন্তু ক্ষালন-সহ মঞ্জিষ্ঠাদি দ্রব্য দ্বারা রঞ্জিত বস্ত্রাদি উক্তমত অল্প শোধনে শুদ্ধ হইবে না।

শঙ্খ কহেন যে “ রঞ্জনীয় দ্রব্যসকল প্রোক্ষিত হইলে পবিত্র হইবে ”॥ ১৮৬॥

সগৌরসর্ষপৈঃ ক্ষৌমং পুনঃ পাকান্মহীময়ম্‌।
কারুহস্তঃ শুচিঃ পণ্যং ভৈক্ষ্যং যোষিন্মুখং তথা ॥ ১৮৭ ॥

গৌর সর্ষপ সহিত গোমূত্র ও জলদ্বারা ক্ষৌম (অতসীসূত্র নির্ম্মিত) বস্ত্রাদি শুদ্ধ হইবে। উচ্ছিষ্ট স্নেহ লেপ হইলে মৃত্তিকাময় ঘটাদি পুনর্ব্বার পাক করিলে শুদ্ধ হইবে; কিন্তু “মদ্য, মূত্র, বিষ্ঠা, শ্লেষ্মা, পূয, রোদন বারি ও রক্ত এই সকল সংস্পৃষ্ট হইলে পুনর্ব্বার পাক করিলেও মৃত্তিকাময় পাত্র শুদ্ধ হইবে না।” এইরূপ স্মরণ আছে। এবঞ্চ চাণ্ডালাদি দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে মৃত্তিকা নির্ম্মিত পাত্র ত্যাগ করিতে হইবে, পরাশর কহেন যে “ ধান্য ও বস্ত্রাদি অপরদ্রব্য চাণ্ডালাদি দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে প্রক্ষালনের দ্বারা শুদ্ধ হইবে ; কিন্তু, মৃত্তিকাময় পাত্র পরিত্যাগ করিতে হইবে।” বস্ত্রাদি রঞ্জন কারক, বস্ত্র ধৌত কারক ও সূপকার ইহারা বস্ত্ররঞ্জনাদি কর্ম্মে সর্ব্বদা শুদ্ধ তাহাতে তাহাদিগের জনন মরণ শৌচাদি হইলেও ক্ষতি নাই। অর্থাৎ তাহাদিগের স্থানে যব ও ব্রীহিপ্রভৃতি বিক্রেয় বস্তু ক্রয় করিলে শুদ্ধ হইবে, যদি তাহা অনেক জাতীয় ক্রেতাজন দ্বারা স্পৃষ্ট হয় তথাপি শুদ্ধ হইবে এবং বাণিজ্যব্যবসায়ীর পক্ষেও এইরূপ শুদ্ধি জানিতে হইবে। অন্য স্মৃতিতে কহেন, “ কারুকর, শিল্পকর, বৈদ্য, দাসী, দাস, রাজা ও রাজভৃত্য ইহারা সদ্য সদ্য শুদ্ধ হয়।”

ভিক্ষা সঞ্চয় যদি ব্রহ্মচর্য্যাদি গত হয় তাহা অনাচান্ত স্ত্রীকর্ত্তৃক দানাদি দ্বারা ও অশুচি রথ্যাদি ভ্রমণ দ্বারাও দোষযুক্ত হইবে না। সংভোগ কালে স্ত্রীরমুখ শুদ্ধ "স্ত্রীসকল পতিসংসর্গে শুদ্ধ হয়" এইরূপ স্মরণ আছে ॥ ১৮৭ ॥

এক্ষণে ভূমি শুদ্ধি কহিতেছেন, ——

ভূশুদ্ধির্মার্জ্জনাদ্দাহাৎ কালাদ্গোক্রমণাত্তথা।
সেকাদুল্লেখনাল্লেপাদ্গৃহং মার্জ্জনলেপনাৎ ॥ ১৮৮ ॥

মার্জ্জনীর দ্বারা ধূলি ও তৃণাদি দূরীকরণরূপ মার্জ্জন, তৃণ কাষ্ঠাদি দ্বারা দাহন, যে কালে লেপাদি চিহ্ন নষ্ট হয় সেই পর্য্যন্ত কাল, গোগণের পদচালন, দুগ্ধ গোমূত্র গোময় জলদ্বারা সেক, জলবর্ষণ, কুদ্দালাদি দ্বারা তক্ষণ (চাঁচন বা খনন) গোময়াদি দ্বারা লেপন, এই সকলের সমুদয় বা কিয়দংশ দ্বারা মার্জ্জন করিলে অমেধ্যা ভূমি, দুষ্টা ভূমি ও মলিনা ভূমি শুদ্ধ হইয়া থাকে।

দেবল কহেন যে "যে স্থানে কোন স্ত্রী প্রসব করে, যেস্থানে শব দাহ করে, যে স্থানে কেহ মৃত হয়, যে স্থানে চাণ্ডালাদির বাস ও যেখানে বিষ্ঠাদি অপবিত্র বস্তুর সংযোগ, এইরূপ বহু অশুদ্ধ বস্তু যুক্তা ভূমি অমেধ্যা কথিতা হয়। কুক্কুর, শূকর, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রাদি দ্বারা সংস্পৃষ্টা ভূমি দুষ্টা হয় ও অঙ্গার তুষ কেশ অস্থি ও ভস্মাদি দ্বারা ভূমি মলিনা হয় এই রূপ অমেধ্য যুক্তা, দুষ্টা ও মলিনা এই ত্রিবিধ ভূমির মধ্যে পাঁচ বা চারিপ্রকার পূর্ব্বোক্ত বস্তুর দ্বারা অমেধ্য ভূমি শুদ্ধা হয়। দুষ্টা ভূমি তিন বা দুই শোধনীয় বস্তুদ্বারা শুদ্ধা হয়। মলিনা ভূমি এক প্রকার শোধনীয় বস্তুদ্বারা শুদ্ধা হয়। ইহার বিশেষ কহিতেছেন এই, "যে স্থানে মনুষ্যের দাহ হয়, যে

স্থানে চাণ্ডালের বাস সেই দুই স্থানের দহন, কাল, গোপদ-চালন, দুগ্ধাদি দ্বারা সেক ও তক্ষণ এই পাঁচ প্রকারে শুদ্ধ হইবে। যেখানে মনুষ্যের দাহ হয়, যেখানে মনুষ্য মৃত হয় ও যে স্থানে অত্যন্ত বিষ্ঠাদি সংযোগ সেই স্থান পূর্ব্বোক্ত পঞ্চপ্রকারের মধ্যে দাহ ভিন্ন চারিপ্রকার দ্বারা শুদ্ধ হয়। কুক্কুর, শূকর ও গর্দ্দভ যাহাতে বহুকাল বাস করিয়াছে, তাদৃশ ভূমি গোপদ চালন, গোময়াদি দ্বারা সেক ও কুদ্দালাদি দ্বারা তক্ষণ এই তিন প্রকারে শুদ্ধ হয়। উষ্ট্র ও গ্রাম-কুক্কুটাদি যে স্থানে বহুকাল বাস করিয়াছে, সেই ভূমি দুগ্ধাদি দ্বারা সেক ও কুদ্দালাদি দ্বারা তক্ষণ এই দুই প্রকারে শুদ্ধ হয়। অঙ্গার ও তুষ প্রভৃতি দ্বারা বহুকাল মলিনা ভূমি কুদ্দালাদি দ্বারা তক্ষণে শুদ্ধ হয়; কিন্তু সর্ব্বস্থলেই সম্মার্জ্জনী দ্বারা মার্জ্জন ও গোময়াদি দ্বারা অনুলেপন আবশ্যক। এইরূপ প্রতিদিন মার্জ্জন ও অনুলেপন করিতে হইবে ॥ ১৮৮ ॥

গোঘ্রাতেঽন্নে তথা কেশমক্ষিকাকীটদূষিতে।
সলিলং ভস্ম মৃদ্বাপি প্রক্ষেপ্তব্যং বিশুদ্ধয়ে ॥ ১৮৯ ॥

গোর নিশ্বাস দ্বারা আঘ্রাত ভোজনীয় মাত্রে এবং কেশ, মক্ষিকা, কীট ও লোমাদি দ্বারা দুষিত ভক্ষণীয় মাত্রে শুদ্ধির নিমিত্তে যথাসম্ভব জল, ভস্ম, বা মৃত্তিকা নি-ক্ষেপ করিবে। গৌতম কহেন যে “ কেশ ও কীট সংযুক্ত অন্ন নিত্য অভোজ্য ” কেশ কীটাদির সহিত যাহা পক্ক হয় তদ্বিষয়ে ইহা জানিতে হইবে ॥ ১৮৯ ॥

ত্রপুসীসকতাম্রাণাং ক্ষারাম্লোদকবারিভিঃ।
ভস্মাদ্ভিঃ কাংস্যলোহানাং শুদ্ধিঃ প্লাবো দ্রবস্য তু ॥ ১৯০ ॥

রঙ্গ (রাঙ), সীসক, তাম্র ও পিত্তল এবং বৃত্তলোহ এই

সকল ক্ষারোদক ও অম্লোদক এবং জল এই সমস্ত দ্রব্য বা তন্মধ্যস্থ কোন দ্রব্যদ্বারা অশুদ্ধ দ্রব্যের ন্যূনাধিক্য বিশেষে শুদ্ধ হইবে।

ভস্ম ও জলদ্বারা কাংস্য ও লোহ শুদ্ধ হইবে। এই সকল তাম্র প্রভৃতির শুদ্ধি কথন সামান্যত জানিবে। স্মরণ আছে যে "মলসংযোগ জাত ও মল হইতে জাত বস্তুঘটিত লেপাদি যাহা যদ্দ্বারা নষ্ট হইবে, সেই তাহার শুদ্ধির কারণ কথিত হইল; ইহা সামান্য দ্রব্যের শুদ্ধি কারক।" এইরূপ সামান্য মতে শুদ্ধি কথন আছে; অতএব তাম্রাদি ধাতুর অন্য শোধনীয় বস্তু দ্বারা উচ্ছিষ্টাদি লেপ অপগত হওনের অসম্ভবে নিয়মমতে অম্ল ও জল দ্বারা শুদ্ধ হইবে, এইহেতু মনু কর্ত্তৃক সামান্য মতে কথিত হইয়াছে, যে " তাম্র, লোহ, কাংস্য, পিত্তল, রঙ্গ ও সীসকের শুদ্ধি নিমিত্ত ক্ষার, অম্ল ও জল দ্বারা যথা-যোগ্য রূপে প্রক্ষালন করিবে। আর যাহা " ভস্ম দ্বারা কাংস্য শুদ্ধ হইবে ও অম্ল দ্বারা তাম্র শুদ্ধ হইবে " এইরূপ বিধি আছে তাহা তাম্রাদিশোধনের সর্ব্বোত্তম নিয়ম কথনের জন্য অন্যের নিষেধ জন্য নহে।

যদি শুদ্ধির কারণ অত্যন্ত হয়, তবে অম্ল ও জলাদির আব-শ্যক। স্মরণ আছে যে " গোরুর দ্বারা আঘ্রাত কাংস্যময় দ্রব্য ও যে যে বস্তু শূদ্রের উচ্ছিষ্ট এবং অন্য যে কোন ধাতুময় দ্রব্য কুক্কুর ও কাকদ্বারা উচ্ছিষ্ট হইবে, তাহা দশবার ক্ষার দ্বারা শুদ্ধ হইবে। প্রস্থ (আঢ়কের চতুর্থ অংশ দ্বিশরাব পরিমাণ) পরিমিতের অধিক হইলে কুক্কুর ও কাকাদির উচ্ছি-ষ্টাদি দ্বারা দোষযুক্ত ও অস্পৃশ্য দ্রব্য সংযুক্ত ঘৃত প্রভৃতি দ্রব দ্রব্যের শুদ্ধি জন্য সমান জাতীয় দ্রব দ্রব্য দ্বারা কোন ভাণ্ড পূর্ণ হইলে উদ্বৃত্ত ভাগের নিঃসরণ করিবে।"

পূর্ব্বোক্ত প্রস্থ পরিমাণের অপেক্ষা অল্প দ্রব দ্রব্য কুক্কুর ও কাকাদি দ্বারা উচ্ছিষ্ট হইলে ত্যাগ করিতে হইবে।

দেশ ও কাল প্রভৃতির আচার মতে দ্রব দ্রব্যের অধিকত্ব ও অল্পত্ব জানিতে হইবে। বৌধায়ন কহেন যে "দেশ, কাল, আত্মা, দ্রব্য, দ্রব্যপ্রয়োজন, উপপত্তি, অবস্থা এই সকল বিবেচনা করিয়া শুদ্ধির কারণ স্থিরীকরণ করিবে।" দ্রব্যজাত কীটাদি দ্বারা দ্রব্য দূষিত হইলে সেই পাত্র হইতে বস্ত্রাবৃত পাত্রান্তরে নিক্ষেপ করিবে, অর্থাৎ ছাঁকিবে; মনু কহেন যে, "সমুদয় দ্রব-দ্রব্য বস্ত্রাবৃত পাত্রান্তরে নিক্ষেপ করিলে শুদ্ধ হইবে, নতুবা তাহার কীটাদি পরিষ্কার হইতে পারে না।"

শূদ্রজাতির ভাণ্ডে স্থিত মধু ও জলাদি শুদ্ধির জন্য সেই পাত্র হইতে অন্যপাত্রে স্থাপন করিবে। বৌধায়ন কহেন যে, "মধু, জল, দুগ্ধ ও সেই বস্তুর বিকার দধ্যাদি সেই পাত্র হইতে অন্য পাত্রে আনয়ন করিলে শুদ্ধ হইবে।"

নীচ বর্ণের হস্ত হইতে আগত মধু ও ঘৃতাদি দ্রবদ্রব্যের পাত্র হইতে অন্য পাত্রে আনয়ন ও পুনর্ব্বার পাক করিতে হইবে। শঙ্খ কহেন যে "অভ্যবহার্য্য মোদকাদি অভিঘারিত ঘৃতাদি পুনর্ব্বার পাক করিবে এবং তৈলাদি স্নেহদ্রব্যের ও তৈলাদির তুল্য রস সকলের পক্ষে শুদ্ধি ঐরূপ জানিবে" ॥ ১৯০ ॥

এইরূপ সুবর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত পাত্রাদি সমুদায়ের উচ্ছিষ্ট বস্তু ও স্নেহাদি সংযোগ হইলে শুদ্ধির কারণ কহিয়া এক্ষণে অপবিত্র বস্তু যুক্ত সেই সকলের শুদ্ধি কহিতেছেন,—

অমেধ্যাক্তস্য মৃত্তোয়ৈঃ শুদ্ধির্গন্ধাদিকর্ষণাৎ।
বাক্‌শস্তমম্বুনির্ণিক্তমজ্ঞাতঞ্চ সদা শুচি ॥ ১৯১ ॥

মনু ও দেবল কথিত অমেধ্য (বসা, রেতঃ, রক্ত, মজ্জা, মূত্র, বিষ্ঠা, কর্ণ-মল, নখ, শ্লেষ্মা, নেত্রবারি, নেত্রমল, ঘর্ম্ম, মানুষাস্থি, শব, স্ত্রীজাতির পুষ্প ও মদ্য যুক্ত স্বর্ণ প্রভৃতি দ্রব্যের মৃত্তিকা সহিত জলদ্বারা শুদ্ধি করিবে, যাহাতে সেই সেই বস্তুর লেপচিহ্ন ও গন্ধ দুরীকৃত হয় এমত করিবে।

গৌতম কহেন যে " অপবিত্র বস্তু যুক্ত বস্তুর গন্ধ ও লেপ দূরীকরণ দ্বারা শুদ্ধি হইবে।"

সকল দ্রব্য শুদ্ধিতে প্রথমে মৃত্তিকা ও জলদ্বারাই লেপ ও গন্ধ দূরীকরণ করিবে। মৃত্তিকা ও জলদ্বারা লেপ ও গন্ধ দূরীকরণ করিতে অশক্ত হইলে অন্য শোধনীয় দ্রব্য দ্বারা শুদ্ধিকরিবে। গৌতম কহেন যে " অগ্রে জলদ্বারা পরে মৃত্তিকা দ্বারা শুদ্ধি করিবে "।

বসা প্রভৃতি এই যে অমেধ্য সকল কথিত হইল, তাহা কিছু সকলেই তুল্য অপবিত্র নহে ; কেননা " মদ্য, মূত্র, বিষ্ঠা, শ্লেষ্মা, পূয, রোদনের জল ও রক্ত ইহার অন্যতম যুক্ত মৃত্তিকাময় পাত্র পুনর্ব্বার পাক করিলেও শুদ্ধ হয় না। এইরূপ বিশেষ অপবিত্র বিবেচনায় অপর গুলি তুল্য অপবিত্র হইতে পারে না এবং ঐ সকল যে পর্য্যন্ত শরীরে থাকে সে পর্য্যন্ত শুদ্ধ। শরীর হইতে নির্গত হইলে অপবিত্র হইয়া থাকে, পুরুষের নাভির ঊর্দ্ধ হস্ত ভিন্ন শরীরের অন্য অবয়বে অপবিত্র বস্তু স্পর্শ হইলে স্নান করিতে হইবে। দেবল কহেন যে " অন্য মানুষের অস্থি, বসা, বিষ্ঠা, স্ত্রীলোকের ঋতু, মূত্র, শুক্র ও মজ্জা স্পর্শ করিয়া স্নান করিতে হইবে।" স্বকীয় সেই সকল অমেধ্য স্পর্শ করিয়া ধৌত করণপূর্ব্বক আচমন করিয়া শুদ্ধ হইবে। " নাভির উপর হস্তভিন্ন যে অঙ্গ তাহাতে

অপবিত্র বস্তু স্পর্শ হইলে ধৌত করিয়া আচমন করিলে শুদ্ধ হইবে ; যথারীতি ক্রমে প্রক্ষালনাদি করিলে মনের তুষ্টির নিমিত্তে যেখানে শুদ্ধির সন্দেহ হইবে তাহা ব্রাহ্মণগণ "ইহা শুদ্ধ হউক, বলিলেই শুদ্ধ হইবে"। যে বস্তুর শুদ্ধি কথিত না থাকিবে তাহা জল দ্বারা ধৌত করিলেই শুদ্ধ হইবে।

যে বস্তুর ধৌত করণ সহ্য হইবে না, তাহা জলাদি দ্বারা প্রোক্ষণ করিলে শুদ্ধ হইবে। কাক প্রভৃতি দ্বারা উপহত বস্তু যদি জানিতে না পারা যায় তবে সর্ব্বদা শুদ্ধ হইবে। তাহা ব্যবহারে অদৃষ্টজন্য দোষ হয় না ; কিন্তু, "ব্রাহ্মণ অজ্ঞাত বস্তু ভোজন করিলে শুদ্ধির নিমিত্ত একবৎসরও বিশেষ মতে কৃচ্ছ্র ব্রত করিবে" এই যে প্রায়শ্চিত্ত বিধান আছে, তাহা অজ্ঞাত ভোজনের বিষয়ে জানিবে, অন্য অশুদ্ধ বস্তুর ব্যবহার বিষয়ে নহে ॥ ১৯১ ॥

শুচি গোতৃপ্তিকৃত্তোয়ং প্রকৃতিস্থং মহীগতম্।
তথা মাংসং শ্বচাণ্ডালক্রব্যাদাদি নিপাতিতম্॥ ১৯২ ॥

রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শের যদি অন্যথা না হয় তবে একটি গোর তৃষ্ণা নিবৃত্তিকর জল শুদ্ধ ভূমিতে স্থিত ও চাণ্ডালাদি-দ্বারা অস্পৃষ্ট হইলে শুদ্ধ অর্থাৎ আচমনাদির উপযুক্ত হয়, অশুদ্ধ ভূমিতে স্থিত জল শুদ্ধ নহে।

অন্তরীক্ষে স্থিত জল অশুদ্ধ নহে। শুদ্ধ পাত্র দ্বারা আনীত জল শুদ্ধ। দেবলের বচনে আছে যে "শুদ্ধ পাত্রদ্বারা আ-নীত জল শুদ্ধ হয়, ঐ শুদ্ধ জলও একরাত্র কাল অতীত হইলে স্বতই ত্যাজ্য" জানিবে।

"চাণ্ডালাদি কর্ত্তৃক কৃত দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী প্রভৃতির জলেও দোষ নাই। হীন জাতি ব্যক্তি কর্ত্তৃক কৃত কূপ, সেতু,

দীর্ঘিকা প্রভৃতিতে স্নান করিয়া ও তাহার জল পান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না।" এইরূপ শাতাতপ সংহিতাতে কথিত আছে।

কুক্কুর, চাণ্ডাল, মাংসভোজী ও পুক্কসাদি দ্বারা নিপাতিত পশু মাংস, পবিত্র হইয়া থাকে; কিন্তু সেই সকলের ভক্ষণাবশিষ্ট মাংস শুদ্ধ নহে॥ ১৯২॥

রশ্মিরগ্নীরজশ্ছায়া গৌরশ্বো বসুধানিলঃ।
বিপ্রুষো মক্ষিকা স্পর্শে বৎসঃ প্রস্রবণে শুচিঃ॥ ১৯৩॥

সূর্য্য প্রভৃতি প্রকাশকের কিরণ, অগ্নি ও অজাদি ভিন্নের ধূলি চাণ্ডালাদি স্পৃষ্ট হইলেও সর্ব্বদা শুদ্ধ। "কুক্কুর, কাক, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, পেচক, শূকর, গ্রাম্যপক্ষী, ছাগল ও মেষ এই সকলের ধূলি স্পর্শ হইলে, আয়ু ও লক্ষ্মী রহিত হয়।" এইরূপ দোষ শ্রবণ আছে; অতএব সেই সকলের ধূলি স্পর্শ করিয়া সংমার্জ্জনাদি করিবে।

বৃক্ষ ইত্যাদির ছায়া, গো, ঘোটক, ভূমি, বায়ু, হিমবিন্দু ও মক্ষিকা এই সকল চাণ্ডালাদি অস্পৃশ্য স্পর্শ হইলেও স্পর্শ করিতে দোষ নাই।

স্তনের দুগ্ধ আকর্ষণে বৎসের উচ্ছিষ্ট ও বালকের উচ্ছিষ্ট অপবিত্র হয় না। বচন আছে যে "বালক কর্ত্তৃক অনুপরিক্রান্ত (স্পৃষ্ট) স্ত্রীসকল কর্ত্তৃক যাহা কৃত হয় এবং যাহা জানিতে না পারা যায় তাহা নিত্যই শুদ্ধ এই ব্যবস্থা"॥ ১৯৩॥

অজাশ্বয়োর্মুখং মেধ্যং ন গোর্ন নরজা মলাঃ।
পন্থানশ্চ বিশুধ্যন্তি সোমসূর্য্যাংশুমারুতৈঃ॥ ১৯৪॥

অজা ও ঘোটকের মুখ শুদ্ধ, গোর মুখ শুদ্ধ নহে ও মনুষ্যের দেহ হইতে জাত বসা প্রভৃতি মল অশুদ্ধ। পথ

সকল চাণ্ডালাদি স্পৃষ্ট হইলে রাত্রিকালে চন্দ্র কিরণযুক্ত বায়ু-দ্বারা এবং দিবাভাগে সূর্য্য কিরণ মিশ্রিত বায়ু সঞ্চার দ্বারা শুদ্ধ হইয়া থাকে॥ ১৯৪॥

মুখজা বিপ্রুষো মেধ্যাস্তথাচমনবিন্দবঃ।
শ্মশ্রু চাস্যগতং দন্তসক্তং ত্যক্ত্বা ততঃ শুচিঃ॥ ১৯৫॥

মুখমধ্যে জাত শ্লেষ্ম বিন্দু সকল যদি অন্য অঙ্গে পতিত না হয় তবে তাহা শুদ্ধ জানিবে। গৌতমের বচন আছে যে, "মুখ মধ্যে জাত শ্লেষ্ম বিন্দুসকল যতক্ষণ মুখে থাকিবে তত-ক্ষণ পর্য্যন্ত উচ্ছিষ্ট হইবে না; কিন্তু মুখভিন্ন অন্য অঙ্গে পতিত হইলে উচ্ছিষ্ট হইবে"।

আচমনের জলবিন্দু যাহা দুইপদে স্পৃষ্ট হইবে তাহা অপ-বিত্র নহে। শ্মশ্রু (গোঁপ দাড়ি) সকল, মুখের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেও উচ্ছিষ্ট হইবে না। দন্তে সংলগ্ন অন্নাদি যদি আপনা হইতে নিঃসৃত হয় তবে তাহা ত্যাগ করিলে শুদ্ধ হইবে; যদ্যপি দন্ত হইতে নির্গত না হয় তবে তাহা দন্তের তুল্য শুদ্ধ থাকিবে। গৌতম কহেন যে "দন্তে সংলগ্ন বস্তু দন্তের তুল্য জানিবে, কিন্তু জিহ্বাদ্বারা অভিমর্ষণ (সঞ্চালন) করিলে যদি নির্গত হয় তবে তাহা দন্তের তুল্য শুদ্ধ হইবে না।" কেহ কেহ কহেন যে "দন্ত হইতে নির্গত হইলে আস্রাবের (মুখজ মলের) তুল্য জানিবে তাহা নিগিরণ করিলে শুচি হইবে।" কিন্তু এস্থলে নিগিরণটি এই যাজ্ঞ-বল্ক্যের বাক্য দ্বারা ত্যাগের বিষয়ে বিকল্পিত হইতেছে; কেননা নিগিরণ শব্দের পরে এব শব্দ আছে। তাম্বুল চর্ব্বণ ভিন্ন অন্য চর্ব্বণে নিত্যই আচমন করিবে এবং লোমরহিত ওষ্ঠ দ্বয় স্পর্শ করিয়া ও বস্ত্র পরিধান করিয়া আচমন করিবে

এইরূপ বিষ্ণু কথিত আচমনের নিষেধের জন্য "তাম্বুল" গ্রহণ থাকাতে ফলপ্রভৃতিরও গ্রহণ জানিবে; শাতাতপ কহেন যে "তাম্বুল, ইক্ষু ও ফল ভোজন করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার ও দন্তে সংযুক্তবস্তুর স্পর্শনে দ্বিজগণ উচ্ছিষ্ট যুক্ত হয় না" ॥ ১৯৫ ॥

স্নাত্বা পীত্বা ক্ষুতে সুপ্তে ভুক্ত্বা রথ্যোপসর্পণে।
আচান্তঃ পুনরাচামেৎ বাসো বিপরিধায চ ॥ ১৯৬ ॥

স্নান, পান, ক্ষুত, শয়ন, ভোজন, রথ্যা (পথ ও অভ্যন্তর পথ) গমন, বস্ত্র পরিধান, রোদন, অধ্যয়নারম্ভ, চপলতা ও মিথ্যা বাক্য কথনাদি করিয়া কৃত আচমন ব্যক্তিও পুনর্ব্বার আচমন করিবে। বশিষ্ঠ কহিয়াছেন, "শয়ন, ভোজন, ক্ষুৎ (হাঁচি), স্নান, পান ও রোদন যে করিবে সে যদি তাহার পূর্ব্বে আচমন করিয়া থাকে, তথাপি পুনর্ব্বার আচমন করিবে।" মনুও কহেন যে "শয়ন, ক্ষুৎ, ভোজন, নিষ্ঠীবন, মিথ্যাবাক্য কথন, জলপান ও অধ্যেষ্যমাণ অর্থাৎ অধ্যয়নেচ্ছু ব্যক্তি যদি সে পূর্ব্বে পবিত্র থাকে তাহা হইলেও আচমন করিবে।" তন্মধ্যে ভোজন কার্য্যে অগ্রে দুইবার আচমন করিবে। আপস্তম্ব কহেন যে "যে ব্যক্তি ভোজন করিবে, সে পবিত্র থাকিলেও দুইবার আচমন করিবে। স্নান ও পান এই দুই কর্ম্মে অগ্রে একবার আচমন করিবে, পাঠ আরম্ভে প্রথমে দুইবার ও শেষেও দুইবার বিধিমতে আচমন করিবে" ॥ ১৯৬ ॥

রথ্যাকর্দ্দমতোযানি স্পৃষ্টান্যন্ত্যশ্ববাযসৈঃ।
মারুতেনৈব শুধ্যন্তি পক্কেষ্টকচিতানি চ ॥ ১৯৭ ॥

পথমাত্রে স্থিতকর্দ্দম জল, গোময় ও শর্করাদি (বালুকা

প্রভৃতি), যদি চাণ্ডালাদি হীনজাতি কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হয়, তবে তাহা বায়ুসঞ্চার-দ্বারা শুদ্ধ হইয়া থাকে। পক্ব ইষ্টকের দ্বারা রচিত ধবলগৃহপ্রভৃতি চাণ্ডালাদি কর্ত্তৃক সংস্পৃষ্ট হইলে বায়ু দ্বারা শুদ্ধ হইবে, এই সকল পূর্ব্বে কথিত ধান্য বস্ত্রাদি সমূহের ন্যায় প্রোক্ষণ-দ্বারা যে শুদ্ধ হইবে তাহার নিষেধ জন্য। তৃণকাষ্ঠ ও পত্রাদি দ্বারা নির্ম্মিত গৃহাদির প্রোক্ষণ দ্বারা শুদ্ধি হইবে॥ ১৯৭॥

দ্রব্য শুদ্ধি প্রকরণ সমাপ্ত॥ ৮॥

দানধর্ম্ম প্রকরণ আরম্ভ॥ ৯॥

এক্ষণে দানধর্ম্ম প্রকরণ কহিতে আরম্ভ করিয়া তাহার অঙ্গ দানগ্রাহীর আবশ্যক বোধে দানপাত্রের প্রশংসা করিতেছেন,——

তপস্তপ্ত্বাসৃজৎ ব্রহ্মা ব্রাহ্মণান্ বেদগুপ্তযে।
তৃপ্ত্যর্থং পিতৃদেবানাং ধর্ম্মসংরক্ষণায চ॥ ১৯৮॥

হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা তপস্যা করিয়া সৃষ্টির প্রথমে "কাহাদিগকে প্রধান রূপে সৃষ্টি করিব" এই চিন্তা করিয়া বেদরক্ষার কারণ পিতৃলোক ও দেবলোকের তৃপ্তির জন্য এবং ধর্ম্মের রক্ষার নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন; অতএব ব্রাহ্মণগণকে দান করিলে অক্ষয় ফল হয় এই অভিপ্রায় জানিবে॥ ১৯৮॥

সর্ব্বস্য প্রভবো বিপ্রাঃ শ্রুতাধ্যযনশালিনঃ।
তেভ্যঃ ক্রিযাপরাঃ শ্রেষ্ঠাস্তেভ্যোঽপ্যধ্যাত্মবিত্তমাঃ॥ ১৯৯॥

ব্রাহ্মণগণ জাতি ও কর্ম্মদ্বারা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদির প্রভু। ব্রাহ্মণের মধ্যে যাঁহারা বেদপাঠসম্পন্ন তাঁহারা

প্রধান। বেদপাঠকারী ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম-কারী ব্রাহ্মণগণ উত্তম। শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মকারী ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা যে ব্রাহ্মণগণ পশ্চাৎ বক্তব্য শমদমাদি যোগদ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞান সম্পন্ন তাঁহারা প্রশস্ত, এরূপ মত সঙ্গত হই-তেছে ॥ ১৯৯ ॥

এই প্রকার জাতি, বিদ্যা, ক্রিয়ার অনুষ্ঠান ও তপস্যা এই চারির প্রশংসাদিতে ঐ এক একটি গুণযোগের দ্বারা দানপা-ত্রত্ব নির্ধারণ করিয়া এক্ষণে সে চারিটি গুণ সমুদায়ের যোগে সম্পূর্ণ পাত্রতা কহিতেছেন,——

> ন বিদ্যযা কেবলযা তপসা বাপি পাত্রতা।
> যত্র বৃত্তমিমে চোভে তদ্ধি পাত্রং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ২০০ ॥

কেবল বেদ পাঠ পূর্ব্বক বিদ্যার উপার্জ্জন দ্বারা সম্পূর্ণ পা-ত্রতা হইতে পারে না। এইরূপ কেবল শমদম প্রভৃতি তপস্যা দ্বারাও সম্পূর্ণ পাত্রতা হইতে পারে না এবং কেবল ক্রিয়া-সকলের আচরণ দ্বারাও সম্পূর্ণ পাত্রতা হইতে পারেনা। এবঞ্চ কেবল উচ্চ জাতিতে জন্ম গ্রহণ দ্বারাও সম্পূর্ণ পাত্রতা হইতে পারে না। তবে কি কারণবশত সম্পূর্ণ পাত্রতা হইতে পারে? ইহার নির্ণয় করিতেছেন এই যে, যে পাত্রে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান, বেদ পাঠ দ্বারা বিদ্যার উপার্জ্জন, শম দম প্রভৃতি তপস্যা আচরণ ও ব্রাহ্মণ জাতিত্ব থাকিবে, সেই চারি গুণ-সম্পন্ন ব্যক্তি দানের সম্পূর্ণ পাত্র জানিবে, তাহাই মনুপ্রভৃতি কহিয়াছেন। যেহেতু কথিতমত সেই চারি গুণযুক্ত সম্পূর্ণ পাত্র অপেক্ষা উত্তম পাত্র নাই; তৎপ্রযুক্ত জাতি, বিদ্যা, ক্রিয়ার আচরণ ও তপস্যা এই সকলের ক্রমে ক্রমে ফলের তারতম্য জানিতে হইবে ॥ ২০০ ॥

গোভূতিলহিরণ্যাদি পাত্রে দাতব্যমর্চ্চিতম্।
নাপাত্রে বিদুষা কিঞ্চিদাত্মনঃ শ্রেয ইচ্ছতা॥ ২০১॥

গো, ভুমি, তিল ও স্বর্ণ ইত্যাদি দানীয় দ্রব্যের পূজা করিয়া পূর্ব্বশ্লোকে কথিত সম্পূর্ণ পাত্রে শাস্ত্রোক্ত জলদানাদি ইতি কর্ত্তব্যতার সহিত দান করিবে। অপাত্রে (ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতিতে এবং ব্রাহ্মণ পতিতাদি দোষযুক্ত হইলে তাহাতে) যে ব্যক্তি দান ফলের ন্যূন ও অধিকের ইতর বিশেষ জ্ঞাত হয়েন ও সম্পূর্ণরূপ শ্রেয় ইচ্ছা করেন, তিনি কিঞ্চিন্মাত্র দান করিবেন্ না। এস্থলে শ্রেয়ঃ শব্দের প্রয়োগ থাকায় অপাত্রে দানে কোন একরূপ তামসিক ফল আছে এরূপ জানাইবার জন্য কহিলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কহিয়াছেন যে 'অশুদ্ধ দেশে, অশুদ্ধকালে, যে দান ও অপাত্রদিগকে যে দান করাযায় এবং যে দান সৎকৃত নহে, এবঞ্চ অবজ্ঞার সহিত যাহা দান করা যায়, সেই সেই দান তামসিক দানরূপে কথিত হইয়াছে।'

এস্থলে "অপাত্রে দান করিবে না" ইহা বলাতে উত্তমদেশ ও উত্তম কাল এবং উত্তম দ্রব্য নিকটে পাত্র কিম্বা দ্রব্যের অসন্নিধানে (সংস্থানের অভাবে) তাহার উদ্দেশে দান করিবে অথবা তাহাকে প্রতিশ্রবণ (স্বীকার শ্রবণ করাইয়া) দিবে। অপাত্রে দান করিবে না; ইহাতে এইরূপ কথিত হইল। সেইরূপ কোন ব্যক্তিকে কিছু দান করিতে প্রতিশ্রুত (স্বীকৃত) হইলেও পাতক প্রভৃতির সংযোগ জ্ঞাত হইলে তাহাকে আর দান করিবে না; কেননা "স্বীকৃত হইয়াও অধর্ম্ম সংযুক্ত ব্যক্তিকে দান করিবে না" এইরূপ নিষেধ আছে॥ ২০১॥

অপাত্রে দান কর্ত্তার নিষেধ কহিয়া দান গ্রহীতার প্রতি কহিতেছেন,—

বিদ্যাতপোভ্যাং হীনেন ন তু গ্রাহ্যঃ প্রতিগ্রহঃ।
গৃহ্নন্ প্রদাতারমধো নয়ত্যাত্মানমেব চ ॥ ২০২ ॥

যে ব্যক্তি বিদ্যা ও তপস্যা সাধন না করিয়াছে সে স্বর্ণ প্রভৃতি দানীয় দ্রব্য গ্রহণ করিবে না; কেননা বিদ্যা ও তপস্যা রহিত ব্যক্তি দান গ্রহণ করিতে করিতে দান-কর্ত্তাকে ও আপনাকে নরকগামী করে॥ ২০২ ॥

সুপাত্রে গো-প্রভৃতি দান করা কর্ত্তব্য ইহা কথিত হইল, তদ্বিষয়ে বিশেষ কহিতেছেন,—

দাতব্যং প্রত্যহং পাত্রে নিমিত্তে তু বিশেষতঃ।
যাচিতেনাপি দাতব্যং শ্রদ্ধাপূতং তু শক্তিতঃ ॥ ২০৩ ॥

কুটুম্ব ভরণের অবিরোধে যথাশক্তি যথাবিধি নিত্য নিত্য গোপ্রভৃতি দান করিবে। বিশেষত চন্দ্রগ্রহণপ্রভৃতি পুণ্যকালে যত্নপূর্ব্বক গোপ্রভৃতি দান করিবে। যাচিত ব্যক্তি-কর্ত্তৃক অসূয়া রহিত ভাবে শ্রদ্ধা দ্বারা পবিত্র গোপ্রভৃতি যথা-শক্তি দাতব্য। "যাচিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক দাতব্য" একথা বলাতে দাতা স্বয়ং উপযুক্ত পাত্রের নিকটে যাইয়া আহ্বান পূর্ব্বক দান করিলে মহাফল হইবে; তদ্বিষয়ে স্মরণ আছে যে " গৃহীতার নিকটে দাতা স্বয়ং গমন করিয়া যে দান করিবেন তাহা অনন্ত ফলপ্রদ জানিতে হইবে। গৃহীতা ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া যে দান করা যায় তাহা সহস্রগুণ ফলদায়ক হইয়া থাকে। যাচিত হইয়া যাচককে যে দান করে তাহা পঞ্চশত গুণ ফলদ হইবে "॥ ২০৩ ॥

গোপ্রভৃতি দান করিতে হইবে এইরূপ কথিত হইল, তন্মধ্যে গোদানে বিশেষ কহিতেছেন,——

হেমশৃঙ্গী খুরৈরৌপ্যৈঃ সুশীলা বস্ত্রসংযুতা।
সকাংস্যপাত্রা দাতব্যা ক্ষীরিণী গৌঃ সদক্ষিণা॥ ২০৪॥

যে গবীর শৃঙ্গ দ্বয় স্বর্ণযুক্ত ও যাহার খুর চতুষ্টয় রৌপ্য যুক্ত ও যে গো বস্ত্রসম্পন্ন, কাংস্যনির্ম্মিত পাত্র এবং দক্ষিণার সহিত এরূপ বহুদুগ্ধবতী সুশীলা গবী দান করা কর্ত্তব্য॥২০৪॥

গোদানের ফল কহিতেছেন,——

দাতাস্যাঃ স্বর্গমাপ্নোতি বৎসরান্ রোমসম্মিতান্।
কপিলা চেত্তারযতি ভূযশ্চাসপ্তমং কুলম্॥ ২০৫॥

গোদান কর্ত্তা ব্যক্তি গোর রোমসংখ্যক বৎসর স্বর্গলোকে বাস করে, সেই গো যদি কপিলা হয়, তবে সপ্তকুল অর্থাৎ পিতা প্রভৃতি ঊর্দ্ধতন ছয়পুরুষ ও দাতা সমষ্টিতে এই সাত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে॥ ২০৫॥

সবৎসারোমতুল্যানি যুগান্যুভযতো মুখীম্।
দাতাস্যাঃ স্বর্গমাপ্নোতি পূর্ব্বেণ বিধিনা দদৎ॥ ২০৬॥

পূর্ব্বোক্ত বিধিমতে পরশ্লোকে বক্তব্য উভয়তোমুখী গবী দান কারী ব্যক্তি সেই গো ও বৎসের রোমতুল্য সংখ্যক চতুর্যুগ পরিমিত কাল স্বর্গলোকে বসতি করে॥ ২০৬॥

কোন্ গবী উভয়তোমুখী ও কিপ্রকারেই বা তাহার দান মহাফলদায়ক হইবে এই বিষয়ে কহিতেছেন,——

যাবদ্বৎসস্য পাদৌ দ্বৌ মুখং যোন্যাঞ্চ দৃশ্যতে।
তাবদ্গৌঃ পৃথিবী জ্ঞেয়া যাবদ্গর্ভং ন মুঞ্চতি॥ ২০৭॥

যে বৎস গবীর গর্ভ হইতে নির্গত হইবে তাহার মুখ ও পদ দ্বয় যাবৎ কাল গবীর যোনিতে দৃষ্ট হইবে সেই কালে মস্তক

দেশে গবীর নিজমুখ ও যোনিদেশে বৎসের মুখ থাকাতে দুই দিকে মুখ দৃষ্ট হওয়ায় গবী উভয়তোমুখী হয়, কিন্তু, যে কাল পর্য্যন্ত বৎস প্রসব না করে সেই কাল পর্য্যন্ত উভয়তো-মুখী থাকে ও তাহা পৃথিবীর সমান জানিবে; অতএব তাহার দান অতিশয় ফলপ্রদ হয়॥ ২০৭॥

যথাকথঞ্চিদ্দত্ত্বা গাং ধেনুং বাধেনুমেব বা।
অরোগামপরিক্লিষ্টাং দাতা স্বর্গে মহীযতে॥ ২০৮॥

পূর্ব্বকথিত স্বর্ণশৃঙ্গ প্রভৃতির অসম্ভব হইলে যে কোনরূপ দুগ্ধবতী গো অথবা বন্ধ্যাভিন্ন অদুগ্ধবতী গো যদি রোগরহিতা অতিদুর্ব্বলা না হয়, তবে তাহার দাতা ব্যক্তি স্বর্গলোকে পূজিত হন॥ ২০৮॥

গোদানের সমান ফলদায়ক কর্ম্ম কহিতেছেন,——

শ্রান্তসংবাহনং রোগিপরিচর্য্যাস্থরার্চ্চনম্।
পাদশৌচং দ্বিজোচ্ছিষ্টমার্জ্জনং গোপ্রদানবৎ॥ ২০৯॥

শ্রমযুক্ত ব্যক্তিকে আসন ও শয্যাদি দান দ্বারা তাঁহার শ্রম শান্তিকরণ, রোগী ব্যক্তিকে সেবা শুশ্রূষা ও যথাশক্তি ঔষধ প্রভৃতি দান, গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা হরি, হর, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতার পূজা, আপনার তুল্য ও উচ্চ দ্বিজগণের চরণ প্রক্ষালন করণ এবং তাঁহাদিগের উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন এই সকল কর্ম্ম গোদানের সমান ফল দায়ক হইবে॥ ২০৯॥

ভূদীপাংশ্চান্নবস্ত্রাম্ভস্তিলসর্পিঃ প্রতিশ্রয়ান্।
নৈবেশিকং স্বর্ণধুর্য্যং দত্ত্বা স্বর্গে মহীয়তে॥ ২১০॥

ফল (শস্য) দায়িনী ভুমি, দেবগৃহাদিতে প্রদীপ, অন্ন (ভক্ষণের দ্রব্য), বস্ত্র, জল, তিল, ঘৃত, বিদেশীয় গণের বাসের স্থান, গৃহস্থ ধর্ম্মের জন্য কন্যা, স্বর্ণাদি ও ভার-

বাহী বৃষ, গো, এই সকল দান করিলে স্বর্গলোকে পূজিত হইয়া থাকেন। এই ভুমি প্রভৃতি দান করিলে যে স্বর্গলোকেই পূজিত হয়েন এবং অন্য কোন ফল হয় না এমত নহে; কেননা, “জ্ঞানপূর্ব্বক কিম্বা অজ্ঞান প্রযুক্ত যে ব্যক্তি যে কিছু পাপ করে সে ব্যক্তি পশ্চাৎ বক্তব্য গোচর্ম্ম পরিমিত ভুমিদান দ্বারা শুদ্ধ হয় ও জলদাতা ব্যক্তি অক্ষয় তৃপ্তি, অন্নদাতা ব্যক্তি অক্ষয় সুখ, তিলদাতা ব্যক্তি ইচ্ছামত প্রজা, (সন্তানাদি), দীপদাতা ব্যক্তি উত্তম চক্ষু, বস্ত্রদাতা ব্যক্তি চন্দ্রলোকে বসতি, ঘোটক দাতা ব্যক্তি অশ্বিনীকুমারের লোকে বাস প্রাপ্ত হয়েন।” ইত্যাদি অন্যান্য ফলকথন আছে। বৃহস্পতি কর্ত্তৃক গো-চর্ম্ম-পরিমাণ দর্শিত হইয়াছে যে “ সপ্ত হস্ত পরিমিত দণ্ডের ত্রিশ দণ্ডপরিমাণ নিবর্ত্তন হয়,তাহার দশ গুণ পরিমাণে গো-চর্ম্ম পরিমাণ ভুমি কথিত হয়; তাহা দান করিলে স্বর্গলোকে পূজিত হইয়া থাকেন ” ॥ ২১০ ॥

গৃহধান্যাভযোপানচ্ছত্রমাল্যানুলেপনম্।
যানং বৃক্ষং প্রিযং শয্যাং দত্ত্বাত্যন্তং সুখী ভবেৎ ॥ ২১১ ॥

গৃহ ও গোধূম শালিপ্রভৃতি ধান্য, ভয়প্রাপ্ত ব্যক্তির ভয় হইতে পরিত্রাণের উপায়, পাদুকা, ছত্র, মল্লিকাদি পুষ্পের মাল্য, কুঙ্কুম ও চন্দন প্রভৃতি অনুলেপন, রথপ্রভৃতি যান, আম্রাদি বৃক্ষ, যাহার যে ধর্ম্মাদি প্রিয় তাহা, শয়নের আবশ্যক শয্যা প্রভৃতি, এই সকল দান করিয়া দাতৃগণ অতিশয় সুখী হয়েন।

স্বর্ণ প্রভৃতির ন্যায় হস্তে প্রদানের অসামর্থ্য প্রযুক্ত ধর্ম্মাদি দান করা অসম্ভব নহে; কেননা ভুমি দানাদি বিষয়েও হস্তে প্রদান সম্ভব নহে, অতএব ভুমিদানাদির সমান

ধর্ম্মাদি দান বোধ করিতে হইবে। অন্য স্মৃতিতেও ধর্ম্মদান শ্রবণ আছে যে “ দেবতাদিগের, গুরুগণের ও মাতা পিতার নিমিত্তে যত্নপূর্ব্বক ধর্ম্ম দান করিবে, উদিত অধর্ম্ম কদাপি দিবে না ” অধর্ম্ম দানে অধর্ম্মই বর্দ্ধিত হয়, লোভাদি প্রযুক্ত প্রবৃত্ত উক্ত দানগৃহীতারও অপুণ্য হয়। “ যে দুর্ম্মতি ব্যক্তি নিন্দিত আচরণ প্রযুক্ত পাপকে দুর্ব্বল জানিয়া গ্রহণ করে তাহার সেই পাপ তাহাকে আশ্রয় করে ও সমান দ্বিসহস্রগুণ এবং অনন্ত ভাবে প্রদান কর্ত্তাতে আশ্রয় করে ” এইরূপ স্মরণ আছে।

এস্থলে ও সর্ব্বস্থলে দেশ, কাল ও পাত্র বিশেষে দানীয় দ্রব্য বিশেষে ও দানকর্ত্তা বিশেষে দানেতে যে ফল তাহা মৎকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে, হিংসাতেও সেইরূপ কথিত হইয়াছে এই হেতুতে দান গৃহীতার বৃত্তিবিশেষে দাতা ও প্রতি-গৃহীতার ফলের ন্যূনাধিক্য দেখিতে হইবে॥ ২১১॥

সর্ব্বধর্ম্মময়ং ব্রহ্ম প্রদানেভ্যোধিকং যতঃ।
তদ্দদৎ সমবাপ্নোতি ব্রহ্মলোকমবিচ্যুতম্॥ ২১২॥

যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞান দান সর্ব্বধর্ম্মময় হইয়া থাকে; তদ্ধেতুক যাহাতে ব্রহ্মজ্ঞান হয় তাহা সকল দানীয় দ্রব্যঅপেক্ষা অধিক বলিতে হইবে, অতএব অধ্যাপন প্রভৃতি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান দাতা প্রলয়কাল পর্য্যন্ত অক্ষয় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই ব্রহ্মজ্ঞান দানে গৃহীতার স্বত্ব জননমাত্র হইলেই দান সিদ্ধ হয়; কেননা কোনরূপে দাতার নিজের স্বত্ব ধ্বংস হইবার সম্ভাবনা নাই॥ ২১২॥

দানের ফল কহিয়া এক্ষণে দান ভিন্নে দানফল প্রাপ্তির কারণ কহিতেছেন,——

প্রতিগ্রহসমর্থোঽপি নাদত্তে যঃ প্রতিগ্রহম্।
যে লোকা দানশীলানাং স তানাপ্নোতি পুষ্কলান্ ॥ ২১৩ ॥

যে ব্যক্তি দান গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র হইয়াও কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক দত্ত বস্তু গ্রহণ না করেন ঐ ব্যক্তি যে যে দত্ত বস্তু গ্রহণ না করেন, সেই সেই দ্রব্য দান করিলে যে যে লোক প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা তিনি সম্পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥২১৩॥

এক্ষণে সকল প্রতিগ্রহ নিবৃত্তির ফলশ্রুতির প্রসঙ্গে অপবাদ কহিতেছেন,——

কুশাঃ শাকং পয়ো মৎস্যা গন্ধাঃ পুষ্পং দধি ক্ষিতিঃ।
মাংসং শয্যাসনং ধানাঃ প্রত্যাখ্যেয়ং ন বারি চ ॥ ২১৪ ॥

কুশ, শাক, দুগ্ধ, মৎস্য, গন্ধ, পুষ্প, দধি, ক্ষিতি (মৃত্তিকা), মাংস, শয্যা , আসন, ভ্রষ্টযব, জল ও গৃহাদি এই সকল দ্রব্যের মধ্যে কোন ব্যক্তি স্বয়ং কিছু আনিয়া দিতে আসিলে তাহা ত্যাগ করিবে না। 'শয্যা, গৃহ, কুশ, গন্ধ, জল, পুষ্প, মণি, দধি, মৎস্য, ভ্রষ্টযব, দুগ্ধ, মাংস, শাক এইসকল আনীত দ্রব্য ত্যাগ করিবে না। কাষ্ঠ জল মূল ফল ভক্ষ্যদ্রব্য মধু ঘৃত অভয় দক্ষিণা ও যাহা অভ্যুদ্যত (আনীত) হয় তাহা সর্ব্বলোকের নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিবে" এইরূপ মনুস্মৃতিতে আছে ॥ ২১৪ ॥

কিজন্য দত্তদ্রব্য ত্যাগ করিবে না; এই কারণে কহিতেছেন,——

অযাচিতাহৃতং গ্রাহ্যমপি দুষ্কৃতকর্ম্মণঃ।
অন্যত্র কুলটাষণ্ডপতিতেভ্যস্তথা দ্বিষঃ ॥ ২১৫ ॥

যেহেতু পূর্ব্বশ্লোকে কথিত অযাচিত ও আহৃত কুশাদি দ্রব্য দুষ্কর্ম্ম-কারি ব্যক্তি হইতেও গ্রহণ করিতে পারা যায় তদ্ধেতুক

বিধিমত কর্ম্মকারি ব্যক্তি হইতে প্রাপ্তদ্রব্য, ত্যাগ করিবে না ; কিন্তু বেশ্যা, ক্লীব, পতিত ও শত্রুপ্রভৃতি হইতে প্রাপ্ত দ্রব্য ত্যাগ করিবে ॥ ২১৫ ॥

প্রতিগ্রহ (দত্তদ্রব্য) গ্রহণ করা নিবৃত্তির অন্য অপবাদ কহিতেছেন,——

দেবাতিথ্যর্চ্চনকৃতে গুরুভৃত্যাদিবৃত্তয়ে।
সর্ব্বতঃ প্রতিগৃহ্ণীযাদাত্মবৃত্ত্যর্থমেব চ ॥ ২১৬ ॥

দেবতা অতিথিপ্রভৃতির সন্তোষের জন্য আবশ্যক প্রযুক্ত মাতা, পিতা প্রভৃতি গুরুগণের ও স্ত্রী পুত্রপ্রভৃতি পোষ্য-বর্গের এবং আপনার জীবিকার জন্য পতিতাদি অত্যন্ত নি-ন্দিত ব্যক্তি ভিন্ন সকল ব্যক্তি হইতে প্রতিগ্রহ করিবে ॥২১৬॥

দানধর্ম্ম প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

শ্রাদ্ধ প্রকরণ আরম্ভ ॥ ১০ ॥

মৃত ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ভক্ষ্যদ্রব্যের ও ভক্ষণ স্থানীয় সেই দ্রব্যের দান কর্ম্মকে “ শ্রাদ্ধ ” বলা যায়।

সেই শ্রাদ্ধ পার্ব্বণ ও একোদ্দিষ্ট ভেদে দুই প্রকার হয় ; তন্মধ্যে তিন পুরুষাদির উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধ করা যায় তাহাকে “পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ” একপুরুষের উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধ করা যায় তা-হাকে “একোদ্দিষ্ট” বলাযায়। পুনশ্চ পার্ব্বণশ্রাদ্ধও নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য ভেদে তিন প্রকার ; তন্মধ্যে নিয়ত নিমিত্তউপাধিতে (ধর্ম্মচিন্তায়) কথিত দিন দিন এবং অমাবস্যা ও অষ্টকাপ্রভৃতিতে যে শ্রাদ্ধ করিতে হয় ; তাহাকে “নিত্য-শ্রাদ্ধ ” বলাযায় ও অনিয়ত উপাধিতে কথিত পুত্রজন্মপ্রভৃতি কর্ম্মে যে শ্রাদ্ধ করিতে হয়, তাহাকে “নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ” কহা

যায় এবঞ্চ কৃত্তিকাদি নক্ষত্রে স্বর্গ প্রাপ্তিপ্রভৃতি ফলকামনা উপাধিতে কথিত যে শ্রাদ্ধ তাহাকে "কাম্য শ্রাদ্ধ" কহা যায়।

অপরও প্রতিদিন কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ, পূর্ব্বোক্তমত পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ ও সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ ভেদে পাঁচ প্রকার হয়। তন্মধ্যে পিতৃগণ ও মনুষ্যগণের উদ্দেশে অহরহ অন্নদানাদিকে প্রতিদিন কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ কহা যায়; মনু কহেন যে "পিতৃগণের তৃপ্তির নিমিত্তে দিন দিন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্নপ্রভৃতি ও কেবল জল ও দুগ্ধ, মূল এবং ফলপ্রভৃতি দান করিবে তাহাতে পিতৃগণের অক্ষয় প্রীতি হইবে" ॥ ২১৬ ॥

এক্ষণে পার্ব্বণ ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ প্রদর্শনের পূর্ব্বে দুই শ্রাদ্ধের কাল নিরূপণ করিতেছেন,——

অমাবস্যাষ্টকা বৃদ্ধিঃ কৃষ্ণপক্ষোঽযনদ্বযম্।
দ্রব্যং ব্রাহ্মণসম্পত্তির্বিষুবৎ সূর্য্যসংক্রমঃ ॥ ২১৭ ॥
ব্যতীপাতো গজচ্ছাযা গ্রহণং চন্দ্রসূর্য্যযোঃ।
শ্রাদ্ধং প্রতিরুচিশ্চৈব শ্রাদ্ধকালাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২১৮ ॥

যেদিন রাত্রিতে চন্দ্রদর্শন হয় না সেইদিন অমাবস্যা, তাহাতে যদি দুইদিনে অমাবস্যা হয় তবে যে দিনে অপরাহ্ণ কালে অমাবস্যা লাভ হইবে সেইদিনে শ্রাদ্ধ করিবে; কেননা "অপরাহ্ণই পিতৃগণের শ্রাদ্ধ কাল" এইমত বচন আছে। সেই অপরাহ্ণকালের লক্ষণ এই যে, দিনমানকে পাঁচ অংশে ভাগ করিলে যাহা চতুর্থ (চারিভাগের পূরণ) ভাগ তিন মুহূর্ত্তকাল তাহাই অপরাহ্ণ বলিয়া বিখ্যাত হয়। "হেমন্ত (অগ্রহায়ণ পৌষ) শিশির (মাঘ ফাল্গুন) এই চারিমাসের

কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে চারিটী অষ্টকা হয়, তাহাতে অষ্টক শ্রাদ্ধ করিবে” এইমত আশ্বলায়ন কহিয়াছেন।

পুত্রজন্মাদিতে কর্ত্তব্যশ্রাদ্ধ (বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ), কৃষ্ণপক্ষ (অপরপক্ষ) দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ, তিল তণ্ডুল দুগ্ধপক্ব কৃশর ও ভক্ষ্য মাংসাদি, পশ্চাৎ বক্তব্য লক্ষণ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ সম্পত্তি, বিষুব দ্বয় (মেষরাশি ও তুলারাশিতে সূর্য্যের গমন,) সূর্য্য সংক্রম (রবির একরাশি হইতে অন্যরাশিতে সঞ্চার) অর্থাৎ গমন এই পূর্ব্বোক্ত রবিসংক্রম বলাতে অয়ন দ্বয় ও বিষুবদ্বয়ের প্রাপ্তি হওয়ায় পৃথক্ কহায় অন্য সংক্রান্তি অপেক্ষা ফলের আধিক্য বোধ করিতে হইবে।

ব্যতীপাত (যোগবিশেষ) গজচ্ছায়া (যে সময়ে চন্দ্র মঘা নক্ষত্রে এবং রবি হস্তানক্ষত্রে থাকিবেন এমত সময়ে যে “যাম্যা” তিথি ত্রয়োদশী হইবে তাহাই “গজচ্ছায়া” বলিয়া কথিত হয়। কেহ কেহ “ হস্তিচ্ছায়া ” বলিয়া থাকেন এখানে সে হস্তিচ্ছায়া গৃহীত হয় নাই।

চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্যগ্রহণের সময় যে কালে ব্যক্তিদিগের শ্রাদ্ধ করিবার ইচ্ছা হইবে সেইকাল, সত্যযুগাদ্যা, ত্রেতাযুগাদ্যা, দ্বাপরযুগাদ্যা ও কলিযুগাদ্যা এইসকল যুগাদ্যা। ইত্যাদি শ্রাদ্ধের কাল জানিবে।

যদিও “চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণের সময়ে ভোজন করিবে না ” এইরূপ গ্রহণের সময়ে ভোজন নিষেধ আছে, তাহা হইলেও গ্রহণ কালে শ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধভোক্তার পক্ষেই দোষঘটিতে পারে; কিন্তু, শ্রাদ্ধকর্ত্তার পক্ষে দোষ হয় না বরঞ্চ অভ্যুদয় (উন্নতি) হইয়া থাকে ॥ ২১৭ ॥ ২১৮ ॥

অহরহ শ্রাদ্ধভিন্ন পশ্চাৎ বক্তব্য চারিপ্রকার শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ সম্পত্তি কহিতেছেন,——

অগ্র্যাঃ সর্ব্বেষু বেদেষু শ্রোত্রিয়ো ব্রহ্মবিদ্ যুবা।
বেদার্থবিজ্জ্যেষ্ঠসামা ত্রিমধুস্ত্রিসুপর্ণিকঃ ॥ ২১৯ ॥

ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ব্ব এই চারিবেদের পাঠে যে ব্যক্তি মন নিবিষ্ট করাপ্রযুক্ত তাহার কোনবিষয় বিস্মৃত না হইয়া অধ্যয়নে ক্ষমতাবান্ হন তিনি অগ্র্য, শ্রোত্রিয় (শ্রবণ ও পঠন কর্ম্মে নিপুণ), যিনি পশ্চাৎ বক্তব্য লক্ষণ বিশিষ্ট ব্রহ্মকে জানেন সেই ব্রহ্মবিৎ, মধ্যমবয়ঃক্রমবিশিষ্ট যুবা ইহা সকলের বিশেষণ। বেদের মন্ত্রখণ্ড ও ব্রাহ্মণখণ্ড অর্থাৎ মন্ত্রেতর বেদখণ্ড যিনি জানিয়াছেন তিনি, সামবেদের কোন খণ্ডবিশেষ জ্যেষ্ঠসাম তাহার অঙ্গ ব্রত আচরণ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি তাহা পাঠ করিয়াছেন সেই জ্যেষ্ঠসামা, ঋগ্ বেদের একদেশ "ত্রিমধু" তাহার ব্রত আচরণ পূর্ব্বক যিনি তাহা পাঠ করিয়া থাকেন সেইব্যক্তি "ত্রিমধু" ঋগ্ বেদ ও যজুর্ব্বেদের একদেশ ত্রিসুপর্ণ তাহার অঙ্গ ব্রত আচরণ পূর্ব্বক যিনি তাহা পাঠ করেন সেইব্যক্তি ত্রিসুপর্ণিক ; এই সকল গুণসম্পন্ন যে সকল ব্রাহ্মণ তাঁহারাই শ্রাদ্ধের সম্পত্তি অর্থাৎ শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ হয়েন ॥ ২১৯ ॥

স্বস্রীয়ঋত্বিগ্জামাতৃযাজ্যশ্বশুরমাতুলাঃ।
ত্রিনাচিকেতদৌহিত্রশিষ্যসম্বন্ধিবান্ধবাঃ ॥ ২২০ ॥

ভাগিনেয়, ঋত্বিক্, জামাতা, যাজ্য, শ্বশুর, মাতুল, যজুর্ব্বেদের একদেশ ও তাহার কর্ত্তব্য ব্রত (ত্রিনাচিকেত) তাহার ব্রত আচরণ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি তাহা অধ্যয়ন করিয়াছেন সেই ব্যক্তি "ত্রিনাচিকেত" দৌহিত্র, শিষ্য, সম্বন্ধী, বান্ধব

এইসকল ব্যক্তি, পূর্ব্বশ্লোকে কথিত শ্রোত্রিয় প্রভৃতির অ-ভাবে শ্রাদ্ধের সম্পদ্ হইবেন, অর্থাৎ ইহাঁরা মধ্যম (দ্বিতীয়) কল্প; কেননা, মনু কহিয়াছেন যে "হোমীয় দ্রব্য ও পিতা প্রভৃতির শ্রাদ্ধের দ্রব্যদানে এই ব্যক্তিরা প্রথম কল্প (প্রধান) আর এগুলি অনুকল্প তথাপি বিজ্ঞব্যক্তিরা ইহার নিন্দা করেন না, এই বলিয়া ভাগিনেয় প্রভৃতির কথা লিখিয়া-ছেন" ॥ ২২০ ॥

কর্ম্মনিষ্ঠাস্তপোনিষ্ঠাঃ পঞ্চাগ্নির্ব্রহ্মচারিণঃ।
পিতৃমাতৃপরাশ্চৈব ব্রাহ্মণাঃ শ্রাদ্ধসম্পদঃ ॥ ২২১ ॥

শাস্ত্রোক্ত শুদ্ধকর্ম্মের আচরণকারী, তপস্যাশীল, স-ভ্যাগ্নি, আবসথ্যাগ্নি, দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্যাগ্নি, আহবনীয়াগ্নি এই পঞ্চ অগ্নি যাঁহার থাকে এবং যিনি ঐ পঞ্চাগ্নির বিদ্যা পাঠ করেন সেই পঞ্চাগ্নিব্যক্তি, উপকুর্ব্বাণব্রহ্মচারী ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, পিতা ও মাতার পূজাকারক ব্যক্তি ও জ্ঞানসম্পন্ন এইসকল গুণসম্পন্ন যে ব্রাহ্মণ তিনি শ্রাদ্ধেতে অক্ষয় ফল-সম্পত্তির হেতু হইবেন; কিন্তু, ক্ষত্রিয়প্রভৃতি জাতিরা শ্রাদ্ধ সম্পত্তির হেতু হইবেন না ॥ ২২১ ॥

ত্যাগযোগ্য ব্রাহ্মণ কহিতেছেন,——

রোগী হীনাতিরিক্তাঙ্গঃ কাণঃ পৌনর্ভবস্তথা।
অবকীর্ণী কুণ্ডগোলৌ কুনখী শ্যাবদন্তকঃ ॥ ২২২ ॥

কুষ্ঠাদি মহারোগগ্রস্ত, হীনাঙ্গবিশিষ্ট ও অধিক অঙ্গ বি-শিষ্ট, যাহার একচক্ষু অন্ধ, যাহার দুই চক্ষু অন্ধ, যাহার কর্ণ দ্বারা শ্রবণশক্তি থাকে না, বিদ্ধ অর্থাৎ রুদ্ধ প্রজনন (যাহা-দিগের পুত্রোৎপাদন পদার্থ রুদ্ধহয়) খল্বাট (মুণ্ডিতমস্তক বা, টাক্‌পোকাধরা) দুশ্চর্ম্মা (যাহার লিঙ্গ চর্ম্মদ্বারা আবৃত নহে)

প্রভৃতি ব্যক্তিগণ, পূর্ব্বশ্লোকে কথিত দ্বিবার বিবাহিত স্ত্রীর পুত্র, ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও যাহার ব্রহ্মচর্য্যের কোন অঙ্গহানি হয়, স্ত্রীলোকের স্বামী জীবিত থাকিলেও পরপুরুষ হইতে যে পুত্র জন্মে, স্ত্রীলোকের স্বামী মৃত হইলে পরপুরুষ হইতে যে পুত্র জন্মে, যাহার অঙ্গুলির নখগুলি সঙ্কুচিত, (কোঁকড়া) যাহার দন্তগুলি স্বভাবসিদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ এই সকল ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধেতে নিন্দিত হইবে ॥ ২২২ ॥

ভৃতকাধ্যাপকঃ ক্লীবঃ কন্যাদূষ্যভিশস্তকঃ।
মিত্রধ্রুক্ পিশুনঃ সোমবিক্রয়ী পরিবিন্দকঃ ॥ ২২৩ ॥

যে ব্যক্তি বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করায় (পাঠদেয়) ও যেব্যক্তি স্বয়ং বেতনদিয়া অধ্যয়ন করে, ক্লীব (নপুংসক) অসত্য ও সত্য দোষদ্বারা কোন কন্যাকে যেব্যক্তি দোষযুক্ত করে সেই কন্যা দূষী, সৎ বা অসৎ ব্রহ্মহত্যাদি দ্বারা যে ব্যক্তি অভিযুক্ত সেই অভিশস্ত, মিত্রের অপকারকারী, পরের দোষ ব্যক্তকারক, যজ্ঞেতে সোমবিক্রয়কারী, জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিবাহ ও অগ্নিগ্রহণ না করিলে যে কনিষ্ঠ বিবাহ ও অগ্নিগ্রহণ করে, যে জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিবাহ ও অগ্নিগ্রহণ না করিলে যে কনিষ্ঠভ্রাতার বিবাহ ও অগ্নিগ্রহণ হয়, সেই জ্যেষ্ঠভ্রাতা, এইসকল ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে নিন্দিত। মনু কহেন যে “ অগ্রজাতভ্রাতা দারগ্রহণ ও অগ্নিহোত্র গ্রহণ না করিলে যেব্যক্তি দারগ্রহণ ও অগ্নিগ্রহণকরে সেইব্যক্তি পরিবেত্তা ও তাহার ঐ অগ্রজ ভ্রাতা পরিবিত্তি এবং সেই বিষয়ে কন্যাদানকর্ত্তা ও সেই কন্যাদানের যাজক, ইহারাও নিন্দিত হইবে।” পূর্ব্বোক্ত পরিবিত্তি ও পরিবেত্তা ও পরিবেত্তার বিষয়ে যে কন্যা বিবাহিতা হয় ও সেইবিষয়ে

যে কন্যা দান করে ও সেই কন্যা দান বিষয়ে যেব্যক্তি যাজক তাহারা সকলেই নরকে গমন করে এইরূপ বচন আছে॥ ২২৩॥

মাতাপিতৃগুরুত্যাগী কুণ্ডাশী বৃষলাত্মজঃ।
পরপূর্ব্বাপতিস্তেনঃ কর্ম্মদুষ্টাশ্চ নিন্দিতাঃ॥ ২২৪॥

যে ব্যক্তি বিনা কারণে মাতা, পিতা ও গুরুকে স্ত্রী ও পুত্রকে ত্যাগ করে সেইব্যক্তি, কেননা "বৃদ্ধভাবাপন্ন মাতা ও পিতা, সতী স্ত্রী ও শিশু পুত্রকে স্বভাবত ভরণ পোষণ করিতে না পারিলে শত অকার্য্য করিয়াও প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য" এইকথা মনু কহিয়াছেন এইবচনে স্ত্রী ও পুত্রকে প্রতিপালন করিবার বিষয়ে মাতা ও পিতার সহিত সমানভাবে লিখিত আছে।

স্বামী জীবিত থাকিতে উপপতি হইতে জনিত কুণ্ড ব্যক্তির অন্ন যে ব্যক্তি ভোজন করে ও স্বামী মরিলে উপপতি হইতে জাত গোলক ব্যক্তির অন্ন যেব্যক্তি ভোজন করে সেই উভয় ব্যক্তি কুণ্ডাশী; কেননা বচন আছে যে "যেব্যক্তি কুণ্ড ও গোলকের অন্ন ভোজন করে, সেব্যক্তি কুণ্ডাশী বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়"।

ধর্ম্মরহিত ব্যক্তির যে পুত্র সেই বৃষলাত্মজ, দুইবার বিবাহিতা স্ত্রীর স্বামী, অদত্তপরধন গ্রহণকারী "স্তেন" শাস্ত্রবিরুদ্ধকর্ম্মকারী কর্ম্মদুষ্ট, কিতব ও দেবলক প্রভৃতি এই সকল ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইলেও শ্রাদ্ধে নিন্দিত।

এই ২১৯ শ্লোক অবধি ২২১ শ্লোকপর্য্যন্ত শ্রাদ্ধে যোগ্য ব্রাহ্মণ কহায় তদ্ভিন্ন অন্যব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধে অযোগ্যত্ব সিদ্ধ হইলেও ২২২ শ্লোক অবধি এশ্লোকপর্য্যন্ত কুষ্ঠাদি মহারোগ

গ্রস্তপ্রভৃতির নিষেধবচন ব্যক্ত করায় শ্রাদ্ধে যোগ্য ব্রাহ্মণ অপ্রাপ্ত হইলে নিষেধ রহিত ব্রাহ্মণের গ্রহণ বোধ করিতে হইবে ॥ ২২৪ ॥

এইরূপ শ্রাদ্ধকালযোগ্য ব্রাহ্মণ কহিয়া এক্ষণে পার্ব্বণশ্রাদ্ধের প্রয়োগ কহিতেছেন,——

নিমন্ত্রয়েত পূর্ব্বেদ্যুর্ব্রাহ্মণানাত্মবান্ শুচিঃ।
তৈশ্চাপি সংযতৈর্ভাব্যং মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ ॥ ২২৫ ॥

পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণগণকে শোক ও উন্মাদাদি দোষরহিত ভাবে ইন্দ্রিয়দোষ বর্জ্জনপূর্ব্বক পবিত্র হওত " শ্রাদ্ধে ক্ষণ অর্থাৎ উৎসব করুন " এই বলিয়া পূর্ব্বদিনে নিমন্ত্রণ করিবে অথবা পরদিনে পূর্ব্বোক্তভাবে নিমন্ত্রণ করিবে, অর্থাৎ প্রার্থনা দ্বারা নিয়মিত সময়ে অভ্যুপগমন (নিকটে আগমন ও স্বীকার) করাইবে। মনু স্মৃতিতে আছে যে " শ্রাদ্ধকর্ম্ম উপস্থিত হইলে পূর্ব্বদিনে বা অপরদিনে সম্যক্‌প্রকারে শাস্ত্রোক্ত তিনজনের অন্যূন যোগ্য ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিবে।"

শ্রাদ্ধকর্ম্মে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণেরও মানসিক, বাচনিক ও শারীরিক ব্যাপারে এবং কর্ম্মে পবিত্রতা বিধেয় ॥ ২২৫ ॥

অপরাহ্নে সমভ্যর্চ্চ্য স্বাগতেনাগতাংস্তু তান্।
পবিত্রপাণিরাচান্তানাসনেষূপবেশয়েৎ ॥ ২২৬ ॥

পূর্ব্ব ২১৭ ও ২১৮ শ্লোকের অর্থে কথিতমত অপরাহ্ন কালে সেই সকল নিমন্ত্রিত ব্রহ্মণগণকে স্বাগত (সুখে আগমন বা কুশল জিজ্ঞাসা) বাক্যদ্বারা পূজিত করিয়া তাঁহাদিগকে পদ প্রক্ষালন ও পবিত্রহস্ত ও আচমন করাইয়া স্বয়ং পবিত্রপাণি হইয়া কৢপ্ত (নিয়মিত) আসনে উপবেশন করাইবে।

যদি সামান্যমতে অপরাহ্ন কাল কথিত হইল তথাপি কুতপে

(অষ্টম মুহূর্ত্তে) আরম্ভ করিয়া তদবধি (৫) পাঁচমুহূর্ত্তে সমাপন করিলে শুভকর হয়। " দিনমানের মধ্যে পনের (১৫) মুহূর্ত্ত সর্ব্বকাল হয়, তন্মধ্যে যেটি অষ্টম (৮) মুহূর্ত্ত ভাগ সেই কাল কুতপ জানিবে "। যেহেতু মধ্যাহ্ন কালে সূর্য্য মন্দ গতি হন, সেই হেতু তৎ কালে শ্রাদ্ধ আরম্ভ অনন্ত ফল দায়ক হয়। " অষ্টম মুহূর্ত্তের পরে যে চারি (৪) মুহূর্ত্ত এবং অষ্টম মুহূর্ত্ত সমুদায়ে ঐ পঞ্চ (৫) মুহূর্ত্তকাল পিতৃলোকের তৃপ্তিকারক স্বধাভবন কথিত হয় " এই রূপ বচন আছে। তদ্ভিন্ন অন্য কুতপাদি সপ্ত (৭) শ্রাদ্ধের উপযোগি কাল কথিত আছে যে " মধ্যাহ্ন কাল, গণ্ডকের খড়্গানির্ম্মিত পাত্র, নেপালদেশীয় কম্বল, রৌপ্য, দর্ভ, তিল ও গোদান, এই সাতটি এবং দৌহিত্র এই আটটি কুতপ জানিবে, পাপকে কুৎসিত কহা যায়; যেহেতু এই আটটি সেই পাপের সন্তাপকারী অতএব ইহারাও " কুতপ " বলিয়া বিখ্যাত হইয়া থাকে ॥ ২২৬ ॥

যুগ্মান্দৈবে যথাশক্তি পিত্রে যুগ্মাংস্তথৈব চ।
পরিস্তৃতে শুচৌ দেশে দক্ষিণাপ্রবণে তথা ॥ ২২৭ ॥

আভ্যুদয়িক (নান্দীমুখ) শ্রাদ্ধে দুইটি দুইটি ব্রাহ্মণ যথাশক্তিমতে উপবেশন করাইবে।

তদ্বিষয়ে বৈশ্বদেব পক্ষে দুইটি ব্রাহ্মণ উপবেশন করাইতে হইবে। মাতাপ্রভৃতি তিনের প্রত্যেকের দুইটি দুইটি অভাবে ঐ তিনের দুইটি ব্রাহ্মণ উপবেশন করাইবে। এইরূপ পিতাপ্রভৃতি তিনের প্রত্যেকের দুইটি দুইটি ব্রাহ্মণ, অভাবে পিতাপ্রভৃতি তিনের দুইটি দুইটি ব্রাহ্মণ উপবেশন করাইবে। সেইরূপ মাতামহপ্রভৃতিরও পক্ষে জানিবে, অথবা বৈশ্ব-

দেব পক্ষে ব্রাহ্মণের তন্ত্রতা (একত্ব) জানিবে। পিতৃপক্ষে (পার্ব্বণশ্রাদ্ধে) অযুগ্ম (১। ৩ ইত্যাদি) ব্রাহ্মণ উপবেশন করাইবে।

গোময় প্রভৃতি শুদ্ধিকর দ্রব্য লেপিত দক্ষিণ দিকে নিম্ন শুদ্ধ স্থানে সর্ব্বস্থলে কুশপাতন করিয়া এই সকল ব্রাহ্মণকে উপবেশন করাইবে॥ ২২৭॥

পূর্ব্বশ্লোকে পিত্র্যে (পার্ব্বণশ্রাদ্ধে) অযুগ্ম (১। ৩ ইত্যাদি ব্রাহ্মণ উপবেশন করাইবে এইরূপ কহায় পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের অঙ্গ বিশিষ্ট বৈশ্বদেব পক্ষেও অযুগ্ম ব্রাহ্মণ উপবেশনের বিধি বোধ হইতে পারিত; কিন্তু তদ্বিষয়ে এইরূপ বিশেষ কহিতেছেন,——

দ্বৌ দৈবে প্রাক্ ত্রয়ঃ পিত্র্যে উদগেকৈকমেব বা।
মাতামহানামপ্যেবং তন্ত্রং বা বৈশ্বদেবিকম্॥ ২২৮॥

পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের বৈশ্বদেব পক্ষে পূর্ব্বমুখ দুইটি ব্রাহ্মণ উপবেশন করাইতে হইবে। পিতৃপক্ষে অযুগ্ম (১। ৩ ইত্যাদি) ব্রাহ্মণ উপবেশন করাইবে এইরূপ কহায় অযুগ্ম কয়টি ব্রাহ্মণ উপবেশন করাইবে ইহা বিশেষ না কহিবায় বিশেষ বিধি কহিতেছেন, যে " পিতৃপক্ষে পিতাপ্রভৃতির স্থানে তিনটি উত্তরমুখ ব্রাহ্মণ উপবেশন করাইতে হইবে। পক্ষান্তরে (মতান্তরে) কহিতেছেন যে, বৈশ্বদেবপক্ষে ও পিতৃপক্ষে একএকটি করিয়াই ব্রাহ্মণ উপবেশন করাইবে। সম্ভব হইলে বিকল্প (অধিক ব্রাহ্মণ) জানিবে।

মাতামহ প্রভৃতির পক্ষে শ্রাদ্ধেও ঐরূপ নিমন্ত্রণাদি করিতে হইবে, দেবপক্ষে পূর্ব্বমুখে দুইটি ব্রাহ্মণ পিতৃপক্ষে উত্তর মুখে তিনটি ব্রাহ্মণ উপবেশন করাইবে। 'উত্তর মুখ একএকটি

ব্রাহ্মণই বা উপবেশন করাইবে’ এই পর্য্যন্ত পিতৃপক্ষের শ্রাদ্ধের ন্যায় করিতে হইবে।

অথবা পিতাপ্রভৃতির শ্রাদ্ধে ও মাতামহ প্রভৃতির শ্রাদ্ধে বৈশ্বদেব পক্ষের ব্রাহ্মণ উপবেশন প্রভৃতি তন্ত্র দ্বারাই করিতে হইবে এস্থলে তন্ত্রশব্দটি সমুদায় বাচক জানিবে।

যে কালে দুইটি মাত্র ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে সেকালে বৈশ্বদেবের পাত্র কল্পনা করিয়া উভয় স্থলে একএকটি ব্রাহ্মণ স্থাপন করিবে। বশিষ্ঠ কহেন যে ‘ যদি শ্রাদ্ধেতে একটি ব্রাহ্মণকেই ভোজন করায় সেস্থলে দেবপক্ষ কিরূপ হইবে ? এই বিষয়ে কহিতেছেন, উদ্দিষ্ট ব্যক্তিসকলের অন্ন পাত্রের উপরে স্থাপন করিয়া দেবতার গৃহমধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিবে, সেই অন্ন অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে অথবা ব্রহ্মচারীকে দান করিবে’ ॥ ২২৮ ॥

পাণিপ্রক্ষালনং দত্ত্বা বিষ্টরার্থং কুশানপি।
আবাহযেদনুজ্ঞাতো বিশ্বেদেবাস ইত্যৃচা ॥ ২২৯ ॥

তদনন্তর, বিশ্বেদেবের নিমিত্ত ব্রাহ্মণের হস্তে জলদান করিয়া বিষ্টরের জন্য যুগ্ম (২) দ্বিগুণিত কুশ দক্ষিণ দিক্ অবধি আসনে দান পূর্ব্বক “ বিশ্বান্ দেবানাবাহয়িষ্যে ” এই মন্ত্র ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহারা “ আবাহয় ” এইরূপ আজ্ঞা করিলে পর “ বিশ্বেদেবাস আগত ইত্যাদি ” মন্ত্রদ্বারা ও “ আগচ্ছন্তু মহাভাগা ইত্যাদি ” স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত মন্ত্র দ্বারা আবাহন করিবে।

স্বাভাবিক মত যজ্ঞোপবীতধারী হইয়া দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক এই সকল কর্ম্ম করিবে।

পিতৃপক্ষে আবাহনে বিশেষ স্মরণ আছে যে “তদনন্তর

বামাবর্ত্তক্রমে অপ্রদক্ষিণ মতে প্রাচীনাবীতী (বিপরীত যজ্ঞোপবীতধারী) হইয়া আবাহন করিবে" ॥ ২২৯ ॥

যবৈরন্ববকীর্য্যাথ ভাজনে সপবিত্রকে।
শন্নো দেব্যা পয়ঃ ক্ষিপ্ত্বা যবোসীতি যবাংস্তথা।
য়া দিব্যা ইতি মন্ত্রেণ হস্তেষ্বর্ঘ্যং বিনিক্ষিপেৎ ॥ ২৩০ ॥

তদনন্তর, বিশ্বেদেবের জন্য প্রদক্ষিণ ক্রমে ব্রাহ্মণের নিকটে ভুমিকে বহুযবদ্বারা আবৃত করিয়া পরে তৈজস প্রভৃতি পাত্রে পবিত্র (মন্ত্রপূত প্রাদেশ প্রমাণ সাগ্র কুশ) সংযোগ পূর্ব্বক কুশদ্বয় দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে, পরে " শন্নো দেবী-রভিষ্টয়ে ইত্যাদি " মন্ত্রদ্বারা জলনিক্ষেপ পূর্ব্বক " যবোসি ধান্যরাজোসি ইত্যাদি " মন্ত্রদ্বারা যব সংযোগ করিবে; পরে গন্ধ ও পুষ্পাদি নিক্ষেপ পূর্ব্বক " যা দিব্যা আপঃ পয়সা ইত্যাদি " মন্ত্র দ্বারা, পবিত্রদ্বারা আচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ হস্তে " বিশ্বেদেবা ইদং বোঽর্ঘ্যম্ " ইহা বলিয়া অর্ঘ্যের জল দিবে ॥ ২৩০ ॥

দত্ত্বোদকং গন্ধমাল্যং ধূপদানং সদীপকম্।
তথাচ্ছাদনদানঞ্চ করশৌচার্থমম্বু চ ॥ ২৩১ ॥

অতঃপর হস্তধৌত করণার্থ জল দিয়া যথাক্রমে গন্ধ, পুষ্প, ধুপ, দীপ ও আচ্ছাদন দান করিবে ; এইসকল গন্ধপ্রভৃতির জন্য অন্য স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত বিশেষ দেখিতে হইবে যে " চন্দন কুঙ্কুম কর্পূর অগুরু ও পদ্মক (পদ্মকাষ্ঠ) উপলেপন (ম্রক্ষণ) জন্য গন্ধ দিবে " এইরূপ বিষ্ণু কহিয়াছেন। জাতীপুষ্প, মল্লিকা, শ্বেতবর্ণ যূথিকা আর সমুদয় জলজাতপুষ্প ও চম্পক এই সকল পুষ্প শ্রাদ্ধ কর্ম্মে পবিত্র জানিবে। শ্রাদ্ধকর্ম্মে উগ্রগন্ধি (ক্রুর গন্ধি পুষ্প), অগন্ধি

(গন্ধরহিত), গ্রামের পূজ্য বৃক্ষজাত পুষ্প, রক্তবর্ণ পুষ্প এবং যাহা কণ্টকিবৃক্ষে জন্মে এই সকল পুষ্প ত্যাগ করিবে। তন্মধ্যে কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষে যে কণ্টক রহিত পুষ্প জন্মে তাহা যদি শুক্লবর্ণ ও সুগন্ধি হয় তবে তাহা শ্রাদ্ধে দিবে। রক্তবর্ণ পুষ্প নিষেধ হইলেও কুঙ্কুম ও জলজাত পুষ্প রক্তবর্ণ হইলেও শ্রাদ্ধে দিতে পারিবে এই সকল দৃষ্ট করিতে হইবে।

শ্রাদ্ধকর্ম্মে প্রাণীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল ধূপের জন্য দিবে না। ঘৃত ও মধুযুক্ত গুগ্গুলু, শ্রীখণ্ড (চন্দন), অগুরুচন্দন, দেবদারু ও সরল কাষ্ঠাদির ধূপদান করিবে।

শ্রাদ্ধের দীপ বিষয়ে শঙ্খ বিশেষ কহিয়াছেন যে "ঘৃতদ্বারা বা তিল তৈল দ্বারা দীপ দান করিবে। বসা ও মেদজাত দীপ যত্নপূর্ব্বক ত্যাগ করিবে"।

আচ্ছাদন দানে বিশেষ এই যে নূতন, অক্ষত, শুক্লবর্ণ ও দশাসংযুক্ত আচ্ছাদন দিবে। এইসকল বৈশ্বদেবপক্ষের কর্ম্মকাণ্ড উত্তরমুখে উপবিষ্ট হইয়া করিবে। দক্ষিণ মুখে উপবিষ্ট হইয়া পিতৃপক্ষের কর্ম্মকাণ্ড সকল করিবে; বৃদ্ধ শাতাতপ কহিয়াছেন যে "পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে উত্তরমুখ হইয়া বিধিপূর্ব্বক দেবপক্ষের কর্ম্ম করিবে, অগ্রে দেবপক্ষের সেই কর্ম্ম করিয়া পরে দক্ষিণ-মুখ হইয়া বিধিমতে পিতৃপক্ষের কর্ম্ম করিবে" ॥ ২৩১ ॥

অপসব্যং ততঃ কৃত্বা পিতৄণামপ্রদক্ষিণম্।
দ্বিগুণাংস্তু কুশান্ দত্ত্বা হ্যুশন্তস্ত্বেত্যৃচা পিতৄন্।
আবাহ্য তদনুজ্ঞাতো জপেদায়ন্তুনস্ততঃ ॥ ২৩২ ॥
অপহতা ইতি তিলান্ বিকীর্য্য চ সমন্ততঃ।
যবার্থাস্তু তিলৈঃ কার্য্যাঃ কুর্য্যাদর্ঘ্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ২৩৩ ॥

দত্ত্বার্ঘ্যং সংস্রবাংস্তেষাং পাত্রে কৃত্বা বিধানতঃ।
পিতৃভ্যঃ স্থানমসীতি ন্যুব্জং পাত্রং করোত্যধঃ ॥ ২৩৪ ॥

অপসব্য (যজ্ঞোপবীত প্রাচীনাবীত) করিয়া পিতৃব্রাহ্মণে জলদানপূর্ব্বক পিতাপ্রভৃতি তিনের দ্বিগুণ ভুগ্ন (কুটিল) কুশত্রয়, বামহস্তদ্বারা দক্ষিণ হস্তে গ্রহণের পর বিষ্টরের জন্য আসনে দান করিবে। তৎপরে পুনর্ব্বার জলদান করিবে। আশ্বলায়ন কহেন যে " জলপ্রদান করিয়া দ্বিগুণ ভুগ্ন কুশত্রয় দানপূর্ব্বক পুনর্ব্বার জল দান করিবে। এইরূপ অগ্রে ও পরে বৈশ্বদেবপক্ষে ও পিতৃপক্ষে সমুদায় কর্ম্মে পৃথক্ পৃথক্ জলদান করিতে হইবে এইরূপ দেখিবে। অতঃপর " পিতৄন্ পিতামহান্ প্রপিতামহান্ আবাহয়িষ্যে " এইকথা ব্রাহ্মণ দিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহারা " আবাহয় " এই কথা অনুমতি করিলে " উশন্তস্ত্বা নিধীমহি ইত্যাদি " মন্ত্র দ্বারা পিতাপ্রভৃতিকে আবাহন করিয়া " আয়ন্তু নঃ পিতরঃ ইত্যাদি " মন্ত্রদ্বারা উপস্থান করিবে। যবদ্বারা বৈশ্বদেবপক্ষে যে যে কার্য্য করিতে হয় পিতৃপক্ষে যবের পরিবর্ত্তে তিলদ্বারা অবকিরণাদি সেই সেই কার্য্য করিতে হইবে; অনন্তর, অর্ঘ্য-পাত্র আচ্ছাদন পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতে হইবে, তন্মধ্যে বিশেষ এই যে " অপহতাসুরা রক্ষাংসি ইত্যাদি " মন্ত্রদ্বারা ব্রাহ্মণ গণকে তিলদ্বারা অবকীর্ণ করিয়া রৌপ্য প্রভৃতি তিনটি পাত্রে অযুগ্ম কুশত্রয় নির্ম্মিত মোটক দান পূর্ব্বক কূর্চ্চ (কুশমুষ্টি) ব্যবধান করিয়া " শন্নো দেবীঃ ইত্যাদি " মন্ত্রদ্বারা জল দান পূর্ব্বক " তিলোসি সোমদেবত্যঃ ইত্যাদি" মন্ত্রদ্বারা তিলদান করিবে। পরে পুষ্প ও গন্ধ নিক্ষেপ করিয়া " স্বধার্ঘ্যাঃ" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ গণের অগ্রে অর্ঘ্যপাত্র সকল স্থাপন পূর্ব্বক

" যাদিব্যা ইত্যাদি " মন্ত্র উচ্চারণান্তে 'পিতরিদং তেঽর্ঘ্যং পিতামহেদং তেঽর্ঘ্যং প্রপিতামহেদং তেঽর্ঘ্যং' এইরূপ কহিয়া ব্রাহ্মণগণের হস্তে অর্ঘ্য দান করিবে। ' উভয়েতেই এক একটি করিয়া অর্ঘ্যদিবে ' এইরূপ কহাতে মাতামহ পক্ষেও তিনটি অর্ঘ্যপাত্র পূর্ব্বের ন্যায় সংস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিবেদন করিবে। এইপ্রকারে অর্ঘ্য দান করিয়া সেই সকল অর্ঘ্যপাত্রের সংস্রব অর্থাৎ ব্রাহ্মণের হস্ত হইতে গলিত অ-র্ঘ্যের জল গুলি পিতার পাত্রেতে নিক্ষেপ করিয়া সেই পাত্রটি গ্রহণ-পূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে অগ্রবিশিষ্ট কুশস্তম্ব ভুমিতে পাতি-য়া তাহার উপরে " পিতৃভ্যঃ স্থানমসি " এই মন্ত্র বলিয়া ঐ পিতৃপাত্রটি অধোমুখ করিবে। পরে তাহার উপরে অর্ঘ্যপা-ত্রের পবিত্র গুলি স্থাপন করিবে।

তদনন্তর গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও আচ্ছাদন গ্রহণ পূর্ব্বক " পিতরয়ং তে গন্ধঃ পিতরিদং তে পুষ্পং পিতরেষ তে ধূপঃ পিতরেষ তে দীপঃ পিতরেতত্ত আচ্ছাদনম্ " এইবলিয়া দিবে॥ ২৩২ ॥ ২৩৩ ॥ ২৩৪ ॥

অগ্নৌ করিষ্যমাদায পৃচ্ছত্যন্নং ঘৃতপ্লুতম্।
কুরুষ্বেত্যভ্যনুজ্ঞাতো হুত্বাগ্নৌ পিতৃযজ্ঞবৎ॥ ২৩৫॥
হুতশেষং প্রদদ্যাত্তু ভাজনেষু সমাহিতঃ।
যথালাভোপপন্নেষু রৌপ্যেষু চ বিশেষতঃ॥ ২৩৬॥

অনন্তর, অগ্নিতে হোম করিবার পূর্ব্বে " ঘৃতপ্রক্ষিত অন্ন গ্রহণ" করত " অগ্নৌ করিষ্যে " এই মন্ত্র ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিবে, এস্থলে ঘৃতপ্রক্ষিত অন্ন গ্রহণ করাতে সূপ ও শাকাদির নিষেধ জানিতে হইবে।

তৎপরে ব্রাহ্মণগণ " কুরুষ্ব " এই আজ্ঞা করিলে পর

প্রাচীনাবীতী (দক্ষিণ স্কন্ধ অবধি বক্রভাবে বামকটি পার্শ্বের দিকে যজ্ঞসূত্র লম্বিত করিয়া) নিকটে অগ্নিস্থাপন পূর্ব্বক মেক্ষণ দ্বারা অন্ন গ্রহণ-পূর্ব্বক অবদান সম্পৎ ক্রমে " সোমায় পিতৃমতে স্বধা নমঃ" ও "অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বধা নমঃ" এই বলিয়া হোম করিবে।

পিতৃযজ্ঞকল্পক্রমে অগ্নিতে হোম করিয়া পশ্চাৎ মেক্ষণ পরিহার-পূর্ব্বক পিতাপ্রভৃতির জন্য হোমের শেষ অন্ন মৃত্তি-কাময় পাত্র ভিন্ন অন্য যথাসম্ভব পাত্রে বিশেষত রৌপ্যময় পাত্রেতে দিবে ; কিন্তু, স্থিরচিত্ত ও সমাহিত থাকিয়া বৈশ্ব-দেবের পাত্রে হুতশেষ দিবে না। এস্থলে যদ্যপি " অগ্নিতে হোম করিবে " এইরূপ কহায় কোন অগ্নির বিশেষ নাম উল্লেখ করা হয় নাই, তাহা হইলেই আহিতাগ্নি (সাগ্নিক) ব্যক্তির সর্ব্বাধান পক্ষে ঔপাসনাগ্নির অভাব প্রযুক্ত পিণ্ড পিতৃযজ্ঞের অনন্তর ভাবি পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে বিহিত দক্ষিণাগ্নির সন্নিধান প্রযুক্ত দক্ষিণাগ্নিতে হোম করিতে হইবে ; কেননা "বিবাহাগ্নিতে স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিবে" এই বচনের নি-ষেধ আছে, তদ্বিষয়ে মার্কণ্ডেয় কহিয়াছেন যে " আহিতাগ্নি ব্যক্তি সমাহিত হইয়া দক্ষিণাগ্নিতে হোম করিবে এবং অনা-হিতাগ্নি ব্যক্তি ঔপসদ অগ্নিতে হোম করিবে, আর অগ্নির অভাব হইলে পর ব্রাহ্মণে অথবা জলে হোম করিবে।" অবি-বাহিত ব্যক্তির অর্দ্ধাধান পক্ষে কেবল ঔপাসনাগ্নি থাকায় আহিতাগ্নি ব্যক্তি ও অনাহিতাগ্নি ব্যক্তির উপাসনাগ্নিতেই অগ্নৌকরণ হোম কর্ত্তব্য। এইরূপ অন্বষ্টক (অষ্টকার পরে নবমীতে কর্ত্তব্য) অগ্নৌকরণ হোম ও পূর্ব্বেদ্যু (অষ্টকার পূর্ব্বদিন সপ্তমীতে কর্ত্তব্য) অগ্নৌকরণ হোম এবং মাসে

মাসে কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী প্রভৃতি যে কোন তিথিতে অন্বষ্টক্যের অতিদেশেতে যাহা বিহিত অগ্নৌকরণ হোম এই ত্রিবিধ শ্রাদ্ধেতেই পিণ্ড পিতৃযজ্ঞকল্পের অতিদেশ প্রযুক্ত কাম্যপ্রভৃতি চারিপ্রকার শ্রাদ্ধেতে ব্রাহ্মণের হস্তেই হোম করিতে হইবে।

গৃহ্যকারেরা কহেন ‘ হিমঋতু ও শিশির ঋতু চারিমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে অষ্টকা শ্রাদ্ধ হয় তৎপরে নবমীতে যে শ্রাদ্ধ করিতে হয় সেই অন্বষ্টক (১) তাহার পূর্ব্ব সপ্তমীতে কর্ত্তব্য (পূর্ব্বেদ্যু) শ্রাদ্ধ (২) উক্ত অন্বষ্টক্যের অতিদেশ প্রযুক্ত মাসে মাসে কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী অবধি যে কোন তিথিতে কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ (৩) প্রতি অমাবস্যাতে পিণ্ড পিতৃযজ্ঞের অনন্তর যে বিহিত পার্ব্বণ, (৪) স্বর্গাদি প্রাপ্তি কামনায় কৃত্তিকা প্রভৃতি নক্ষত্রে কর্ত্তব্য কাম্যশ্রাদ্ধ (৫) পুত্রোৎপত্তি প্রভৃতিতে ও তড়াগ উপবন দেবতা প্রতিষ্ঠাদিতে যাহা বিহিত সেই আভ্যুদয়িক (৬) হেমন্ত ও শিশির ঋতুর কৃষ্ণাষ্টমীতে কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ (৭) সপিণ্ডীকরণার্থ পার্ব্বণ তাহাতে একোদ্দিষ্টও থাকে ; সামান্য পার্ব্বণশ্রাদ্ধে একোদ্দিষ্ট থাকে না ; অতএব সপিণ্ডীকরণার্থ একোদ্দিষ্ট, বা গৃহ্যভাষ্যকারের মতে সপিণ্ডনার্থ ভিন্ন অন্য একোদ্দিষ্টেও পাণিহোম থাকায় সেই একোদ্দিষ্ট (৮) এই অষ্টপ্রকার শ্রাদ্ধের মধ্যে প্রথম অবধি চারিটি শ্রাদ্ধে সাগ্নিক ব্যক্তিদিগের অগ্নিতে হোম কর্ত্তব্য ও ঐ (৫) পঞ্চম অবধি (৮) অষ্টমপর্য্যন্ত পরের চারিটি শ্রাদ্ধে পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণহস্তে নিরগ্নিক মৃতপিতৃক দ্বিজগণের পার্ব্বণ নিত্য জানিবে তাহারও ব্রাহ্মণ হস্তেই হোম কর্ত্তব্য। বচন আছে যে ‘ মাসে মাসে চন্দ্রক্ষয়ে (অমাবস্যা-

তে) যে মৃত পিতৃক দ্বিজ পার্ব্বণশ্রাদ্ধ নির্ব্বাহ না করিবে, সেই ব্যক্তিকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।' এইরূপ কাম্য-শ্রাদ্ধ আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ অষ্টকা শ্রাদ্ধ ও পূর্ব্বোক্ত সপিণ্ডী করণাদি একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে,ব্রাহ্মণের হস্তেতে হোম করিতে হইবে। মনুতে স্মরণ আছে যে ' অগ্নির অভাবে ব্রাহ্মণের হস্তেতেই অগ্নৌকরণ হোম করিবে'।

পাণিদত্ত অন্ন ভোজন নিষেধ দেখাইতেছেন,——

গৃহ্যকারেরা কহেন যে ' যে শ্রাদ্ধে নির্ব্বুদ্ধি ব্রাহ্মণগণ হস্ত-তলে দত্ত অন্ন, পৃথক্ ভাবে দুই তিন বারে ভোজন করে, সেই পিতৃগণ তৃপ্ত হন না, তাঁহারাও শেষান্ন প্রাপ্ত হন না। হস্ত-তলে যাহা যাহা দত্ত হয় ও অন্য যাহা উপকল্পিত হয় তাহা একভাবে ভোজন করিতে হইবে; তাহার পৃথক্ভাব নাই'॥ ২৩৫ ॥ ২৩৬ ॥

দত্ত্বান্নং পৃথিবীপাত্রমিতি পাত্রাভিমন্ত্রণং।
কৃত্বেদং বিষ্ণুরিত্যন্নে দ্বিজাঙ্গুষ্ঠং নিবেশযেৎ ॥ ২৩৭ ॥

সূপ, পায়স ও ঘৃতাদি অন্ন, পাত্রে দিয়া ' পৃথিবী তে পাত্রং ইত্যাদি' মন্ত্রদ্বারা পাত্রের আমন্ত্রণ করিয়া ' ইদং বিষ্ণুর্ব্বিচক্রমে ইত্যাদি' মন্ত্রদ্বারা অন্নেতে দ্বিজের অঙ্গুষ্ঠ নিবেশ করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে বৈশ্বদেব পক্ষে যজ্ঞোপবীতী (স্বাভাবিক রূপে যজ্ঞোপবীতধারী) হইয়া ' বিষ্ণো হব্যং রক্ষ' এই বলিবে আর পিতৃপক্ষে প্রাচীনাবীতী (দক্ষিণস্কন্ধা-বধি বক্রভাবে বামপার্শ্বে লম্বিত যজ্ঞসূত্রধারী) হইয়া 'বিষ্ণো কব্যং রক্ষ' এই বলিবে। মনু স্মরণ আছে যে " ক্রমে ক্রমে দেবপক্ষে ' বিষ্ণো হব্যং রক্ষ' ও পিতৃপক্ষে ' বিষ্ণো কব্যং রক্ষ' এইরূপ বলিবে " ॥ ২৩৭ ॥

সব্যাহৃতিকাং গায়ত্রীং মধুবাতা ইতি ত্র্যচম্।
জপ্ত্বা যথা সুখং বাচ্যং ভুঞ্জীরংস্তেঽপি বাগ্‌যতাঃ ॥ ২৩৮ ॥

অনন্তর ‘ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্য ইদমন্নংপরিবিষ্টং পরিবেক্ষ্যমাণঞ্চাতৃপ্তেঃ ’ এইবলিয়া যবমিশ্রিত জলের সহিত দেবপক্ষে উৎসর্গ করিবে ও পিতৃপক্ষে ‘পিত্রে অমুকগোত্রায়ামুকশর্ম্মণে ইদমন্নং পরিবিষ্টং পরিবেক্ষ্যমাণঞ্চাতৃপ্তেঃ ’ এই বলিয়া তিল মিশ্রিত জল প্রদান-পূর্ব্বক নিবেদন করিয়া এইরূপে পিতামহ ও প্রপিতামহকে নিবেদন করিবে। তদনন্তর, পূর্ব্বোক্ত আপোশান দিয়া পূর্ব্বে কথিতমত ব্যাহৃতির সহিত গায়ত্রী ও “ মধুবাতা ইত্যাদি ” ত্র্যচমন্ত্র এবং “ মধু মধু মধু ” ইহা ত্রিবার জপ করিয়া “ যথাসুখং জুষধ্বং ” এই কথা বলিবে। পিতৃপক্ষে ও দেবপক্ষে সংকল্প করিয়া গায়ত্রী ও মধুবাতা ইত্যাদি মধু মধু মধু পর্য্যন্ত জপ করিবে ও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্ন নিবেদন করিয়া আপোশান দিয়া যথাসুখে ভোজন করুন, এই বলিলে ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিবেন, তৎপরে তিনবার বা একবার ব্যাহৃতির সহিত গায়ত্রী জপ করিবে, পরে “মধুবাতা ইত্যাদি ত্র্যচমন্ত্র ও ‘ মধু ’ এই শব্দ তিনবার উচ্চারণ করিবে,” এইরূপ পারস্করাদির বচন আছে।

সেই ব্রাহ্মণগণ বাগ্‌যত (মৌনী) হইয়া ভোজন করিবেন ॥ ২৩৮ ॥

অন্নমিষ্টং হবিষ্যঞ্চ দদ্যাদক্রোধনোঽত্বরঃ।
আতৃপ্তেস্তু পবিত্রাণি জপ্ত্বা পূর্ব্বজপস্তথা ॥ ২৩৯ ॥

ভক্ষ্য ভোজ্য লেহ্য পেয় ও চোষ্য রূপ পঞ্চপ্রকার অন্ন, যাহা ব্রাহ্মণগণের, মৃত ব্যক্তিগণের ও শ্রাদ্ধকর্ত্তার রুচিকর হয় সেই ইষ্টদ্রব্য শ্রাদ্ধ হবির যোগ্য ব্রীহি, শালিতণ্ডুল, যব,

গোধূম, মুদ্গ, মাষ, মুনিগণের ভোজ্য অন্ন অর্থাৎ নীবার কালশাক মহাশল্ক এলাইচ শুণ্ঠী মরীচ হিঙ্গু গুড় শর্করা কর্পূর সৈন্ধব ও সামুদ্র লবণ আম্র কণ্টকিফল নারিকেল রম্ভা, বদর গব্য দুগ্ধ দধি ঘৃত গব্য দুগ্ধের পায়স মধু ও মাংস প্রভৃতি অন্য স্মৃতিতে উক্ত দ্রব্য শ্রাদ্ধে দিবে।

'হবিষ্য' এই কথা বলাতে হবিষ্যের অযোগ্য অন্য স্মৃতিতে নিষিদ্ধ কোদ্রব (কোদো ধান্য) মসূর চণক কুলিত্থ পুলাক নিষ্পাব (শিম্বী) রাজমাষ (বর্বটী) শ্বেত কুষ্মাণ্ড বার্ত্তাকু কণ্টকারী বৃহতী উপোদকী বংশাঙ্কুর পিপ্পলী বচা শতপুষ্প উষরলবণ মৃত্তিকা, বিটলবণ মহিষী ও চমরীর দুগ্ধ দধি ঘৃত পায়স প্রভৃতি দ্রব্যের নিষেধ জানিবে। তৎকালে ক্রোধের হেতু হইলেও ক্রোধ করিবে না, শীঘ্র শীঘ্র কর্ম্ম করিবে না সম্পূর্ণ ভোজন হয় এরূপ দিবে। যাহাতে কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে এরূপ দিবে ; কেননা অবশিষ্ট দ্রব্যে দাসবর্গের ভাগ আছে। মনু কহেন যে ' উদ্বৃত্ত ও ভূমিগত দ্রব্য অকুটিল ও অশঠ ব্যক্তির এবং দাস বর্গের ও তৎ পিতৃকর্ম্মে ভাগধেয় কথিত হয় '।

তথা তৃপ্তিপর্য্যন্ত পবিত্র মন্ত্র পুরুষসূক্ত পাবমানী প্রভৃতি জপ করিয়া ব্রাহ্মণ সকলকে তৃপ্ত জানিয়া সব্যাহৃতি সপ্রণব গায়ত্রী জপ করিবে ॥ ২৩৯ ॥

অন্নমাদায় তৃপ্তাঃস্থ শেষঞ্চৈবানুমান্য চ।
তদন্নং বিকিরেদ্ভূমৌ দদ্যাচ্চাপঃ সকৃৎ সকৃৎ ॥ ২৪০ ॥

অনন্তর ' সর্ব্বমন্নমাদায় তৃপ্তাঃ স্থ ' এই বাক্যটি ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহারা ' তৃপ্তাঃ স্মঃ ' এই বাক্য বলিলে ' শেষমপ্যস্তি কিং ক্রিয়তাং ' এই বাক্য বলিয়া

ব্রাহ্মণগণ “ইষ্টৈঃ সহোপভুজ্যতাং” এই বাক্য বলিলে পর অভ্যুপগম (স্বীকার) পূর্ব্বক সেই অন্ন গুলি পিতৃস্থানস্থ ব্রাহ্মণের অগ্রে উচ্ছিষ্টের নিকটে দক্ষিণদিকে অগ্রবিশিষ্ট দর্ভপাতিত ভূমিতে তিল ও জল নিক্ষেপ করিয়া ‘যে অগ্নিদগ্ধা ইত্যাদি’ মন্ত্রদ্বারা নিক্ষেপ-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তিল ও জল নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর, ব্রাহ্মণহস্তে এক এক বার করিয়া জল দিবে॥ ২৪০ ॥

সর্ব্বমন্নমুপাদায় সতিলং দক্ষিণামুখঃ।
উচ্ছিষ্টসন্নিধৌ পিণ্ডান্ দদ্যাদ্বৈ পিতৃযজ্ঞবৎ॥ ২৪১ ॥

পিণ্ড পিতৃযজ্ঞকল্পের অনুবৃত্তি প্রযুক্ত চরু পাক থাকিলে অগ্নৌকরণ হোমের অবশিষ্ট চরুশেষের সহিত সমুদায় অন্ন গ্রহণ-পূর্ব্বক অগ্নির নিকটে পিণ্ডসকল দিবে। চরুপাক না থাকিলে ব্রাহ্মণের জন্য পক্ক অন্নসকল গ্রহণ করিয়া তিলের সহিত মিশ্রিত করণপূর্ব্বক দক্ষিণদিকে মুখ করিয়া ব্রাহ্মণগণের উচ্ছিষ্টের নিকটে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ কল্পাক্রমে পিণ্ড সকল প্রদান করিবে॥ ২৪১ ॥

মাতামহানামপ্যেবং দদ্যাদাচমনন্ততঃ।
স্বস্তিবাচ্যং ততঃ কুর্য্যাদক্ষয্যোদকমেব চ॥ ২৪২ ॥

মাতামহাদির পক্ষেও বিশ্বেদেবের আবাহন প্রভৃতি পিণ্ড প্রদান পর্য্যন্ত সকল কর্ম্ম ঐরূপ পিতৃপক্ষের মত করিবে, তৎপরে ব্রাহ্মণগণকে আচমন কারণ জলদান করিবে। অনন্তর ব্রাহ্মণগণকে ‘স্বস্তি ব্রূত’ এই বাক্য বলিয়া স্বস্তি বাচন করাইবে, সেই ব্রাহ্মণগণ ‘স্বস্তি’ এইবাক্য বলিলে ‘অক্ষয্য মস্ত্বিতি ব্রূত’ এই বলিয়া ব্রাহ্মণহস্তে জলদান করিবে, সেই ব্রাহ্মণগণও “অক্ষয্যমস্তু” এইবাক্য বলিবেন॥ ২৪২ ॥

দত্ত্বা তু দক্ষিণাং শক্ত্যা স্বধাকারমুদাহরেৎ।
বাচ্যতামিত্যনুজ্ঞাতঃ প্রকৃতেভ্যঃ স্বধোচ্যতাম্ ॥ ২৪৩ ॥

তদনন্তর স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রভৃতি দক্ষিণা দান করিয়া "স্বধাং বাচয়িষ্যে" এইকথা বলিয়া ব্রাহ্মণগণ "বাচ্যতাং" এই অনুজ্ঞা করিলে "পিতৃভ্যঃ স্বধোচ্যতাং পিতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাং প্রপিতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাং মাতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাং প্রমাতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাং বৃদ্ধপ্রমাতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাং ইত্যাদি" স্বধাকার উচ্চারণ করিবে ॥ ২৪৩ ॥

ব্রূয়ুরস্তু স্বধেত্যুক্তে ভূমৌ সিঞ্চেত্ততো জলম্।
বিশ্বেদেবাশ্চ প্রীয়ন্তাং বিপ্রৈশ্চোক্তমিদং জপেৎ ॥ ২৪৪ ॥

সেই সকল ব্রাহ্মণগণ 'অস্তু স্বধা' এই বাক্য বলিবেন, তাঁহারা এইরূপ বলিলে পর কমণ্ডলুদ্বারা ভূমিতে জল সেচন করিবে, তদনন্তর "বিশ্বেদেবাঃ প্রীয়ন্তাং "এইবাক্য বলিবে, ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক "প্রীয়ন্তাং বিশ্বেদেবাঃ " এইবাক্য কথিত হইলে, পরশ্লোকরূপ মন্ত্র জপ করিবে ॥ ২৪৪ ॥

দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ।
শ্রদ্ধা চ নো মাব্যগমদ্বহুদেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি ॥ ২৪৫ ॥

আমাদের কুলে স্বর্ণরৌপ্যাদি দানদাতা বর্দ্ধিত হউক অর্থাৎ অনেক দাতা হউক. অধ্যয়ন ও অধ্যাপন তাহার অর্থজ্ঞান ও অনুষ্ঠান দ্বারা ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ব্ববেদ বর্দ্ধিত হউক, পুত্র পৌত্র প্রভৃতি সন্ততি পরম্পরাক্রমে বর্দ্ধন শীল হউক, পিতা পিতামহ প্রপিতামহ প্রভৃতির পরকালের প্রীতির নিমিত্ত আমাদিগের শ্রদ্ধা বিনষ্ট না হউক এবং আমাদিগের অনেক স্বর্ণাদি দানীয় দ্রব্য হউক এইরূপ জপ করিবে ॥ ২৪৫ ॥

ইত্যুক্তেৃক্তা প্রিয়া বাচঃ প্রণিপত্য বিসর্জ্জয়েৎ।
বাজে বাজ ইতি প্রীতঃ পিতৃপূর্ব্বং বিসর্জ্জনম্ ॥ ২৪৬ ॥

এইরূপ পূর্ব্বশ্লোকে কথিত মত প্রার্থনা মন্ত্র জপ করিয়া "ধন্যা বয়ং ভবচ্চরণযুগলরজঃপবিত্রীকৃতমস্মন্মন্দিরম্ শাকাদ্যশনক্লেশমবিগণয্য ভবদ্ভিরনুগৃহীতা বযম্" এই প্রকার প্রিয়বাক্য কহিয়া প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক নমস্কার করিয়া পরে বক্তব্য মতে বিসর্জ্জন করিবে।

কিরূপে বিসর্জ্জন করিতে হইবে? এই বিষয়ে কহিতেছেন যে "বাজে বাজে বত বাজিনো ন ইত্যাদি" মন্ত্রদ্বারা পিতৃ-অবধি প্রপিতামহ পর্য্যন্ত ও মাতামহ প্রমাতামহ বৃদ্ধপ্রমাতা-মহগণের বিসর্জ্জন করিবে পরে পূর্ব্বউক্ত মন্ত্রমতে বিশ্বেদেব পর্য্যন্তের বিসর্জ্জন করিতে হইবে এবং দর্ভান্বারম্ভণদ্বারা "উত্তিষ্ঠত পিতরঃ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা প্রীতির সহিত বিসর্জ্জন করিবে ॥ ২৪৬ ॥

যস্মিংস্তে সংস্রবাঃ পূর্ব্বমর্ঘ্যপাত্রে নিবেশিতাঃ।
পিতৃপাত্রং তদুত্তানং কৃত্বা বিপ্রান্ বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ২৪৭ ॥

অর্ঘ্যদানের পরে সংস্রব (ব্রাহ্মণহস্ত হইতে গলিত অর্ঘ্যোদক) পূর্ব্বে যে অর্ঘ্যপাত্রে স্থাপিত করিয়া ন্যুব্জ করা হইয়াছে, সেই পিতৃপাত্রটি উত্তান (ঊর্দ্ধমুখ) করিয়া পরে ব্রাহ্মণগণের বিসর্জ্জন করিবে; এইটি "দাতারো ন ইত্যাদি" আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা মন্ত্রজপের পরে "বাজে বাজে ইত্যাদি" মন্ত্রের পূর্ব্বে ন্যুব্জপাত্র ঊর্দ্ধমুখ করিয়া পরে বিসর্জ্জন করিতে হইবে ॥ ২৪৭ ॥

প্রদক্ষিণমনুব্রজ্য ভুঞ্জীত পিতৃসেবিতম্।
ব্রহ্মচারী ভবেত্তাস্ত রজনীং ব্রাহ্মণৈঃ সহ ॥ ২৪৮ ॥

অনন্তর, আপনার সীমাপর্য্যন্ত ব্রাহ্মণগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া তাঁহারা "আস্যতাম্" এইরূপ অনুজ্ঞা করিলে তাহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক বন্ধুবান্ধবের সহিত পিতৃগণের ভোজনের অবশিষ্ট শ্রাদ্ধশেষ অবশ্যই ভোজন করিবে, কোনমতে শ্রাদ্ধশেষ দ্রব্য ভোজন বর্জ্জন করিবে না; মাংস অবশিষ্ট থাকিলে যদি তাহাতে রুচি হয় তবে ভোজন করিবে, রুচি না হইলে ভোজন করিবে না; ইহার প্রমাণ " দ্বিজের কামনা " এই বাক্যের স্থলে কথিত হইয়াছে; অতএব এস্থলে নিয়ম নাই। যে দিনে শ্রাদ্ধ করিবে, সেই রাত্রিতে শ্রাদ্ধকর্ত্তা শ্রাদ্ধভোক্তা-ব্রাহ্মণগণের সহিত ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্ম অবলম্বন করিবে এবং পুনর্ভোজন প্রভৃতি ত্যাগ করিবে; "শ্রাদ্ধকর্ত্তা দন্তধাবন, তাম্বুলচর্ব্বণ, তৈলাদি-ম্রক্ষণ-পূর্ব্বক স্নান, উপবাস, রতিক্রীড়া, ঔষধসেবন ও পরান্ন-ভোজন এই সাতটি কর্ম্ম বর্জ্জন করিবে এবং পুনর্ব্বার ভোজন, ক্রোশের অধিক গমন, ভার বহন, বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপন, মৈথুন, দান ও দান গ্রহণ এবং হোম, শ্রাদ্ধভোজী ব্রাহ্মণ এই আটটি কর্ম্ম ত্যাগ করিবে " এইরূপ বচন আছে ॥ ২৪৮ ॥

এই রূপে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ কহিয়া সম্প্রতি বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ কহিতে-ছেন,—

এবং প্রদক্ষিণাবৃৎকো বৃদ্ধৌ নান্দীমুখান্ পিতৄন্।
যজেত দধিকর্কন্ধুমিশ্রান্ পিণ্ডান্ যবৈঃ ক্রিযাঃ ॥ ২৪৯ ॥

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে (পুত্রজন্মপ্রভৃতি নিমিত্তক শ্রাদ্ধে) এইরূপ পূর্ব্বকথিত মত পিতৃগণের পূজা করিবে; কিন্তু তদ্বিষয়ে বিশেষ কহিতেছেন, এই যে " প্রদক্ষিণাবৃৎক হইবে, (সকল অনুষ্ঠান গুলি প্রদক্ষিণাবর্ত্তনপূর্ব্বক করিবে,) ও যে যে

বাক্যে পিতৃগণের উল্লেখ করিতে হইবে, তাহার পূর্ব্বে "নান্দীমুখ" এইরূপ পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহ প্রভৃতির বিশেষণ দিতে হইবে; অতএব আবাহনাদিতে "নান্দীমুখান্ পিতৃন্ আবাহয়িষ্যে ও নান্দীমুখান্ পিতামহান্ আবাহয়িষ্যে" ইত্যাদি রূপে বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে।

কি প্রকারে পূজা করিবে ? এই বিষয়ে কহিতেছেন "দধি ও বদরীফলমিশ্রিত পিণ্ড প্রদান পূর্ব্বক পূজা করিতে হইবে" আর পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে তিল দ্বারা যে যে কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়, নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে তিল না দিয়া যব দ্বারাই সেই সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। এই শ্রাদ্ধে "দৈবে (আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে) যথাশক্তিমতে দুইটি দুইটি ব্রাহ্মণ স্থাপন করিবে" এবিষয়ে ব্রাহ্মণের সঙ্খ্যা পূর্ব্বেই দর্শিত হইয়াছে। এই শ্রাদ্ধে "প্রদক্ষিণাবৃৎক" ইত্যাদি পরিগণিত থাকায় অন্য অন্য স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত বিশেষ ধর্ম্ম সকলের গ্রহণ জানিতে হইবে। আশ্বলায়ন কহেন যে "আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে দুই দুইটি ব্রাহ্মণ স্থাপন করিবে, মূলরহিত কুশাদি আহরণ করিবে, । শ্রাদ্ধকর্ত্তা পূর্ব্বমুখ, যজ্ঞোপবীতী (স্বাভাবিক যজ্ঞসূত্রধারী) হইবে, দক্ষিণাবর্ত্তন, যবের দ্বারা তিলের কার্য্য ও দ্বিগুণ গন্ধ পুষ্পাদি দান করিবে এবং আসন দানে সরল দর্ভ দিবে। "যবোসি সোমদৈবত্যো গোসবো দেবনির্ম্মিতঃ প্রত্নমদ্ভিঃ পৃক্তঃ পুষ্ট্যা নান্দীমুখান্ পিতৃন্ ইমাল্লোকান্ প্রীণাহি নঃ স্বাহা" এই মন্ত্র দ্বারা যব নিক্ষেপ করিতে হইবে, বিশ্বেদেবা ইদং বোঽর্ঘ্যং এবং নান্দীমুখাঃ পিতর ইদং বোঽর্ঘ্যং" এইরূপ যথালিঙ্গ ক্রমে অর্ঘ্য দান করিতে হইবে, "অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহা, সোমায় পিতৃমতে স্বাহা" এই মন্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মণের

হস্তে হোম করিতে হইবে, “ মধুবাতা ঋতায়তে ইত্যাদি ” (ত্র্যৃচ) মন্ত্রস্থানে “ উপাস্মৈ গায়ত ইত্যাদি ” পঞ্চ মধুমতী মন্ত্র পাঠ করাইতে হইবে ও অক্ষন্নমীমদন্ত ইত্যাদি ” মন্ত্রও পাঠ করিতে হইবে।

ব্রাহ্মণগণ অন্নভোজন-পূর্ব্বক আচমন করিলে পরে ভোজন স্থান সকল গোময়-দ্বারা লিপ্ত করিয়া পূর্ব্ব দিকে অগ্রবিশিষ্ট দর্ভ পাতিত করিয়া তাহার উপরে পৃষদাজ্য (দধিযুক্তঘৃত) মিশ্রিত ব্রাহ্মণ-ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন-দ্বারা পিত্রাদি এক একের দুই দুইটি পিণ্ড দিবে, অন্যস্মৃতিতে আর আর যে যে বিধি আছে তাহাও জানিতে হইবে।

যদি “ পিতৃগণের পূজা করিবে ” এরূপ সামান্য বিধি লিখিত হইল তথাপি অন্য স্মৃতি হইতে পশ্চাদ্বক্তব্য তিনপ্রকার শ্রাদ্ধ ও শ্রাদ্ধের ক্রম জানিতে হইবে, শাতাতপ কহেন যে “অগ্রে মাতার শ্রাদ্ধ করিবে, পরে পিতা ও পিতামহাদির শ্রাদ্ধ করিবে তৎপরে মাতামহ প্রভৃতির শ্রাদ্ধ করিবে ” এইরূপ তিন প্রকার শ্রাদ্ধ জানিবে ॥ ২৪৯ ॥

একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ কহিতেছেন,——

একোদ্দিষ্টং দৈবহীনমেকার্ঘৈকপবিত্রকম্।
আবাহনাগ্নৌকরণরহিতং হ্যপসব্যবৎ ॥ ২৫০ ॥

যে শ্রাদ্ধে একব্যক্তির উদ্দেশ করা যায় তাহাকে একোদ্দিষ্ট কহিয়া থাকেন ; অতএব এইকর্ম্মের নাম “একোদ্দিষ্ট”।

পরে উপসংহার আছে যে “ প্রতিশ্রাদ্ধের বিশেষ কথন ভিন্ন যাহা শেষ রহিল তাহা পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের ন্যায় আচরণ করিতে হইবে” অতএব পার্ব্বণের ন্যায় সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রাপ্তি হইবার একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে বিশেষ কহিতেছেন।

দৈবরহিত (বিশ্বেদেব পক্ষরহিত), একটি অর্ঘ্যপাত্র, একগাছি দর্ভের পবিত্র, আবাহন রহিত, অগ্নৌকরণ হোম বর্জ্জিত ও প্রাচীনাবীত (বিপরীত যজ্ঞসূত্র-ধারী) এইগুলি একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে বিশেষ জানিবে। পরশ্রাদ্ধে বিপরীত যজ্ঞ-সূত্রধারী" কহায় আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে " যজ্ঞোপবীতী" (স্বা-ভাবিক মত যজ্ঞসূত্রধারী) হইবে, ইহাই স্থির হইল ॥ ২৫০ ॥

উপতিষ্ঠতামক্ষয্য স্থানে বিপ্রবিসর্জ্জনে।

অভিরম্যতামিতি বদেৎ ব্রূয়ুস্তেঽভিরতাঃ স্ম হ ॥ ২৫১ ॥

পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে " স্বস্তি বাচন করিয়া অক্ষয্যোদক দিবে " এরূপ কথিত হইয়াছে কিন্তু, অক্ষয্য স্থানে " অক্ষয্য " শব্দ না বলিয়া " উপতিষ্ঠতাম্ " এইরূপ বলিবে।

ব্রাহ্মণ বিসর্জ্জন করিবার বিষয়ে " বাজে বাজে ইত্যাদি " মন্ত্র পাঠ না করিয়া দর্ভানারম্ভ ক্রমে " অভিরম্যতাম্ " এই বাক্য বলিবে, ব্রাহ্মণগণ " অভিরতাঃ স্ম " এই বাক্য বলি-বেন, এরূপ প্রসিদ্ধ আছে।

একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে এইগুলি বিশেষ বিধি কথিত হইল, তদ্ভিন্ন শ্রাদ্ধের অঙ্গ যাহা অবশিষ্ট রহিল, তাহা পার্ব্বণ শ্রা-দ্ধের ন্যায় অবিকল জানিবে।

এই একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ মধ্যাহ্ন কালে করিতে হইবে, দেবল কহেন যে " পূর্ব্বাহ্ন কালে দৈব কর্ম্ম করিবে, অপরাহ্ন কালে পৈতৃক কর্ম্ম করিবে, মধ্যাহ্ন কালে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবে, প্রাতঃকালে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবে "।

" পিতৃশ্রাদ্ধের অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিতে হইবে " এরূপ বিধি থাকিলেও কোন কোন বিশেষ একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে শেষ অন্ন ভোজনের নিষেধ দৃষ্ট হইতেছে যে ' পরে বক্তব্য

নব শ্রাদ্ধে যাহা শেষ থাকে, গৃহেতে যাহা পর্য্যুষিত হয় ও স্ত্রীপুরুষের ভোজন হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে কখনই তাহা ভোজন করিবে না।” তন্মধ্যে নবশ্রাদ্ধ ইহাকে কহা যায় যে ‘ প্রথম তৃতীয় পঞ্চম সপ্তম নবম ও একাদশ দিনে যে শ্রাদ্ধ করিতে হয় তাহাই ‘ নবশ্রাদ্ধ ’ প্রসিদ্ধ আছে ” ॥ ২৫১ ॥

সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ কহিতেছেন,——

গন্ধোদকতিলৈর্যুক্তং কুর্য্যাৎ পাত্র চতুষ্টয়ম্।
অর্ঘ্যার্থং পিতৃপাত্রেষু প্রেতপাত্রং প্রসিঞ্চয়েৎ ॥ ২৫২ ॥
যে সমানা ইতি দ্বাভ্যাং শেষং পূর্ব্ববদাচরেৎ।
এতৎ সপিণ্ডীকরণমেকোদ্দিষ্টং স্ত্রিয়া অপি ॥ ২৫৩ ॥

অর্ঘ্য সিদ্ধির নিমিত্তে পূর্ব্বোক্ত পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের বিধিমতে গন্ধ জল ও তিল যুক্ত চারিটি পাত্র করিতে হইবে ; এস্থলে তিলযুক্ত চারিটি পাত্র বলাতে পিতৃবর্গে চারিটি ব্রাহ্মণ দর্শিত হইল, আর বৈশ্যদেব পক্ষে দুইটি ব্রাহ্মণ স্থিরই আছে।

এই সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধে প্রেতপক্ষের অর্ঘ্যপাত্রের কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট জল তিন অংশে ভাগ করিয়া “ যে সমানাঃ সমনস ইত্যাদি ” দুইটি মন্ত্রদ্বারা এক এক অংশ পিতামহ প্রভৃতির অর্ঘ্যপাত্রে মিশ্রিত করিবে। অপর বিশ্বেদেবের আবাহনাদি বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের মত করিবে। প্রেতের অর্ঘ্যপাত্রের অবশিষ্ট জলদ্বারা প্রেতস্থানস্থ ব্রাহ্মণ হস্তে অর্ঘ্য দিয়া শেষ সমুদয় কর্ম্ম একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের ন্যায় সমাপন করিবে।

অপর, পিতৃপক্ষের তিনের পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের ন্যায় সমুদয় কার্য্য করিবে।

মাতারও এই সপিণ্ডীকরণ ও পূর্ব্বে কথিত একোদ্দিষ্ট

করিবে, ইহা বলাতে পার্ব্বণে মাতৃ শ্রাদ্ধ পৃথক্ করিবে না, এই প্রকার নিরূপিত হইল।

এস্থলে " প্রেতশব্দ " পিতার প্রপিতামহ বিষয় এইরূপ কেহ কেহ কহেন ; কেননা তাঁহার তিন পুরুষের মধ্যে অন্তর্ভাব প্রযুক্ত সপিণ্ডীকরণের পরে পিণ্ডদানাদির নিবৃত্তি উপপত্তি হইল।

অনন্তর মৃত ব্যক্তির উত্তর কালে পিণ্ড ও জল দান অনুবৃত্তি থাকা প্রযুক্ত অন্তর্ভাব যুক্ত নহে ; অতএব যম কহিয়াছেন যে ' যে ব্যক্তি সপিণ্ডীকৃত প্রেতকে ভিন্নপিণ্ডে নিয়োগ করিবে, তদ্দ্বারা বিধিঘ্ন হইবে ও পিতৃহত্যার পাপ জন্মিবে। প্রকর্ষের দ্বারা গত এই অর্থে প্রেতশব্দ প্রয়োগ হয় এইনিমিত্ত চতুর্থ পুরুষেতেও প্রেতশব্দ উপপন্ন হয় ' প্রেতগণের তৃপ্তির নিমিত্তে শ্রাদ্ধাদি করিবে ' এইরূপ প্রয়োগ দৃষ্ট হইতেছে, আরও ' সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ করিতে হইলে বৈশ্বদেব পক্ষের কার্য্য অগ্রে করিয়া পরে পিতৃ পক্ষের কার্য্য করিবে, তৎপরে পিতৃগণ এইরূপ উল্লেখ করিবে পুনর্ব্বার আর প্রেতশব্দ উল্লেখ করিবে না। সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধের পরে প্রেতের শ্রাদ্ধ নিষেধ দৃষ্ট হইতেছে, তাহা পরে মৃত ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হয় না। ' অমাবস্যাপ্রভৃতিতে শ্রাদ্ধের বিধি প্রযুক্ত ও সপ্তম পুরুষে সপিণ্ডতা নিবৃত্তি ' এ বচনও চতুর্থ পুরুষের তিন পুরুষে অন্তর্ভাবই হইতেছে। চতুর্থ পুরুষের তিন পিণ্ডে ব্যাপ্তি আছে, পঞ্চম পুরুষের দুই পিণ্ডে ব্যাপ্তি আছে, ষষ্ঠ পুরুষের একপিণ্ডে ব্যাপ্তি আছে, সপ্তমপুরুষে পিণ্ড ব্যাপ্তি নাই। " পিতৃপাত্র সকল " ইহাও পিতৃপ্রধান প্রযুক্ত পিতৃপক্ষেই ঘটিতেছে; তাহা না হইলে পিতা ও পিতামহের প্রধা-

নত্ব হয় না, অতএব পিতৃপাত্র সকলে সেই প্রেতপাত্র সেচন করিবে " পিতার প্রপিতামহ পাত্র পিতৃপ্রভৃতির পাত্রে সেচন করিবে" তাহা যুক্তিযুক্ত নহে; এস্থলে পিণ্ডসংযোজন উত্তরকালে পিণ্ডদানাদি নিষেধ প্রয়োজনক নহে, কেবল প্রেতত্ব নিবৃত্তি পূর্ব্বক পিতৃত্ব প্রাপ্তির জন্য মাত্র।

ক্ষুধা তৃষ্ণা জনিত অত্যন্ত দুঃখ-দায়ক অবস্থাই প্রেতত্ব হয়। মার্কণ্ডেয় কহিয়াছেন " মনুষ্যগণের মৃত্যুর পরে এক বৎসর কাল প্রেতলোকে বাস কথিত হইল, হে ভৃগুনন্দন! সেখানে প্রতিদিন ক্ষুধা ও তৃষ্ণা হইয়া থাকে।

পিতৃত্ব প্রাপ্তি বলাতে বস্বাদি শ্রাদ্ধদেবতার সম্বন্ধ কথিত হইল, পূর্ব্বের একোদ্দিষ্টের সহিত সপিণ্ডীকরণ-দ্বারা প্রেতত্ব নিবৃত্তি প্রযুক্ত পিতৃত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে, এইরূপ স্থির হই-তেছে। যে ব্যক্তির ষোড়শ প্রেতশ্রাদ্ধ কৃত হয় নাই, তাহার অন্য অন্য শত শত শ্রাদ্ধ হইলেও প্রেতত্ব স্থির থাকে।

বচন আছে যে " পিতৃপক্ষে ও প্রেতপক্ষে সমষ্টিতে চারিটি পিণ্ড প্রদান করিবে, তন্মধ্যে অগ্রে পিতৃপক্ষের তিন পিণ্ড সমাপন করিবে; তদবধি সেই প্রেতের প্রেতত্ব নিবৃত্তি হওয়ায় পিতৃতুল্যত্ব প্রাপ্তি হইবে।

" যে ব্যক্তি সপিণ্ডীকৃত প্রেতকে ভিন্নপিণ্ডে নিয়োগ করিবে ইত্যাদি " বচন দ্বারা পৃথক্ একোদ্দিষ্ট বিধানে সপিণ্ডীকৃত পিতৃগণকে পিণ্ডদান নিষেধ প্রযুক্ত পার্ব্বণ বিধান মতে পিণ্ড দান অবগতি হইতেছে, কিন্তু প্রতিবর্ষে তাঁহার মৃত তিথিতে একোদ্দিষ্ট ও পাক্ষিক একোদ্দিষ্টে একো-দ্দিষ্ট বিধিমতে শ্রাদ্ধ করিবে, এইরূপ বিধি প্রতিপন্ন হই-তেছে। আর যে সপিণ্ডীকরণের পরে " প্রেতশব্দ "

উচ্চারণ করিবে না, সেস্থলে প্রকর্ষ গমন-দ্বারা "প্রেতশব্দ" প্রয়োগ হইবে" যেহেতু রূঢ়ি শব্দশক্তিতে প্রেতশব্দের দ্বারা বিশিষ্ট দুঃখ অনুভবের অবস্থা প্রতিপন্ন হইতেছে।

আর মৃতমাত্রে যে প্রেতশব্দ প্রয়োগ হয়, তাহা পূর্ব্বে প্রেত হইয়াছিল এইহেতুতে প্রয়োগ হইয়াথাকে।

"সপ্তম পুরুষে সপিণ্ডতা নিবৃত্তি হয়" এই হেতু প্রথমের চতুর্থ ব্যাপ্তি, দ্বিতীয়ের পঞ্চম ব্যাপ্তি ও তৃতীয়ের ষষ্ঠ ব্যাপ্তি, সপ্তমে নিবৃত্তি হয় এরূপ ঘটিতেছে।

আরও নির্ব্বাপ্য (দেয়) পিণ্ডান্বয়-দ্বারা সপিণ্ডতা হয় না; কেন না তাহাতে ব্যাপকতা থাকে না, অতএব এক শরীর অবয়বান্বয়-দ্বারা সাপিণ্ড্য হয়, ইহা উক্ত হইয়াছে। প্রেতশব্দ নিবৃত্তি দ্বারা শ্রাদ্ধ দেবতা সম্পর্ক হওয়ায় পিতৃশব্দ প্রয়োগ হয়, অতএব "পিতৃপাত্র" এরূপ যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা সঙ্গত হইল সেই হেতু অনন্তর মৃতপাত্রোদকের ও তৎ পিণ্ডের পিতৃপাত্র সকলে ও পিতৃগণের পিণ্ডসকলে সংসর্গ করিতে হইবে ইহা স্থির হইল।

আচার্য্য পরের মতই উপন্যাস করিয়াছেন ইহা পিতামহ প্রভৃতি তিন পুরুষ মৃত হইলে পিতার সপিণ্ডীকরণ জানিবে।

পিতামহ ও প্রপিতামহ জীবিত থাকিতে পিতা মৃত হইলে সপিণ্ডীকরণই নাই; কেন না বচন আছে যে "(ব্যুৎক্রমে) বিপরীত ক্রমে মৃত হইলে সপিণ্ডীকরণ কার্য্য করিবে না।" মনুর বচন আছে যে "যাহার পিতা মৃত হইল, যদি তাহার পিতামহ জীবিত থাকে, তবে পিতার নাম সংকীর্ত্তন করিয়া প্রপিতামহ বলিয়া প্রয়োগ করিবে" এইটিও পিতৃশব্দ প্রয়োগের নিয়ম জন্য নতুবা পিণ্ডদ্বয় দানের জন্য

আছে, কিপ্রকারে করিবে তাহা কহিতেছেন যে "পিতা জীবিত থাকিলে পূর্ব্বপুরুষদিগেরই শ্রাদ্ধ করিবে। যাহার পিতা মৃত হয়েন এবং পিতামহ জীবিত থাকেন, তিনিও পূর্ব্বপুরুষদিগেরই পিণ্ড দান করিবেন " এইরূপ অন্বয় জানিতে হইবে।

যদি দুইমত স্থির হইল, তবে কি প্রকারে কার্য্য নিষ্পন্ন করিবে ? এই প্রশ্নে কহিতেছেন।

যে ' সে পিতার নাম সংকীর্ত্তন করিয়া প্রপিতামহকে কীর্ত্তন করিবে " এস্থলে আদ্য ও অন্ত গ্রহণ-দ্বারা সর্ব্বস্থলে " পিতুঃ পিতৃভ্যঃ পিতামহেভ্যঃ প্রপিতামহেভ্যঃ " এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিবে।

নতুবা কদাচিৎ পিতামহ ও প্রপিতামহের প্রথমত্ব হয় না। বৃদ্ধ প্রপিতামহ ও তাঁহার পিতার শেষত্ব হয় না; অতএব পিতাপ্রভৃতি শব্দের সম্বন্ধিবচন প্রযুক্ত পিতা জীবিত থাকিলে " পিতুঃ পিতৃভ্যঃ পিতামহেভ্যঃ প্রপিতামহেভ্যঃ " এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিবে।

পিতামহ জীবিত থাকিলে " পিতামহস্য পিতৃভ্যঃ পিতামহেভ্যঃ প্রপিতামহেভ্যঃ " এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিবে; অতএব পিণ্ড পিতৃযজ্ঞে " শুন্ধন্তাং পিতর ইত্যাদি " মন্ত্রের ঊহ হইবে না।

বিষ্ণুর বচন আছে যে " যাহার পিতা মৃত হন সে ব্যক্তি পিতৃপিণ্ড স্থাপন করিয়া পিতামহের পর দুই পুরুষকে দিবে " তাহার অর্থ এইরূপ যে " পিতামহ জীবিত থাকিলে যদি পিতা মৃত হন তবে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের বিধিমতে পিতার এক পিণ্ড দিয়া পিতার যিনি পিতামহ তাঁহার পরপুরুষ দুই-

ব্যক্তিকে পিণ্ড দিবে, সেই পিতামহ আপনার প্রপিতামহ তিনি সংপ্রদান স্বরূপই থাকিবেন।

"প্রপিতামহ ও তাঁহার পর পুরুষদ্বয়কে পিণ্ড দিবে" এই শব্দ প্রয়োগ নিয়মটি পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে আর গো-ব্রাহ্মণাদি কর্ত্তৃক হত পিতার সপিণ্ডীকরণ নাই ইহা জানিবে; তদ্বিষয়ে কাত্যায়ন কহেন যে "ব্রাহ্মণাদি কর্ত্তৃক পিতা হত হইলে, পতিত হইলে ও সঙ্গরহিত হইলে এবং ক্রমব্যতি-রেকে মৃত হইলে, পিতা যাহাদিগকে পিণ্ড দেন তাহাদিগকে পিণ্ড দিবে।"

"গো ও ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক হত পিতার সপিণ্ডীকরণ না থাকায় তাঁহাকে লঙ্ঘন করিয়া পিতামহপ্রভৃতিকে পার্ব্বণশ্রাদ্ধের বিধিক্রমে পিণ্ড দিবে" ইহা স্থির হইল; এইহেতু সপিণ্ডী-করণের অভাব অবগতি হইতেছে।

মাতার পিণ্ডদান প্রভৃতিতে গোত্র উল্লেখের এই সংশয় উপস্থিত হইতেছে যে, স্বামীর গোত্রদ্বারা বা, পিতার গোত্রের দ্বারা পিণ্ডদান কর্ত্তব্য; কেননা ঐ দুই গোত্রেই বচন কথিত আছে যে 'বিবাহ কার্য্যের আরম্ভে সপ্তপদী গমনের পরে স্ত্রীগণ পিতৃগোত্র হইতে রহিত হইয়া থাকে; অতএব তাহার স্বামীর গোত্রদ্বারা পিণ্ড ও জল দান ক্রিয়া কর্ত্তব্য' ইত্যাদি স্বামীর গোত্র উল্লেখ বিষয়ক বচন আছে। স্ত্রীলোকের পিতৃ-গোত্র ত্যাগ করিয়া স্বামীর গোত্রদ্বারা কোন কর্ম্ম করিবে না; কেননা "জন্ম এবং মরণে স্ত্রীজাতির পৈতৃক-কুল স্থিরতর থাকে।" ইত্যাদি পিতৃগোত্র বিষয়ক বচন দৃষ্ট হইতেছে এই স্ত্রীজাতির স্বামীর গোত্র ও পিতার গোত্র উভয় বিষয়েই বিরোধ উপস্থিত হইলে আসুরাদি বিবাহবিষয়ে ও পুত্রিকা

করণেতে পিতৃগোত্রই স্থিরতর থাকিবে; কেননা, সেস্থলে তদ্বিষয়ক বিশেষ বচন আছে এবং দানেরও অনিবৃত্তি দৃষ্ট হইতেছে। ব্রাহ্মাদি বিবাহ হইলে পর ব্রীহি যবের ন্যায় ও বৃহদ্রথন্তর সামের ন্যায় বিকল্পে দুই মতই সিদ্ধ হইতেছে।

. উক্ত উভয়গোত্রের মীমাংসাতে কহিতেছেন যে " যে পথক্রমে ইহার পিতৃলোকগণ গমন করিয়াছেন ও যে পথক্রমে পিতামহগণ গমন করিয়াছেন, তাহাই সৎব্যক্তিগণের পথ সেই পথের দ্বারাই গমন করা কর্ত্তব্য; কেননা সেই পথে গমন করিলে দোষ প্রাপ্ত হইতে পারে না " এই বচনদ্বারা বংশপরম্পরা ক্রমে প্রচলিত রীতিমত আচরণ দ্বারা ব্যবস্থা হইবে।

এই প্রকার বিষয় বিভেদ ভিন্ন এই বচনের অন্য বিষয় বিভেদ দৃষ্ট হয় না; পুনর্ব্বার কহিতেছেন যে " যে স্থানে শাস্ত্র প্রমাণদ্বারা বা, আচার দ্বারা ব্যবস্থা নাই, সে বিষয়ে " আপনার তুষ্টিই বলবতী হইয়া থাকে " এই বচনদ্বারা কর্ত্তার ইচ্ছাই ব্যবস্থা-কারিণী হইয়াছে; যেমন গর্ভাধান অবধি অষ্টম বৎসরে বা জন্মাবধি অষ্টম বৎসরে উপনয়ন সংস্কার করিবে এবং মাতার সপিণ্ডীকরণেতেও বিরুদ্ধের ন্যায় বচন সকল দৃষ্ট হইতেছে; সে বিষয়ে পিতামহীপ্রভৃতির সহিত মাতার সপিণ্ডীকরণ করিবে এবং স্বামী আপনার মাতার সহিত আপনার স্ত্রীর সপিণ্ডীকরণ করিবে, পৈঠীনসি কহেন যে, কোন স্ত্রী পুত্রবতী না হইয়া যদি মরে তবে স্বামীই তাহার সপিণ্ডীকরণ করিবে এবং এই স্ত্রীর শ্বশ্রূ প্রভৃতির সহিত সপিণ্ডীকরণ হইবে এবং পতির সহিত সপিণ্ডীকরণবিষয়ে যম কহিয়াছেন যে " স্ত্রীজাতির একপতির সহিত

সপিণ্ডীকরণ করিবে ; কেননা স্ত্রী মরিয়াই মন্ত্র, আহুতি ও ব্রত-দ্বারা পতির সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উশনা মাতামহের সহিত সপিণ্ডীকরণ কহিয়াছেন যে " সম্বৎসর পূর্ণ হইলে পুত্রগণকর্ত্তৃক যেমন পিতামহেতে পিতার সপিণ্ডীকরণ কর্ত্তব্য তেমনি মাতামহেতে মাতার সপিণ্ডীকরণ করিবে এবং ভগবান্ শিব কহেন যে " সংবৎসর পূর্ণ হইলে পুত্রগণ কর্ত্তৃক পিতামহে পিতা যোজ্য হইবেন ও মাতামহে মাতা যোজ্যা হইবেন " এইপ্রকার বচন সকল থাকিলে পুত্ররহিতা স্ত্রী মৃতা হইলে স্বামী আপনার মাতার সহিত তাহার সপিণ্ডীকরণ করিবে। স্ত্রী স্বামীর অনুগমন করিলে তাহার পুত্র পিতার সহিত মাতার সপিণ্ডীকরণ করিবে। আসুরাদি বিবাহে উৎপন্ন পুত্র ও পুত্রিকার পুত্র মাতামহের সহিত সপিণ্ডীকৃত হইবে। ব্রাহ্মাদি বিবাহে উৎপন্ন পুত্র পিতার বা মাতামহের কিম্বা পিতামহীর সহিত বিকল্পে সপিণ্ডীকরণ করিবে। এবিষয়ে যদি কুলক্রমাগত বিধির নিয়ম থাকে তবে সেই মতেই করিবে, আর যদি কুলক্রমাগত বিধির নিয়ম না থাকে তবে আপনার ইচ্ছা-মতে যাহা রুচি হইবে তাহাই করিবে, তদ্বিষয়ে যে কোন প্রকারে মাতার সাপিণ্ড্য থাকিলেও যেখানে অনুষ্টকাদিতে মাতার শ্রাদ্ধ পৃথক্ বিহিত হইয়াছে যে ' অনুষ্টকাসকলে, বৃদ্ধিতে, গয়াতে, মৃততিথিতে মাতার শ্রাদ্ধ পৃথক্ করিবে অন্যত্র পতির সহিত করিবে।' সেস্থলে পিতামহীপ্রভৃতির সহি-তই পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিবে অন্যস্থলে পতির সহিত শ্রাদ্ধ করিবে।

পতির সহিত সপিণ্ডীকরণ হইলে তাঁহার অংশ ভাগিত্ব প্রযুক্ত ও মাতামহের সহিত সপিণ্ডীকরণ হইলে তাঁহার অংশ ভাগিত্ব প্রযুক্ত তাঁহার সহিতই শ্রাদ্ধ করিবে। তদ্বিষয়ে

শাতাতপ কহেন যে “সপিণ্ডীকরণ কৃত হইলে একমূর্ত্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অতএব স্ত্রীজাতির স্বামী ও পিতৃগণের সহিত সপিণ্ডীকরণ কার্য্যে মাতামহ শ্রাদ্ধ পিতৃশ্রাদ্ধের ন্যায় নিত্যই জানিবে পতির সহিত বা পিতামহীর সহিত মাতার সপিণ্ডীকরণ করিলে মাতামহ শ্রাদ্ধ নিত্য নহে, করিলে পর অভ্যুদয়, না করিলে পাপ নাই এইরূপ নির্ণয় আছে॥ ২৫২॥ ২৫৩॥

অর্ব্বাক্ সপিণ্ডীকরণং যস্য সম্বৎসরাদ্ভবেৎ।
তস্যাপ্যন্নং সোদকুম্ভং দদ্যাৎ সম্বৎসরদ্বিজে॥ ২৫৪॥

সম্বৎসরের মধ্যে যাহার সপিণ্ডীকরণ কৃত হয় তাহার উদ্দেশে প্রতিদিবসে বা প্রতিমাসে যাবৎ সম্বৎসর কাল পূর্ণ না হয় তাবৎকাল শক্ত্যনুসারে জলপূর্ণ কুম্ভসহিত অন্ন ব্রাহ্মণকে দান করিবে। “সম্বৎসরের মধ্যে” এই কথা উল্লেখ করাতে সম্বৎসর পূর্ণ হইলে বা তাহার পূর্ব্বে সপিণ্ডীকরণ করিবে ইহা দর্শিত হইল। আশ্বলায়ন কহেন যে “অনন্তর সম্বৎসরান্তে বা মৃতমাসীয় দ্বাদশদিনে সপিণ্ডীকরণ করিবে। কাত্যায়ন কহেন যে “সম্বৎসরপূর্ণ হইলে বা ত্রিপক্ষে কিম্বা সম্বৎসরের মধ্যে যখন বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে হইবে তখনই সপিণ্ডীকরণ হইবে, অতএব দ্বাদশ দিনে বা ত্রিপক্ষে, কিম্বা বৃদ্ধি শ্রাদ্ধের কাল উপস্থিত হইলে অথবা সম্বৎসর পূর্ণ হইলে সপিণ্ডীকরণ হইবে এই চারিটি পক্ষ দর্শিত হইল।

তদ্বিষয়ে সাগ্নিক ব্যক্তি দ্বাদশ দিনে (অশৌচান্তের পর শ্রাদ্ধদিনের পরদিনে) পিতার সপিণ্ডীকরণ করিবে; কেননা সপিণ্ডীকরণ ভিন্ন পিণ্ড পিতৃযজ্ঞ সিদ্ধ হয় না, তদ্বিষয়ে বচন আছে যে “যখন সাগ্নিক ব্যক্তি শ্রাদ্ধকর্ত্তা হইবে ও প্রেত

(মৃত) ব্যক্তিই বা যদি সাগ্নিক হয় তবে তখন দ্বাদশ দিনে পিতার সপিণ্ডীকরণ করিবে। নিরগ্নি (অগ্নিরহিত) ব্যক্তি ত্রিপক্ষে বা পুত্রজন্মাদি নিমিত্তক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে কিম্বা পূর্ণসম্বৎসরে করিবে। যখন সম্বৎসরের মধ্যে কোন উক্ত সময়ে সপিণ্ডীকরণ করিতে হইবে তখন ষোড়শ শ্রাদ্ধ করিয়া সপিণ্ডীকরণ করিবে কি অগ্রে সপিণ্ডীকরণ করিয়া স্ব স্ব কাল প্রাপ্ত হইলে উক্ত ষোড়শ শ্রাদ্ধ করিবে ? এইরূপ সংশয় হইতেছে ; কেননা উভয় পক্ষেই বচন দর্শন আছে যে "ষোড়শ শ্রাদ্ধ না করিয়া সপিণ্ডীকরণ করিবে না, ষোড়শ শ্রাদ্ধ সমাপ্তি করিয়া সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ বিধান করিবে এবং ষোড়শ শ্রাদ্ধে ও দ্বাদশাহে (আদ্যশ্রাদ্ধের পরদিনে) ত্রিপক্ষে, ষণ্মাসে, প্রথমমাসে, সম্বৎসর পূর্ণকালে এই আদ্যমাসিকাদি ষোড়শ শ্রাদ্ধ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক নির্ণীত আছে, এইরূপ দর্শিত হইয়াছে এবং সম্বৎসরের মধ্যে যাহার সপিণ্ডীকরণ করা হইবে তাহারও সম্বৎসর কাল পর্য্যন্ত মাসিক ও জলপূর্ণ কলস দান করিবে।

তদ্বিষয়ে প্রথম কল্প এই যে; সপিণ্ডীকরণ করিয়া স্ব স্ব কালেতেই এইসকল মাসিকাদি শ্রাদ্ধাদি করিবে কেননা সম্পূর্ণ কালের পূর্ব্বে অধিকার হয় না।

" ষোড়শ শ্রাদ্ধ করিয়া সম্বৎসরের পূর্ব্বেও সপিণ্ডীকরণ করিবে" এই যে বচন আছে তাহা আপৎকল্প জানিবে যখন আপৎকল্পে সপিণ্ডীকরণের পূর্ব্বে ষোড়শ প্রেতশ্রাদ্ধ করে, তখন একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের বিধান মতে করিবে। যখন প্রধান কল্পে তাহা স্ব স্ব কালেই করিবে তখন বাৎসরিক শ্রাদ্ধ যে ব্যক্তি যেপ্রকারে পার্ব্বণ বা একোদ্দিষ্ট করে সেইরূপ

মাসিক সকল করিবে। কেননা স্মরণ আছে যে 'সপিণ্ডী-করণের মধ্যে যদি ষোড়শ প্রেত শ্রাদ্ধ করিতে হয় তবে সেই সকল শ্রাদ্ধ একোদ্দিষ্টের বিধি অনুসারে করিবে এবং সপিণ্ডীকরণের পরে যদি ষোড়শ প্রেত শ্রাদ্ধ করিতে হয় তবে প্রতিসাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ যে ব্যক্তি যে রূপে করে সে সেইরূপে পার্ব্বণ বা একোদ্দিষ্ট বিধি অনুসারে করিবে'। এই প্রেত-শ্রাদ্ধ সহিত সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত কর্ম্ম অনেক ভ্রাতাতে একত্র থাকিলে বা পৃথক্ অন্ন হইয়া ধনবিভাগ হইলেও একব্যক্তি কর্ত্তৃক কৃত হইলেই সম্পূর্ণ হইবে, সকল ব্যক্তির করিবার আবশ্যক রাখে না; কেননা স্মরণ আছে যে 'নবশ্রাদ্ধ, সপি-ণ্ডত্ব ও ষোড়শ প্রেতশ্রাদ্ধ সংবিভক্তধন ভ্রাতৃগণ হইলেও একব্যক্তিই করিবে'। এই প্রেতশ্রাদ্ধের সহিত সপিণ্ডন কার্য্য সন্ন্যাসি ব্যক্তি ভিন্ন সকলেরই পুত্রাদি কর্ত্তৃক নিয়মমতে কর্ত্তব্য; কেননা তদ্দ্বারা প্রেতত্ব বিমুক্তি হইয়া থাকে।

সন্ন্যাসি ব্যক্তিগণের সপিণ্ডন কর্ত্তব্য নহে, উশনা কহেন যে, 'সর্ব্বদা যতিগণের একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবে না একাদশাহে (অশৌচান্ত দিনের পরদিনে) পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ বিধান করিবে ও তাঁহাদিগের সন্তানগণ কর্ত্তৃক সপিণ্ডীকরণ কর্ত্তব্য নহে যেহেতু ত্রিদণ্ড গ্রহণ প্রযুক্ত আর প্রেতত্ব হয় না।' পুত্রাদি কেহ নিকটে না থাকিলে সগোত্রপ্রভৃতি যে কোন ব্যক্তিকর্ত্তৃক দাহ সংস্কার কৃত হইবে তৎকর্ত্তৃক দশাহপর্য্যন্ত প্রেতকর্ম্ম (পূরক পিণ্ডদানাদি) কর্ত্তব্য; কেননা স্মরণ আছে যে 'ভিন্নগোত্র ব্যক্তি বা সগোত্রব্যক্তি, স্ত্রী বা পুরুষ প্রথমদিনে যে কেহ পিণ্ড দান করিবে সেইব্যক্তি দশাহ শ্রাদ্ধ দান সমাপন করিবে'।

শূদ্রগণেরও দ্বাদশদিনে অমন্ত্রক এই সপিণ্ডীকরণ কর্ম্ম করিবে

বিষ্ণুস্মৃতিতে আছে যে 'এইরূপ শূদ্রগণের সপিণ্ডীকরণ দ্বাদশ দিনে মন্ত্র উচ্চারণ রহিত মত করিবে'। সপিণ্ডীকরণের পর প্রতিবাৎসরিক পার্ব্বণ ও একোদ্দিষ্ট প্রভৃতি শ্রাদ্ধ পুত্রের নিয়ম মতে করিবে, অন্যের নিয়ম নাই॥ ২৫৪ ॥

একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের কাল কহিতেছেন,——

মৃতেঽহনি তু কর্ত্তব্যং প্রতিমাসং তু বৎসরম্।
প্রতিসম্বৎসরঞ্চৈবমাদ্যমেকাদশেঽহনি ॥ ২৫৫ ॥

যাবৎ পর্য্যন্ত সম্বৎসর কাল পূর্ণ না হইবে তাবৎ কাল প্রতি মাসের মৃততিথিতে একোদ্দিষ্ট করিবে।

সপিণ্ডীকরণের পরে প্রতিবৎসরেই মৃততিথিতে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিতে হইবে।

আদ্য একোদ্দিষ্ট (সকলএকোদ্দিষ্টের প্রকৃতি মুল একোদ্দিষ্ট) একাদশ দিনে (অশৌচান্তদিনের পরদিনে) করিবে। মৃততিথি অজ্ঞাত হইলে শ্রবণ দিনে বা অমাবাস্যাতে করিবে; কেননা স্মরণ আছে যে " মৃতদিন অজ্ঞাত হইলে অমাবাস্যাতে বা শ্রবণ দিবসে একোদ্দিষ্ট করিবে।" এস্থলে ' অমাবস্যা ' শব্দে প্রবাস গমনদিনসম্বন্ধি (মাসসম্বন্ধী) অমাবস্যাতে একোদ্দিষ্ট জানিবে; কেননা স্মরণ আছে যে " প্রবাস গমন বাসরে কিম্বা সেই মাসে চন্দ্রের ক্ষয় অর্থাৎ অমাবস্যা দিবসেই বা একোদ্দিষ্ট করিবে "। " মৃতাহে " ইহাতে আহিতাগ্নির পক্ষে জাতূকর্ণ বিশেষ কহিয়াছেন যে " ত্রিপক্ষের পরে যে শ্রাদ্ধ তাহা মৃত তিথিতেই করিবে, আহিতাগ্নি (সাগ্নিক) দ্বিজগণের ত্রিপক্ষের মধ্যে যে প্রেতকর্ম্ম করিতে হয় তাহা দাহ দিবস অবধি গণনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত সেই সেই দিবসে করিবে "। তদ্বিষয়ে ত্রিপক্ষের

মধ্যে যে প্রেতশ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম করিতে হইবে তাহা সাগ্নিক দ্বিজ-জাতির মরণ দিবস অবধি গণনা না করিয়া তৎপরে যে দিবসে দাহ হইবে সেই দিবস অবধি গণনা করিয়া একাদশাহ প্রভৃতিতে প্রেতশ্রাদ্ধাদি করিবে, আর ত্রিপক্ষের পরে যে শ্রাদ্ধ করিবে তাহা মরণ দিবসেই করিবে।

নিরগ্নির সকল কর্ম্ম মৃত তিথিতেই করিবে। একাদশাহে আদ্যশ্রাদ্ধ ইহা বলাতে কেহ কহেন যে "সম্পূর্ণ অশৌচের উপলক্ষণ" কেননা "শুচি ব্যক্তি কর্ত্তৃক কর্ম্ম কর্ত্তব্য" এইরূপ শুদ্ধির অঙ্গ নির্দ্দিষ্ট আছে।

"অতঃপর অশৌচ অপগমে" এইরূপ সামান্যভাবে সকল বর্ণের উপক্রম করিয়া বিষ্ণু কর্ত্তৃক যে একোদ্দিষ্টের বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা অযুক্ত "একাদশদিনে যে শ্রাদ্ধ তাহা সামান্যতঃ কথিত হইল ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি চারিবর্ণের পৃথক্ পৃথক্ অশৌচ হয়" এইরূপ পৈঠীনসি স্মৃতির সহিত বিরোধ আছে। 'অশুদ্ধ হইলেও একাদশ দিনে আদ্য শ্রাদ্ধ করিবে; কেননা তৎকালে কর্ত্তার শুদ্ধি হয় পুনর্ব্বার সে অশুদ্ধ হয়' এইরূপ শঙ্খ বচনের সহিত বিরোধ প্রযুক্তও সামান্য কথিত বিষ্ণুবচন দ্বারা দশাহ অশৌচের বিষয় ঘটিতে পারে। "প্রতি সম্বৎসর পূর্ণ হইলে" এইরূপ প্রতিবৎসরে মৃত তিথিতে যোগীশ্বর কর্ত্তৃক একোদ্দিষ্ট কথিত হইয়াছে। অন্যস্মৃতিতে আছে যে "মাতা ও পিতার শ্রাদ্ধাদি বৎসরে বৎসরে করিবে কিন্তু, দৈবপক্ষ রহিত শ্রাদ্ধ করিবে, একমাত্র পিণ্ডদান করিবে" যমও কহেন যে "পুত্রগণ সপিণ্ডীকরণের পর প্রতিবৎসর মৃত তিথিতে মাতাপিতার পৃথক্ একোদ্দিষ্ট করিবে" ব্যাসও পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের নিষেধ করিতেছেন, যে "যে

মনুষ্য একোদ্দিষ্ট পরিত্যাগ করিয়া পার্ব্বণ করে, তাহা অকৃত জানিবে এবং সেব্যক্তি পিতৃঘাতক হয়” জমদগ্নি পার্ব্বণ কহেন যে “ ঔরসপুত্র বিধিমতে সপিণ্ডীকরণ সম্পন্ন করিয়া মাতা পিতার মৃতদিনে দর্শশ্রাদ্ধের ন্যায় পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিবে” শাতাতপ কহেন যে “সপিণ্ডীকরণ করিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তি প্রতিবৎসর সদা সর্ব্বদা পার্ব্বণবৎ শ্রাদ্ধ করিবে, এইবিধি ছাগলেয় মুনি কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে” এই সকল বচনের অনৈক্যপক্ষে দাক্ষিণাত্য সকল এইরূপ ব্যবস্থা কহেন যে “ঔরসপুত্র ও ক্ষেত্রজ পুত্র কর্ত্তৃক মাতাপিতার মরণদিনে পার্ব্বণই কর্ত্তব্য এবং দত্তকাদি পুত্রগণকর্ত্তৃক একোদ্দিষ্ট কর্ত্তব্য জানিবে” এইরূপ জাতূকর্ণের বচন আছে যে “প্রতিবৎসর ক্ষেত্রজ ও ঔরসপুত্র পার্ব্বণ বিধি অনুসারে শ্রাদ্ধ করিবে, অপর দশবিধ পুত্রগণ একোদ্দিষ্ট করিবে”।

তাহা প্রশস্তমত নহে, যেহেতু এস্থলে “মৃতদিন ঘটিত বচন” নাই প্রত্যব্দ এইশব্দ আছে; কিন্তু ক্ষয়দিনভিন্ন প্রতিবাৎসরিক শ্রাদ্ধ অক্ষয়তৃতীয়া মাঘী ও বৈশাখী পূর্ণিমা প্রভৃতিতে করিতে হইবে ইহাও কথিত আছে; অতএব ক্ষয়াহ বিষয়ক পার্ব্বণ ও একোদ্দিষ্টের ব্যবস্থার নিমিত্ত কথিত হয় নাই। যাহা পরাশরের বচন আছে যে “ দেবত্বপ্রাপ্ত সপিণ্ডীকৃত পিতার ঔরসপুত্রের তিনপুরুষঘটিত পার্ব্বণ সর্ব্বত্র কর্ত্তব্য, ভিন্নগোত্র মাতুল প্রভৃতির মৃততিথিতে যে শ্রাদ্ধ করিতে হয় তাহা একেরই একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধই করিতে হইবে; কিন্তু পৈঠীনসী কহেন ঔরসপুত্র ও অন্যপুত্রকর্ত্তৃক সপিণ্ডীকরণের পরে মাতাপিতার মৃততিথিতে একোদ্দিষ্টই কর্ত্তব্য; যে ‘ সপিণ্ডীকরণের পরে মাতাপিতার মৃততিথিতে একোদ্দিষ্টই কর্ত্তব্য পার্ব্বণশ্রাদ্ধ

কর্ত্তব্য নহে।" উত্তরদেশীয় পণ্ডিতগণ পুনর্ব্বার এই ব্যবস্থা করেন যে "অমাবস্যাতে বা ভাদ্রপদ মাসের কৃষ্ণপক্ষে মৃততিথি হইলে প্রতিবৎসর সেই মৃততিথিতে পার্ব্বণ করিতে হইবে, তদ্ভিন্ন অন্য সময়ে মৃততিথি হইলে সেই সেই মৃততিথিতে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধই করিতে হইবে; কেননা স্মরণ আছে যে "যাহার অমাবস্যাতে বা ভাদ্রমাসের অপরপক্ষে মৃত্যু হয় তাহাতে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিতে হইবে; কদাচ একোদ্দিষ্ট করিবে না।" তাহাও বৃদ্ধপণ্ডিতগণ আদরণীয় জ্ঞান করেন না; কেননা অনিশ্চিত-মূল এই বচনদ্বারা নিশ্চিতমূল মৃততিথিতে পার্ব্বণ বিষয়ক অনেক বচনের অমাবস্যা ও প্রেত পক্ষ অর্থাৎ ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষ মৃততিথিবিষয় প্রযুক্ত অতিসঙ্কোচের অযুক্ত হেতুক সামান্য বচনের অসার্থকত্ব জানিবে তাহাতে বিশেষ বচন-দ্বারা সামান্য বচনের বাধা জানিতে হইবে।

যেস্থলে সামান্য ও বিশেষ বচন দ্বারা দুই বচনেরই সার্থকতা থাকে যেমন "সপ্তদশ সামিধেনী অনুবচন করিবে" ইহা আরম্ভবর্জ্জিত অধ্যয়নকারী ব্যক্তির বিকৃত মাত্র বিষয়ের "সপ্তদশ" বাক্যের সামিধেনী লক্ষণদ্বারা সম্বন্ধপ্রযুক্ত অর্থবশে মিত্রবিন্দাদি প্রকরণে পঠিত "পঞ্চদশ" বাক্যদ্বারা মিত্রবিন্দাদি অধিকার হেতুক পূর্ব্বসম্বন্ধ বোধদ্বারা সার্থকতা জানিতে হইবে মিত্রবিন্দাদি প্রকরণে উপসংহার হইয়াছে। এস্থলে দুই বচনের মৃতাহ বিষয় প্রযুক্ত সার্থকতা নাই; অতএব এস্থলে পাক্ষিক একোদ্দিষ্ট নিবৃত্তিরূপ ফলপ্রযুক্ত পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের নিয়ম বিধান যুক্তি সিদ্ধ হইতেছে; মাতাপিতার মৃততিথিতে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ বিধানের বচন সক-

লের ও তদ্ভিন্ন ব্যক্তির মৃততিথিতে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ বিধানের বচন সকলের ব্যবস্থা যুক্তি সিদ্ধ নহে; কেননা উভয়স্থলে মাতা, পিতা ও পুত্র গ্রহণের বিদ্যমানতা আছে যথা " সপিণ্ডীকরণের পরে মৃততিথিতে প্রতিবৎসর পুত্রগণকর্ত্তৃক মাতাপিতার পৃথক্ একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য এবং সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া মৃততিথিতে ঔরসপুত্রগণ অমাবস্যা শ্রাদ্ধের ন্যায় বিধিমতে মাতাপিত্রার পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিবে " কেহ কেহ কহেন যে " মাতাপিতার মৃততিথিতে সাগ্নিব্যক্তি পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিবে নিরগ্নিব্যক্তি একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবে " সুমন্তু স্মৃতিতে আছে যে " প্রতিবৎসর মাতাপিতার মৃত তিথিতে সাগ্নিক ধীমান দ্বিজপুত্র মাতাপিতার পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিবে ও নিরগ্নিক ব্যক্তি একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবে" তাহাও সৎব্যক্তিগণের অনভিমত প্রযুক্ত বর্জ্জনীয়; কেননা স্মরণ আছে যে "যে ব্রাহ্মণ গণ বহু অগ্নিগ্রহণ করিয়াছেন ও যাঁহারা এক অগ্নিগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদিগের সপিণ্ডীকরণের পরে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবে, পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিবে না "। তদ্বিষয়ে নির্ণয় এই যে সন্ন্যাসিগণের মৃততিথিতে পুত্রগণ কর্ত্তৃক পার্ব্বণ শ্রাদ্ধই কর্ত্তব্য; কেননা প্রচেতস স্মরণ আছে যে " ত্রিদণ্ডগ্রহণ প্রযুক্ত যতিগণের একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ নাই এবং সপিণ্ডীকরণের অভাব প্রযুক্ত সর্ব্বদা তাঁহার পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ হইবে "। অমাবস্যাতে বা প্রেতপক্ষে মৃততিথি হইলে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধই করিবে " অমাবস্যাতে বা ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষে যাহার মৃততিথি হইবে " ইত্যাদিবচনের নিয়মপরত্ব আছে। তদ্ভিন্ন অন্যত্র মৃততিথি হইলে ব্রীহি ও যবের ন্যায় ইচ্ছামত পার্ব্বণ ও একোদ্দিষ্টের বিধি জানিতে হইবে;

তাহাতে কুলক্রমাগত বিধি ব্যবস্থা থাকিলে সেই মতেই করিবে, আর কুলক্রমাগত বিধির স্থিরতা না থাকিলে ইচ্ছামত পার্ব্বণ বা একোদ্দিষ্ট ইহার কোন একটি বিধি অবলম্বন করিলে বাধা নাই ॥ ২৫৫ ॥

নিত্য শ্রাদ্ধ ভিন্ন অন্য শ্রাদ্ধ সকলের শেষ বিধি কহিতেছেন,——

পিণ্ডাংস্তু গোঽজবিপ্রেভ্যো দদ্যাদগ্নৌ জলেঽপি বা।
প্রক্ষিপেৎ সৎসু বিপ্রেষু দ্বিজোচ্ছিষ্টং ন মার্জ্জয়েৎ ॥ ২৫৬ ॥

পূর্ব্বোক্তমতে দত্ত পিণ্ড সকল বা একপিণ্ডের প্রতিপত্তি-বিষয়ে এই বিধি যে গো, অজ বা ভোজনার্থী ব্রাহ্মণকে সেই সেই দত্ত পিণ্ড দিবে, অথবা অগ্নিতে কি অগাধ জলে প্রক্ষেপ করিবে। আর ব্রাহ্মণগণ ভোজনস্থানে অবস্থিত থাকিতে দ্বিজগণের উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন করিবে না ॥ ২৫৬ ॥

শ্রাদ্ধে দত্ত ভোজ্যদ্রব্য বিশেষদ্বারা ফলবিশেষ কহিতেছেন,——

হবিষ্যান্নেন বৈ মাসং পায়সেন তু বৎসরম্।
মাৎস্যহারিণকৌরভ্রশাকুনচ্ছাগপার্ষতৈঃ ॥ ২৫৭ ॥
এণরৌরববারাহশাশৈর্ম্মাংসৈর্যথাক্রমম্।
মাসবৃদ্ধ্যাভিতৃপ্যন্তি দত্তৈরিহ পিতামহাঃ ॥ ২৫৮ ॥

হবিষ্য অর্থাৎ তিল ব্রীহি প্রভৃতি দ্বারা পিতৃগণ একমাস তৃপ্ত হন। মনু কহেন যে “ তিল, ব্রীহি, যব, মাষ, জল, মূল ও ফল দিয়া বিধিমত শ্রাদ্ধ করিলে মনুষ্যগণের পিতৃলোকেরা একমাস পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন ” যে অন্ন হবিষ্যান্ন ; তদ্দ্বারা পিতৃগণ একমাস সন্তুষ্ট থাকেন। এইরূপ অন্বয় জানিবে। গোদুগ্ধের দ্বারা পক্ব অন্ন দিয়া শ্রাদ্ধ

করিলে সংবৎসর কাল পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হন, স্মরণ আছে যে, গব্যদুগ্ধদ্বারা বা গব্যদুগ্ধ সহিত পক্ব অন্নদ্বারা পিতৃগণ সম্বৎসর কালপর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। পাঠীন প্রভৃতি ভক্ষ্য মৎস্য ; হরিণ (তাম্রবর্ণ মৃগ), মেষ, ভক্ষ্যপক্ষী, ছাগ, চিত্রমৃগ, কৃষ্ণমৃগ, শম্বরমৃগ, বন্য শূকর ও শশক এই সকলের মাংসদ্বারা পিতৃপিতামহগণ হবিষ্যান্ন অপেক্ষা ক্রমশ এক-এক মাস বৃদ্ধিকালপর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। আয়ু-র্ব্বেদে স্মরণ আছে যে "কৃষ্ণমৃগ এণ জানিবে ও তাম্রমৃগ হরিণ কথিত হয়"॥ ২৫৭ ॥ ২৫৮ ॥

আরও কহিতেছেন,——

খড়্গামিষং মহাশল্কং মধুমুন্যন্নমেব চ।
লোহামিষং মহাশাকং মাংসং বার্দ্ধ্রীণসস্য চ ॥ ২৫৯ ॥
যদ্দদাতি গয়াস্থশ্চ সর্ব্বমানন্ত্যমশ্নুতে।
তথা বর্ষাত্রয়োদশ্যাং মঘাসু চ বিশেষতঃ ॥ ২৬০ ॥

গণ্ডক-মাংস, মহাশল্ক-মৎস্য, মধু, মুন্যন্ন (নীবার প্রভৃতি বনজাত তৃণধান্য), রক্তচ্ছাগমাংস, কালশাক, ও পশ্চাৎ বক্তব্য বার্দ্ধ্রীণসের মাংস পিতৃগণের তৃপ্তির জন্য যাহা দান করা যায় ও গয়াস্থানে স্থিত হইয়া যৎকিঞ্চিৎ শাকাদি পিতৃগণের তুষ্টির উদ্দেশে দান করা যায় এবং গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে নৈমিষারণ্যে পুষ্করে অর্ব্বুদে ও সন্নিহতিতে যে শ্রাদ্ধ করা যায় তাহা সকলেরই অক্ষয় অর্থাৎ অনন্ত ভোজন বশত অশেষ ফলের হেতু হইয়া থাকে। বার্দ্ধ্রীণসের বিষয়ে কথিত আছে যে "জলপান সময়ে যে শ্বেতবর্ণ দুর্ব্বলেন্দ্রিয় বৃদ্ধ অজাপতির কর্ণদ্বয় ও জিহ্বা জল-স্পর্শ করে যাজ্ঞিক গণ তাহাকে শ্রাদ্ধ কর্ম্মে প্রশস্ত বার্দ্ধ্রীণস

কহিয়া থাকেন” তদ্রূপ ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীতে বিশেষত মঘাযুক্ত ভাদ্রকৃষ্ণত্রয়োদশীতে পিতৃগণের উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধ দান করা যায় সেই সকল অনন্তকাল তৃপ্তির জন্য হইয়া থাকে; এ বিষয়ে যদি “ মুন্যন্ন, মাংস ও মধু প্রভৃতি সামান্য কথনদ্বারা সর্ব্ববর্ণের পক্ষে শ্রাদ্ধে উপযুক্ত দর্শিত হইল, তথাপি লঘুপুলস্তের কথিত ব্যবস্থা আদরণীয় জানিতে হইবে, তাহা এই যে “ ব্রাহ্মণের পক্ষে মুন্যন্ন নীবার প্রভৃতি প্রশস্ত কথিত, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য গণের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত মাংসপ্রধান দ্রব্য প্রশস্ত কথিত এবং শূদ্রগণের পক্ষে মধুপ্রধান দ্রব্য প্রশস্ত কথিত ও যাহা সর্ব্বমতে অবিরোধী হয় অর্থাৎ অনিষিদ্ধ বাস্তুকপ্রভৃতি শাক এবং শাস্ত্রোক্ত হবিষ্যান্ন কালশাকাদি তাহা সকল বর্ণের পক্ষে সম্পূর্ণ ফলদায়ক জানিতে হইবে॥ ২৫৯ ॥ ২৬০ ॥

শ্রাদ্ধে তিথি বিশেষে ফলবিশেষ কহিতেছেন,——

কন্যাং কন্যাবেদিনশ্চ পশূন্ বৈ সৎসুতানপি।
দ্যূতং কৃষিঞ্চ বাণিজ্যং দ্বিশফৈকশফং তথা॥ ২৬১॥
ব্রহ্মবর্চ্চস্বিনঃ পুত্রান্ স্বর্ণরূপ্যে সকুপ্যকে।
জাতিশ্রৈষ্ঠ্যং সর্ব্বকামানাপ্নোতি শ্রাদ্ধদঃ সদা॥ ২৬২॥
প্রতিপৎ প্রভৃতিষ্বেকাং বর্জ্জয়িত্বা চতুর্দ্দশীম্।
শস্ত্রেণ তু হতা যে বৈ তেভ্যস্তত্র প্রদীয়তে॥ ২৬৩॥

রূপ লক্ষণ শীলসম্পন্না কন্যা, বুদ্ধিরূপ লক্ষণসম্পন্ন জামাতা, অজাদি ক্ষুদ্রপশু, সৎকর্ম্মকারী পুত্র, দ্যূতপণে জয় লাভ, কৃষিফল, বাণিজ্যে লাভ, গবাদি দ্বিখুরপশুপ্রাপ্তি, অশ্বাদি একখুর পশুলাভ, বেদপাঠদ্বারা জনিত তদর্থানুষ্ঠান জাত তেজঃসম্পন্ন পুত্রলাভ, স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রাপ্তি, স্বর্ণরৌপ্য

ভিন্ন সীসকাদি ধাতু লাভ, জাতিতে উত্তমতা প্রাপ্তি, স্বর্গ, পুত্র ও পশুপ্রভৃতি বস্তুর লাভ, কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীভিন্ন প্রতিপৎ আদি অমাবস্যাপর্য্যন্ত চতুর্দ্দশতিথিতে শ্রাদ্ধকর্ত্তা ব্যক্তি এই সকল রূপলক্ষণ শীলসম্পন্না কন্যা প্রভৃতি চতুর্দ্দশ ফল ক্রমে ক্রমে প্রাপ্ত হয়। যে কোনব্যক্তি যদি ব্রাহ্মণাদি দ্বারা হত না হয় ও শস্ত্রাঘাত দ্বারা মৃত হয় তাহাদিগের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে একোদ্দিষ্ট বিধি অনুসারে শ্রাদ্ধ করিতে হইরে, স্মরণ আছে যে "সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ কৃত শস্ত্রাঘাত দ্বারা হত পিতার পুত্রগণ কর্ত্তৃক মহালয়ে চতুর্দ্দশীতিথিতে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য"।

যাহার সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ কৃত হইয়াছে এমত শস্ত্রহত ব্যক্তির মহালয়ে ভাদ্রপদ মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতেই শ্রাদ্ধ করিতে হইবে; অন্যব্যক্তির শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না; এই নিয়ম হইল; কিন্তু শস্ত্রহত ব্যক্তির ঐ চতুর্দ্দশীতেই শ্রাদ্ধ করিতে হইবে "অন্যসময়ে নহে" এমত নহে; অতএব মৃততিথি প্রভৃতিতে শস্ত্রহত ব্যক্তিরও যথাপ্রাপ্ত শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য কেবল ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষই বিধি নয় এইরূপ জানিতে হইবে; শৌনকের স্মরণ আছে যে "ভাদ্রমাসের অপরপক্ষে এবং মাসে মাসেও শ্রাদ্ধ করিতে হইবে"॥২৬১॥২৬২॥২৬৩॥

নক্ষত্র বিশেষ ক্রমে ফলবিশেষ কহিতেছেন,——

স্বর্গং হ্যপত্যমোজশ্চ শৌর্য্যং ক্ষেত্রং বলং তথা।
পুত্রং শ্রৈষ্ঠ্যং সসৌভাগ্যং সমৃদ্ধিং মুখ্যতাং শুভম্॥ ২৬৪॥
প্রবৃত্ত চক্রতাং চৈব বাণিজ্যপ্রভৃতীনপি।
অরোগিত্বং যশো বীতশোকতাং পরমাং গতিম্॥ ২৬৫॥
ধনং বেদান্ ভিষক্ সিদ্ধিং কুপ্যং গা অপ্যজাবিকম্।

অশ্বানায়ুশ্চ বিধিবদ্ যঃ শ্রাদ্ধং সংপ্রযচ্ছতি ॥ ২৬৬ ॥
কৃত্তিকাদিভরণ্যন্তং সকামানাপ্নুয়াদিমান্।
আস্তিকঃ শ্রদ্দধানশ্চ ব্যপেতমদমৎসরঃ ॥ ২৬৭ ॥

কৃত্তিকা অবধি ভরণীপর্য্যন্ত প্রত্যেকনক্ষত্রে যে আস্তিক শ্রদ্ধাবান্ ও গর্ব্ব ঈর্ষা রহিত ব্যক্তি শ্রাদ্ধ দান করে, সে যথাক্রমে স্বর্গপ্রভৃতি আয়ুঃপর্য্যন্ত কামনা সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহার বিবরণ এই যে, কৃত্তিকাতে অত্যন্ত সুখ, রোহিণীতে সন্তান, মৃগশিরাতে অতিশয় বল, আর্দ্রাতে শূরত্ব পুনর্ব্বসুতে শস্যযুক্ত ক্ষেত্র, পুষ্যাতে শারীরিক বল, অশ্লেষাতে গুণবান্ পুত্র, মঘাতে জাতিতে প্রাধান্য, পূর্ব্বফল্গুনীতে সৌভাগ্য, উত্তরফল্গুনীতে ধনাদির বৃদ্ধি, হস্তাতে প্রধানতা, চিত্রাতে শুভ, স্বাতীতে অবাধে আজ্ঞা প্রচলন, বিশাখাতে কৃষি কুশীদ ও গোরক্ষা প্রভৃতি বাণিজ্য, অনুরাধাতে রোগরাহিত্য, জ্যেষ্ঠাতে যশ, মূলাতে শোকাভাব, পূর্ব্বাষাঢ়াতে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি, উত্তরাষাঢ়াতে ধনপ্রাপ্তি, শ্রবণাতে ঋগ্বেদাদি চতুর্ব্বেদপ্রাপ্তি, ধনিষ্ঠাতে ঔষধফললাভ, শতভিষাতে কুপ্য (স্বর্ণ ও রৌপ্যভিন্ন তাম্রাদি ধাতু) প্রাপ্তি, পূর্ব্বভাদ্রপদে গোপশুলাভ, উত্তরপাদ্রপদে অজাপশুপ্রাপ্তি, রেবতীতে মেষলাভ, অশ্বিনীতে ঘোটকপ্রাপ্তি, ভরণীতে দীর্ঘআয়ুর্লাভ হয়।

পূর্ব্বোক্ত শ্রাদ্ধে দত্ত দ্রব্যদ্বারা পিতামহগণ মাসবৃদ্ধিক্রমে সন্তুষ্ট হন ইহাদ্বারা "পিতৃগণের সন্তোষ হয়" ইহা কথিত হইয়াছে; কিন্তু তাহা উপপন্ন হইতেছে না; কেননা বিশেষ বিশেষ শুভ ও অশুভ কর্ম্মানুসারে স্বর্গ ও নরকাদি গত মনুষ্যগণের পুত্র পৌত্রাদি কর্ত্তৃক দত্ত অন্নপানাদি দ্বারা

তৃপ্তি সম্ভব হইতে পারে না ॥ ২৬৪ ॥ ২৬৫ ॥ ২৬৬ ॥ ২৬৭ ॥

তৃপ্তি সম্ভব হইলেও তাঁহারা স্বয়ং সমর্থ নহেন তবে কিরূপে স্বর্গাদি ফল প্রদান করেন এই আশঙ্কা নিবারণার্থ কহিতেছেন,——

বসুরুদ্রাদিতিসুতাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধদেবতাঃ।
প্রীণয়ন্তি মনুষ্যাণাং পিতৄন্ শ্রাদ্ধেন তর্পিতাঃ ॥ ২৬৮ ॥
আয়ুঃ প্রজাং ধনং বিদ্যাং স্বর্গং মোক্ষং সুখানি চ।
প্রযচ্ছন্তি তথা রাজ্যং প্রীতা নৃণাং পিতামহাঃ ॥ ২৬৯ ॥

এবিষয়ে যাঁহারা মৃত হন তাঁহারাই যে কেবল পিতৃপিতামহাদি শব্দেতে শ্রাদ্ধকর্ম্মে অন্নাদিভোক্তা তাহা নহে; কেননা বসুগণ, রুদ্রগণ ও অদিতির পুত্রগণ ইহাঁরা পিতৃগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, অতএব ইহাঁদিগের সহিত পিতৃপিতামহগণ শ্রাদ্ধভোক্তা হয়েন, যেমন কোন ব্যক্তির নাম করিলে কেবল তাহার শরীরটিকেই বোধ হয় না বা, শরীরভিন্ন তাহার আত্মা মাত্রকেই বোধ হয় না, অথচ শরীর সংযুক্ত আত্মাকে বোধ হইয়া থাকে; সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত বসুপ্রভৃতি অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের সহিত পিতৃপিতামহগণকে বোধ করিতে হইবে। অতএব পুত্রপৌত্রাদিকর্ত্তৃক দত্ত শ্রাদ্ধীয় অন্নপানাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত দেবদত্তাদি মৃত পিতৃপিতামহগণকে পরিতৃপ্ত করেন এবং শ্রাদ্ধকর্ত্তাকে ও পুত্রপৌত্রাদিকে ফলযুক্ত করেন; যেমত মাতা গর্ভপোষণের জন্য অন্য ব্যক্তিকর্ত্তৃক দত্ত দোহদ অন্নপানাদি স্বয়ংই ভোজন করে এবং সে স্বয়ং তৃপ্তা হইয়া নিজের গর্ভস্থিত সন্তানকেও তৃপ্ত করিয়া থাকে ও দোহদ অন্নপানাদি প্রদান কর্ত্তাদিগকে প্রত্যুপকার স্বরূপ ফলদ্বারা সংযুক্ত করে, সেই-

রূপ বসু রুদ্র ও আদিত্যগণ ইহাঁরা পিতৃপিতামহ ও প্রপিতামহ শব্দদ্বারা নিরূপিত হন ; এবঞ্চ শ্রাদ্ধদেবতাগণ কেবল যে শ্রাদ্ধ ভোজন কর্ত্তা তাহা নহেন, তাঁহারা পিতৃশ্রাদ্ধের দ্বারা তৃপ্ত হইয়া মনুষ্যগণের পিতৃপিতামহ ও প্রপিতামহগণকে অতিশয় জ্ঞানশক্তি দ্বারা তর্পিত করেন এবং শ্রাদ্ধকারীদিগকেও আয়ুঃ, প্রজা, ধন, বিদ্যা, স্বর্গফল, মুক্তি, সুখ, রাজ্য ও অন্যান্য শুভফল প্রদান করিয়া থাকেন ॥৩৬৮॥৩৬৯॥

শ্রাদ্ধপ্রকরণ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

গণপতিকল্প আরম্ভ ॥ ১১ ॥

দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফল সাধন কর্ম্ম কথিত হইলেও পুনর্ব্বার তাহা কহিতেছেন যে তাহাদিগের স্বরূপ নিষ্পত্তি এবং ফলসাধন নির্ব্বিঘ্নে হইবার জন্য অবিঘ্নার্থ কর্ম্ম বিধানের পূর্ব্বে বিঘ্নকারক জ্ঞাপকের হেতু কহিতেছেন,——

বিনায়কঃ কর্মবিঘ্নসিদ্ধ্যর্থং বিনিযোজিতঃ।
গণানামাধিপত্যে চ রুদ্রেণ ব্রহ্মণা তথা ॥ ২৭০ ॥

কর্ম্ম সকলের বিঘ্ন নিরাসের নিমিত্তে অর্থাৎ ভাবিবিঘ্নের পূর্ব্বে ও উপস্থিত বিঘ্নের নাশের জন্য রুদ্র, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু কর্ত্তৃক বিনায়ক পুষ্পদন্তপ্রভৃতি সকলের আধিপত্যে নিযুক্ত হইয়াছেন ॥ ২৭০ ॥

এপ্রকার বিঘ্নবিনাশ কারক কহিয়া বিঘ্নজ্ঞাপক হেতু প্রদর্শন জন্য কহিতেছেন,——

তেনোপসৃষ্টো যস্তস্য লক্ষণানি নিবোধত।
স্বপ্নেঽবগাহতেঽত্যর্থং জলং মুণ্ডাংশ্চ পশ্যতি ॥ ২৭১ ॥
কষায়বাসসশ্চৈব ক্রব্যাদাংশ্চাধিরোহতি।

অন্ত্যজৈর্গর্দ্দভৈরুষ্ট্রৈঃ সহৈকত্রাবতিষ্ঠতে।
ব্রজন্নপি তথাত্মানং মন্যতেঽনুগতং পরৈঃ॥ ২৭২॥

হে মুনিগণ! সেইবিনায়ককর্ত্তৃক যে ব্যক্তি গৃহীত হইয়াছে তাহার জ্ঞাপক লক্ষণ সকল শ্রবণ কর, স্বপ্ন অবস্থায় অত্যন্ত জল অবগাহন করে, শ্রোতদ্বারা ভাসিয়া যায় বা জলেতে মগ্ন হয়। মুণ্ডিতমস্তক পুরুষগণকে দর্শন করে, কাষায় অর্থাৎ রক্তনীলাদিবস্ত্রদ্বারা আবৃত পুরুষগণকে দৃষ্টি করে, মাংসভোজী গৃধ্রাদি পক্ষী ও ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদজন্তুর উপরে আরোহণ করে। চাণ্ডাল প্রভৃতি অন্ত্যজ, গর্দ্দভ ও উষ্ট্র গণের সহিত একত্র স্থানে অবস্থিতি করে। গমন করিতে করিতে শত্রুগণকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত অনুভব করে এরূপ ব্যক্তি বিনায়ক কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে॥ ২৭১॥ ২৭২॥

এরূপ স্বপ্ন দর্শন কহিয়া প্রত্যক্ষ চিহ্ন সকল কহিতেছেন,——

বিমনা বিফলারম্ভঃ সংসীদত্যনিমিত্ততঃ॥ ২৭৩॥
তেনোপসৃষ্টো লভতে ন রাজ্যং রাজনন্দনঃ।
কুমারী ন চ ভর্ত্তারমপত্যং গর্ভমঙ্গনাঃ॥ ২৭৪॥
আচার্য্যত্বং শ্রোত্রিয়শ্চ ন শিষ্যোঽধ্যয়নং তথা।
বণিগ্‌লাভং ন চাপ্নোতি কৃষিং চাপি কৃষীবলঃ॥ ২৭৫॥

যে ব্যক্তির মনের চাঞ্চল্য, আরব্ধ কর্ম্মের বিফলতা ও বিনা কারণে অন্যমনস্কতা হয় সে যদি বেদার্থজ্ঞানী, শূরত্বসম্পন্ন ও ধৈর্য্যাদি গুণসংযুক্ত হইয়া রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করে, তথাপি রাজ্য প্রাপ্ত হয় না। রূপ, লক্ষণ ও সদ্বংশজন্ম প্রভৃতি গুণবতী কুমারী মনের মত ভর্ত্তা প্রাপ্ত হয় না। গর্ভবতী যুবতী সন্তান প্রাপ্ত হয় না। ঋতুমতী যুবতী গর্ভ

প্রাপ্ত হয় না। বেদাধ্যয়ন ও বেদার্থজ্ঞান হইলেও শ্রোত্রিয় ব্যক্তি আচার্য্য হইতে পারে না। বিনয় ও আচারসম্পন্ন শিষ্য হইলেও বেদপাঠ ও বেদশ্রবণ করিতে সক্ষম হয় না। বাণিজ্যব্যবসায়ী ব্যক্তি সেই কর্ম্মে নিপুণ হইলেও ধান্যাদি ক্রয়বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্ত হয় না। কৃষিকার্য্যের দ্বারা উপজীবী ব্যক্তি কৃষিকার্য্যের ফলপ্রাপ্ত হয় না। এইরূপে যে ব্যক্তি যে বৃত্তিদ্বারা জীবিত হইয়া থাকে তাহাই তাহার নিষ্ফল হয়। বিনায়ক কর্ত্তৃক গৃহীত ব্যক্তির এই সকল ফল জানিতে হইবে ॥ ২৭৩ ॥ ২৭৪ ॥ ২৭৫ ॥

এইরূপ বিঘ্নের কারক ও জ্ঞাপকের হেতু কহিয়া বিঘ্নের শান্তি জন্য কর্ম্মবিধান কহিতেছেন,——

স্নপনং তস্য কর্ত্তব্যং পুণ্যেঽহ্নি বিধিপূর্ব্বকম্।
গৌরসর্ষপকল্কেন সাজ্যেনোৎসাদিতস্য চ ॥ ২৭৬ ॥
সর্ব্বৌষধৈঃ সর্ব্বগন্ধৈর্ব্বিলিপ্তশিরসস্তথা।
ভদ্রাসনোপবিষ্টস্য স্বস্তি বাচ্যা দ্বিজাঃ শুভাঃ ॥ ২৭৭ ॥

সেই বিনায়ক কর্ত্তৃক গৃহীত ব্যক্তির ও ভাবি বিনায়ক উপসর্গ বিশিষ্টব্যক্তির শান্তির জন্য রাত্রিকাল ভিন্ন শুভ-নক্ষত্র প্রভৃতি গুণযুক্ত দিবসে শাস্ত্রোক্ত বিধিপূর্ব্বক স্নান করা কর্ত্তব্য ; অতএব স্নানের বিধি কহিতেছেন, ঘৃতমিশ্রিত শ্বেত সর্ষপকল্ক লিপ্তদেহ ও প্রিয়ঙ্গু নাগকেশর অগুরু চন্দন ও কস্তুরিকা প্রভৃতিদ্বারা লিপ্তমস্তক ব্যক্তির এবং পরে বক্তব্য “ ভদ্রাসনের ” উপরিস্থিত ব্যক্তির শান্তিজন্য বেদপাঠাদি চরিত্র সম্পন্ন শোভন আকার বিশিষ্ট চারিজন ব্রাহ্মণ “ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু” এইরূপ বলিবেন, এই সময়ে কুলাচারমতে “ পুণ্যাহং ” এরূপও বলিবেন ॥ ২৭৬ ॥ ২৭৭ ॥

অপরও কহিতেছেন,——

অশ্বস্থানাদ্গজস্থানাদ্বল্মীকাৎ সঙ্গমাৎ হ্রদাৎ।
মৃত্তিকাং রোচনাং গন্ধান্ গুগ্‌গুলুঞ্চাপ্সু নিক্ষিপেৎ ॥ ২৭৮ ॥
যা আহৃতা হ্যেকবর্ণৈশ্চতুর্ভিঃ কলসৈর্হ্রদাৎ।
চর্ম্মণ্যানডুহে রক্তে স্থাপ্যং ভদ্রাসনস্ততঃ ॥ ২৭৯ ॥

ঘোটকস্থানের, হস্তীর স্থানের, বল্মীক স্থানের, উভয়নদীর সঙ্গমস্থানের ও অশুষ্কহ্রদের মৃত্তিকা এই পঞ্চবিধ মৃত্তিকা আনয়ন পূর্ব্বক গোরোচনা এবং চন্দন, কুঙ্কুম ও অগুরু-প্রভৃতি গন্ধদ্রব্যসকল এবং গুগ্‌গুলু অক্ষত ও অবিদারিত ও অকৃষ্ণবর্ণ অথচ সমান একবর্ণ চারিটি কলস দ্বারা অশুষ্ক হ্রদ বা অশুষ্ক-নদীসঙ্গম হইতে আনীত চারিকলসের জলে নিক্ষেপ করিবে, অনন্তর রক্তবর্ণ উত্তরলোম পূর্ব্বকণ্ঠ বৃষচর্ম্মের উপরে শ্রীপর্ণী বৃক্ষের কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত মনোরম আসন স্থাপন করিবে। তৎপরে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের জল ও পঞ্চবিধ মৃত্তিকা এবং গন্ধদ্রব্যাদি সংযুক্ত, আম্রাদির পল্লবশোভিত, নানাবিধ মাল্যদামবেষ্টিত কণ্ঠ, চন্দনলিপ্ত, ও দশাযুক্ত নূতন বস্ত্রভূষিত, চারিটি কলস পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর চারিদিকে স্থাপন করিয়া গোময়লিপ্ত পবিত্র স্থণ্ডিলের উপর পঞ্চবর্ণ আতপতণ্ডুল-চূর্ণ-দ্বারা রচিত মণ্ডলে রক্তবর্ণ উত্তরলোম পূর্ব্বকণ্ঠ রক্তবর্ণবৃষের চর্ম্ম পাতন পূর্ব্বক তাহার উপরে শুক্লবর্ণবস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত আসন স্থাপন করিবে, অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত ভদ্রাসন স্থাপন করিবে; তাহাতে ব্রাহ্মণগণ বিনায়ক কর্ত্তৃক গৃহীতব্যক্তির স্বস্তিবাচন করিবেন ॥ ২৭৮ ॥ ২৭৯ ॥

আরও কহিতেছেন,——

সহস্রাক্ষং শতধারমৃষিভিঃ পাবনং কৃতম্।
তেন ত্বামভিষিঞ্চামি পাবমান্যঃ পুনন্তু তে ॥ ২৮০ ॥

পূর্ব্বোক্ত স্বস্তিবাচনের পরে যে স্ত্রীলোকের স্বামী ও পুত্র জীবিত থাকে এবং রূপ গুণযুক্ত ও সুবেশসম্পন্না হয় তাহার দ্বারা মঙ্গলাচার পূর্ব্বক সেই পূর্ব্বদিকে অবস্থিত একটি কলস আনীত করাইয়া পূর্ব্বোক্ত গুরুব্যক্তি বিনায়ক কর্ত্তৃক গৃহীত ব্যক্তিকে স্নান করাইবেন, তাহার প্রকরণ এই যে অনেকশক্তি বিশিষ্ট বহুতর প্রবাহসম্পন্ন যে জল মন্বাদি ঋষিগণদ্বারা পবিত্রীকৃত হইয়াছে সেই জলদ্বারা বিঘ্নেশ্বরগৃহীত তোমার বিঘ্নশান্তির নিমিত্তে স্নান করাইতেছি, পবিত্রকারী এইজল-সকল পবিত্র করুন, এইরূপ কহিবেন, তাহার পরে দক্ষিণ-দিকে অবস্থিত দ্বিতীয় কুম্ভ আনয়নপূর্ব্বক এই মন্ত্র বলিয়া স্নান করাইবে ॥ ২৮০ ॥

ভগং তে বরুণো রাজা ভগং সূর্য্যো বৃহস্পতিঃ।
ভগমিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ ভগং সপ্তর্ষযো দদুঃ ॥ ২৮১ ॥

রাজা বরুণ, সূর্য্য, বৃহস্পতি, ইন্দ্র, বায়ু ও সপ্তর্ষিগণ তোমার কল্যাণ করুন।

তাহার পরে তৃতীয় কলস আনয়নপূর্ব্বক এই মন্ত্র-দ্বারা স্নান করাইবেন ॥ ২৮১ ॥

যত্তে কেশেষু দৌর্ভাগ্যং সীমন্তে যচ্চ মূর্দ্ধনি।
ললাটে কর্ণযোরক্ষোরাপস্তদ্‌ঘ্নন্তু সর্ব্বদা ॥ ২৮২ ॥

তোমার কেশে সীমন্তে মূর্দ্ধে ললাটে কর্ণদ্বয়ে চক্ষুর্দ্বয়ে যে সকল দুর্ভাগ্য আছে, এই জলরূপ দেবতা সেই সকল অমঙ্গল সর্ব্বদা উপশমন করুন।

তাহার পর চতুর্থ কলস গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত ঐ তিনটি মন্ত্র দ্বারাই স্নান করাইবেন ; কেননা মন্ত্রলিঙ্গে আছে যে “ সর্ব্ব-মন্ত্রদ্বারা চতুর্থকলসের জলে স্নান করাইবে ” ॥ ২৮২ ॥

স্নাতস্য সার্ষপং তৈলং স্রুবেণৌডুম্বরেণ তু।
জুহুয়ান্মূর্দ্ধনি কুশান্ সব্যেন পরিগৃহ্য তু ॥ ২৮৩ ॥

উক্তপ্রকারে যাহাকে স্নান করান হইল তাহার মস্তকে বামহস্ত গৃহীত কুশ আবরণপূর্ব্বক উডুম্বরবৃক্ষের কাষ্ঠনির্ম্মিত স্রুবদ্বারা বক্তব্যমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সার্ষপতৈল দিয়া আচার্য্য হোম করিবেন ॥ ২৮৩ ॥

মিতশ্চ সম্মিতশ্চৈব তথা শালকটংকটৌ।
কুষ্মাণ্ডো রাজপুত্রশ্চেত্যন্তে স্বাহাসমন্বিতৈঃ ॥ ২৮৪ ॥
নামভির্ব্বলিমন্ত্রৈশ্চ নমস্কারসমন্বিতৈঃ।
দদ্যাচ্চতুষ্পথে সূর্পে কুশানাস্তীর্য্য সর্ব্বতঃ ॥ ২৮৫ ॥
কৃতাকৃতাংস্তণ্ডুলাংশ্চ পললোদনমেব চ।
মৎস্যান্ পক্বাংস্তথৈবামান্ মাংসমেতাবদেব তু ॥ ২৮৬ ॥
পুষ্পং চিত্রং সুগন্ধঞ্চ সুরাঞ্চ ত্রিবিধামপি।
মূলকং পূরিকাপূপং তথৈবোণ্ডেরকস্রজঃ ॥ ২৮৭ ॥
দধ্যন্নং পায়সঞ্চৈব গুড়পিষ্টং সমোদকম্।
এতান্ সর্ব্বান্ সমাহৃত্য ভূমৌ কৃত্বা ততঃ শিরঃ ॥ ২৮৮ ॥
বিনায়কস্য জননীমুপতিষ্ঠেত্ততোঽম্বিকাম্।
দূর্ব্বাসর্ষপপুষ্পাণাং দত্বার্ঘ্যং পূর্ণমঞ্জলিম্ ॥ ২৮৯ ॥

মিত সম্মিতপ্রভৃতি বিনায়কের নাম উল্লেখ করিয়া শেষে “ স্বাহাকারান্ত চতুর্থী বিভক্তি সাধিত প্রণবযুক্ত মন্ত্রদ্বারা হোম করিবে, তাহাতে ওঁ মিতায় স্বাহা ওঁ সম্মিতায় স্বাহা ওঁ শালায় স্বাহা ওঁ কটঙ্কটায় স্বাহা ওঁ কুষ্মাণ্ডায় স্বাহা ওঁ রাজপুত্রায় স্বাহা ” এইরূপ ছয়টিমাত্র হইতেছে।

অনন্তর, লৌকিক অগ্নিতে স্থালীপাকের বিধি অনুসারে চরুপাক করিয়া পূর্ব্বোক্ত এইমন্ত্রদ্বারা সেই অগ্নিতেই হোম করিয়া তাহার শেষ যাহা থাকিবে তাহা চতুর্থীর একবচনান্ত ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নির্ঋতি, বরুণ, বায়ু, সোম, ঈশান, ব্রহ্ম ও অনন্তের নাম প্রয়োগ পূর্ব্বক " নমঃ " শব্দযুক্ত বলিমন্ত্র দ্বারা তাঁহাদিগকে বলি দিবে।

তদনন্তর, কৃতাকৃতাদি উপহার দ্রব্যসকল বিনায়ক ও তাঁহার জননীকে উপহার প্রদান করিয়া ভূমিতে মস্তক পাতন পূর্ব্বক " তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি তন্নো দন্তী প্রচোদয়াৎ" এইমন্ত্র দ্বারা বিনায়ককে ও সুভগায়ৈ বিদ্মহে কামমালিন্যৈ ধীমহি তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ" এইমন্ত্রদ্বারা অম্বিকাকেও নমস্কার করিবে, তাহার পরে উপহার দ্রব্যের শেষগুলি সূর্পে স্থাপন পূর্ব্বক আস্তৃতকুশে চতুর্দ্দিক্‌মুখপথে স্থাপন করিবে। তাহার মন্ত্র এইযে " বলিং গৃহ্ণন্ত্বিমে দেবা আদিত্যা বসবস্তথা। মরুতশ্চাশ্বিনৌ রুদ্রাঃ সুপর্ণাঃ পন্নগা গ্রহাঃ। অসুরা যাতুধানাশ্চ পিশাচোরগমাতরঃ। শাকিন্যো যক্ষবেতালা যোগিন্যঃ পূতনাঃ শিবাঃ। জম্ভকাঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বা মায়া বিদ্যাধরা নরাঃ। দিক্‌পালা লোকপালাশ্চ যে চ বিঘ্নবিনায়কাঃ। জগতাং শান্তিকর্ত্তারো ব্রহ্মাদ্যাশ্চ মহর্ষয়ঃ। মা বিঘ্নং মা চ মে পাপং মা সন্তু পরিপন্থিনঃ। সৌম্যা ভবন্তু তৃপ্তাশ্চ ভূতপ্রেতাঃ সুখাবহাঃ।"

একবার অবহত তণ্ডুল পলল তিলপিষ্ট তৎসংযুক্ত অন্ন, পক্ব ও অপক্ব মৎস্য, পক্ব ও অপক্ব মাংস রক্তপীতপ্রভৃতি নানাবর্ণপুষ্প, চন্দনাদিসুগন্ধবিশিষ্ট দ্রব্য, গৌড়ী পৈষ্টী মাধ্বী এই তিনপ্রকার সুরা, মূলক পূরিকা স্নেহ দ্বারা পক্ব

গোধূমবিকার, পিষ্টাদিময়ী মালা, দধিযুক্তঅন্ন, দুগ্ধপক্ক অন্ন, গুড়মিশ্রিত শালিপ্রভৃতির পিষ্টক, ও লড্ডুক এইসকল বলিদ্রব্য উপহার দিবে।

অনন্তর, বিনায়ক ও তাঁহার জননী ভগবতীকে পুষ্পসংযুক্ত জলদ্বারা অর্ঘ্যদিয়া দূর্ব্বা ও সর্ষপ এবং পুষ্পাঞ্জলি দিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রদ্বারা উপস্থান করিবে॥২৮৪॥২৮৫॥২৮৬॥২৮৭॥ ॥২৮৮॥২৮৯॥

উপস্থানের মন্ত্রকহিতেছেন,——

রূপং দেহি যশো দেহি ভগং ভগবতি দেহি মে।
পুত্রান্দেহি ধনং দেহি সর্ব্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে॥ ২৯০ ॥

এইটি ভগবতীর উপস্থান মন্ত্র, বিনায়ক উপস্থানের মন্ত্রও প্রায় ঐরূপ কিন্তু " ভগবতি " এইশব্দের পরিবর্ত্তে " ভগবন্ " এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করিবে॥ ২৯০ ॥

ততঃ শুক্লাম্বরধরঃ শুক্লমাল্যানুলেপনঃ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজযেদ্দদ্যাদ্বস্ত্রযুগ্মং গুরোরপি॥ ২৯১ ॥

অভিষেকের পরে যজমান শুক্লবর্ণবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক শুক্লবর্ণ মাল্যধারণ ও শুক্লবর্ণ অনুলেপন গাত্রে লেপন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে। বেদশ্রবণ বেদপাঠ ও সচ্চরিত্র সংযুক্ত বিনায়ক স্নান বিধিবেত্তা গুরুকে শক্তিমত বস্ত্রযুগ্ম এবং বিনায়কের সন্তোষজন্য ব্রাহ্মণগণকে যথাসাধ্য দক্ষিণা দান করিবে।

তাহার প্রয়োগ ক্রম কহিতেছেন, চারিজন ব্রাহ্মণের সহিত পূর্ব্বোক্ত লক্ষণসম্পন্ন মন্ত্রবিজ্ঞ গুরু ভদ্রাসন রচনের পরে তাহার নিকটে বিনায়ক ও তাঁহার জননী অম্বিকাকে পূর্ব্বোক্ত দুইমন্ত্রদ্বারা গন্ধ ও পুষ্পাদি দিয়া পূজা করিবেন, অনন্তর চরুপাক করিয়া পূর্ব্বোক্ত ভদ্রাসনের উপরে যজ-

মানকে উপবেশনপূর্ব্বক পুণ্যাহ বাচন করাইবেন, অনন্তর চারি কলসের জলে স্নান করাইয়া সার্ষপের তৈল মস্তকে হোম করিয়া চরু হোম করিয়া তৎপরে অভিষেক-গৃহে দশদিকে ইন্দ্র আদি লোকপাল গণকে বলি দিবেন, তাহার পর যজমান স্নান করিয়া শুক্লবর্ণ মাল্য ও শুক্লবর্ণ বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক গুরুর সহিত বিনায়ক ও অম্বিকাকে উপহার দিয়া ভুমিতে মস্তক পাতন পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া পুষ্প ও জলদ্বারা অর্ঘ্য দিবে তাহার পর দূর্ব্বা সর্ষপ ও পুষ্প পরিপূর্ণ অঞ্জলি দিয়া বিনায়ক এবং অম্বিকাকে বন্দন করিবে, অনন্তর গুরু উপহারের অবশিষ্ট দ্রব্য শূর্পে লইয়া ভুমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক অঙ্গনে স্থাপন করিবেন, তদনন্তর বস্ত্রযুগল দান ও দক্ষিণা দান করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে এই বিনায়ক স্নপনের বিধি কথিত হইল ॥ ২৯১ ॥

এই বিনায়ক স্নপনেরই কথিত উপসংহার দ্বারা অন্য সংযোগ দর্শন করিবার জন্য কহিতেছেন,——

এবং বিনায়কং পূজ্য গ্রহাংশ্চৈব বিধানতঃ।
কর্ম্মণাং ফলমাপ্নোতি শ্রিয়ং চাপ্নোত্যনুত্তমাম্॥ ২৯২ ॥

এই পূর্ব্বকথিতমতে বিনায়ককে পূজা করিয়া নির্ব্বিঘ্নে কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হয় এই বিনায়ক শান্তি প্রকরণের উপসংহার হইল।

তৎসংযোগী অন্য ফল কহিতেছেন, যে, উৎকৃষ্ট শ্রী প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যাহারা শ্রীকামনা করিবে তাঁহারা এইবিধিমতে বিনায়কের পূজা করিবে; যাহারা সূর্য্যাদি গ্রহ দুষ্ট জন্য পীড়া শান্তি ও লক্ষ্মী প্রভৃতি কামনা করিবে, তাহাদিগের গ্রহপূজা হোমাদি কর্ম্ম বিধান করিবার জন্য গ্রহপূজা কহি-

তেছেন, বিধিমতে সূর্য্যাদি গ্রহগণকে পরে বক্তব্য বিধি অনুসারে পূজা করিয়া কর্ম্মের সিদ্ধি ও শ্রী প্রাপ্ত হয় ॥২৯২॥

নিত্য সংযোগ ও কাম্য সংযোগ কহিতেছেন,——

আদিত্যস্য সদা পূজাং তিলকং স্বামিনস্তথা।
মহাগণপতেশ্চৈব কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নুযাৎ ॥ ২৯৩ ॥

রক্তচন্দন কুঙ্কুম পুষ্পাদি দ্বারা প্রতিদিবস ভগবান্ আদিত্যের পূজা এবং স্কন্দ ও মহাগণপতির নিত্য নিত্য পূজা করিলে আত্মজ্ঞানদ্বারা মোক্ষ লাভ করিতে পারে ইহাকে নিত্য সংযোগ কহা যায়।

আদিত্য, স্কন্দ ও মহাগণপতিদিগের অন্যতরের বা সকলেরই স্বর্ণাদি নির্ম্মিত বা রূপ্যাদি নির্ম্মিত তিলক করিলে বাঞ্ছিত সিদ্ধি এবং চক্ষুর্ব্বয়ও প্রাপ্ত হয় ইহাকে কাম্য সংযোগ কহাযায় ॥ ২৯৩ ॥

মহাগণপতি কল্প সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

শান্তিপ্রকরণ আরম্ভ ॥ ১২ ॥

"বিধিমতে গ্রহদিগের পূজাদি করিলে কর্ম্মের ফল ও অতি উত্তম শ্রী প্রাপ্ত হয়" পূর্ব্বে এইরূপ বলাতে নির্ব্বিঘ্নে গ্রহপূজাকর্ম্মে ফলসিদ্ধি ও শ্রীপ্রাপ্ত হয় ইহা উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে অন্যফল কহিতেছেন,——

শ্রীকামঃ শান্তিকামো বা গ্রহযজ্ঞং সমাচরেৎ।
বৃষ্ট্যায়ুঃপুষ্টিকামো বা তথৈবাভিচরন্নপি ॥ ২৯৪ ॥

শ্রীকামনা কারী ব্যক্তি, আপদ্শান্তি ইচ্ছুক ব্যক্তি, শস্যাদি বৃদ্ধির নিমিত্তে মেঘ হইতে জল বর্ষণ অভিলাষী ব্যক্তি, অপমৃত্যু নিবারণ দ্বারা দীর্ঘকাল জীবনস্থিতি আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি,

অনিন্দিত শরীর প্রাপ্তীচ্ছুক ব্যক্তি এবং অদৃষ্ট উপায়দ্বারা পর-পীড়া শান্তিরূপ অভিচার কর্ম্ম করণাভিলাষী ব্যক্তি গ্রহ-যজ্ঞ করিবে॥ ২৯৪॥

গ্রহ কহিতেছেন,——

সূর্য্যঃ সোমো মহীপুত্রঃ সোমপুত্রো বৃহস্পতিঃ।
শুক্রঃ শনৈশ্চরো রাহুঃ কেতুশ্চেতি গ্রহাঃ স্মৃতাঃ॥ ২৯৫॥

রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু এই নয়টি গ্রহ॥ ২৯৫॥

কি রূপে গ্রহপূজা করিবে; তাহা কহিতেছেন,——

তাম্রকাৎ স্ফাটিকাদ্রক্তচন্দনাৎ স্বর্ণকাদুভৌ।
রাজতাদয়সঃ সীসাৎ কাংস্যাৎ কার্য্যা গ্রহাঃ ক্রমাৎ॥ ২৯৬॥
স্ববর্ণৈর্ব্বা পটে লেখ্যা গন্ধৈর্ম্মণ্ডলকেষু বা।
যথা বর্ণং প্রদেয়ানি বাসাংসি কুসুমানি চ॥ ২৯৭॥
গন্ধাশ্চ বলয়শ্চৈব ধূপো দেয়শ্চ গুগ্‌গুলুঃ।
কর্ত্তব্যা মন্ত্রবন্তশ্চ চরবঃ প্রতিদৈবতম্॥ ২৯৮॥

তাম্রদ্বারা সূর্য্যের, স্ফাটিকদ্বারা চন্দ্রের, রক্তচন্দন দ্বারা মঙ্গলের, স্বর্ণদ্বারা বুধের ও বৃহস্পতির, রূপ্য দ্বারা শুক্রের, লৌহ দ্বারা শনির, সীসদ্বারা রাহুর; ও কাংস্য দ্বারা কেতুর, মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে, তাহা অপ্রাপ্ত হইলে গ্রহদিগের নিজ নিজ বর্ণদ্বারা পটেতে প্রতিমূর্ত্তি লিখিবে। অথবা মণ্ডলে গ্রহ-দিগের স্বীয় স্বীয় বর্ণ রক্তাদি চন্দন দ্বারা প্রতিমূর্ত্তি লিখিবে। দ্বিহস্তবিশিষ্ট ইত্যাদি মৎস্য পুরাণোক্ত আকার লিখন করিতে হইবে; তাহা এইরূপ, " পদ্মাসনের উপরিস্থিত, পদ্মধারী পদ্মগর্ভের সমান কান্তিবিশিষ্ট, সপ্তঘোটক যুক্ত রথ মধ্যে অবস্থিত ও দ্বিভুজ সূর্য্যগ্রহ সর্ব্বদা থাকেন॥ ১॥

শুক্লবর্ণ শরীর বিশিষ্ট, শুক্লবর্ণ বস্ত্রপরিধায়ী দশঘোটকযুক্ত রথস্থিত; শ্বেতভূষণধারী, হস্তে গদা ধারণকারী, দ্বিবাহুবিশিষ্ট ও বরদাতা অর্থাৎ দক্ষিণহস্তবরমুদ্রাযুক্ত চন্দ্রগ্রহ কর্ত্তব্য ॥ ২ ॥

রক্তবর্ণ মাল্য ও রক্তবস্ত্র পরিধায়ী, শক্তি শূল ও গদাধারী এবং বরদাতা চতুর্ভুজ ও মেষবাহন মঙ্গল গ্রহ কর্ত্তব্য। ৩ ॥

গৌরবর্ণ মাল্য ও গৌরবর্ণ বস্ত্রপরিধায়ী কর্ণিকার তুল্য গৌরবর্ণশরীর, খড়্গচর্ম্ম ও গদাধারী, বরদাতা, সিংহবাহনস্থিত, বুধগ্রহ ॥ ৪ ॥

গৌরবর্ণশরীর, অক্ষসূত্রকমণ্ডলু ও দণ্ডধারী এবং বরদাতা চতুর্ভুজবিশিষ্ট বৃহস্পতিগ্রহ করিবে ॥ ৫ ॥

শুক্লবর্ণশরীর, অক্ষসূত্র কমণ্ডলু ও দণ্ডধারী এবং বরদাতা, চতুর্ভুজ শুক্রগ্রহ করিবে ॥ ৬ ॥

ইন্দ্রনীল (মরকতমণি) তুল্য বর্ণবিশিষ্ট শরীর, গৃধ্রবাহনস্থিত, বরদাতা শূল বাণ ও ধনুর্দ্ধারী, সর্ব্বদা শনিগ্রহ কর্ত্তব্য ॥ ৭ ॥

করালমুখবিশিষ্ট, খড়্গ চর্ম্ম শূলধারী বরদাতা, নীলবর্ণশরীর, সিংহাসনস্থিত রাহুগ্রহ কর্ত্তব্য ॥ ৮ ॥

ধুম্রবর্ণশরীর, বিকৃতমুখ, গৃধ্রবাহন স্থিত, গদাধারী ও বরদাতা দ্বিহস্তবিশিষ্ট, কেতুগ্রহগণ সর্ব্বদা কর্ত্তব্য ॥ ৯ ॥

এইসকল লোকহিতকারী গ্রহ মুকুটধারী ও নিজ অঙ্গুলি পরিমাণে একশত অষ্ট অঙ্গুলি পরিমিত উচ্চ অর্থাৎ প্রত্যেক গ্রহ দ্বাদশ অঙ্গুলি উচ্চ হইলে নবগ্রহে অষ্টোত্তর শতঅঙ্গুলি পরিমিত হয় ॥”

ইহাঁদিগের স্থাপনের স্থান সেইস্থলেই উক্ত হইয়াছে, তাহা এইরূপ যে “ মধ্যে সূর্য্যকে, দক্ষিণ দিকে মঙ্গলকে

উত্তরদিকে গুরুকে, ঈশান কোণে বুধকে, পূর্ব্বদিকে শুক্রকে অগ্নিকোণে চন্দ্রকে, পশ্চিমদিকে শনিকে, নৈঋৎ কোণে রাহুকে ও বায়ুকোণে কেতুকে জানিবে, শুক্লবর্ণ তণ্ডুল দ্বারা এই সকল গ্রহ স্থাপন করিবে।”

পূজাবিধি কহিতেছেন, যে গ্রহের যে বর্ণ সেই বর্ণ বস্ত্র, গন্ধ ও পুষ্প দিবে, এবং গ্রহদিগের নিজ নিজ বলি দিবে এবং ধূপ দিবে সকল গ্রহকেই গুগ্‌গুলু দিবে এবং অগ্নিস্থাপন ও অন্বাধানাদি সংস্কার পূর্ব্বক ‘অমুষ্মৈ সূর্য্যায় ইত্যাদি ত্বাজুষ্টং নির্ব্বপামি’ ইত্যাদি বিধিমতে চারি চারি মুষ্টি নির্ব্বপণ করিবে।

অনন্তর, প্রজ্বলিত অগ্নিতে ইধ্ম (সমিৎ কাষ্ঠ) নিক্ষেপাদি আঘার সংস্কার পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া ক্রমশ পরে বক্তব্য মন্ত্রদ্বারা সূর্য্যপ্রভৃতি গ্রহের উদ্দেশে পরে বক্তব্য নিজ নিজ কাষ্ঠাদি হোম করিয়া চরুহোম করিবে॥২৯৬॥ ২৯৭ ॥ ২৯৮॥

গ্রহগণের মন্ত্র কহিতেছেন,——

আকৃষ্ণেন ইমং দেবা অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎ।
উদ্‌বুধ্যস্বেতি চ ঋচো যথাসংখ্যং প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২৯৯ ॥
বৃহস্পতেঽতিযদর্য্যস্তথৈবান্নাৎ পরিশ্রুতঃ।
শন্নো দেবীস্তথা কাণ্ডাৎ কেতুং কৃণ্বন্নিমাংস্তথা ॥ ৩০০ ॥

আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমান ইত্যাদি মন্ত্র সূর্য্যের, ইমং দেবা ইত্যাদি মন্ত্র চন্দ্রের, অগ্নির্মূর্দ্ধাদিবঃ ককুৎপতিঃ ইত্যাদি মন্ত্র মঙ্গলের, উদ্বুধ্যস্ব ইত্যাদি মন্ত্র বুধের, বৃহস্পতে অতিযদর্য্য ইত্যাদি মন্ত্র বৃহস্পতির, অন্নাৎ পরিশ্রুত ইত্যাদি মন্ত্র শুক্রের শন্নো দেবীঃ ইত্যাদি মন্ত্র শনির, কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ ইত্যাদি

মন্ত্র রাহুর ও কেতুং কৃণ্বন্ ইত্যাদি মন্ত্র কেতুর জানিবে ॥ ২৯৯ ॥ ৩০০ ॥

গ্রহদিগের সমিৎ কহিতেছেন,——

অর্কঃ পলাশঃ খদিরস্ত্বপামার্গোঽথ পিপ্পলঃ।
ঔদুম্বরঃ শমী দূর্ব্বা কুশাশ্চ সমিধঃ ক্রমাৎ ॥ ৩০১ ॥

রবির অর্ক (আকন্দ) চন্দ্রের পলাশ, মঙ্গলের খদির বুধের অপামার্গ (আপাঙ্গ), বৃহস্পতির অশ্বত্থ, শুক্রের উড়ুম্বর, শনির শমী, রাহুর দূর্ব্বা ও কেতুর কুশ এই সকল সমিৎ সার্দ্র অভগ্ন, ত্বচ্‌যুক্ত ও প্রাদেশ (অঙ্গুষ্ঠের অগ্র অবধি তর্জ্জনী অঙ্গুলির অগ্রপর্য্যন্ত) পরিমিত করিতে হইবে ॥ ৩০১ ॥

আরও কহিতেছেন,——

একৈকস্য ত্বষ্টশতমষ্টাবিংশতিরেব বা।
হোতব্যা মধুসর্পির্ভ্যাং দধ্না ক্ষীরেণ বা যুতাঃ ॥ ৩০২ ॥

সূর্য্যাদি গ্রহগণের প্রত্যেকের অষ্টাধিক শতসংখ্যা, অভাবে অষ্টাবিংশতি সংখ্যা বা যথাসম্ভব মধু ও ঘৃতের সহিত দধি বা ক্ষীর যুক্ত পূর্ব্বোক্ত সমিৎ হোম করিবে ॥ ৩০২ ॥

গ্রহগণের ভোজন দ্রব্য কহিতেছেন,——

গুড়ৌদনং পায়সঞ্চ হবিষ্যং ক্ষীরষাষ্টিকম্।
দধ্যোদনং হবিশ্চূর্ণং মাংসং চিত্রান্নমেব চ ॥ ৩০৩ ॥
দদ্যাদ্গ্রহক্রমাদেব দ্বিজেভ্যো ভোজনং বুধঃ।
শক্তিতো বা যথালাভং সৎকৃত্য বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৩০৪ ॥

গুড়ৌদন রবির, দুগ্ধপক্ক অন্ন চন্দ্রের, হবিষ্য (মুনিভোজ্য) অন্নাদি মঙ্গলের, ক্ষীরমিশ্রিত ষষ্টিকাধান্য দ্বারা কৃত অন্ন বুধের, দধিমিশ্রিত অন্ন বৃহস্পতির, ঘৃতমিশ্রিত অন্ন শুক্রের,

তিলচূর্ণমিশ্রিত অন্ন শনির, ভক্ষ্যযোগ্য মাংসমিশ্রিত অন্ন রাহুর ও চিত্রোদন (নানাবর্ণ অন্ন) কেতুর ভক্ষ্য দ্রব্য।

এইসকল গুড়োদনপ্রভৃতি সূর্য্যাদিগ্রহগণের উদ্দেশে দ্বিজগণকে ভোজনের নিমিত্ত দান করিবে, ব্রাহ্মণের সঙ্খ্যা যেমত বিভব তদনুরূপ জানিবে, গুড়োদনাদির অভাবে যথাসম্ভব অন্নপ্রভৃতি এই সকল পাদপ্রক্ষালনাদি বিধিপূর্ব্বক সম্মান করিয়া দ্বিজগণকে দিবে ॥ ৩০৩ ॥ ৩০৪ ॥

গ্রহগণের দক্ষিণা কহিতেছেন,——

ধেনুঃ শঙ্খস্তথানড্বান্ হেম বাসো হয়ঃ ক্রমাৎ।
কৃষ্ণা গৌরায়সং ছাগ এতা বৈ দক্ষিণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩০৫ ॥

রবির দুগ্ধবতী ও বৎসযুক্তা গবী, চন্দ্রের শঙ্খ, মঙ্গলের ভারসহকারী বৃষ, বুধের স্বর্ণ, বৃহস্পতির হরিদ্রাবর্ণ বস্ত্র, শুক্রের পাণ্ডুর (শুক্লপীতমিশ্রিত) বর্ণ ঘোটক, শনির কৃষ্ণবর্ণা গবী, রাহুর লৌহময়শস্ত্রাদি ও কেতুর ছাগ ; এইসকল দক্ষিণা গ্রহদিগের প্রীতির উদ্দেশে ব্রাহ্মণকে দিবে।

সম্ভব থাকিলে এইরূপ করিবে ; সম্ভব না থাকিলে শক্ত্যনুসারে যথালাভ অন্য যে কিছু দিবে ॥ ৩০৫ ॥

শান্তি কামনাবিশেষে সকলগ্রহদিগের পূজা করিবে ইহা উক্ত হইয়াছে তন্মধ্যে বিশেষবিধি কহিতেছেন,——

যশ্চ যস্য যদা দুষ্টঃ স তং যত্নেন পূজয়েৎ।
ব্রহ্মণৈষাং বরো দত্তঃ পূজিতাঃ পূজয়িষ্যথ ॥ ৩০৬ ॥

যেব্যক্তির অষ্টমাদিস্থানস্থিত যে গ্রহ দুষ্ট ফলদায়ক হন, সেইব্যক্তি যত্নপূর্ব্বক সেইগ্রহকে পূজা করিবে; যেহেতু ব্রহ্মা এই গ্রহদিগকে পূর্ব্বে বর দিয়াছেন যে “ যে তোমাদিগের পূজা করিবে তোমরা ইষ্টফল প্রদান ও অনিষ্টফল নিবারণ-

দ্বারা পূজাকর্ত্তাকে পূজা করিবে অবিশেষ কথনপ্রযুক্ত দ্বিজ-গণের প্রতি শান্তিপৌষ্টিকাদি কর্ম্ম বলিলেন, তদ্বিষয়ে অভি-ষেকগুণযুক্ত রাজার বিশেষরূপে অধিকার জানিবে ॥ ৩০৬ ॥

অভিষিক্ত বলাতে ক্ষত্রিয় রাজগণের গ্রহগণ অতিশয় পূজ্য অবগত হইতেছে অন্যব্যক্তির পূজ্যমাত্র এক্ষণে উভয়-পক্ষে কারণ কহিতেছেন,——

গ্রহাধীনা নরেন্দ্রাণামুচ্ছ্রায়াঃ পতনানি চ।
ভাবাভাবৌ চ জগতস্তস্মাৎ পূজ্যতমা গ্রহাঃ ॥ ৩০৭ ॥

যেহেতু প্রাণিগণের উন্নতি ও অবনতি গ্রহদিগের অধীন এবং স্থাবর ও জঙ্গমময় জগতের উৎপত্তি ও বিনাশও গ্রহ-দিগের অধীন; তদ্ধেতুক গ্রহগণ অধিকারি ব্যক্তি-কর্ত্তৃক পূজ্য। তাহাতে যদি গ্রহেরা স্বকালে পূজিত হন, তবে যথা-কালে উৎপত্তি ও নিরোধ অর্থাৎ বিনাশ হয় তাহা না হইলে উৎপত্তিসময়ে উৎপাদন হয় না ও অকালে বিনাশ হয়;কেননা তাঁহারাই জগতের ঈশ্বর। এজন্য জগতের যোগক্ষেম কারি রাজার পক্ষে গ্রহসকল অতিশয় পূজনীয় রাজগণকর্ত্তৃক গ্রহগণ পূজ্যতম হয়েন জানিবে। গৌতম কহেন যে "ব্রাহ্মণভিন্ন সকলেরই বিষয়ে রাজা ঈশ্বর হন" রাজা সকলবর্ণ ও সকল আশ্রমিগণের ন্যায়ত রক্ষা করিবেন, তৎপরে তাহাদিগকে স্বধর্ম্মে স্থাপন করিবেন, ইত্যাদি কোন কোন রাজধর্ম্ম কহিয়া কহিতেছেন, যে দৈব উৎপাতজ্ঞানী (দৈবজ্ঞ) ব্যক্তিরা যাহা বলিবেন; রাজা তাহাতে আদর করিবেন কেননা; তাহাদিগের অধীন কোন কোন ব্যক্তি শুভাশুভযোগ জানিতে পারে।

শান্তিকপৌষ্টিকাদির অনুষ্ঠানের হেতু কহিয়া শান্তিজন্য

পুণ্যাহবাচন, স্বস্ত্যয়ন, দীর্ঘায়ুষ্কর ও মঙ্গলসংযুক্ত বৃদ্ধিজন্য কর্ম্ম এবং বিদ্বেষণ, স্তম্ভন, অভিচার, শত্রুনাশন ও বৃদ্ধিকারক কর্ম্ম শালাগ্নিতে (গৃহাগ্নিতে) করিবে। ইত্যাদি শান্তিকাদি কর্ম্ম দর্শন করাইলেন ॥ ৩০৭ ॥

গ্রহশান্তিপ্রকরণ সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

রাজধর্ম্মপ্রকরণ আরম্ভ ॥ ১৩ ॥

সাধারণ গৃহস্থধর্ম্ম কহিয়া এক্ষণে রাজ্যাভিষেকপ্রভৃতি গুণযুক্ত গৃহস্থ রাজার বিশেষধর্ম্ম কহিতেছেন,——

মহোৎসাহঃ স্থূললক্ষঃ কৃতজ্ঞো বৃদ্ধসেবকঃ।
বিনীতঃ সত্ত্বসম্পন্নঃ কুলীনঃ সত্যবাক্ শুচিঃ ॥ ৩০৮ ॥
অদীর্ঘসূত্রঃ স্মৃতিমানক্ষুদ্রোঽপরুষস্তথা।
ধার্ম্মিকোঽব্যসনশ্চৈব প্রাজ্ঞঃ শূরো রহস্যবিৎ ॥ ৩০৯ ॥
স্বরন্ধ্রগোপ্তান্বীক্ষিক্যাং দণ্ডনীত্যাস্তথৈব চ।
বিনীতস্ত্বথ বার্ত্তায়াং ত্রয্যাঞ্চৈব নরাধিপঃ ॥ ৩১০ ॥

পুরুষার্থসাধনকর্ম্ম আরম্ভবিষয়ে বিশেষযত্নশীল, অনেক-বেদের অর্থদর্শী, পরদ্বারা কৃত উপকার ও অপকার স্মরণ-কারী, তপস্যা ও জ্ঞানদ্বারা বৃদ্ধব্যক্তির সেবাকারক, বিনয় যুক্ত অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্নাতকব্রতের ধর্ম্মসমূহ আচরণকারী, সম্পদে ও আপদে হর্ষবিষাদরহিত, মাতৃকুল ও পিতৃকুল উভয়কুলশুদ্ধ, সত্যবাক্যকথনশীল, অন্তরে ও বাহে শৌচ-যুক্ত, অবশ্যকর্ত্তব্যকর্ম্মের আরম্ভে ও সেইরূপ আরব্ধকর্ম্মের সমাপনে অদীর্ঘসূত্র, বিজ্ঞাত অর্থের স্মরণশীল, অসৎগুণের বিদ্বেষী, পরের দোষকথনে পরাঙ্মুখ, বর্ণ ও আশ্রমের ধর্ম্মযুক্ত ব্যসনবর্জ্জিত, ব্যসন অষ্টাদশপ্রকার তাহা মনু কহিয়াছেন

এইযে 'মৃগয়া, অক্ষক্রীড়া, দিবাতে স্বপ্ন, পরের নিন্দা, সর্ব্বদা স্ত্রীর প্রতিরতি, মদ্যপান, নৃত্য, গীত, বাদ্য, নিরর্থকভ্রমণ এইদশপ্রকার কামজাত ব্যসন। ক্রূরতা, দুঃসাহস, পরের অপকারচেষ্টা, অন্যগুণাসহিষ্ণুতা, গুণসত্ত্বেও দোষপ্রকাশ করা, অর্থের অপহরণ, কঠোর বাক্যদ্বারা ভর্ৎসনা, কঠিন-দণ্ডদ্বারা তাড়না, এই আটটি ব্যসন ক্রোধজাত, সমুদায়ে অষ্টাদশসঙ্খ্যক জানিবে।

তন্মধ্যে সাতটি ব্যসন কষ্টতম এইযে " মদ্যপান, অক্ষক্রীড়া সর্ব্বদা স্ত্রীর প্রতি আসক্তি, মৃগবধ, কামজাত ব্যসনের মধ্যে এই চারিটি কষ্টতম এবং কঠিনদণ্ডদ্বারা তাড়না, কঠোর বাক্য দ্বারা ভর্ৎসনা ও অর্থাপহরণ ক্রোধজাতগণের মধ্যে এই তিনটি কষ্টতম জানিবে।

প্রাজ্ঞ (গম্ভীর অর্থ জ্ঞানে ক্ষমতাপন্ন), শূর (নির্ভয়), রহস্যবেত্তা (গোপনীয় অর্থ গোপনে নিপুণ), স্বকীয় সপ্ত-রাজ্যাঙ্গের মধ্যে যে পরপ্রবেশের দ্বারশৈথিল্য তাহার রন্ধ্র গোপনকর্ত্তা, আন্বীক্ষিকী (আত্মজ্ঞান সাধনবিদ্যা) ও দণ্ডনীতি (অর্থ যোগক্ষেমোপযোগিনী বিদ্যা) বার্ত্তা (কৃষি বাণিজ্য ও পশুপালনরূপ ধনোপচয়হেতুভূত বিদ্যাতে) জ্ঞানবান্, ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ ও সামবেদের বিদ্যাতে জ্ঞানসম্পন্ন হইবেন"; মনু কহেন যে, রাজ্যাভিষিক্ত ব্যক্তি ঋক্ যজুঃ সামবেদ-জ্ঞানী ব্যক্তি হইতে সেই সেই বিদ্যা লাভ করিবেন, দণ্ড-নীতিজ্ঞানী ব্যক্তি হইতে দণ্ডনীতি বিদ্যা লাভ করিবেন, আত্মজ্ঞানীব্যক্তির নিকটে আন্বীক্ষিকী বিদ্যা লাভ করিবেন, লোকপ্রমুখাৎ বার্ত্তাশাস্ত্রে বিদ্যালাভ করিবেন॥ ৩০৮ ॥ ॥ ৩০৯ ॥ ৩১০ ॥

অভিষেকাদি গুণযুক্ত রাজার এইরূপ অন্তরঙ্গবিশিষ্ট ধর্ম্ম কহিয়া বহিরঙ্গধর্ম্ম সকল কহিতেছেন——

স মন্ত্রিণঃ প্রকুর্ব্বীত প্রাজ্ঞান্ মৌলান্ স্থিরান্ শুচীন্।
তৈঃ সার্দ্ধং চিন্তযেদ্রাজ্যং বিপ্রেণাথ ততঃ স্বযম্॥ ৩১১॥

হিত ও অহিতজ্ঞানে নিপুণ মহোৎসাহাদি গুণযুক্ত স্বকীয় বংশপরম্পরা ক্রমে আগত মহৎ হর্ষ ও বিষাদ উপস্থিত হইলে বিকার রহিত এবং ধর্ম্ম অর্থ কাম ও ভয়রূপ পরীক্ষা-দ্বারা শুদ্ধ আট কি সাত ব্যক্তিকে মন্ত্রী করিবেন; মনু কহেন যে ' স্ববংশপরম্পরা ক্রমে আগত, শাস্ত্রজ্ঞানবিশিষ্ট, শূর, লব্ধ-লক্ষ ও সৎকুলোদ্ভব সাত আট পরীক্ষিত ব্যক্তিকে মন্ত্রী করিবেন।

অগ্রে ঐরূপ মন্ত্রী করিয়া তাঁহাদিগের সকলের বা অনেকের সহিত সন্ধি, যুদ্ধ, যান, আসন, দ্বৈধ, আশ্রয় লক্ষণ কার্য্য চিন্তা করিবেন, অনন্তর তাঁহাদিগের অভিপ্রায় জানিয়া সকল শাস্ত্রের অর্থ বিচারে নিপুণ ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সহিত কার্য্য বিচার পূর্ব্বক আপনার বুদ্ধিদ্বারা কার্য্য চিন্তা করিবেন॥ ৩১১॥

কিরূপ পুরোহিত করিবে তাহা কহিতেছেন,——

পুরোহিতং প্রকুর্ব্বীত দৈবজ্ঞমুদিতোদিতম্।
দণ্ডনীত্যাঞ্চ কুশলমথর্ব্বাঙ্গিরসে তথা॥ ৩১২॥

সকল দৃষ্ট ও অদৃষ্টার্থ কর্ম্মে অগ্রে পুরোহিতকে দান মান ও সৎকারদ্বারা আত্মীয় করিবেন, তিনি গ্রহগণের উৎপাত ও সেই উৎপাত শান্তিবিষয়ে বিজ্ঞ এবং শাস্ত্রোক্ত বিদ্যা সদ্বংশ ও সৎকর্ম্ম দ্বারা উজ্জ্বলজ্ঞান সম্পন্ন এবং দণ্ডনীতি অর্থশাস্ত্রের

ও অথর্ব্বাঙ্গিরস শান্তিকর্ম্মে নিপুণ দৈবজ্ঞ হইবেন, তাঁহাকে পুরোহিত করিবেন ॥ ৩১২ ॥

শ্রৌতস্মার্ত্তক্রিয়াহেতোর্ব্বৃণুযাদেব চর্ত্বিজঃ।
যজ্ঞাংশ্চৈব প্রকুর্ব্বীত বিধিবদ্ ভূরিদক্ষিণান্ ॥ ৩১৩ ॥

অগ্নিহোত্রপ্রভৃতি শ্রৌতকর্ম্ম ও উপাসনাদি স্মার্ত্তকর্ম্ম করিবার জন্য রাজা পূর্ব্বোক্তমতে ঋত্বিক্ গণকে বরণ করিবেন, এবং যথাবিধি প্রচুরদক্ষিণা বিশিষ্ট রাজসূয় প্রভৃতিযজ্ঞ করিবেন ॥ ৩১৩ ॥

আরও কহিতেছেন,——

ভোগাংশ্চ দত্ত্বা বিপ্রেভ্যো বসূনি বিবিধানি চ।
অক্ষযোঽযং নিধী রাজ্ঞাং যদ্বিপ্রেষূপপাদিতম্ ॥ ৩১৪ ॥

রাজা ব্রাহ্মণগণকে ভোগ ও সুখসাধন বস্তু এবং স্বর্ণরৌপ্য ভূমিপ্রভৃতি নানাবিধ ধনদান করিবেন; কেননা ব্রাহ্মণগণকে যে নিধি দান করা যায় সেই ধনরত্নাদিই রাজাদিগের অক্ষয় (সার্থক) হয়।

পূর্ব্বে সাধারণ ধর্ম্ম নির্ণয়স্থলে দানকর্ম্ম কহায় রাজগণের অবশ্য দান কর্ত্তব্য তাহাই প্রধানকার্য্য ইহা নির্দ্ধার্য্য করিবার জন্য পুনর্ব্বার বলিলেন ॥ ৩১৪ ॥

আরও কহিতেছেন,——

অস্কন্নমব্যথঞ্চৈব প্রায়শ্চিত্তৈরদূষিতম্।
অগ্নেঃ সকাশাদ্বিপ্রাগ্নৌ হুতং শ্রেষ্ঠমিহোচ্যতে ॥ ৩১৫ ॥

শাস্ত্রোক্ত অগ্নি স্থাপনাদি কর্ম্ম দ্বারা সাধ্য বহুদক্ষিণাবিশিষ্ট রাজসূয়াদি যজ্ঞে ব্যয়িত ধন অপেক্ষা ব্রাহ্মণরূপ অগ্নিতে দত্তধন প্রধান বলিতে হইবে; যেহেতু এইধন পতন

রহিত, পশুহিংসাদি ব্যথারহিত ও প্রায়শ্চিত্ত আয়াস বর্জ্জিত ॥ ৩১৫ ॥

কিরূপ ক্রমে ব্রাহ্মণগণকে ধনদান করিবেন তাহা কহিতেছেন,—

অলব্ধমীহেদ্ধর্ম্মেণ লব্ধং যত্নেন পালয়েৎ।
পালিতং বর্দ্ধয়েন্নীত্যা বৃদ্ধং পাত্রেষু নিক্ষিপেৎ ॥ ৩১৬ ॥

অলব্ধ ধনলাভের নিমিত্ত ধর্ম্মশাস্ত্রমতে যত্ন করিবেন, যাহা লব্ধ হইবে তাহা স্বয়ং দর্শনাদি পূর্ব্বক রক্ষা করিবেন, বাণিজ্য প্রভৃতি বৃত্তিদ্বারা সেই রক্ষিত ধন বর্দ্ধিত করিবেন, যেধন বর্দ্ধিত হইবে তাহা ধর্ম্ম অর্থ কামসংযুক্ত তিন প্রকার পাত্রে দান করিবেন ॥ ৩১৬ ॥

পাত্রে দান করিয়া কি করিতে হইবে তাহা কহিতেছেন,—

দত্ত্বা ভূমিং নিবন্ধং বা কৃত্বা লেখ্যন্তু কারয়েৎ।
আগামিভদ্রনৃপতিপরিজ্ঞানায় পার্থিবঃ ॥ ৩১৭ ॥

রাজা এক ভার ভাণ্ডের মধ্যে এতগুলি ভাণ্ড বা একভার পর্ণমধ্যে এতগুলি পর্ণ ইত্যাদিরূপ নিবন্ধ দান ও ভূমিদান শাস্ত্রোক্ত বিধিমতে করিয়া স্বত্ব নিবৃত্তি করিয়া লিখন করিবেন; কেননা তাহাতে ভবিষ্যতে যে সকল সাধুব্যক্তি রাজা হইবেন, তাঁহারা এইব্যক্তি কর্ত্তৃক দত্ত ও এইব্যক্তি কর্ত্তৃক গৃহীত এইরূপ নিদর্শন জানিবেন; ইহার দ্বারা এই স্থির হইতেছে যে ভূস্বামী রাজারই পূর্ব্বোক্ত নিবন্ধ দান ও ভূমিদানে অধিকার আছে, ভোগপতির অধিকার নাই ॥ ৩১৭ ॥

কিরূপে লেখন করিবেন, তাহা কহিতেছেন,——

> পটে বা তাম্রপট্টে বা স্বমুদ্রোপরিচিহ্নিতম্ ।
> অভিলেখ্যাত্মনো বংশ্যানাত্মানঞ্চ মহীপতিঃ ॥ ৩১৮ ॥
> প্রতিগ্রহপরীমাণং দানচ্ছেদোপবর্ণনম্ ।
> স্বহস্তকালসম্পন্নং শাসনং কারয়েৎ স্থিরম্ ॥ ৩১৯ ॥

রাজা কার্পাসিকদ্বারা কৃত পটে বা তাম্রধাতু-দ্বারা নির্ম্মিত ফলকে আপনার বংশের পরিচয় (প্রপিতামহ, পিতামহ, পিতা ও আপনার নাম) এবং পদবী ও জাতি প্রভৃতি দান কর্ত্তার গুণবর্ণনপূর্ব্বক দানগ্রহণকারীর নাম পদবী জাতি প্রভৃতি গুণবর্ণন করিয়া লিখন করিবেন, পরে ভূমি বা নিবন্ধ প্রভৃতি দাতব্য বস্তুর পরিমাণ এবং নিকটস্থিত নদী ইত্যাদির নিকট ও চতুঃসীমার ভূমি, গৃহ, পথ, নগর প্রভৃতির নিদর্শন লিখন করিবেন। যেমন অমুক নদীর দক্ষিণ ইত্যাদি বা অমুক গ্রামের পূর্ব্ব আদি নিদর্শন লিখন করিবেন, এবঞ্চ ভূমি প্রভৃতির ন্যূন ও অধিক পরিমাণ নিবারণ জন্য নিজহস্ত দ্বারা লিখিত অক্ষরে নিজ নিজ অভিপ্রায় সকল লিখিতে হইবে এবং তাহাতে গরুড় ও বরাহ প্রভৃতি চিহ্নিতমুদ্রা (মোহর) উপরিভাগে মুদ্রিত করিতে হইবে এবং তৎকালের সম্বৎসর ও শকনরপতির অতীতকালের নিরূপণ এমত স্থির-তর মতে লিখিতে হইবে যে "তদ্দ্বারা ভবিষ্যৎ কালের রাজগণ দৃষ্টিমাত্রে অমুকব্যক্তির দত্ত ও অমুকব্যক্তিকর্ত্তৃক গৃহীত ইত্যাদি বিবরণ অবগত হইতে পারিবেন; "দানকরা অপেক্ষা দানকরা বস্তুর দান সিদ্ধ রাখা মঙ্গল জনক" ইহাতে তাঁহারা সম্মত হইতে পারেন।

এই সকল কর্ম্ম মহীপতিই করাইবেন, ভোগপতি করাইবেন না। সন্ধি ও বিগ্রহাদিকারী দ্বারা লিখন করাইবেন যে কোন ব্যক্তির দ্বারা লিখন করাইবেন না; স্মরণ আছে যে যিনি "সেই রাজার সন্ধি ও বিগ্রহকারী হয়েন তিনিই দান-পত্রে লেখক হইবেন এবং তিনি স্বয়ং রাজাকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া রাজশাসন দানপত্রাদি লিখিবেন"।

দানমাত্রে দান-ফল সিদ্ধ হইলে ভোগের অধিক বৃদ্ধি প্রযুক্ত দানফলের আধিক্য জন্য দানপত্রাদি রাজশাসনের কারণ জানিতে হইবে॥ ৩১৮॥ ৩১৯॥

রাজার নিবাস স্থান কহিতেছেন,——

রম্যং পশব্যমাজীব্যং জাঙ্গলং দেশমাবসেৎ।
তত্র দুর্গাণি কুর্ব্বীত জনকোশাত্মগুপ্তয়ে॥ ৩২০॥

অশোক ও চম্পকাদি বৃক্ষদ্বারা রমণীয়, গবাদি পশুগণের বৃদ্ধিকর, কন্দ মূল পুষ্প ফলাদি উপজীবিকাবিশিষ্ট এবং জল বৃক্ষ পর্ব্বত সম্পন্ন দেশে রাজা বাস করিবেন; এইরূপ স্থানে জনগণের, সুবর্ণপ্রভৃতি কোশের ও আপনার রক্ষার জন্য দুর্গ করিবেন।

মনুসংহিতাতে লিখিত আছে যে "ধনু (মরুভূমি) দুর্গ, মৃত্তিকাময় দুর্গ, জলের দুর্গ, বৃক্ষের দুর্গ, মনুষ্যের দুর্গ ও পর্ব্বতের দুর্গ এই ছয় প্রকারের মধ্যে কোনরূপ দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে পুরদ্বারাদি রচনা করিয়া বাস করিবেন॥ ৩২০॥

অধিকারিগণকে নিয়োগের বিধি কহিতেছেন,——

তত্র তত্র চ নিষ্ণাতানধ্যক্ষান্ কুশলান্ শুচীন্।
প্রকুর্য্যাদায়কর্ম্মান্তব্যয়কর্ম্মসু চোদ্যতান্॥ ৩২১॥

অন্য ব্যাপার রহিত, সেই কার্য্যে নিপুণ, ধর্ম্ম অর্থ কামাদি চতুর্ব্বিধ পরীক্ষাবিষয়ে এবং বিশুদ্ধ সুবর্ণ প্রভৃতির লভ্য বিষয়ে চতুর, সুবর্ণপ্রভৃতির যথাযোগ্য ব্যয়কার্য্যে অনলস ও প্রাজ্ঞত্বপ্রভৃতি গুণযুক্ত ব্যক্তিগণকে রাজা ধর্ম্ম অর্থাদি-কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন; কথিত আছে যে "প্রাজ্ঞত্ব, পরীক্ষা শুদ্ধি, সাবধানতা, অভিযুক্ততা, কার্য্যসকলের ব্যসনাভাব, প্রভুভক্তি ও যোগ্যতাবিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন।"

কথিত আছে যে " ধর্ম্মকার্য্যে ধর্ম্মজ্ঞানি ব্যক্তিকে, অর্থকার্য্যে পণ্ডিতগণকে, স্ত্রীলোকের নিকটে ক্লীবব্যক্তি-দিগকে ও নীচকার্য্যে নীচব্যক্তি সকলকে রাজা নিযুক্ত করি-বেন " ॥ ৩২১ ॥

রাজা ব্রাহ্মণগণকে ভোগ ও সুখসাধনবস্তু এবং স্বর্ণ রৌপ্য ভূমিপ্রভৃতি নানাবিধ ধনদান করিবেন " এইরূপ সামান্যত নিজ নিজ দান কথিত হইল সম্প্রতি বিক্রমদ্বারা উপার্জ্জিত অর্থাৎ যুদ্ধাদিদ্বারা অর্জ্জিত দ্রব্যের দানে ফলের আধিক্য কহিতেছেন,——

নাতঃ পরতরো ধর্ম্মো নৃপাণাং যদ্রণার্জ্জিতম্।
বিপ্রেভ্যো দীযতে দ্রব্যং প্রজাভ্যশ্চাভযং সদা ॥ ৩২২ ॥

যুদ্ধদ্বারা উপার্জ্জিত যে ধন তাহা বিপ্রসকলকে দান ও প্রজাগণকে যে সর্ব্বদা অভয়দান ইহা অপেক্ষা রাজাদিগের অত্যুত্তম ধর্ম্ম আর নাই ॥ ৩২২ ॥

যুদ্ধদ্বারা উপার্জ্জিত ধন দান করিবে এরূপ কথিত হইল; কিন্তু দ্রব্য উপার্জ্জনের নিমিত্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ব্যক্তির বিপত্তিও ঘটিতে পারে; কেননা বিপত্তি ঘটিলে ধর্ম্ম বা অর্থ কিছুই

নাই অতএব তাহা হইতে নিবৃত্তিই মঙ্গলকর এই সংশয় নিবারণ কারণ কহিতেছেন,——

য আবহেষু বধ্যন্তে ভূম্যর্থমপরাংমুখাঃ।
অকূটৈরাযুধৈর্যান্তি তে স্বর্গং যোগিনো যথা॥ ৩২৩॥

বিষলিপ্তাদি ভিন্ন শুদ্ধ অস্ত্রাদিদ্বারা যে ব্যক্তি ভূমিপ্রভৃতির নিমিত্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং পরাঙ্মুখ না হইয়া মৃত হয়, সে ব্যক্তি যোগিগণের ন্যায় স্বর্গলোকে গমন করে। যদি বিষলিপ্তাদি অস্ত্রদ্বারা যুদ্ধ করে, তবেই সেরূপ স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয় না॥ ৩২৩॥

আরও কহিতেছেন,——

পদানি ক্রতুতুল্যানি ভগ্নেষ্ববিনিবর্ত্তিনাম্।
রাজা সুকৃতমাদত্তে হতানাং বিপলায়িনাম্॥৩২৪॥

স্ববল (হস্তি ঘোটক রথ পদাতি প্রভৃতি) ভগ্ন হইলেও শত্রুসৈন্যের প্রতি গমনকারী ব্যক্তির যতপদ অগ্রে গমন করে তত অশ্বমেধ যজ্ঞের তুল্য ফল লাভ হয়।

বিপরীতে দোষ কহিতেছেন, যাহারা যুদ্ধার্থে প্রবৃত্ত হইয়া পরাঙ্মুখ হয় রাজা তাহাদিগের পুণ্য গ্রহণ করেন॥ ৩২৪॥

আরও বলিতেছেন,——

তবাহং বাদিনং ক্লীবং নির্হেতিং পরসঙ্গতম্।
ন হন্যাদ্বিনিবৃত্তঞ্চ যুদ্ধপ্রেক্ষণকাদিকম্॥ ৩২৫॥

যে বলে আমি তোমার, তাহাকে এবং নপুংসককে, অস্ত্ররহিত ব্যক্তিকে, অন্যব্যক্তির সহিত যুদ্ধকারী ব্যক্তিকে, যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত ব্যক্তিকে, যুদ্ধদর্শনকারী ব্যক্তিকে ও অশ্বসারথ্যকর্ম্মকারী প্রভৃতি ব্যক্তিকে বিনাশ করিবে না। গৌতম কহেন যে "অশ্বসারথি, যুদ্ধকরণরহিত, কৃতাঞ্জলি, মুক্তকেশ,

পরাঙ্মুখ, উপবিষ্ট, স্থলবৃক্ষোপরি আরোহণকারী, দূত ও গোব্রাহ্মণবাদী, এইসকল ভিন্ন ব্যক্তিকে যুদ্ধে হিংসা করায় দোষ নাই; শঙ্খ কহেন যে " পানীয় পানকারী ব্যক্তিকে, ভোজনকারী ব্যক্তিকে, কবচরহিত ব্যক্তিকে কবচী, উপানহ মোচনকারী ব্যক্তিকে, স্ত্রীজাতিকে, হস্তি-নীকে, ঘোটককে, সারথিকে, দূতকে ও ব্রাহ্মণকে, বিনাশ করিবে না এবং রাজাভিন্ন অন্যব্যক্তি রাজাকে বিনষ্ট করিবে না॥ ৩২৫॥

আরও কহিতেছেন,——

কৃতরক্ষঃ সমুত্থায় পশ্যেদায়ব্যয়ৌ স্বয়ম্।
ব্যবহারাংস্ততো দৃষ্ট্বা স্নাত্বা ভুঞ্জীত কামতঃ॥ ৩২৬॥

পুরের ও আপনার রক্ষা বিধান করিয়া প্রতিদিন প্রাতঃ-কালে উত্থান-পূর্ব্বক স্বয়ংই আয় ও ব্যয় দেখিবেন, পরে ব্যবহার সকল দর্শন করিয়া মধ্যাহ্নকালে স্নান পূর্ব্বক রুচি অনুসারে ভোজন করিবেন॥ ৩২৬॥

হিরণ্যং ব্যাপৃতানীতং ভাণ্ডাগারেষু নিক্ষিপেৎ।
পশ্যেচ্চারাংস্ততো দূতান্ প্রেষয়েন্মন্ত্রিসঙ্গতঃ॥ ৩২৭॥

তদনন্তর, স্বর্ণাদি আনয়নকার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ দ্বারা আনীত স্বর্ণরৌপ্য প্রভৃতি বস্তুসকল স্বয়ংই দর্শন পূর্ব্বক ভাণ্ডাগারে স্থাপন করিবেন, তাহার পর পররাজ্যের বৃত্তান্ত জ্ঞানের নিমিত্তে ভিক্ষুক তপস্বী প্রভৃতি প্রচ্ছন্নরূপধারী যে বিশ্বাসী চারগণকে পূর্ব্বে প্রেষণ করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে যাহারা আগত হইয়াছে তাহাদিগকে দর্শন করিয়া কোন গোপনীয় স্থানে নিবেশন করাইবেন, অনন্তর যাহারা প্রকাশ্য ভাবে অন্য রাজার প্রতি গমনাগমন করে, সেই সকল নিসৃ-

ষ্টার্থ (দেশ ও কালের সমুচিত রাজকার্য্যসকল স্বয়ংই কহিতে সক্ষম) দূত এবং সংদিষ্টার্থ (যাহারা পরকে উক্তমাত্র নিবেদন করিতে সক্ষম) দূত ও শাসনহর অর্থাৎ রাজার পত্রাদি বহনকারী দূত তাহাদিগকে মন্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া দেখিবেন, দেখিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পুনর্ব্বার প্রেষণ করিবেন ॥ ৩২৭ ॥

ততঃ স্বৈরং বিহারী স্যান্মন্ত্রিভির্ব্বা সমাগতঃ।
বলানাং দর্শনং কৃত্বা সেনান্যা সহ চিন্তযেৎ ॥ ৩২৮ ॥

অনন্তর, অপরাহ্নে অর্থাৎ দিবসের তৃতীয় ভাগে ইচ্ছামত একাকী বা পরিহাসবেত্তা কলাকুশল বিশ্বাসী মন্ত্রিগণের সহিত পরিবৃত হইয়া রূপ, যৌবন ও রসিকতাসম্পন্ন কামিনীগণের সহিত বিহার করিবেন ; মনু কহেন যে " ভোজনের পর অন্তঃপুরের মধ্যে স্ত্রীগণের সহিত ইচ্ছামত বিহার করিয়া পুনর্ব্বার কর্ত্তব্য কার্য্য সকলের চিন্তা করিবেন "।

তদনন্তর উত্তম বস্ত্র, পুষ্প ও চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য ও অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত হইয়া হস্তী, ঘোটক, রথ ও পদচারী সৈন্যগণকে দেখিয়া সেনাপতির সহিত তাহাদিগের দেশ ও কালের উচিতমত রক্ষণাবেক্ষণাদি চিন্তা করিবেন ॥ ৩২৮ ॥

সন্ধ্যামুপাস্য শৃণুযাচ্চারাণাং গূঢ়ভাষিতম্।
গীতনৃত্যৈশ্চ ভুঞ্জীত পঠেৎ স্বাধ্যাযমেব চ ॥ ৩২৯ ॥

তাহার পর সায়ং সন্ধ্যার সময়ে নানাকার্য্যে আকুল হইলেও সন্ধ্যা উপাসনা করিবেন, কোনক্রমে বিস্মৃত হইবেন না এইজন্য পূর্ব্বে সামান্য বিধানদ্বারা সন্ধ্যাবন্দন প্রাপ্ত হইলেও পুনর্ব্বার কহিলেন, অনন্তর পূর্ব্বে দেখিয়া যে কোন গুপ্তস্থানে সেই ছদ্মবেশী চারগণকে উপবিষ্ট রাখিয়াছিলেন,

কোন গৃহের মধ্যে শস্ত্রপাণি হইয়া তাহাদিগের নিগূঢ় বার্ত্তা সকল শ্রবণ করিবেন ; কথিত আছে যে " সন্ধ্যা উপাসনা করিয়া অভ্যন্তর গৃহে শস্ত্রধারী হইয়া নির্জ্জনস্থানে গুপ্তচার গণের নিকটে বিবরণ অবগত হইবেন "।

তদনন্তর, কিছুকাল নৃত্যগীতাদি দ্বারা বিহার করিয়া অন্তঃ-পুরে গমনপূর্ব্বক ভোজন করিবেন ; স্মরণ আছে যে " অন্য কক্ষার মধ্যে গমনপূর্ব্বক তথাকার জনগণের সম্মতি গ্রহণ করিয়া ভোজনের নিমিত্ত স্ত্রীগণের সহিত অন্তঃপুরে গমন করিবেন, অনন্তর স্মরণের জন্য শক্তি অনুসারে স্বাধ্যায় পাঠ করিবেন ॥ ৩২৯ ॥

সম্বিশেৎ তূর্য্যঘোষেণ প্রতিবুধ্যেত্তথৈব চ।
শাস্ত্রাণি চিন্তযেদ্বুদ্ধ্যা সর্ব্বকর্ত্তব্যতাস্তথা ॥৩৩০॥

তদনন্তর, তূর্য্য ও শঙ্খবাদ্যের শব্দ শ্রবণ করত শয়ন করিবেন সেইরূপ বাদ্যের শব্দ দ্বারা উত্থিত হইবেন, জাগরিত হইয়া শেষ প্রহরে শাস্ত্রবেত্তা বিশ্বাসী ব্যক্তিগণের সহিত অথবা একাকী শাস্ত্রসকল চিন্তা করিবেন ও সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মের চিন্তা করিবেন।

পূর্ব্বোক্ত এই সকল কর্ম্ম স্বস্থব্যক্তি স্বয়ং করিবেন, অস্বস্থ হইলে সকলকার্য্যে সম্ভব মত অন্যব্যক্তিকে নিয়োগ করিবেন ; মনু কহেন যে " অরোগী রাজা এইসকল কার্য্য স্বয়ং করিবেন, রোগী হইলে প্রধান মন্ত্রীকে এইসকল কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন ॥ ৩৩০ ॥

প্রেষযেচ্চ ততশ্চারান্ স্বেষ্বন্যেষু চ সাদরান্।
ঋত্বিক্ পুরোহিতাচার্য্যৈরাশীর্ভিরভিনন্দিতঃ ॥ ৩৩১ ॥
দৃষ্ট্বা জ্যোতির্ব্বিদো বৈদ্যান্ দদ্যাদ্গাং কাঞ্চনং মহীম্।
নৈবেশিকানি চ ততঃ শ্রোত্রিযেভ্যো গৃহাণি চ ॥ ৩৩২ ॥

অনন্তর দান, মান ও সৎকার দ্বারা পূজিত চারগণকে সেইস্থানে থাকিয়াই স্বকীয় সামন্তপ্রভৃতি অধিকারীর প্রতি ও পরপক্ষ রাজগণের প্রতি প্রেষণ করিবেন; কেননা তদ্দ্বারা তাহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম জানিতে পারাযায় তৎপরে প্রাতঃ-সন্ধ্যা উপাসনানন্তর অগ্নিহোত্র হোম করিয়া পুরোহিত ঋত্বিক্ ও আচার্য্যাদি কর্ত্তৃক কৃত আশীর্ব্বাদ দ্বারা আনন্দিত হইয়া জ্যোতির্ব্বেত্তা গণকে দর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদিগ হইতে গ্রহাদির স্থিতিপ্রভৃতি বিদিত হইয়া পুরোহিতকে শান্তিপ্রভৃতি করিতে আদেশ পূর্ব্বক বৈদ্যদিগকে দৃষ্টি করত তাঁহাদিগের হইতে শরীরের অবস্থা প্রভৃতি নিবেদিত হইয়া প্রতিবিধান ঔষধাদির আদেশ করিয়া তাঁহাদিগের প্রত্যেককে ও বেদ পাঠকারী ব্রাহ্মণগণকে দুগ্ধবতী গবী, স্বর্ণ, ভূমি ও নৈবেশিক অর্থাৎ বিবাহের উপযোগী কন্যা অলঙ্কার আদি এবং সুধা-ধবলিত প্রভৃতি বহুবিধ গৃহ দান করিবেন॥ ৩৩১ ॥ ৩৩২ ॥

আরও কহিতেছেন,——

ব্রাহ্মণেষু ক্ষমী স্নিগ্ধেষ্বজিহ্মঃ ক্রোধনোঽরিষু।
স্যাদ্রাজা ভৃত্যবর্গেষু প্রজাসু চ যথা পিতা ॥ ৩৩৩ ॥

যথোচিত ভর্ৎসনা বাক্য বলিলেও ব্রাহ্মণগণকে ক্ষমা করিবেন, স্নেহবিশিষ্ট মিত্রাদিতে কুটিল ব্যবহার করিবেন না, শত্রুর প্রতি ক্রোধপ্রকাশ করিবেন, ভৃত্যগণ ও প্রজাসকলের প্রতি হিতাচরণ ও অহিত নিবারণ দ্বারা পিতার ন্যায় দয়াবান্ হইবেন॥ ৩৩৩ ॥

প্রজাপরিপালনের ফল কহিতেছেন,——

পুণ্যাৎ ষড়্ভাগমাদত্তে ন্যায়েন পরিপালযন্।
সর্ব্বদানাধিকং যস্মাৎ প্রজানাং পরিপালনম্॥ ৩৩৪ ॥

শাস্ত্রোক্ত ন্যায়দ্বারা প্রজাগণকে পরিপালন করিলে রাজা প্রজাগণের উপার্জ্জিত পুণ্যের ছয় ভাগের একভাগ স্বয়ং প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ; যেহেতু ভূমিপ্রভৃতি সকল দান অপেক্ষা প্রজাগণের পরিপালন রূপ ধর্ম্ম অধিক ফলদায়ক হইয়া থাকে ; সেইহেতু প্রজাদিগের প্রতি পিতার ন্যায় ন্যায়মত রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন ॥ ৩৩৪ ॥

চাটতস্করদুর্ব্বৃত্তমহাসাহসিকাদিভিঃ।
পীড্যমানাঃ প্রজা রক্ষেৎ কাযস্থৈশ্চ বিশেষতঃ ॥ ৩৩৫ ॥

বিশ্বাস জন্মাইয়া যাহারা পরধন অপহরণ করে তাহারা প্রতারক, যাহারা গোপনভাবে পরের ধন অপহরণ করে তাহারা তস্কর, ইন্দ্রজালকারী ও কিতব অর্থাৎ দ্যূতকারী, দুর্ব্বৃত্ত, বলাৎকার পূর্ব্বক যাহারা পরের অনিষ্ট ও অপহরণ করে তাহারা মহাসাহসিক ও মৌলিক কুহকপ্রভৃতি ইহাদিগ কর্ত্তৃক কর্ত্তব্য ও কৃত অপকার হইতে প্রজাবর্গকে রক্ষা করিবেন।

বিশেষত কায়স্থ অর্থাৎ আয় ব্যয় সঙ্খ্যাকারী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পীড্যমান প্রজাগণকে বিশেষরূপে রক্ষা করিবেন ; কেননা, মায়াবিত্ব প্রযুক্ত এবং রাজার প্রিয় হওয়ায় তাহারা অনির্ব্বার্য্য হইয়া থাকে ॥ ৩৩৫ ॥

অরক্ষ্যমাণাঃ কুর্ব্বন্তি যৎকিঞ্চিৎ কিল্বিষং প্রজাঃ।
তস্মাত্তু নৃপতেরর্দ্ধং যস্মাদ্গৃহ্ণাত্যসৌ করান্ ॥ ৩৩৬ ॥

ন্যায়মতে প্রজাপালন না করিলে প্রজাগণ চৌর্য্যবৃত্তি পরদার গমনাদি যে কিছু পাপ আচরণ করে সেই পাপের অর্দ্ধ অংশ রাজার হইয়াথাকে ; যেহেতু রাজা প্রজাগণের রক্ষণ কারণ প্রজাহইতে করগ্রহণ করেন ॥ ৩৩৬ ॥

যে রাষ্ট্রাধিকৃতাস্তেষাং চারৈর্জ্ঞাত্বা বিচেষ্টিতম্।
সাধূন্ সম্মানয়েদ্রাজা বিপরীতাংশ্চ ঘাতয়েৎ ॥ ৩৩৭ ॥
উৎকোচজীবিনো দ্রব্যহীনান্ কৃত্বা বিবাসয়েৎ।
সদানমানসৎকারান্ শ্রোত্রিয়ান্ বাসয়েৎ সদা ॥ ৩৩৮ ॥

যাঁহারা রাজ্যের মধ্যে অধ্যক্ষতা পদে নিযুক্ত থাকেন; চর-দ্বারা তাঁহাদিগের কার্য্য উত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়া যাঁহারা সুচরিত মত কার্য্য করেন, রাজা তাঁহাদিগকে ধনদান মান ও সৎকার দ্বারা সম্মানিত করিবেন এবং যাহারা দুষ্ট চরিত মত কার্য্য করে, তাহাদিগের কুচরিত্র উত্তমরূপে জানিয়া অপরাধের উপযুক্ত মত দণ্ড করিবেন, আর যাহারা উৎকোচ গ্রহণ করিবে, তাহাদিগকে দ্রব্য রহিত করিয়া স্বরাজ্য হইতে দূরীকৃত করিবেন এবং শ্রোত্রিয়গণকে সর্ব্বদা দান মান ও সৎকারের সহিত স্বরাজ্যে বাস করাইবেন ॥৩৩৭॥৩৩৮॥

অন্যায়েন নৃপো রাষ্ট্রাৎ স্বকোশং যোঽভিবর্দ্ধয়েৎ।
সোঽচিরাৎ বিগতশ্রীকো নাশমেতি সবান্ধবঃ ॥ ৩৩৯ ॥

যে রাজা অন্যায়মতে নিজরাজ্য হইতে করগ্রহণ পূর্ব্বক স্বকীয় ভাণ্ডাগার পরিপূর্ণ করেন তিনি অতিশীঘ্র ধনসম্পত্তি রহিত হইয়া বন্ধুগণের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হন ॥ ৩৩৯ ॥

প্রজাপীড়নসন্তাপাৎ সমুদ্ভূতো হুতাশনঃ।
রাজ্ঞঃ কুলং শ্রিয়ং প্রাণাংশ্চাদগ্ধ্বা ন নিবর্ত্ততে ॥ ৩৪০ ॥

প্রজাগণের তস্করাদি পীড়ন দ্বারা যে সন্তাপ জন্মে তাহা হইতে যে অগ্নি উত্থিত হয়, সেই পাপরাশিময় অগ্নি রাজার কুল, শ্রী ও প্রাণ বিনাশ না করিয়া নিবৃত্ত হয় না ॥ ৩৪০ ॥

য এব নৃপতের্দ্ধর্ম্মঃ স্বরাষ্ট্রপরিপালনে।
তমেব কৃৎস্নমাপ্নোতি পররাষ্ট্রং বশং নয়ন্ ॥ ৩৪১ ॥

ন্যায়মত স্বরাজ্য পরিপালনে রাজার যে ধর্ম্ম পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, নৃপতি পশ্চাদ্বক্তব্য অনুসারে পররাজ্য বশ করত সেই ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন অর্থাৎ পুণ্যের ষষ্ঠভাগ ও পাপের অর্দ্ধ ভাগ প্রাপ্ত হন॥ ৩৪১॥

যস্মিন্ দেশে য আচারো ব্যবহারঃ কুলস্থিতিঃ।
তথৈব পরিপাল্যোঽসৌ যদা বশমুপাগতঃ॥ ৩৪২॥

যখন পরদেশ বশীকৃত হয়, তখন নিজদেশের আচারাদি সংযোগ না করিয়া যে দেশের যে আচার, ব্যবহার ও কুল-স্থিতি পূর্ব্ব অবধি প্রচলিত ছিল তাহা যদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ না হয়; তবে সেই মতেই পরিপালন করিবেন; আর শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলে অন্যথা করিতে পারিবেন। কিন্তু পররাজ্য বশ হওয়ার পূর্ব্বে নিয়ম নাই ইহা দর্শিত হইল; কেননা উক্ত আছে যে "শত্রুকে রোধ করিয়া তাহার রাজ্য পীড়িত করিবেন এবং তৃণ, অন্ন, জল ও কাষ্ঠ সতত দূষিত করিবেন॥ ৩৪২॥

মন্ত্রমূলং যতো রাজ্যং তস্মান্মন্ত্রং সুরক্ষিতম্।
কুর্য্যাদ্ যথাস্য ন বিদুঃ কর্ম্মণামাফলোদয়াৎ॥ ৩৪৩॥

যেহেতু "মন্ত্রিগণের সহিত রাজা সন্ধি ও বিগ্রহাদি সংঘটিত রাজ্য চিন্তা করিবেন" এইভাবে (৩১১) সংখ্যক শ্লোক উক্ত হইয়াছে সেই হেতু বিবেচিত হইতেছে যে, রাজ্য "মন্ত্রমূল হইয়াথাকে" তজ্জন্য যত্নপূর্ব্বক মন্ত্রণা গুলি এরূপে সুরক্ষিত করিবেন, যাহাতে সন্ধি ও বিগ্রহাদির সম্পূর্ণ কার্য্য রূপ ফল নিষ্পত্তির পূর্ব্বে অন্য ব্যক্তিরা মন্ত্র জ্ঞাত হইতে না পারে॥ ৩৪৩॥

আরও কহিতেছেন,——

অরির্মিত্রমুদাসীনোঽনন্তরস্তৎপরঃ পরঃ।
ক্রমশো মণ্ডলং চিন্ত্যং সামাদিভিরুপক্রমৈঃ ॥ ৩৪৪ ॥

শত্রু, মিত্র ও শত্রুমিত্রভাবরহিত ব্যক্তি উদাসীন, তাহারা সহজ, কৃত্রিম ও প্রাকৃত এই তিন প্রকার ভেদে প্রত্যেকে তিন তিন প্রকার হইয়া থাকে; তন্মধ্যে সাপত্ন-ভ্রাতা, পিতৃভ্রাতা ও তাহাদের পুত্রাদি সহজ শত্রু এবং যাহার অপকার করা যায় ও যে ব্যক্তি অপকার করে, তাহারা কৃত্রিম শত্রু এবং অনন্তর দেশের অধিপতি প্রাকৃত শত্রু হইয়া থাকে। ভাগিনেয়, পিতার ভগিনীপুত্র ও মাতার ভগিনীপুত্র প্রভৃতি সহজমিত্র এবং যে ব্যক্তি উপকার করে ও যাহার উপকার করা যায়, সেই সেই ব্যক্তি কৃত্রিম মিত্র এবং একান্তরিত দেশের অধিপতি প্রাকৃত-মিত্র হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত সহজ মিত্র শত্রু ও কৃত্রিম মিত্র শত্রুলক্ষণ-রহিত ব্যক্তিরা সহজ, কৃত্রিম ও উদাসীন হইয়া থাকে।

দ্ব্যন্তরিত দেশাধিপতি প্রাকৃত উদাসীন। যাতব্য, উচ্ছেত্তব্য, পীড়নীয় ও কর্শনীয় ভেদে শত্রু চারি প্রকার হয়; তন্মধ্যে অনন্তর দেশাধিপতি ইহারা যাতব্য শত্রু, পূর্ব্বোক্ত অষ্টাদশ ব্যসন যুক্ত, হীনবল, বিরক্তপ্রকৃতি, দুর্গরহিত, মিত্রহীন ও দুর্ব্বল ইহারা উচ্ছেত্তব্য শত্রু; মন্ত্র ও বলহীন ব্যক্তি পীড়নীয় শত্রু, প্রবল মিত্রবল যুক্ত ব্যক্তি কর্শনীয় শত্রু হইয়া থাকে। সমূলে বিনাশ উচ্ছেদন, বল-নিগ্রহ পীড়ন ও কোশ দণ্ডাপকর্ষণপ্রযুক্ত কর্ষণ কহিয়া থাকে। বৃংহণীয় ও কর্শনীয় ভেদে মিত্র দুই প্রকার হয়; তন্মধ্যে

কোশবলহীন ব্যক্তি বৃংহণীয় মিত্র এবং কোশ-বলাধিক ব্যক্তি কর্শনীয় মিত্র হয়।

অনন্তর, তৎপর ও পর এই তিনপ্রকার প্রাকৃত শত্রু, মিত্র ও উদাসীন কহিতেছেন; যে "প্রাকৃত শত্রু অনন্তর, প্রাকৃত মিত্র তৎপর, তাহাহইতে অন্য প্রাকৃত উদাসীন হয়।"

অন্যান্য সমুদয় প্রসিদ্ধ প্রযুক্ত পুনর্ব্বার কথিত হয় নাই। এই রাজমণ্ডল পূর্ব্বাদি ক্রমে চিন্তা করিবেন, তাহাদের চেষ্টিত বিষয় জ্ঞাত হইয়া পরশ্লোকে বক্তব্য সামাদি উপায় দ্বারা অনুসন্ধান করিবেন।

এইরূপ অগ্রে পৃষ্ঠে ও পার্শ্বে তিন তিন ও এক আত্মা এই ত্রয়োদশ রাজক এই রাজমণ্ডল পদ্মাকার, পার্ষ্ণিগ্রাহ, আক্রন্দ ও পার্ষ্ণিগ্রাহাসার আক্রন্দাসার প্রভৃতি শত্রু, মিত্র, ও উদাসীনের মধ্যে অন্তর্ভুত থাকে অন্য অন্য গ্রন্থে সংজ্ঞা-ভেদ মাত্র দর্শিত হইয়াছে এইহেতু যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য পৃথক্ রূপে কহেন নাই ॥ ৩৪৪ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে "সামাদি উপায় দ্বারা" এইভাবে কথিত হইয়াছে, এক্ষণে সেই সকল উপায় কহিতেছেন,——

উপায়াঃ সামদানঞ্চ ভেদো দণ্ডস্তথৈব চ।
সম্যক্ প্রযুক্তাঃ সিদ্ধ্যেয়ুর্দ্দণ্ডস্ত্বগতিকা গতিঃ ॥ ৩৪৫ ॥

সাম (প্রিয় বাক্য ভাষণ), সুবর্ণাদির দান রূপ দান, সামন্ত সৈন্য প্রভৃতির পরস্পর বিরাগের উৎপাদন রূপ ভেদ এবং অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য ভাবে ধন অপহরণ প্রভৃতি বধপর্য্যন্ত অপকার রূপ দণ্ড।

এই সকল সামাদি উপায় শত্রু-প্রভৃতির শাসনের সাধন।

দেশ ও কালাদির অনুসারে এই সকল সামাদি উপায় সুচারু রূপে প্রযুক্ত হইলে সিদ্ধ হইয়া থাকে ; তন্মধ্যে দণ্ড উপায় অগত্যা পক্ষে অবলম্বন করিতে হইবে। যদি অন্য উপায় সম্ভব থাকে তবে পীড়নীয় ও কর্শনীয় শত্রুর প্রতি দণ্ড প্রয়োগ করিবে না ; কিন্তু যাতব্য ও উচ্ছেত্তব্য শত্রুর প্রতি দণ্ড প্রয়োগই প্রধান কল্প জানিতে হইবে।

এই সকল সামাদি উপায় কেবল রাজাগণের ব্যবহারের বিষয়ে উক্ত হয় নাই ইহা সকল লোকের ব্যবহারের পক্ষে জানিতে হইবে ; যেমন, কোন ব্যক্তি কহিয়াছেন ‘ হেপুত্র ! তুমি নিরন্তর বিদ্যা অধ্যয়ন কর, তাহা করিলে তোমাকে মোদক দিব ; যদি তুমি তাহা না কর, তবে অন্য ব্যক্তিকে মোদক দিব ও তোমার কর্ণ উৎপাটন করিব ” ॥ ৩৪৫ ॥

আরও কহিতেছেন,——

সন্ধিঞ্চ বিগ্রহঞ্চৈব যানমাসনসংশ্রয়ৌ।
দ্বৈধীভাবং গুণানেতান্ যথাবৎ পরিকল্পয়েৎ ॥ ৩৪৬ ॥

ব্যবস্থাকরণরূপ সন্ধি, অপকার করণরূপ বিগ্রহ, শত্রুর প্রতি গমনরূপ যান, উপেক্ষাকরণরূপ আসন, বলবান্ রাজার আশ্রয় সংশ্রয়, আপনার সৈন্যের দ্বিধাকরণরূপ দ্বৈধীভাব, এই সকল সন্ধিপ্রভৃতি ছয় প্রকার গুণ গুলি দেশ, কাল, শক্তি ও মিত্রাদির বশে কল্পনা করিবে ॥ ৩৪৬ ॥

শত্রুর প্রতি যাত্রা কাল সকল কহিতেছেন,——

যদা শস্যগুণোপেতং পররাষ্ট্রং তদা ব্রজেৎ।
পরশ্চ হীন আত্মা চ হৃষ্টবাহনপুরুষঃ ॥ ৩৪৭ ॥

যে সময়ে পরের রাষ্ট্রে ব্রীহিপ্রভৃতি শস্য ও সমজল কাষ্ঠ ও তৃণাদি সম্পন্ন হইবে এবং শত্রু ও তৎ-সৈন্যপ্রভৃ-

তির অল্পতাদি প্রযুক্ত হীন হইবে, এবঞ্চ আপনার হস্তী ঘোটকপ্রভৃতি বাহন ও সৈন্যপ্রভৃতি পুরুষগণ যখন হর্ষযুক্ত হইবে তখন রাজা পরের রাজ্য অধিকার করিতে গমন করিবেন॥ ৩৪৭॥

প্রাণিগণের উন্নতি ও বিনাশের দৈবায়ত্তপ্রযুক্ত, যদি দৈববল থাকে তবে আপনা হইতেই পরের রাজ্য বশীভূত হইবে। যদি দৈববল না থাকে তবে পৌরুষ প্রকাশ করিলেও বশীভূত হইবে না এইহেতু এই যাত্রা ও যত্ন বিফল হইয়া থাকে; অতএব কহিতেছেন,——

দৈবে পুরুষকারে চ কর্ম্মসিদ্ধির্ব্যবস্থিতা।
তত্র দৈবমভিব্যক্তং পৌরুষং পৌর্ব্বদেহিকম্॥ ৩৪৮॥

শুভ ও অশুভ লক্ষণ ফলপ্রাপ্তি কেবল দৈবকর্ম্মে ব্যবস্থিত হয় নাই, প্রত্যুত পুরুষকারেও ব্যবস্থিত হইয়াছে; কেননা, লোকাচারে সেইরূপ দর্শন আছে, নতুবা চিকিৎসাদি শাস্ত্র ব্যর্থ হইয়া যায়। পুরুষকারের অভাবে দৈবই হয় না, অতএব কহিতেছেন যে ‘পূর্ব্বজন্মের দেহে উপার্জ্জিত পুরুষকারই দৈব কথিত হয়; অল্প পুরুষকারের অনন্তর মহৎ ফলোদয় দ্বারা প্রকাশিত পূর্ব্বজন্ম দেহ সংঘটিত পৌরুষ কর্ম্মই দৈব হইয়া থাকে; সেইহেতু পুরুষকার ভিন্ন দৈব সিদ্ধ হয় না; অতএব পুরুষকারেতেই যত্ন প্রকাশ করিবে॥ ৩৪৮॥

এক্ষণে মতান্তর কহিতেছেন,——

কেচিদ্দৈবাৎ স্বভাবাদ্বা কালাৎ পুরুষকারতঃ।
সংযোগে কেচিদিচ্ছন্তি ফলং কুশলবুদ্ধয়ঃ॥ ৩৪৯॥

কোন পণ্ডিতগণ কহেন যে “শুভ ও অশুভ লক্ষণ ফল

দৈব হইতেই হয়’ কোন কোন পণ্ডিত কহেন যে ‘কোন কারণের অপেক্ষা না করিয়া আপনা হইতেই শুভ ও অশুভ ফল হইয়া থাকে’ কোন পণ্ডিতেরা কহেন যে ‘কালক্রমে শুভ ও অশুভ ফল হইয়া উঠে’ কোন কোন পণ্ডিতগণ কহেন যে ‘পুরুষকার দ্বারাই শুভ ও অশুভ ফল ফলিত হয়; কিন্তু, তন্মধ্যে নিপুণবুদ্ধি সম্পন্ন মনু প্রভৃতি ঋষিগণ কহেন যে ‘দৈব, স্বভাব, কাল ও পৌরুষের একত্র যোগে শুভ ও অশুভ ফল ঘটিয়া থাকে; ইহাই শাস্ত্রকারের মত॥ ৩৪৯॥

দৈবপ্রভৃতির একএকটি হইতে ফল হয় না; এইহেতু তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত কহিতেছেন,——

যথা হ্যেকেন চক্রেণ রথস্য ন গতির্ভবেৎ।
এবং পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিধ্যতি॥ ৩৫০॥

যেমত একটি চক্রদ্বারা রথের গতি বিধি হয় না, এমনি পুরুষ প্রযত্ন না করিলে দৈব সিদ্ধ হয় না॥ ৩৫০॥

লাভের নিমিত্তে পরের রাজ্যে গমন করিবেন, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে; সেই লাভ তিন প্রকার, তন্মধ্যে স্বর্ণাদিলাভ, ভূমি লাভ, মিত্রলাভ, তাহার মধ্যে মিত্র লাভ উত্তম; অতএব মিত্র লাভের উপায়ে যত্ন বিধান করিবেন; কিন্তু মিত্র প্রাপ্তির উপায় সত্যবচন ও সত্যব্যবহার, তজ্জন্য কহিতেছেন,——

হিরণ্যভূমিলাভেভ্যো মিত্রলব্ধির্ব্বরা যতঃ।
অতো যতেত তৎপ্রাপ্ত্যৈ রক্ষেৎ সত্যং সমাহিতঃ॥ ৩৫১॥

যেহেতু স্বর্ণাদি লাভ ও ভূমিলাভ হইতে বন্ধু লাভ উত্তম, অতএব বন্ধু লাভের জন্য সামাদি উপায়দ্বারা যত্ন করিবেন,

বন্ধুর সহিত সত্য বচন ও সদ্ব্যবহার করিবেন এবং সাবধান পূর্ব্বক সত্যরক্ষা করিবেন ; কেননা মিত্রলাভের মূল উপায় সত্য ॥ ৩৫১ ॥

রাজ্যাঙ্গ সকল কহিতেছেন,——

স্বাম্যমাত্যো জনো দুর্গং কোশো দণ্ডস্তথৈব চ।
মিত্রাণ্যেতাঃ প্রকৃতয়ো রাজ্যং সপ্তাঙ্গমুচ্যতে ॥ ৩৫২ ॥

৩০৭ শ্লোক অবধি ৩১০ শ্লোক পর্য্যন্তে কথিত 'মহোৎসাহ ইত্যাদি' লক্ষণসম্পন্ন রাজাস্বামী, মন্ত্রী ও পুরোহিতাদি অমাত্য গণ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি প্রজারূপ জন, ধনুদুর্গাদি দুর্গ, স্বর্ণপ্রভৃতি ধনরাশি কোশ, হস্তী ঘোটক রথ ও পদাতি স্বরূপ চতুরঙ্গ সৈন্যরূপ বল, সহজ কৃত্রিম ও প্রাকৃত রূপ মিত্রগণ ; এই সকল স্বামী প্রভৃতিরা রাজ্যের মূল কারণ এইরূপে সপ্ত অঙ্গ বিশিষ্ট রাজ্য কথিত হয় ॥ ৩৫২ ॥

তদবাপ্য নৃপো দণ্ডং দুর্ব্বৃত্তেষু নিপাতয়েৎ।
ধর্ম্মো হি দণ্ডরূপেণ ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পুরা ॥ ৩৫৩ ॥

এইরূপ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া রাজা বঞ্চক, শঠ, ধূর্ত্ত, পরদারাসক্ত, পরদ্রব্যাপহারী ও হিংসাকারী প্রভৃতি দুষ্টলোকের প্রতি দণ্ড প্রয়োগ করিবেন ; কেননা পূর্ব্বকালে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক দণ্ডরূপে ধর্ম্ম নির্ম্মিত হইয়াছে অতএব ইহার যৌগিক নাম 'দণ্ড' কহিয়া থাকে এবং দমন কারণ প্রযুক্ত দণ্ড বলিয়া থাকে ; সেই হেতু গৌতম কহেন যে 'ইন্দ্রিয় বশতাপন্ন ব্যক্তিকে দণ্ডদ্বারা শাসিত করিবেন' ॥ ৩৫৩ ॥

স নেতুং ন্যায়তোঽশক্যো লুব্ধেনাকৃতবুদ্ধিনা।
সত্যসন্ধেন শুচিনা সুসহায়েন ধীমতা ॥ ৩৫৪ ॥

লোভসংযুক্ত ও চঞ্চলবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি কর্ত্তৃক সেই

পূর্ব্বোক্ত দণ্ড ন্যায়মতে প্রয়োগ করিতে শক্য হয় না।

কেমন ব্যক্তিকর্ত্তৃক ন্যায়মতে প্রয়োগ করিতে শক্য হয় তাহা কহিতেছেন,——

সত্য প্রতিজ্ঞ অর্থাৎ অপ্রতারক ইন্দ্রিয় শাসনকারী, পূর্ব্বোক্ত সহায় সম্পন্ন ও সুনয় কুনয় বিচারকারী ব্যক্তি কর্ত্তৃক সেই পূর্ব্বোক্ত দণ্ড ধর্ম্ম ও ন্যায় মতে প্রয়োগ করিতে শক্য হয় ॥ ৩৫৪ ॥

যথাশাস্ত্রং প্রযুক্তঃ সন্ সদেবাসুরমানবম্।
জগদানন্দযেৎ সর্ব্বমন্যথা তৎ প্রকোপযেৎ ॥ ৩৫৫ ॥

সেই দণ্ডবিধানটি শাস্ত্রোক্ত রীতিমতে যদি প্রযুক্ত হয় তবে দেবতা অসুর ও মনুষ্যগণের সহিত এই সকল জগৎকে আনন্দ সম্পন্ন করে, আর যদি সেই দণ্ড বিধান শাস্ত্রোক্ত রীতিমতে প্রযুক্ত না হয় তবে দেবতা, অসুর ও মানব গণের সহিত এই সকল জগৎকে কোপযুক্ত করিয়া থাকে ॥ ৩৫৫ ॥

অধর্ম্ম দণ্ড দ্বারা কেবল জগৎ প্রকোপই হয় না, অধর্ম্ম দণ্ড কর্ত্তার দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফলেরও হানি হইয়া থাকে, ইহা কহি-তেছেন,——

অধর্ম্মদণ্ডনং স্বর্গকীর্ত্তিলোকাংশ্চ নাশযেৎ।
সম্যক্ তু দণ্ডনং রাজ্ঞঃ স্বর্গকীর্ত্তিজযাবহম্ ॥ ৩৫৬ ॥

শাস্ত্র অতিক্রম পূর্ব্বক লোভাদি প্রযুক্ত যে অধর্ম্ম দণ্ড কৃত হয়, তাহা পাপমুল প্রযুক্ত স্বর্গ, কীর্ত্তি ও লোক সকল বিনাশ করে এবং শাস্ত্রোক্ত মতে ধর্ম্মদণ্ড যাহা কৃত হয় তাহা ধর্ম্মমূল প্রযুক্ত স্বর্গ, কীর্ত্তি ও লোকজয়ের হেতু হইয়া থাকে ॥ ৩৫৬ ॥

অপি ভ্রাতা সুতোঽর্ঘ্যো বা শ্বশুরো মাতুলোঽপি বা।
নাদণ্ড্যো নাম রাজ্ঞোঽস্তি ধর্ম্মাদ্বিচলিতঃ স্বকাৎ ॥ ৩৫৭ ॥

ভ্রাতা, পুত্র, পূজনীয় আচার্য্য প্রভৃতি, শ্বশুর ও মাতুলাদি যে কেহ স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয় তাহারা রাজা কর্ত্তৃক দণ্ডনীয় হইয়া থাকে তবে অন্যব্যক্তির কথা কি আছে ? যেহেতু স্বধর্ম্মহইতে ভ্রষ্ট হইলে কেহ রাজার অদণ্ড্য থাকে না; কিন্তু মাতা পিতা প্রভৃতি রাজা কর্ত্তৃক দণ্ডনীয় নহেন, অন্যস্মৃতিতে তাহার প্রমাণ আছে যে ‘ মাতা, পিতা, স্নাতকব্রতাচারী, পরিব্রাজক, পুরোহিত, বানপ্রস্থ আশ্রমী, শ্রুতশীল ও শৌচাচার-বিশিষ্ট ব্যক্তিরা দণ্ডার্হ হইতে পারে না ; কেননা তাঁহারাই ধর্ম্ম স্থাপনের অধিকারী ’ ॥ ৩৫৭ ॥

আরও কহিতেছেন,——

যো দণ্ড্যান্ দণ্ডয়েদ্রাজা সম্যগ্বধ্যাংশ্চ ঘাতয়েৎ।
ইষ্টং স্যাৎ ক্রতুভিস্তেন সমাপ্তবরদক্ষিণৈঃ ॥ ৩৫৮ ॥

স্বধর্ম্ম বিচলনাদি প্রযুক্ত দণ্ডযোগ্য ব্যক্তিকে যিনি সম্যক্ শাস্ত্রদৃষ্টমতে ধিক্‌কার দণ্ড ও ধন দণ্ডাদি দ্বারা দণ্ড করিবেন এবং বধযোগ্য ব্যক্তিকে বধ করিবেন সেই রাজার বহু দক্ষিণাদি দ্বারা সমাপ্ত যজ্ঞ ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

ফল শ্রবণ প্রযুক্ত দণ্ড বিধান কার্য্যটি কাম্য কর্ম্ম বিবেচনা করিতে হইবে না ; কেননা দণ্ড না করিলে প্রায়শ্চিত্ত আছে তাহা বশিষ্ঠ কহিয়াছেন যে ‘ দণ্ডবিধান ত্যাগ করিলে রাজা একরাত্র উপবাস করিবেন, পুরোহিত ত্রিরাত্র উপবাস করিবেন, আর অদণ্ডনীয় ব্যক্তিকে দণ্ড করিলে পুরোহিত কৃচ্ছ্র ব্রত করিবেন ও রাজা ত্রিরাত্র ব্রত করিবেন ’ ॥ ৩৫৮ ॥

দুষ্ট ব্যক্তির প্রতি শাস্ত্রমতে দণ্ড প্রণয়ন করিবেন এরূপ উক্ত

হইয়াছে; কিন্তু ব্যবহার পরিজ্ঞান ভিন্ন দুষ্ট পরিজ্ঞান হইতে পারে না এইহেতু তাহা পরিজ্ঞানের নিমিত্ত নিত্য নিত্য স্বয়ং ব্যবহার দর্শন করা কর্ত্তব্য তাহা কহিতেছেন,—

ইতি সংচিন্ত্য নৃপতিঃ ক্রতুতুল্যফলং পৃথক্।
ব্যবহারান্ স্বয়ং পশ্যেৎ সভ্যৈঃ পরিবৃতোঽন্বহম্॥ ৩৫৯॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যজ্ঞফল তুল্য ফল ও দণ্ডনীয় ব্যক্তির প্রতি দণ্ড শাসন করায় স্বর্গাদি ফল এবং অদণ্ডনীয় ব্যক্তির প্রতি দণ্ড প্রয়োগে বিনাশ রূপ ফল পরিণতি চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণাদি পৃথক্ পৃথক্ বর্ণক্রমে পশ্চাদ্বক্তব্য লক্ষণ সম্পন্ন সভ্য গণে পরিবৃত হইয়া রাজা স্বয়ং পশ্চাৎ বক্তব্য পন্থা অনুসারে প্রতিদিন দুষ্ট ও অদুষ্ট ব্যক্তিকে পরিজ্ঞানের নিমিত্ত ব্যবহার সকল দর্শন করিবেন॥ ৩৫৯॥

কুলানি জাতীঃ শ্রেণীশ্চ গণান্ জানপদানপি।
স্বধর্ম্মাচ্চলিতান্ রাজা বিনীয় স্থাপয়েৎ পথি॥ ৩৬০॥

ব্রাহ্মণ প্রভৃতির কুল, মূর্দ্ধাবসিক্ত প্রভৃতি জাতি সকল, তাম্বূলিকাদি শ্রেণী, অশ্ববিক্রয়ি প্রভৃতির গণ ও কারুকাদি জানপদ, এই সকল ব্যক্তি স্বধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইলে রাজা অপরাধানুসারে দণ্ড করিয়া তাহাদিগকে স্ব-স্বধর্ম্মে স্থাপন করিবেন।

'দুর্ব্বৃত্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি দণ্ড প্রয়োগ করিবেন' ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে সেই দণ্ড শারীরিক ও অর্থ দণ্ডভেদে দুইপ্রকার হইয়া থাকে; তাহা নারদ কহিয়াছেন যে 'শারীর দণ্ড ও অর্থদণ্ড দুই প্রকার নিরূপিত আছে; তন্মধ্যে প্রহার প্রভৃতি মরণ পর্য্যন্ত দণ্ডকে শারীর দণ্ড বলাযায় এবং কাকিনী প্রভৃতি সর্ব্বধন শেষপর্য্যন্ত দণ্ডকে অর্থদণ্ড বলা

যায়' এই দুই প্রকার দণ্ড নিরূপিত হইলেও অপরাধ অনু-সারে অনেক প্রকার হইয়া থাকে; কথিত আছে যে "শা-রীর দণ্ড দশ প্রকার অর্থ দণ্ড অনেক প্রকার" ॥ ৩৬০ ॥

তাহাতে কৃষ্ণল, মাষ, সুবর্ণ ও পলাদি শব্দ দ্বারা অর্থদণ্ড কথিত হইবে; কিন্তু সেই সকল কৃষ্ণলাদি প্রত্যেক দেশে পৃথক্ পৃথক্ পরিমাণ বাচক হওয়ায় একরূপ অপরাধ হইলেও দেশ ভেদে ন্যূন ও অধিক দণ্ড না হউক এই হেতুক কৃষ্ণল প্রভৃতি শব্দের দণ্ডব্যবহারে নিয়ত পরিমাণ প্রদর্শন করি-তেছেন,——

জালসূর্য্যমরীচিস্থং ত্রসরেণু রজঃ স্মৃতম্।
তেঽষ্টৌ লিক্ষা তু তাস্তিস্রো রাজসর্ষপ উচ্যতে ॥ ৩৬১ ॥
গৌরস্তু তে ত্রযঃ ষট্‌তে যবো মধ্যস্তু তে ত্রযঃ।
কৃষ্ণলঃ পঞ্চ তে মাষস্তে সুবর্ণস্তু ষোড়শ ॥ ৩৬২ ॥
পলং সুবর্ণাশ্চত্বারঃ পঞ্চ বাপি প্রকীর্ত্তিতম্ ॥৩৬২॥০॥

গবাক্ষের অভ্যন্তর দিয়া প্রবিষ্ট সূর্য্য কিরণস্থিত যে ক্ষুদ্র ধূলি তাহাকে যোগীশ্বর প্রভৃতি তত্ত্বদর্শি পণ্ডিতগণ ত্রসরেণু কহিয়া থাকেন, আটটি ত্রসরেণুতেএকটি লিক্ষা (ঘর্ম্মজাত কৃমির ডিম্ব) হইয়াথাকে, তিনটি লিক্ষাতে একটি মধ্যম রাজসর্ষপ তিনটি রাজসর্ষপে এক মধ্যম গৌর সর্ষপ, ছয়টি গৌর সর্ষপে একটি মধ্যম যব হয়। এই সকল রাজসর্ষপাদি কেবল পরি-মাণ বাচী নহে অর্থাৎ তৎপরিমিত দ্রব্যবাচী; যেমন প্রস্থ-পরিমিত যবকে প্রস্থ বলা যায়; কেননা সর্ষপাদি শব্দের কেবল পরিমাণ বাচকত্ব হইলে ত্রসরেণু সংগ্রহ পূর্ব্বক পরিমাণ করিতে অক্ষম প্রযুক্ত তাহার দ্বারা কৃষ্ণল প্রভৃতি ব্যবহার হইতে পারে না।

তদ্বিষয়ে স্থূল, স্থূলতর, স্থূলতম, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতম ও মধ্যম এইরূপ সর্ষপাদি পরিমাণ ভেদদ্বারা সমস্তদেশীয় ব্যবহার ভেদ হইলে শঙ্কা নিবৃত্তির জন্য মধ্যম সর্ষপাদি নিয়ম করা হইল।

তিনটি মধ্যম যবে এক কৃষ্ণল হয়, পাঁচ কৃষ্ণলে একমাষ, ষোড়শ মাষেতে এক সুবর্ণ হয়, চার সুবর্ণে একটি পল হয় এবং পাঁচ সুবর্ণেতেও এক পল হইয়া থাকে। নারদ প্রভৃতি এইরূপ কহিয়াছেন। তাহাতে স্থূল তিন যব পরিমাণ দ্বারা এক কৃষ্ণল পরিমিত করিলে ব্যবহারিক নিষ্কের ষোড়শ ভাগের একভাগ কৃষ্ণল হইবে।

পঞ্চ কৃষ্ণলে এক মাষ হয়, ষোড়শ মাষে এক সুবর্ণ হয়; ব্যবহারিক পঞ্চ নিষ্কে একটি সুবর্ণ হয়; চারি সুবর্ণে এক পল হয় ও বিংশতি নিষ্কে এক পল হইয়া থাকে।

যখন সূক্ষ্ম তিন যবে এক কৃষ্ণল পরিকল্পনা করা যাইবে তখন ব্যবহারিক নিষ্কের দ্বাত্রিংশ ভাগের একভাগ এক কৃষ্ণল হইবে; সে পক্ষে সার্দ্ধদ্বিনিষ্কে এক সুবর্ণ হইবে এবং দশনিষ্কে এক পল হইবে।

যখন মধ্যম যবে কৃষ্ণল কল্পনা করা যাইবে তখন নিষ্কের বিংশতি ভাগের এক ভাগ কৃষ্ণল হইবে, চারি নিষ্কে এক সুবর্ণ হইবে, ষোল নিষ্কে একপল হইবে, এইরূপ পঞ্চ সুবর্ণে একপল কল্পনার পক্ষে বিংশ নিষ্কে এক পল হইবে।

এইরূপ অন্য পক্ষেও নিষ্কের চত্বারিংশ ভাগের এক ভাগে এক কৃষ্ণল হইবে দুই নিষ্কে এক সুবর্ণ ও অষ্ট নিষ্কে একপল হইবে।

এইরূপ লোকগণের ব্যবহার অনুসারে এই সূত্র হইতে

পরিমাণ কল্পনা করিতে হইবে॥ ৩৬১ ॥ ৩৬২ ॥ ৩৬২॥০ ॥

এইরূপ সুবর্ণের পরিমাণ কহিয়া এক্ষণে রৌপ্য পরিমাণের প্রতি বিশেষ কহিতেছেন,——

দ্বে কৃষ্ণলে রূপ্যমাষো ধরণং ষোড়শৈব তে ॥ ৩৬৩ ॥

শতমানন্তু দশভির্দ্ধরণৈঃ পলমেব তু।

নিষ্কং সুবর্ণাশ্চত্বারঃ ॥ ৩৬৩৵০ ॥

পূর্ব্বোক্ত দুই কৃষ্ণলে রূপ্যপরিমাণ যোগ্য এক মাষ হয়, ষোড়শ মাষে এক ধরণ হয়, এই ধরণের অন্য একটি নাম পুরাণ হইয়া থাকে; মনুস্মরণ আছে যে "মাষের ষোড়শ গুণে রৌপ্য সম্বন্ধী ধরণ ও পুরাণ হইয়া থাকে।" উক্ত দশ ধরণে এক শত মান ও পল হয় পূর্ব্বোক্ত চারি সুবর্ণে রৌপ্যের পরিমাণে এক নিষ্ক হইয়া থাকে ॥৩৬৩॥৩৬৩৵০॥

অতঃপর তাম্রের পরিমাণে বিশেষ কহিতেছেন,——

কার্ষিকস্তাম্রিকঃ পণঃ ॥ ৩৬৪ ॥

পলের চারিভাগের একভাগ কর্ষ এইরূপ লোকে প্রসিদ্ধ আছে কর্ষপরিমাণকে কার্ষিক বলা যায় এবং তাম্রের বিকারকে তাম্রিক বলা যায় ঐ কর্ষপরিমিত তাম্র বিকার পণ সংজ্ঞিত হইয়া থাকে, তাহাকে কার্ষাপণও কহা যায়; মনু কহেন যে "তাম্রের পরিমাণে কার্ষিক পণ যাহাকে বলা যায় তাহাই কার্ষাপণ বলিয়া জানিবে"॥

পঞ্চ সুবর্ণে একপল কল্পনা পক্ষে বিংশতি মাষে এক পণ হয়; তাহা হইলে পণের বিংশতি ভাগের একভাগ মাষ পরিমিত হইয়া থাকে; এইরূপ ব্যবহার সিদ্ধ আছে। আর চারি সুবর্ণে এক পল কল্পনা পক্ষে ষোড়শ মাষে এক পণ হয়, এপক্ষে সুবর্ণ, কার্ষাপণ ও পণ শব্দের সমান অর্থ হইলেও

পণ ও কার্ষাপণ এই দুটি শব্দ তাম্রের বিষয়ে জানিতে হইবে। এই রূপ স্বর্ণ, রূপ্য ও তাম্রের পরিমাণ কথিত হইল ইহা দণ্ড ব্যবহারে বিশেষ প্রয়োজন হইবে। পরন্তু কাংস্য ও রীতিপ্রভৃতির পরিমাণ লোক ব্যবহারের অঙ্গভূত দৃষ্ট করিতে হইবে॥ ৩৬৪॥

নিজ শাস্ত্রের পরিভাষা কহিতেছেন,——

সাশীতিঃ পণসাহস্রো দণ্ড উত্তমসাহসঃ।
তদর্দ্ধং মধ্যমঃ প্রোক্তস্তদর্দ্ধমধমঃ স্মৃতঃ॥ ৩৬৫॥

অশীতি অধিক সহস্র পণে অর্থাৎ ১০৮০ পণে পূর্ব্বোক্ত যে দণ্ড নিরূপিত হইল তাহাকে উত্তমসাহস নামক দণ্ড বলা যায় এবং চত্বারিংশদধিক পঞ্চশত পণে অর্থাৎ ৫৪০ পণে মধ্যমসাহস দণ্ড কথিত হয়। এবঞ্চ সপ্ততি অধিক দুই শত পণে অর্থাৎ ২৭০ পণে অধমসাহস নামক দণ্ড জানিবে, মনুপ্রভৃতিরা এইরূপ বলিয়াছেন।

আর যাহা সার্দ্ধ দ্বিশত পণে প্রথম সাহস দণ্ড ও পঞ্চশত পণে মধ্যম সাহস দণ্ড এবং সহস্র পণে উত্তম সাহস দণ্ড মনু কহিয়াছেন তাহা পক্ষান্তরে অজ্ঞান পূর্ব্বক কৃত অপরাধের দণ্ড পক্ষে দৃষ্ট করিতে হইবে॥ ৩৬৫॥

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দণ্ড বিধান কহিতেছেন,——

ধিগ্‌দণ্ডস্ত্বথ বাগ্‌দণ্ডো ধনদণ্ডো বধস্তথা।
যোজ্যা ব্যস্তাঃ সমস্তা বা হ্যপরাধবশাদিমে॥ ৩৬৬॥

অল্প অপরাধি ব্যক্তিকে ধিক্ ধিক্ বাক্য দ্বারা নিন্দা করা কর্ত্তব্য। তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক অপরাধীকে নিষ্ঠুর-বাক্য দ্বারা দণ্ড করা কর্ত্তব্য, তাহা অপেক্ষা অধিক অপরাধীর ধন অপহরণ রূপ দণ্ড কর্ত্তব্য, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অপরাধী-

দিগের শারীরিক বন্ধ রোধাদি জীবন নাশ পর্য্যন্ত দণ্ড করা উচিত। অপরাধ অনুসারে এই চারি প্রকার দণ্ডের এক একটি বা দুই তিনটি অথবা তিন চারিটি কিম্বা সকল গুলিই প্রয়োগ করিবে; কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব লিখিত দণ্ড দ্বারা অসাধ্য হইলে পরের লিখিত অধিক অধিক দণ্ড করিবে; মনু কহেন যে " প্রথমে ধিক্কার দণ্ড করিবে, তৎপরে বাক্য দণ্ড করিবে, তৃতীয় পাদ অপরাধে ধন অপহরণ রূপ দণ্ড করিবে, সম্পূর্ণ অপরাধ হইলে জীবননাশরূপ দণ্ড করিবে॥ ৩৬৬॥

দণ্ড প্রদানের কারণ কহিতেছেন,——

জ্ঞাত্বাপরাধং দেশঞ্চ কালং বলমথাপি বা।
বয়ঃ কর্ম্ম চ বিত্তঞ্চ দণ্ডং দণ্ড্যেষু পাতযেৎ॥ ৩৬৭॥

যেরূপ অপরাধ তাহা যথার্থ রূপে জ্ঞাত হইয়া তদনুসারে দণ্ড শাসন করিবেন; সেই দণ্ড শাসন দেশ, কাল, বয়ঃক্রম, কর্ম্ম ও ধন জানিয়া তদনুসারে দণ্ডযোগ্য ব্যক্তিকে দণ্ড দ্বারা শাসিত করিবেন। জ্ঞানকৃত এবং অজ্ঞানকৃত অপরাধ হইলে একবার ও অভ্যস্ত অপরাধের অনুসারে দণ্ড প্রণয়ন আচরণ করিতে হইবে। যদিও রাজার পক্ষেই এই রাজধর্ম্ম সকল কথিত হইল তথাপি ক্ষত্রিয় রাজা ভিন্ন বিষয় ও মণ্ডলাদি পরিপালন কারী অন্যজাতীয় রাজার পক্ষেও এই রাজধর্ম্ম জানিতে হইবে; কেননা " রাজা যেরূপ চরিত্র সম্পন্ন হইবেন সেইরূপ রাজধর্ম্ম সকল কহিব " এস্থলে পৃথক্ রাজশব্দ গ্রহণ থাকায় কর গ্রহণের রক্ষার্থ প্রযুক্ত দণ্ড শাসনের অধীনত্ব আছে॥ ৩৬৭॥

রাজধর্ম্ম প্রকরণ সমাপ্ত॥ ১৩॥

শ্রীপদ্মনাভ ভট্টউপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রা-
জক বিজ্ঞানেশ্বর ভট্টারকের কৃত সরল মিতাক্ষরা টীকাতে
যাজ্ঞবল্ক্য প্রণীত ধর্ম্ম শাস্ত্রের আচার অধ্যায়ের ব্যাখ্যা প্রথম
অধ্যায় সমাপ্ত হইল॥ ১৩॥

এই ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যাখ্যা পুস্তক উত্তমাত্মার শিষ্য যোগি বিজ্ঞা-
নেশ্বর কৃত।

এই অধ্যায়ে— উপোদ্ঘাত ১। ব্রহ্মচর্য্য ২। বিবাহ ৩।
জাতিবিবেক ৪। গৃহস্থ-ধর্ম্ম ৫। স্নাতক প্রকরণ ৬। ভক্ষ্যা-
ভক্ষ্য প্রকরণ ৭। দ্রব্যশুদ্ধি ৮। দানধর্ম্ম ৯। শ্রাদ্ধ ১০।
গণপতি কল্প ১১। শান্তি ১২। রাজধর্ম্ম ১৩। এই ত্রয়ো-
দশ প্রকরণ আছে।

এই যাজ্ঞবল্ক্য মুনিকৃত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা সমস্ত পণ্ডিত গণে-
রই হিত সাধক হইবে, ইহা অল্প অক্ষরে লিখিত হইলেও
বহু অর্থ বিশিষ্ট জানিবে এবং শ্রবণ দ্বয়ে অমৃত সেচন
করিবে।

আচার অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১॥